# بِشَارَةُ الْإِخْوَانِ فِي خَوَاصِّ الْقُرْآنِ

# বিশারাতুল ইখওয়ান
## ফী খাওয়াসসিল কুরআন


মূল
কুতুবুল আলম শাহ সুফি
**হজরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)**

অনুবাদ
হাদিয়ে জামান শাহ সুফি
**হজরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)**

সম্পাদনা ও নির্দেশনা
**শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী**
চেয়ারম্যান, আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
রাহবারে বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

তাখরীজ ও টীকা
**মাওলানা সগির আহমদ চৌধুরী**



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন





**বিশারাতুল ইখওয়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন**
মূল: মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)
অনুবাদ: মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)
সম্পাদনা ও নির্দেশনা: শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী
তাখরীজ ও টীকা: মাওলানা সগির আহমদ চৌধুরী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমি

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম সংস্করণ: ১৩৯২ হি. = অক্টোবর ১৯৭৩ খ্রি.
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.
তৃতীয় সংস্করণ: জুমাদাল উখরা ১৪৩২ হি. = মে ২০১১ খ্রি.
চতুর্থ সংস্করণ: জুমাদাল উখরা ১৪৪৪ হি. = জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.



**© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত**



প্রচ্ছদ: হাশেম আলী

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
**বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী,** ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম
**শাহ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমী,** চট্টগ্রাম
**আল-মানার লাইব্রেরী,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
**মুহাম্মদী লাইব্রেরী,** প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
**বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী,** তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

**মূল্য: ৫০০ [পাঁচশত] টাকা মাত্র**

***Bisharatul Ikhwan Fi Khawassil Quran*:** By Mir Muhammad Akhtar (Rh.), Translated In Bangla By Shaykh Shah Muhammad Abdul Jabbar (Rh.), Edit By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allama Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitush Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 500 Tk



e-mail:abdulhai.nadvi@yahoo.com
www.saajbd.org

# পূর্বাভাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

পরম করুণাময় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রশংসা এবং বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি দরুদ ও সালামের পর। এই বাস্তব সত্যটি অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ পাক যখন কোনো বিশিষ্ট্য মহব্বতের বান্দাকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার উচ্চস্তরের উন্নীত করার ইচ্ছা করেন তখন তাঁকে বিভিন্ন প্রকার বিপদ ও বালা-মসিবতে আক্রান্ত করে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন। মহান মর্যাদাবান নবী ও রসুলগণ عليهم السلام এবং আধ্যাত্মিক মনীষীবৃন্দ আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনচরিত ও ইতিহাস এ বিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষ্য দান করছে।

ক্লেশের পরিণামে আরাম, পরীক্ষার ফলস্বরূপ সাফল্য, যাতনার প্রতিদানে শান্তি, ক্রন্দনের বিনিময়ে হাসি নির্ধারিত আছে। إِنَّ الْعَطَايَا عَلَىٰ مَتَنِ الْبَلَايَا (অবশ্য পুরস্কারসমূহ বালা, বিপদ, যাতনা, মসিবতে ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং উদ্দেশ্য হাসিলের পথে অধ্যবসায় ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার ওপর নির্ভর করে)[১] এবং «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ» (মানবকুলে আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বাধিক কষ্ট-যাতনায় পরীক্ষিত হন, এরপর তার নিম্নবর্তী বুজুর্গগণ পদমর্যাদা অনুযায়ী, এরপর তার নিম্নবর্তীগণ)।[২]

---

[১] আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ***ফয়যুল বারী আলা সহীহ আল-বুখারী***, খ. ৪, পৃ. ১৭০

[২] (ক) আল-বাযযার, ***আল-মুসনাদ***, খ. ৩, পৃ. ৩৪৯, হাদীস: ১১৫০; (খ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান***, খ. ৪, পৃ. ৬০১-৬০২, হাদীস: ২৩৯৮, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَىٰ حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَىٰ حَسَبِ دِيْنِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ».

‘হজরত মুসআব ইবনে সা’দ رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হজরত সা’দ (ইবনে আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মসিবতের



সেই নিয়ম অনুসারে চট্টগ্রামের মাঝির ঘাট রোড়স্থ মাদারবাড়ির মীর বংশের গৌরব, চন্দনপুরা দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার সাবেক মুফতী ও সিনিয়র মুদাররিস হজরত আল্লামা শাহ সুফি মাওলানা মীর মসউদ আলী رحمه الله-এর সুযোগ্য ও প্রতিভাবান সন্তান, আমাদের হজরত কেবলা তরীকতপন্থিদের অনুসরণীয় পথপ্রদর্শক, ধর্মপ্রাণ পুণ্যবানগণের আদর্শ, শরীয়তের উজ্জ্বল চাঁদ, তরীকত সাম্রাজ্যের বাদশাহ, হজরত আল্লামা শাহ সুফি আলহাজ মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর সাহেব رحمه الله-এর ওপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে বিগত দুই বছর পর্যন্ত ভীষণ যাতনাদায়ক ব্যাধি ও রোগের আকারে এবং বুজুর্গানে দীনের রূয়ায়ে সালেহা (কল্যাণময় নির্ভুল স্বপ্ন) দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব স্বপ্নের বাস্তবতা ও নির্ভুলতা চেতনা জগতেও দিবালোকের মতো জাজ্বল্যমান দৃষ্ট হয়েছে।

এ রোগাক্রান্তকালে তিনি স্বীয় মা’বুদ ও মাশুক আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নৈকট্যের অবশিষ্ট মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করে অবশেষে دَنَا فَتَدَلّٰى ۸ (নিকটবর্তী হলেন এবং আরও নিকটতম বিরাজমান হলেন)[১]-এর আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে অস্থায়ী জগতকে বিদায় দানপূর্বক মহিমান্বিত মক্কা নগরীর জান্নাতুল মুআল্লা গোরস্থানে বিশ্বমুমিনের মাতা হজরত খদীজাতুল কুবরা رضي الله عنها-এর নিকটবর্তী জায়গায় স্থান গ্রহণ করেন এবং চিরকালের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রতিবেশী হন।

তাঁর রোগে আক্রান্তকালে যেসব কুরআনি জ্ঞানের নূর ও গূঢ় রহস্য তাঁর মানসপটে উদয় হয়েছিল, সেই অনুযায়ী ওই সময়ের ওলামায়ে কেরামের বড় এক জমায়েত নিয়ে পৃথক পৃথক অধ্যায় নির্ণয়পূর্বক ব্যাপকভাবে তাঁর আরোগ্য, স্বাস্থ্য লাভ, শান্তি ও আত্মিক উন্নতিকল্পে ক্রমাগত দাওয়াত পড়া হয়। যথা- দেহ ও আত্মার শক্তির জন্য শক্তিমর্ম বিশিষ্ট আয়াতসমূহ, রহমত নাযিলের জন্য রহমতের আয়াতসমূহ, আরোগ্য লাভ ও নিরাপত্তার জন্য আয়াতে শিফা ও আয়াতে সালামসমূহ, রক্ষা ও আত্মিক শান্তির নিমিত্তে আয়াতে হিফজ ও সাকুন, ধৈর্য ও অটলতার উদ্দেশ্যে আয়াতে ইস্তিকামত, মদদে ইলাহী ও সফলতার নিমিত্তে আয়াতে নসর ও আয়াতে ফতহ, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হওয়ার জন্য আয়াতে ইতলাক ইত্যাদি পাঠ করে দাওয়াত পাঠ ও দোয়া করা হতো। সারকথা এই যে, মানবদেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও জোড়-গাঁটসমূহের সাধারণত যত প্রকার ব্যথা-বেদনা ও রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি হওয়া সম্ভব সেসব হতে মুক্তি লাভ ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত দিবানিশি দাওয়াত পাঠ বারংবার হাজারবার করা হয়েছিল।

---

সম্মুখীন হয় কে? তিনি বললেন, ‘নবীগণ, এরপর যারা ভালো মানুষ তারা, এরপর যারা ভালো তারা। একজন তার দীনদারির অনুপাতে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। যদি সে তার দীনে মজবুত হয় তবে তার পরীক্ষাও তুলনামূলকভাবে কঠোরতর হয়; আর সে যদি দীনের ক্ষেত্রে দুর্বল ও হালকা হয় তবে সে তার দীনদারির অনুপাতেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এভাবে বান্দা বিপদ-আপদে পড়তে থাকে শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে এমন মুক্তভাবে বিচরণ করতে থাকে যে তার ওপর আর কোনো গুনাহর দায় থাকে না।’’—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আন-নাজম***, ৫৩:৮

এ কিতাবের মধ্যে উল্লেখিত বিভিন্ন মর্মের আয়াতসমূহ ও দোয়া ইত্যাদির একটিও যাতে বাদ না পড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে অতিরিক্ত আরও বহু প্রকার দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে। খোদাপ্রেমিক ও খোদায়ি বাণীর আসক্তগণ, ঈমানি ভাইগণ এবং আত্মিক উন্নতির পথের পথিক বন্ধুগণকে সুসংবাদ জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে উল্লেখিত আয়াত ও দোয়াসংবলিত কিতাবকে আমাদের হজরত কেবলার পবিত্র আত্মার প্রতি সওয়াব পৌঁছানোর বাসনায় এবং আল্লাহর বান্দাগণের বিশেষত তরীকতের ভাইগণের উপকার্থে আমাদের হজরত কেবলা رحمه الله-এর অতিআদরের মাহবুব শাগরিদ, তরীকত সম্পর্কীয় অনুমতিপ্রাপ্ত খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) মমতাজুল মুহাদ্দিসীন আলহাজ শাহ সুফি মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব رحمه الله (আল্লাহ আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে তাঁর জাহেরি ও বাতেনি ফুয়ুযাত দ্বারা সদা উপকৃত করুন)-এর ইরশাদ ও অনুমতিক্রমে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হল এবং মূল কিতাবের নাম অনুসারে অনুবাদের নামও *বিশারাতুল ইখওয়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন* রাখা হল। আল্লাহ পাক এ কিতাবকে ও হজরত কেবলা رحمه الله-এর লিখিত অন্যান্য কিতাবসমূহের মতো কবুল করুন এবং মানবসমাজের জন্য এ কিতাবকে কল্যাণময় করুন। আমীন বিহুরমতে সাইয়িদুল মুরসালীন ﷺ।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّاؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ وَتُبْ عَلَيْنَاۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ اَفْضَلُ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ؛ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ○

অর্থ: হে আমাদের প্রভু পালনকর্তা! আমাদের পক্ষ হতে সাদরে গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। আর আমাদের তওবা কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি তওবা গ্রহণকারী ও দয়াময়।[১] আল্লাহ পাকের অফুরন্ত রহমতের ভাণ্ডার হতে সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, নবীকুল শিরোমণি, হজরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর আসহাবের প্রতি অসীম রহমত বর্ষিত হোক। হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়! রহমান ও রহীম! আপনার দয়ার দ্বারা আমাদের প্রার্থনা কবুল করে নিন।

নিবেদক

**মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন**

মসজিদে বায়তুশ শরফ, ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:১২৭-১২৮



## শুকরিয়া প্রকাশ

আমাদের হজরত কেবলা মীর মোহাম্মদ আখতর رحمه الله-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি রোগে আক্রান্ত অবস্থায় যেসব আয়াত ও দোয়া আমরা পাঠ করতাম এবং এতে বিশেষ ফলও পাওয়া যায়, পরবর্তী সময়ে সেগুলো জনগণের উপকারার্থে *বিশারাতুল ইখওয়ান ফী খওয়াসসিল কুরআন* নামক পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু বইটি উর্দু ভাষায় রচিত হওয়ায় অধিকাংশ মুসলিম ভাইয়েরা এর দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে কষ্ট হয় বিধায় তাদের অনুরোধে বহু কষ্টের মাধ্যমে এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছি।

পাঠকরা এতে উপকৃত হলে নিজের কষ্টকে সার্থক মনে করব। কিতাবটি প্রকাশে ভুল-ভ্রান্তি মার্জনীয়। চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার নাজিমে আলা প্রবীন শিক্ষাবিদ, *শামায়িলে তিরমিযী*র অনুবাদক আলহাজ হজরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব رحمه الله আমাদের এ অনুবাদের মহৎ কাজে বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে সাহায্য করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ দরবার ও এর ভক্তগণের জন্য দোয়াও করেছেন। এর জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

### দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের সব কিতাব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং এর জন্য জনগণের পক্ষ হতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ও সমাজের বিশেষ করে বিপদগ্রস্ত লোকদের উপকারার্থে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হল। কুরআন মজীদের সূরাগুলো শুদ্ধভাবে ছাপানোর জন্য যথেষ্ট যত্ন নেওয়ার পরও হয়তো ছাপার বা অজ্ঞতার কারণে কোথাও অশুদ্ধ থাকলে তার জন্য আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত। পাঠকদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন এর সুফল পাওয়ার নিয়তে শুদ্ধ করে পড়ার নিশ্চয়তা বিধান করেন।

**প্রকাশক**

# চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلىٰ أَفْضَلِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ صَلَاةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ!

*খওয়াস* শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে *খাস্‌সা*, অর্থ: খাসিয়ত। প্রত্যেক বস্তুর খাসিয়ত বলা হয় তার বিশেষত্ব, স্বভাব-বিশিষ্টতা, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও উপকারী গুণাবলিকে। *খওয়াসসুল কুরআন* হচ্ছে পবিত্র কুরআন মজীদের সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব ও উপকারী প্রতিক্রিয়া যা মানুষের হৃদয়ের প্রশান্তি, রোগ-বালাইয়ে আরোগ্য ও বিপদ-মসিবতে উপকারী হিসেবে কুরআন-সুন্নাহর তথ্য-সূত্র, সালেহীনের আমল ও বুজুর্গানে দীনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত।

বায়তুশ শরফ দরবারের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুল আলম শাহ সুফি হজরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (হজরত কেবলা) رحمه الله (মৃ. ১৩৯০ হি.) ছিলেন সলফে সালেহীন, পূর্বসূরি বুজুর্গানে দীন ও মহান সাধকপুরুষদের উত্তম নমুনা-ব্যক্তিত্ব। *বিশারাতুল ইখওয়ান* অর্থাৎ মুসলমান ভাই-বন্ধু বিশেষত তরীকতের ভক্ত-অনুসারীদের প্রতি সুসংবাদ; এটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের পাঠ, বিশেষ আমল ও অজিফা আদায়ের মাধ্যমে হজরত কেবলা رحمه الله জীবনে যে উপক্রীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিলেন তারই সংকলিত রূপ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনপ্রার্থী মুসলমান ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণার্থে এ নামে নামাঙ্কিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

*বিশারাতুল ইখওয়ান* মূল পুস্তিকাটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যার আলোচ্য বিষয়ে সাত মুনজিয়াতসহ ৪৫টি সূরার খাস্‌সা অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্তিম সময়ে হজরত কেবলা رحمه الله দীর্ঘ সময় রোগশয্যায় জীবন অতিবাহিত করেছেন, আর সে অসুস্থ অবস্থায়ই তিনি পবিত্র মক্কায় আল্লাহর প্রিয় হয়ে যান। এটি আল্লাহর পরীক্ষা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য। হজরত কেবলা رحمه الله-এর রোগশয্যা অবস্থায় তাঁরই নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁর আশু রোগমুক্তি, সুস্বাস্থ্য, নেক হায়াত ও কষ্ট-যাতনা লাগবে কুরআন মজীদের তেলাওয়াত,



বিশেষ আয়াতসমূহের খতম ও বুজুর্গানে দীনের নিকট পরীক্ষিত বিভিন্ন মামুলাতের সম্মিলিত আমলের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

এসব আমলের মজলিসে সেই সময়ের বিশিষ্ট, নেককার ও পরহেজগার ওলামায়ে কেরাম শরীক হতেন। পরবর্তীকালে উপর্যুক্ত দাওয়াত, দোয়া ও মামুলাত অতিরিক্ত হিসেবে *বিশারাতুল ইখওয়ানে* সংযোজিত হয়েছে। মূল পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি বা প্রথম সংস্করণটি এখন দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। তবে খুব সম্ভব মূল পুস্তিকা '*সূরা ফালাক ও সূরা নাসের ফযীলত ও গুণাবলি*' বর্ণনার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে। তার পরই অতিরিক্ত সংযোজনীসমূহ আরম্ভ হয়েছে এবং এর পরবর্তী যাবতীয় টেক্সট সংকলকের, যা হজরত কেবলা رحمه الله-এর মূল পুস্তিকার অংশ নয়।

হজরত কেবলা رحمه الله বিরচিত *বিশারাতুল ইখওয়ানের* ভাষ্য হচ্ছে উর্দু। মূল উর্দু পুস্তিকার বাংলা অনুবাদেও সংযোজনী এসেছে, যা খুব সম্ভবত মূল উর্দু ভাষ্যের অংশ নয়; হযরত কেবলা رحمه الله-এর মৌখিক ইরশাদসমূহ তাঁরই নির্দেশনায় পরবর্তীকালে বাংলা অনুবাদের সময় অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত হয়েছে। এ ধরনের সংযোজনী খুব সহজে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এগুলো ব্রাকেটে (*এটি হজরত কেবলা* رحمه الله*-এর বাণী*) জাতীয় বক্তব্য দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। কোথাও বর্ণিত হয়েছে যে, '*আমাদের হজরত কেবলা/মুরশিদ/হুজুর কেবলা* رحمه الله *ইরশাদ করেছেন*।' এতে বোঝা যায়, এগুলো হজরত কেবলা رحمه الله-এর মৌখিক ইরশাদাত বা মলফুযাত, মূল উর্দু পুস্তিকার অংশ নয়।

উর্দু পুস্তিকাটির অনুবাদের কাজটি সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করেছেন তাঁরই একান্ত খলীফা, বায়তুশ শরফের পরবর্তী পীর সাহেব ও রূপকার হাদিয়ে জামান শাহ সুফি হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (হুজুর কেবলা) رحمه الله (মৃ. ১৪০৮ হি.)। একই সঙ্গে তিনি হযরত কেবলা رحمه الله-এর নির্দেশনা অনুসারে তাঁর মৌখিক ইরশাদাতের আলোকে বিভিন্ন দাওয়াত, দোয়া ও মামুলাত যা হযরত কেবলা رحمه الله-এর রোগশয্যার সময় পড়িত হয়েছিল সেসবও অত্যন্ত বিন্যস্তভাবে গ্রন্থিত করেন। অনুবাদ ও গ্রন্থনার এ কাজে তাঁকে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন সাবেক চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার নাজিমে আলা আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ رحمه الله (মৃ. ১৩৯৮ হি.)।

বাংলায় অনূদিত ও সংযোজিত সংস্করণটি ছিল সাধু ভাষায় রচিত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধু-চলিত সংমিশ্রণও হয় এবং বিশুদ্ধ বানান নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় এতে উপেক্ষিত থাকে। পুরো গ্রন্থটি মোটামুটিভাবে কয়েকটি প্রধান উৎসগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে এবং সেই গ্রন্থগুলোর বরাতে আরও অনেকগুলো উৎসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হলেও সেসবের সঠিক তথ্য-সূত্র উল্লেখিত হয়নি। আবার অনেক ক্ষেত্রে উৎসগ্রন্থের বরাতে যেসব উদ্ধৃতি নির্দেশ করা হয়েছে যাচাইয়ে তাতেও গরমিল, তথ্যগত বিভ্রাট ও উপেক্ষা লক্ষ করা যায়।

কুরআনের আয়াত উদ্ধৃতিতে পারা, কিছু ক্ষেত্রে শুধু সূরার উল্লেখ করা হয়েছিল এবং হাদীস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শুধু গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম নির্দেশ করা হয়েছিল।

কুরআনের আয়াত, হাদীস ও দোয়াসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবি হরকতসমৃদ্ধ ছিল, যদিও তা কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তবে কোনো ক্ষেত্রে এসবের বাংলা অনুবাদ পেশ করা হয়নি। আমরা বায়তুশ শরফের বর্তমান রাহবর ও জ্ঞানুরাগী শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী মাদ্দা যিল্লুহুল আলিয়ার বিষদ সম্পাদনা ও নির্দেশনায় গ্রন্থটি আগাগোড়া তথ্য যাচাই, বানান সমন্বয় ও তথ্য-রেফারেন্স দ্বারা সমৃদ্ধ করার কাজ আনজাম দিই, বি-ইযনিল্লাহ।

গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণে যেসব কাজ সম্পাদিত হয়েছে তা হচ্ছে,

১. গ্রন্থটি সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি এবং ধর্মীয় আরবি পরিভাষার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের নীতি অনুসারে বানান সমন্বয় করা হয়েছে।

২. কুরআনে করীমের প্রতিটি আয়াতের সূরা, সূরা ও আয়াতের ক্রমিক এবং হাদীসের ক্ষেত্রে উৎসগ্রন্থের নাম, খণ্ড, পৃষ্ঠা ও হাদীসের ক্রমিক যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. কুরআন, হাদীস, দোয়া ও যেকোনো আরবি উদ্ধৃতিকে বিশুদ্ধ হরকতসমৃদ্ধ করা হয়েছে এবং যথাস্থানে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে করীমের অনুবাদের ক্ষেত্রে খাদিমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত মুফতি মুহাম্মদ শফী ﷺ (মৃ. ১৩৯৬ হি.) বিরচিত ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ﷺ (মৃ. ১৪৩৭ হি.) অনূদিত *সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন* এবং হাদীসের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৪. কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীনে ইযামের আসার, সলফে সালেহীন ও বুজুর্গানে দীনের বক্তব্য ও ঐতিহাসিক উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূল ভাষ্য সংযোজন করা হয়েছে। মূল ভাষ্যের সাথে বর্তমান পুস্তিকার উদ্ধৃতিতে তফাৎ বা সংক্ষেপিতভাবে উপস্থাপিত হলে সেই ক্ষেত্রে মূল ভাষ্য টীকায় উপস্থান করে প্রয়োজন অনুযায়ী অনুবাদও করে দেওয়া হয়েছে।

৫. প্রধান উৎসগ্রন্থ এবং সেই সূত্রে অন্যান্য উদ্ধৃতিসমূহের যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। তথ্য-সূত্রে বিভিন্ন উপেক্ষিত বিষয়, তথ্যগত গরমিল ও বিভ্রাট সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. গ্রন্থটির প্রধান উৎসগ্রন্থ হচ্ছে চারটি। যথা-

(ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামীর *খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু*। লেখক একজন ভিন্ন মতাবলম্বী। *বিশারাতুল ইখওয়ানের* মূল পাঠের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি উৎসগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটার বরাতে



*তাফসীরুল আইয়াশী, আল-কাফী, আমালী ইবনে বাবাওয়াইহ, ইলালুশ শারায়ি', মান লা ইয়াহযুরহুল ফকীহ, সাওয়াবুল আ'মাল, মাজমাউল বায়ান, মাকারিমুল আখলাক, তিব্বুল আয়িম্মা, আল-মিসবাহ, বিহারুল আনওয়ার, মিশকাতুল আনওয়ার, হিলয়াতুল মুত্তাকীন, আল-বুরহান, আল-আনওয়ারুন নু'মানিয়া* বিভিন্ন মতাদর্শের গ্রন্থাবলি উদ্ধৃত হয়েছে।

সাধারণভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের নিকট এসব উৎস থেকে হাদীস, আকীদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণ অনুমোদিত নয়। তবে নফল, মামুলাত ও ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নতের স্বীকৃত আকীদা ও ফিকহী চিন্তাধারা পরিপন্থী কোনো উপদান না থাকলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। বর্তমান গ্রন্থে উপর্যুক্ত গ্রন্থ থেকে যেসব উদ্ধৃতি উল্লেখিত হয়েছে তাতে ওই ধরনের কোনো সমস্যা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে পরিলক্ষিত হয়নি। তবুও সতর্কতার জন্য এসব গ্রন্থের উদ্ধৃতির প্রথমবার যথাস্থানে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় তুলে ধরেছি, যাতে এসব গ্রন্থকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা থেকে পাঠকগণ বিরত থাকেন।

(খ) নবাব সিদ্দীক হাসান খান (মৃ. ১৩০৭ হি.), *কিতাবুত তা'ওয়ীযাত = আদ-দাওয়াদ দাওয়া*।

(গ) মাওলানা আশরফ আলী থানভী (মৃ. ১৩৬২ হি.)-এর *আ'মালে কুরআনী*।

(ঘ) সাইয়েদ আহসান বিহারীর *আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন*।

৭. সর্বশেষে পুস্তিকায় ব্যবহৃত যাবতীয় তথ্য-উৎসের গ্রন্থপঞ্জি প্রদত্ত হয়েছে, যেখানে লেখক, তাঁর জন্মমৃত্যু, গ্রন্থের নাম, প্রকাশক সংস্থার নাম, স্থান, সংস্করণ ও সাল ইত্যাদি তথ্য উল্লেখিত হয়েছে।

পুস্তিকাটির বর্তমান পরিমার্জিত সংস্করণটি প্রস্তুতে, বানান সমন্বয় ও তথ্য-সূত্র সংকলনে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক আত-তাওহীদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাওলানা সগির আহমদ চৌধুরী সবিশেষ পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জযায়ে খয়ের দান করুন। আমীন।

**শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী**
রাহবরে বায়তুশ শরফ ও
চেয়ারম্যান, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ

তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০২২

**মাওলানা সগির আহমদ চৌধুরী**
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম

# সূচিপত্র


মুনজিয়াত (নিরাপত্তা ও মুক্তিদায়ক) সাত সূরা ........ ১৫
বদনজরের দোয়া ........ ২৫
সপ্ত আয়াতে মুনজিয়াত ........ ২৮
সূরা নিসা শরীফের কতিপয় আয়াতের গুণাবলি ........ ৩১
মহা উপকারের কথা ........ ৩২
সূরা আনআমের দাওয়াত ........ ৩৩
উক্ত মোবারক সূরার বিশেষ গুণাবলি ........ ৩৩
আশ্চর্য উপকারী আয়াত ........ ৩৭
সূরা আ'রাফের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ৪৪
সূরা আনফালের কতিপয় আয়াতের গুণাবলি ........ ৫০
সূরা তওবার কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ৫২
দীর্ঘ জীবন লাভ ও অপমৃত্যু হতে রক্ষার জন্য ........ ৫৫
সূরা ইউনুসের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ৫৭
যাদু কাটানোর জন্য বিভিন্ন কয়েকটি তদবীর ........ ৬২
পা ও পিণ্ডলী ও পার্শ্বদেশে ব্যথা দূরীভূত হওয়ার জন্য ........ ৭৯
যাদু সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সংশ্লিষ্টতা ........ ৮০
সূরা হূদের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ৮২
সূরা ইউসুফের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ৮৪
সূরা রা'দের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ৯৩
সূরা ইবরাহীমের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ৯৪
সূরা বনি ইসরাইলের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ৯৬
সূরা কাহফের ফযীলত ও বিশেষ গুণাবলি ........ ৯৭
সূরা আম্বিয়ার কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১০২
দোয়ায়ে ইউনুসের বিশেষ গুণাবলি ........ ১০৪
দোয়ায়ে ইউনুসের পাঠপ্রণালী ........ ১০৫
সূরা হজ্জের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১১১





সূরা মুমিনূনের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১১৪
সূরা ফুরকানের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১১৭
সূরা শুআরার কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১১৯
পবিত্র সূরা কাসাসের বিশেষ গুণাবলি ........ ১২১
সূরা রূমের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১২৫
পবিত্র সূরা লোকমানের বিশেষ গুণাবলি ........ ১২৮
সূরা আহযাবের বিশেষ মোবারক গুণাবলি ........ ১৩৩
সূরা ফাতিরের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১৩৫
পবিত্র সূরা মোবারকা সাফফাতের গুণাবলি ........ ১৩৬
একটি উপকারী তদবীর ........ ১৩৯
আয়াতে সালাম ........ ১৩৯
সূরা মুমিনের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১৪৩
প্রসব সহজ হওয়ার তদবীর ........ ১৪৫
সূরা হা-মীম আস-সাজদার কতিপয় আয়াতের গুণাবলি ........ ১৪৬
সূরা শূরা শরীফের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১৪৭
সূরা যুখরুফের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১৪৯
সাত সূরা হা-মীমের বিশেষ গুণাবলি ........ ১৫০
সূরা ফাতাহর বিশেষ গুণাবলি ........ ১৫১
সূরা কফের বিশেষ বরকতি গুণাবলি ........ ১৫৪
পায়খানা জারি হওয়ার তদবীর ........ ১৫৮
পেশাব বন্ধ হলে ও কঙ্কর জমলে তার তদবীর ........ ১৫৯
পেশাব বন্ধের আরেকটি তদবীর ........ ১৬০
বহুমূত্র রোগের জন্য তদবীর ........ ১৬২
সূরা হাশরের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১৬৩
সূরা তারিকের বিশেষ গুণাবলি ........ ১৬৬
সূরা ওয়াদ দোহার বিশেষ গুণাবলি ........ ১৬৭
সূরা কদরের বিশেষ গুণাবলি ........ ১৬৯
সূরা ইযা যুলযিলাতের বিশেষ গুণাবলি ........ ১৭১
সূরা ইখলাসের ফযীলতসমূহ ........ ১৭৩
সূরা ফালাক ও সূরা নাসের ফযীলত ও গুণাবলি ........ ১৭৫
দোয়া ও আমলিয়াত ........ ১৭৭
জালিম বাদশাহ ও অত্যাচারীর ভীতি সম্পর্কে দোয়া ........ ১৭৭
জ্বর তাড়ানোর বিভিন্ন তদবীর ........ ১৭৮
সকল রোগের তদবীর ........ ১৭৯
বিভিন্ন প্রকার জ্বর-রোগ (নিবারণার্থে) ........ ১৭৯
নফস ও শয়তানের ধোঁকা এবং সকল বিপদাপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ........ ১৮৬

রোগ হতে আরোগ্য লাভ ও স্বাস্থ্য বহালের উদ্দেশ্যে .......... ১৮৭
যেকোনো প্রকার রোগ হতে মুক্তির জন্য খতমে আফলাতুন .......... ১৮৯
অভাব পূরণ ও সমস্যার সমাধানের দাওয়াত .......... ১৯০
চিকিৎসায় নিরাশ রোগীদের শেফার জন্য খতমে কাদেরী .......... ১৯১
কজায়ে হাজতের নামাজ .......... ১৯৩
দিবারাত্রির অপরাপর নফল নামাজের বয়ান .......... ২০২
১. ইশরাকের নামাজ .......... ২০২
২. চাশতের নামাজ .......... ২০৪
৩. সালাতুল আওয়াবীন .......... ২০৬
৪. সালাতুল তাহাজ্জুদ বা সালাতুল ভিসাল .......... ২০৬
৫. সালাতুল তাসবীহ .......... ২০৮
বিশেষ দোয়া, দরুদ ও আয়াতসমূহ .......... ২১১
চেহেল কাফ .......... ২১১
সালাতে তাফরীজিয়া কুরতুবিয়া .......... ২১২
সালাতুল তুনজীনা .......... ২১৪
দরুদে নূরী .......... ২১৭
সববিষয়ে কল্যাণ ও মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য .......... ২১৯
অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৃহত্তম অমোঘ .......... ২২২
কয়েকটি হিতকর শিক্ষা .......... ২২৩
শক্তি হাসিল হওয়ার আয়াতসমূহ .......... ২২৯
মাথা ব্যথা দূর করার জন্য .......... ২৩১
অর্ধশির শূলের জন্য .......... ২৩৪
দন্তশূলের তদবীর .......... ২৩৪
মনের শান্তি ও প্রকৃতিস্থিততার আয়াতসমূহ .......... ২৩৬
সকল প্রকার দরদ-ব্যথার জন্য .......... ২৩৮
হেফাজত ও রক্ষার আয়াতসমূহ .......... ২৪১
সকল প্রকার বেদনা দূর করণার্থে .......... ২৪৬
ঈমান ধর্মে স্থিরতা ও অটুট স্থিতিশীলতার আয়াতসমূহ .......... ২৪৮
রক্ষা ও অবরোধের জন্য .......... ২৪৯
রক্ষা ও অবরোধের জন্য .......... ২৫২
মদদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ .......... ২৫৩
মেধা ও বুদ্ধির প্রশস্ততা এবং বিদ্যায় উন্নতির দোয়া .......... ২৫৬
বদনজর কাটানোর দোয়া .......... ২৫৬
কর্জশোধ হওয়ার জন্য দোয়া .......... ২৫৬
রহমতের আয়াতসমূহ .......... ২৫৯
ভীতি-বিহবলতা, দুশ্চিন্তা, দুঃখ ও মনোবেদনা দূর করণার্থে .......... ২৬২
বিপদ-মসিবত কাটানোর জন্য .......... ২৬৪





সঙ্গম শক্তির জন্য .......... ২৬৫
দোয়ায়ে হিযবুল বাহর .......... ২৬৫
কুরআন মজীদ: তেলাওয়াত, ফযীলত ও আমাল .......... ২৬৭
কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের ফযীলত ও সওয়াব .......... ২৬৭
হাজত পূরণের জন্য কুরআনের খতম ও তেলাওয়াতের নিয়ম .......... ২৬৯
এক বিশেষ হিতকর বিষয় .......... ২৭২
কুরআন মজীদ খতম করার আরও একটি নিয়ম .......... ২৭৫
সূরা ফাতিহা বিশেষ গুণাবলি ও ফযীলত .......... ২৭৭
মহা উপকারের কথা .......... ২৮১
সূরা বাকারার বিশেষ গুণাবলি .......... ২৮২
সূরা বাকারার শেষ দিকের আয়াতের ফযীলত .......... ২৮৩
কষ্ট-মসিবত, দুঃখ-দুর্দশার সময়ের দোয়া .......... ২৮৫
আয়াতুল কুরসীর ফযীলতসমূহ .......... ২৮৭
আয়াতুল কুরসীর উপকারিতা .......... ২৯০
বন্দির রেহায়ি সম্পর্ক .......... ২৯২
পলাতকের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে .......... ২৯৩
মৃগীরোগ নিবারণ সম্পর্কে .......... ২৯৪
আশ্চর্যজনক তদবীর চক্ষুশূল সম্পর্কে .......... ২৯৫
শিশুদের নিরাপত্তার জন্য .......... ২৯৬
মকদ্দমায় জয়যুক্ত হওয়ার বর্ণনা .......... ২৯৬
খতমে খাজেগানের দাওয়াত .......... ২৯৭
শিশুদের অতিরিক্ত কান্না নিবারণ .......... ৩০১
খতমে জালালী .......... ৩০২
খতবে বুখারী শরীফ .......... ৩০৩
দাওয়াতে গাউসিয়া .......... ৩০৪
হৃদ-কম্পন দূর করার দোয়া .......... ৩০৬
ইমাম জাফর সাদিক ﷺ-এর ফাতিহার মুস্তাহাব তরীকা .......... ৩০৭
উপসংহার .......... ৩০৯
গ্রন্থপঞ্জি .......... ৩১২

## মুনজিয়াত (নিরাপত্তা ও মুক্তিদায়ক) সাত সূরা

কোনো কোনো কুরআনি ইলমে বিজ্ঞ মনীষী বলেছেন,

بعض اہلِ علم نے کہا ہے: مَنْ دَوَامَ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً، نَجَّىٰ مِنْ جَمِيْعِ الْآفَاتِ، وَنَاهِيْكَ بِتَسْمِيَتِهِنَّ الْمُنْجِيَاتَ.

'যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা উক্ত মুনজিয়াত সূরাগুলো তেলাওয়াত করতে থাকবে, সে সকল প্রকার বিপদাপদ হতে সুরক্ষিত থাকবে। এ সূরাসমূহের গুণ ও ক্রিয়া যে এতই মঙ্গলজনক তা তাদের মুনজিয়াত নামকরণ দ্বারাই সাব্যস্ত, অন্য যুক্তির প্রয়োজন নেই।'[১]

উক্ত সাত সূরা হতে প্রত্যেকটি সূরা ও এর বিশেষ গুণাবলি ও তা'সীর (ক্রিয়াশীলতা)সহ নিম্নে বতরতীব উল্লেখ করা হচ্ছে,

### ১. সূরা সাজদার গুণাবলি

তাফসীরে *আল-বুরহানে*[২] হাদীস বর্ণিত আছে যে,

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّوْرَةَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَمَنْ كَتَبَهَا وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ أَمِنَ الْحُمَّىٰ، وَوَجَعَ الرَّأْسِ، وَوَجَعَ الْمَفَاصِلَ».

'মহানবী ﷺ ইরশাদ ফরমায়েছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা সাজদা তেলাওয়াত করবে, সে যেন কদরের সারা রাত জেগে (ইবাদতে মশগুল) রইল। আর যে ব্যক্তি এ সূরা শরীফ লিখে (বা অপরের দ্বারা লিখিয়ে) নিজের কাছে রাখে সে জ্বর,

[১] সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ২১৫

[২] আল-বুরহান: الْبُرْهَانُ فِيْ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ। একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনাভিত্তিক শিয়া তাফসীরগ্রন্থ। এর রচয়িতা সাইয়েদ হাশিম আল-বাহরানী (মৃ. ১১০৯ হি.) একজন প্রখ্যাত শিয়া ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, তাফসীরকারক, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ঐতিহাসিক।—স. চৌ.



মাথা ব্যথা ও গেঁটে বাত হতে নিরাপদে থাকবে।"[১]

وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ أَمِنَ مِنَ وَجَعِ الرَّأْسِ، وَالْحُمَّىٰ، وَالْمَفَاصِلَ».

'এটি লিখে দেহে ঝুলালেও উপরোক্ত রোগসমূহ হতে মুক্ত থাকবে।'[২]

ইমাম জাফর সাদিক[৩] ﷺ ইরশাদ করেছেন,

وَقَالَ الصَّادِقُ ﷺ: «مَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ أَمِنَ مِنَ الْحُمَّىٰ، وَإِنْ شَرِبَ مَاءَهَا زَالَ عَنْهُ الزَّيْغُ وَالْمُثَلَّثَةُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ».

'যে ব্যক্তি উক্ত সূরা লিখে (বা লিখিয়ে) দেহে ঝুলাবে, সে জ্বর হতে মুক্ত থাকবে। আর ধুয়ে সেই পানি পান করলে ধর্মহীনতা দূর হবে এবং জ্বর, মাথা ব্যথা ও অর্ধাশির শূল হতে সুরক্ষিত থাকবে।"[৪]

وَقِيْلَ: «مَنْ جَعَلَهَا فِيْ مَنْزِلِ وَالٍ عُزِلَ فِيْ سَنَتِهِ».

'এটি লিখে হাকিমের ঘরে বেঁধে দিলে তিনি অনতিবিলম্বে বরখাস্ত হবেন (তবে হাকিম অত্যাচারী ও অবিচারক হতে হবে)।'[৫]

### ২. সূরা ইয়াসীন শরীফের ক্রিয়া ও গুণাবলি

*মিসবাহে আল-কাফআমী*[৬] কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ: «مَنْ ضَلَّتْ لَهُ ضَالَّةٌ، فَلْيَقْرَأْ سُوْرَةَ ﴿يٰسٓ ۝١﴾ [يس] فِيْ رَكْعَتَيْنِ

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৭৬; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৬, পৃ. ১৯২, ক্র. ২

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৭৬; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৬, পৃ. ১৯২, ক্র. ৩

[৩] জাফর আস-সাদিক: আবু আবদুল্লাহ, জাফর আস-সাদিক ইবনে মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবিদীন ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী (৮০-১৪৮ হি. = ৬৯৯-৭৬৫ খ্রি.)। আস-সাদিক (সত্যবাদী) বলা হয়, কারণ তিনি কখনো মিথ্যা বলেছেন বলে জানা যায় না। জ্ঞানের জগতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, প্রখ্যাত তাবিয়ী ও মুসলিম উম্মাহর নিকট বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি দ্বাদশ ইমাম মতাদর্শী শিয়াদের নিকট তাদের ষষ্ঠ ইমাম।—স. চৌ.

[৪] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৭৬; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৬, পৃ. ১৯২, ক্র. ৪

[৫] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৭৬; (খ) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ,*** পৃ. ৪৫৬, ক্র. ১৬

[৬] আল-মিসবাহ: جُنَّةُ الْأَمَانِ الْوَاقِيَةِ وَجُنَّةُ الْإِيْمَانِ الْبَاقِيَةِ। এটি মূলত গ্রন্থকারের *আল-বালাদুল আমীন ওয়াদ দিরউল হাসীন মিনাল আদয়িআ ওয়াল আ'মাল ওয়াল আওরাদ ওয়াল আযকার*-এর সংক্ষিপ্ত সার। দোয়া, যিকর, অজিফা, বিভিন্ন তীর্থযাত্রার প্রক্রিয়া ও হিজরী মাসসমূহের দিনপঞ্জিই এর বিষয়বস্তু। এর রচয়িতা ইবরাহীম আল-কাফআমী (মৃ. ৯০৯ হি.) একজন শিয়া ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ফকীহ, কবি ও সাহিত্যিক।—স. চৌ.

بَعْدَ الْـحَمْدِ، وَيَقُوْلُ بَعْدَهُمَا: اللّٰهُمَّ يَا هَادِيَ [رَادَّ] الضَّالَّةِ رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ».

‘জনাব আমীরুল মুমিনীন[১] ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘যার কোনো বস্তু হারিয়ে যায় সেই ব্যক্তি দুই রকআত নফল নামাজে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা ইয়াসীন পড়বে। নামাজ খতম করে দোয়া করবে,

«اللّٰهُمَّ يَا رَادَّ الضَّالَّةِ رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ».

‘হে আল্লাহ! হে হারানো বস্তু প্রত্যাবর্তনকারী। আমার হারানো বস্তু আমাকে ফেরত দিন।”[২]

*আল-কাফী*[৩] নামক কিতাবে আসবাগে[৪]র হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، ... قَالَ: يَا أَمِيْرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الضَّالَّةِ، فَقَالَ: «اقْرَأْ ﴿ يٰسٓ ۚ ﴾ [يس] فِيْ رَكْعَتَيْنِ، وَقُلْ: يَا هَادِيَ الضَّالَّةِ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ».

‘আল-হামদুর পর পূর্ণ সূরা ইয়াসীন পাঠ করে দুই রকআত নামাজ পড়ার পর দোয়া করবে,

«اللّٰهُمَّ يَا هَادِيَ الضَّالَّةِ رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ».

‘হে হারানো বস্তু পথপ্রদর্শক! আমাকে আমার হারান বস্তু ফেরত দিন।’[৫]

*মাকারিমুল আখলাক*[৬] গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে যে,

وَرُوِيَ: «أَنَّهُ مَنْ كَانَ مَغْلُوْبًا عَلَىٰ عَقْلِهِ، قُرِئَتْ عَلَيْهِ ﴿ يٰسٓ ۚ ﴾ [يس] أَوْ كَتَبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ، فَإِنْ كَتَبْتَهُ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ زُجَاجٍ، فَهُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ».

‘উক্ত সূরা শরীফ তেলাওয়াতপূর্বক জ্ঞানহারা, পাগল ও মদহুশ ব্যক্তির ওপর ফুঁ দিলে এবং লিখে ধুয়ে সেই পানি পান করালে সে আরোগ্য লাভ করবে।

---

[১] অর্থাৎ ইসলামের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه উদ্দেশ্য।—স. চৌ.

[২] আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ***, পৃ. ১৮২, ক্র. ১

[৩] আল-কাফী: الْكَافِيْ فِي الْأُصُوْلِ وَالْفُرُوْعِ। এটি শিয়াদের নিকট হাদীসের প্রধান উৎসগ্রন্থ। এর রচয়িতা মুহাম্মদ আল-কুলায়নী (মৃ. ৩২৯ হি.) একজন প্রখ্যাত শিয়া ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও শিয়াদের নিকট হাদীসশাস্ত্রের প্রধান ব্যক্তি।—স. চৌ.

[৪] আসবাগ: আবুল কাসিম আল-আসবাগ ইবনে নুবাতা ইবনুল হারিস ইবনে আমর আস-সুলামী আত-তামীমী আল-কুফী, শিয়াদের নিকট একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি। ইমাম নাসায়ী ﵀ (***আয-যুআফা ওয়াল মাতরূকুন,*** পৃ. ২১, ক্র. ৪৬) বলেন, ‘আসবাগ ইবনে নুবাতা একজন হাদীসে বিবর্জিত লোক।’ ইমাম ইবনে সা’দ ﵀ (***আত-তাবাকাতুল কুবরা,*** ৮/৩৪৫, ক্র. ৩০৫৯) বর্ণনা করেন, ‘তিনি শিয়া ছিলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল।’—স. চৌ.

[৫] আল-কুলায়নী, ***আল-কাফী,*** খ. ৪, পৃ. ৬৫৪, ক্র. ৩৫৬৫/২১

[৬] মাকারিমুল আখলাক: শিষ্টাচার বিষয়ক গ্রন্থ, শিয়া ঐতিহ্যে রচিত। এর রচয়িতা হাসান আত-তাবারসী (মৃ. ৫৪৮ হি.) একজন শিয়া ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ধর্মীয় ব্যক্তি।—স. চৌ.



আর যদি গোলাপ জলের সাথে জাফরান মিশিয়ে তা দ্বারা সূরা ইয়াসীন শরীফ চায়না বাসনে লিখে, এরপর ধুয়ে সেই পানি পান করানো হয় তা আরও উত্তম।’[১]

হজরত জাফর সাদিক ﵀ হতে বর্ণিত আছে যে,

رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام، أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ الْبَوَاسِيْرَ، فَقَالَ: «أُكْتُبْ ﴿ يٰسٓ ۚ ﴾ [يس] بِالْعَسَلِ وَاشْرَبْهُ».

‘জনৈক লোক তাঁর দরবারে স্বীয় অর্শ্ব রোগের যাতনার কথা প্রকাশ করলে তিনি ইরশাদ করেন, মধু দ্বারা সূরা ইয়াসীন লিখ এবং তা ধুয়ে পান করো।’[২]

আরও বর্ণিত আছে যে,

وَرَوَىٰ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: قَالَ: كَانَ قَدْ ظَهَرَ بِيْ شَيْءٌ مِنَ الْبَيَاضِ، فَأَمَرَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عليه السلام أَنْ أَكْتُبَ ﴿ يٰسٓ ۚ ﴾ [يس] بِالْعَسَلِ فِيْ جَامٍ وَأَغْسِلَهُ وَأَشْرَبَهُ، فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّيْ.

‘জনৈক লোক হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﵀-এর সমীপে স্বীয় দেহে ধবল রোগ দেখা দিয়েছে বলে আরজ করায় তিনি এর জবাবে ইরশাদ করেন, ‘একটি পাক-পবিত্র পাত্রে সূরা ইয়াসীন লিখ এবং মধু দ্বারা তা ধুয়ে পান করো।’[৩]

আরও বর্ণিত আছে,

«وَمَنْ كَتَبَهَا بِمَاءِ وَرْدٍ، وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ كُلِّ آفَةٍ وَسُوْءٍ».

‘যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন গোলাপ জল দ্বারা লিখে নিজ দেহে ঝুলাবে, সে সকল বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকবে।’[৪]

ইমাম জাফর সাদিক ﵀ বর্ণনা করেছেন,

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: «مَنْ كَتَبَهَا بِمَاءِ وَرْدٍ وَزَعْفَرَانٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَشَرِبَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، حَفِظَ كُلَّ مَا سَمِعَهُ، وَغَلَبَ عَلَىٰ مَنْ يُنَاظِرُهُ، وَعَظُمَ فِيْ

---

[১] আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক,*** পৃ. ৩৬৪, ক্র. ১৬

[২] আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক,*** পৃ. ৩৮৩, ক্র. ৬, গ্রন্থকার ‘হজরত ইমাম রেজা ﵀’ থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে উদ্ধৃতিতে বর্ণিত সূত্র অনুযায়ী এটি ইমাম জাফর আস-সাদিক ﵀ থেকে বর্ণিত বলেই কথিত আছে।—স. চৌ.

[৩] আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক,*** পৃ. ৩৮৪, ক্র. ৬

[৪] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৮৩; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৬, পৃ. ৩৭৯, ক্র. ৫

أَعْيُنِ النَّاسِ. وَمَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَىٰ جَسَدِهِ أَمِنَ عَلَىٰ جَسَدِهِ مِنَ الْحَسَدِ وَالْعَيْنِ، وَمِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ، وَالْجُنُوْنِ وَالْهَوَامِّ، وَالْأَعْرَاضِ، وَالْأَوْجَاعِ، بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ. وَإِذَا شَرِبَتْ مَاءَهَا امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا، وَكَانَ فِيْهِ لِلْمُرْضِعِ غِذَاءً جَيِّدًا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ».

‘যে ব্যক্তি দৈনিক একবার করে সাত দিনে সাতবার উক্ত সূরা শরীফ গোলাপ জলের সাথে জাফরান মিশিয়ে তা দ্বারা লিখে তা ধুয়ে সেই পানি পান করবে, সে ব্যক্তি যা শুনবে তা স্মরণ থাকবে, তর্কের সময় বিপক্ষের ওপর জয়ী হবে, সমাজের দৃষ্টিতে মুনাযারা মর্যাদাবান হবে। আর যে লোক তা লিখে দেহে ঝুলাবে, সে বদনজর ও মানব-দানবের, হিংস্র জন্তুর সকল প্রকার ক্ষতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক প্রাণীর ক্ষতি সাধন হতে এবং মস্তিস্ক বিকৃতি ও সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি ও বেদনা-যন্ত্রণা হতে নিরাপদে থাকবে। মহিলারা উক্ত সূরা লিখে বা লিখে ধুয়ে সেই পানি পান করলে তাদের স্তনে দুধ জারি হবে এবং দুধ শিশুর পক্ষে উত্তম খাদ্যে পরিণত হবে।”[1]

## ৩. সূরা দুখানের গুণাবলি

*খাওয়াস্‌সুল কুরআন*[2] গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত আছে,

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ أَمِنَ مِنَ كَيْدِ الشَّيَاطِيْنَ؛ وَمَنْ جَعَلَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ رَأَىٰ فِيْ مَنَامِهِ كُلَّ خَيْرٍ، وَأَمِنَ مِنْ قَلَقِهِ فِي اللَّيْلِ؛ وَإِذَا شَرِبَ مَاءَهَا صَاحِبُ الشَّقِيْقَةِ بَرِئَ، وَإِذَا كُتِبَتْ وَجُعِلَتْ فِيْ مَوْضِعٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ رَبِحَ صَاحِبُ الْمَوْضِعِ، وَكَثُرَ مَالُهُ سَرِيْعًا».

‘হজরত নবী করীম ﷺ ফরমায়েছেন, ‘যে ব্যক্তি এ সূরা (দুখান) লিখে (বা লিখিয়ে) স্বীয় দেহে ঝুলাবে, সে শয়তানের কুহক হতে রক্ষা পাবে এবং এটি তাবিজ বানিয়ে ঘুমানোর সময় তার মাথার নিচে রাখলে কল্যাণময় স্বপ্ন দেখবে। (আর যে ব্যক্তি এটি) রাতে দেহে ঝুলাবে সকল বিপদ হতে মুক্ত থাকবে। অর্ধাশির শূল রোগী উক্ত সূরা লিখে ও ধুয়ে সেই পানি পান করলে আরোগ্য লাভ করবে। যে ব্যক্তি এ সূরা লিপিবদ্ধ করে বাণিজ্যস্থলে

---

[1] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৮৩; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৬, পৃ. ৩৭৯, ক্র. ৬

[2] খাওয়াস্‌সুল কুরআন: خَوَاصُّ الْقُرْآنِ وَفَوَائِدُهُ। কুরআনের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিষয়ক পুস্তক, এটি শিয়া ঐতিহ্যে রচিত। এর রচয়িতা যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী একজন শিয়া লেখক।—স. চৌ.



হেফাজতে রাখবে তার সেখানকার মাল লাভজনক ও ব্যবসায় শীঘ্রই উন্নতি হবে।”[1]

ইমাম জাফর সাদিক رحمه الله হতে বর্ণিত হয়েছে,

وَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: «مَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ أَمِنَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَلَكٍ، وَكَانَ مُهَابًا فِيْ وَجْهِ كُلِّ مَنْ يَلْقَاهُ، وَمَحْبُوْبًا عِنْدَ النَّاسِ؛ وَإِذَا شَرِبَ مَاءَهَا نَفَعَ مِنِ انْعِصَارِ الْبَطْنِ، وَسَهُلَ الْمَخْرَجُ بِإِذْنِ اللهِ».

‘যে লোক সূরা দুখান লিপিবদ্ধ করে তার তাবিজ নিজ শরীরে ঝুলাবে, সে বাদশাহ ও হাকিম প্রভৃতির অত্যাচার হতে মুক্ত থাকবে, সকলে তাকে সম্ভ্রমের নজরে দেখবে, সে সমাজের মধ্যে জনপ্রিয় হবে। এ সূরা লিখে সেই পানি পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূল হবে। আল্লাহর ফজলে এ সূরার তাবিজ বহনকারীর প্রস্রাব ও পায়খানা সহজেই হয়।”[2]

*মিসবাহে আল-কাফআমী* কিতাবে বর্ণিত আছে,

«مَنْ حَمَلَهَا كَانَ مُهَابًا مَحْبُوْبًا آمِنًا مِنْ شَرِّ كُلِّ مَلِكٍ، وَمَنْ شَرِبَهَا أَمِنَ مِنْ كُلِّ نَمَّامٍ، وَإِنْ عُلِّقَتْ عَلَىٰ طِفْلٍ حِيْنَ ظُهُوْرِهِ أَمِنَ مِنَ الْجِنِّ وَالْهَوَامِّ».

‘যে ব্যক্তি সূরা দুখান নিজের কাছে রাখবে, সে সমাজে সম্মানিত হবে, জনতা তাকে সম্ভ্রম করবে এবং সে নিন্দাবাদ হতে মুক্ত থাকবে। এ সূরা লিপিবদ্ধ করে জন্মগ্রহণকালে শিশুর ওপর ঝুলায়ে দিলে, সে শিশু জিন্নাত ও সকল হিংস্র প্রাণীর ক্ষতিসাধন হতে মুক্ত থাকবে।’[3]

কোনো কোনো কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ جَعْفَرَ الصَّادِقِ عليه السلام، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الدُّخَانِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِلْوِقَايَةِ مِنَ الْمُهِمَّاتِ كَفَاهُ اللهُ سبحانه وتعالى إِيَّاهَا».

‘হজরত ইমাম জাফর সাদিক رحمه الله ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য সূরা দুখান সাতবার পাঠ করবে তার সমস্যার সমাধান হবে।”

ইমাম তিরমিযী رحمه الله হজরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে রেওয়ায়ত করেছেন,

---

[1] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ১০৩; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৭, পৃ. ১৫৫, ক্র. ২

[2] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ১০৩; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৭, পৃ. ১৫৫, ক্র. ৪

[3] আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ***, পৃ. ৪৫৭, ক্র. ১৬

**وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «مَنْ قَرَأَ الدُّخَانَ كُلَّهَا وَأَوَّلَ غَافِرَ إِلَىٰ ﴿اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝﴾ [غافر: ٣] وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ بِهَا حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَمَنْ قَرَأَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهَا حَتَّىٰ يُمْسِيَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ بِلَفْظِ: «لَمْ يَرَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ».**

'যে লোক সন্ধ্যাকালে সূরা দুখান আর সূরা গাফিরের اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ পর্যন্ত[১] ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত সর্বপ্রকার বালা মসিবত হতে হেফাজতে থাকবে আর যে ব্যক্তি নিয়মিত সকাল বেলা পাঠ করবে সে সন্ধ্যা বেলা পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে।'[২] ইমাম দারিমী ﷬ আরও বলেছেন, 'সেই লোক কোনো ক্ষতি খারাবি দেখবে না।'[৩,৪]

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা গাফির***, ৪০:১-৩: আয়াতগুলোর পূর্ণরূপ হচ্ছে,,

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

'হা-মীম। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন।'—স. চৌ.

[২] আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান***, খ. ৫, পৃ. ১৫৭-১৫৮, হাদীস: ২৮৭৯, অবশ্য তাঁর বর্ণনায় সূরা আদ-দুখানের উল্লেখ নেই। তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿حٰمٓ ۝﴾ الْمُؤْمِنَ إِلَىٰ ﴿اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝﴾ [غافر: ٣] وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّىٰ يُصْبِحَ».**

'হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে সূরা মুমিনের হা-মীম থেকে ইলায়হিল মাসীর পর্যন্ত (প্রথম-তৃতীয় আয়াত) ও আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত করবে তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এর কারণে তার হেফাজত করা হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত এর কারণে তার হেফাজত করা হবে।"—স. চৌ.

[৩] আদ-দারিমী, ***আস-সুনান***, খ. ৪, পৃ. ২১৩২, হাদীস: ৩৪২৯, তাঁর বর্ণনায়ও সূরা আদ-দুখানের উল্লেখ নেই। তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَفَاتِحَةَ ﴿حٰمٓ ۝﴾ الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝﴾ [غافر: ٣] لَمْ يَرَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ، لَمْ يَرَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ».**

'হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসী ও সূরা মুমিনের হা-মীম থেকে ...ইলায়হিল মাসীর পর্যন্ত (প্রথম-তৃতীয় আয়াত) তেলাওয়াত করবে তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে তার অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখবে না। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত সে তার অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখবে না।"—স. চৌ.

[৪] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ১৮৮; (খ) আস-সুয়ূতী, ***আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন***, খ. ৪, পৃ. ১৬৪, গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য ছিল: 'যে লোক সন্ধ্যাকালে সূরা দুখান اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ পর্যন্ত আর সূরা ফাতির এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে।' বস্তুত সূরা আদ-দুখানে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝-এর কোনো



*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত আছে,

**وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «... مَنْ كَتَبَهَا ... وَشَرِبَهَا يَنْفَعُ الزَّحِيْرَ».**

'সূরা দুখান লিখে ধুয়ে সেই পানি পান করলে আমাশয় রোগ সরে যায়।'[১]

## ৪. সূরা ওয়াকিয়ার গুণাবলি

*খাওয়াস্সুল কুরআন* গ্রন্থের বরাতে তাফসীরে *আল-বুরহানে* হাদীস বর্ণিত আছে যে,

**وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا فِيْ مَنْزِلِهِ كَثُرَ الْخَيْرُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا زَالَ عَنْهُ الْفَقْرُ، وَفِيْهَا قَبُوْلٌ وَزِيَادَةٌ وَحِفْظٌ وَتَوْفِيْقٌ وَسَعَةٌ فِي الْمَالِ».**

'মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ওয়াকিয়া লিপিবদ্ধ করে যে ঘরে রাখবে সেই ঘরে খয়ের-বরকত বৃদ্ধি পাবে। আর যে লোক এটি প্রত্যেক অন্তত একবার করে পাঠ করতে থাকবে তার অভাব-উপবাস দূরীভূত হবে। এ সূরার মধ্যে নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ধন-মালের প্রাচুর্য নিহিত আছে।"[২]

*মিসবাহে আল-কাফআমী*তে উল্লেখিত আছে যে,

**«الْوَاقِعَةُ تُسَهِّلُ الْوِلَادَةَ تَعْلِيْقًا».**

'এ সূরা লিখে তাবিজ করে প্রসবের সময় গলায় ঝুলাবে প্রসব সহজ হয়।'[৩]

আল্লামা মজলিসী[৪] নিজ পুস্তিকায় বর্ণনা করেন যে,

**رَوَى الْمَجْلِسِيُّ رحمه الله، عَنِ السَّجَّادِ عليه السلام، أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلَ الشَّهْرِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، فَابْدَأْ بِقَرَاءَةِ سُوْرَةِ الْوَاقِعَةِ إِلَى الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَشَرَ، كُلَّ يَوْمٍ عَلَىٰ عَدَدِ الْأَيَّامِ، فَتَقْرَأُهَا فِي**

---

অস্তিত্ব নেই। আর উদ্ধৃত গ্রন্থে সূরা ফাতিরের স্থলে সূরা গাফির তথা মুমিনের নাম এসেছে এবং সূরা গাফিরেই اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ বিদ্যমান। সুতরাং এখানে তথ্যগত উপেক্ষা স্পষ্ট, যা উদ্ধৃত গ্রন্থের তথ্য অনুসরণে সংশোধিত হয়েছে।

[১] আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ১০২

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ১২০-১২১; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৭, পৃ. ৪০৫, ক্র. ৫

[৩] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ১২১; (খ) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ***, পৃ. ৪৫৮, ক্র. ১৬

[৪] আল-মাজলিসী: মুহাম্মদ বাকির ইবনে মুহাম্মদ তকী আল-মাজলিসী আল-আসবাহানী (মৃ. ১১১১ হি.), প্রখ্যাত শিয়া মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ধর্মীয় ব্যক্তি। তিনি শিয়া মতাবলম্বীদের নিকট আল্লামা মজলিসী বা দ্বিতীয় মজলিসী হিসেবে পরিচিত, তার পিতা মুহাম্মদ তকী ছিলেন প্রথম মজলিসী। তার পূর্বপুরুষরা সুন্নী ছিলেন, তার বংশলতিকা প্রসিদ্ধ সুন্নী হাফিযে হাদীস ও *হিলয়াতুল আওলিয়া*র রচয়িতা হাফিয আবু নুআইম আল-আসবাহানী رحمه الله-এর সাথে মিলিত হয়। ১৫ শতকে ফারস্যে সাফাভীয় শাসনকালে সংখ্যাগরিষ্ট সুন্নীদেরকে শিয়া মতবাদে জবরদস্তিমূলক দীক্ষিত করা হলে তার পূর্বপুরুষরাও শিয়া মতাদর্শে বাধ্যতামূলক দীক্ষিত হন বলে ধারণা করা হয়।—স. চৌ.

الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَشَرَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مَرَّةً، وَفِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ إِقْرَأْ هَذَا الدُّعَاءَ بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنَ السُّوَرِ مَرَّةً، وَهَـٰذَا الْعَمَلُ لِتَوْسِعَةِ الرِّزْقِ وَتَسْهِيْلِ الْأُمُوْرِ الْمُشْكِلَةِ، وَأَدَاءِ الدُّيُوْنِ، مُجَرَّبٌ غَيْرُ مَرَّاتٍ، وَلْيَكْتُمْ مِنَ الْجُهَّالِ وَالسُّفَهَاءِ الْبَتَّةَ، (الدُّعَاءُ): ...

'হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন[১] ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, যে মাসের প্রথম তারিখ সোমবার হয় সেই তারিখ হতে সূরা ওয়াকিয়া শরীফ এ নিয়মে পাঠ করতে আরম্ভ করবে: প্রথম দিন একবার, দ্বিতীয় তারিখ দুইবার, তৃতীয় দিন তিনবার—এভাবে যথাক্রমে বৃদ্ধি করে ১৪ তারিখ ১৪ বার পাঠ করবে এবং বৃহস্পতিবার দিন নিম্নলিখিত দোয়া রিজিক বৃদ্ধি, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও কর্জ পরিশোধ ইত্যাদির জন্য পড়বে। ইনশাআল্লাহ ফায়দা পাবে, এটি পরীক্ষিত। তবে এসব তথ্য অল্পজ্ঞানী, অযোগ্য ও মূর্খ লোক হতে গোপন রাখা উচিত। দোয়া:

يَا وَاحِدُ (يَا أَحَدُ – خ)، يَا مَاجِدُ يَا جَوَادُ، يَا حَلِيْمُ يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ يَا كَرِيْمُ، أَسْئَلُكَ تُحْفَةً مِنْ تُحَفَاتِكَ تَلُمُّ بِهَا شَعْثِيْ، وَتَقْضِيْ بِهَا دَيْنِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا شَأْنِيْ، بِرَحْمَتِكَ يَا سَيِّدِيْ.

اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِيْ فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ، وَإِنْ كَانَ قَرِيْبًا فَيَسِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيْلًا فَكَثِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيْرًا فَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَأَرْسِلْهُ عَلَىٰ أَيْدِيْ خِيَارِ خَلْقِكَ، وَلَا تُحْوِجْنِيْ إِلَىٰ شِرَارِ خَلْقِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَكَوِّنْهُ بِكَيْنُوْنِيَّتِكَ وَوَحْدَانِيَّتِكَ.

اللّٰهُمَّ أَنْقِلْهُ إِلَيَّ حَيْثُ أَكُوْنُ، وَلَا تَنْقُلْنِيْ إِلَيْهِ حَيْثُ يَكُوْنُ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، (يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا وَاحِدُ يَا مَجِيْدُ، يَا بَرُّ – خ – يَا كَرِيْمُ)، يَا رَحِيْمُ يَا غَنِيُّ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَمِّمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَهَنِّئْنَا كَرَامَتَكَ، وَأَلْبِسْنَا عَافِيَتَكَ بِقُدْرَتِكَ الْمَكْنُوْنِ الْكَرِيْمِ.

---

[১] যায়নুল আবিদীন: আবুল হাসান, আবু মুহাম্মদ, যায়নুল আবিদীন, আলী আল-আসগর আস-সাজ্জাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী (৩৮-৯৪ হি. = ৬৫৮-৭১২ খ্রি.)। হজরত হুসাইন ﷺ-এর পুত্র ও হজরত আলী ﷺ-এর প্রপৌত্র। 'আলী' নামে দুই ভাই ছিলেন তাঁরা, দুজনের মধ্যে তিনি ছোট ছিলেন বলে তাঁকে আলী আল-আসগর বলা হয়। খোদাভীতি ও সহনশীলতায় প্রবাদপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি দ্বাদশ ইমাম মতাদর্শী শিয়াদের নিকট তাদের চতুর্থ ইমাম।—স. চৌ.



'হে একমাত্র, হে এক, হে মহিমান্বিত, হে মহানুভব, হে সহনশীল, হে দয়াবান, হে দয়ালু, হে সম্মানিত, তোমার উপহারমালা থেকে এক উপহার প্রার্থনা করছি যা আমার এলোমেলো জীবনকে সংশোধন করে দেয়, আমার কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেয়, আমার আত্মাকে শুদ্ধ করে দেয়, তোমার দয়া-মেহেরবানিতে হে আমার সরদার।

হে আল্লাহ, যদি আমার রিজিক আসমানে থাকে তা সেখান থেকে অবতীর্ণ করো, যদি জমিনে পোঁতিত থাকে তবে সেখান থেকে বের করে আন, যদি দূরে কোথাও থাকে তবে কাছে এনে দাও, যদি কাছেই থাকে তবে তা লাভ করা সহজ করে দাও, যদি তা সামান্য হয় তবে তা বৃদ্ধি করে দাও, যদি তা অধিক হয় তবে তাতে আমার জন্য বরকত দান করো, তা আমার কাছে তোমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দাও, তোমার সৃষ্টির নিকৃষ্ট কারো কাছে আমাকে মুখাপেক্ষী করো না, যদি তা না থাকে তাবে তোমার সৃষ্টিশক্তি ও একত্বের শক্তিবলে আমার সৃষ্টি করো।

হে আল্লাহ, রিজিক যেখানে থাক আমার কাছে পৌঁছে দাও, তা যেখানে আছে সেখানে আমাকে নিয়ে যেয়ো না, নিশ্চয় তুমি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছু ধারক, হে একাত্র, হে মর্যাদাবান, হে মহিমান্বিত, হে সম্মানিত, হে দয়ালু, হে ধনী। হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওপর ও হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত নাযিল করুন, আমাদের ওপর তোমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করো, আমাদেরকে তোমার মেহেরবানিতে ধন্য করো এবং তোমার সম্মানিত ও মর্যাদাবান ক্ষমতায় আমাদেরকে সুস্থতার চাদরে ঢেকে নাও।'[১]

## ৫. সূরা মুলকের গুণাবলি

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ ﷺ: «... سُوْرَةُ ﴿تَبَٰرَكَ﴾ [الملك]، وَإِذَا قُرِئَتْ عَلَى الرَّمَدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ، كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثًا بَرِئَ».

'চক্ষুশূল যাতনায় এ সূরা ক্রমাগত তিনদিন তিনবার পড়ে ফুঁ দিলে ইনশাআল্লাহ অসুখ সেরে যাবে।'[২]

---

[১] মুহাম্মদ আর-রিযভী, *আত-তুহফাতুর রাজাভিয়া ফী মুজাররাবাতিল ইমামিয়া,* পৃ. ২৯-৩০, ক্র. ১৪, অবশ্য উদ্ধৃত সূত্রে بِقُدْرَتِكَ الْمَكْنُوْنِ الْكَرِيْمِ শব্দগুলো নেই।—স. চৌ.

[২] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, *আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,* পৃ. ১০৯; (খ) আশরফ আলী থানভী, *আ'মালে কুরআনী,* পৃ. ১০০; (গ) আহসান বিহারী, *আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,* পৃ. ২২৩

আরও বর্ণিত আছে যে, নতুন উদীয়মান চাঁদ দেখার সময় এই সূরা পাঠ করলে সেই ব্যক্তি সারা মাস শান্তিতেই কাটাবে এবং সকল প্রকার কষ্ট-ক্লেশ হতে মুক্ত থাকবে।

আরও বর্ণিত আছে যে, কোনো ব্যক্তি তার জায়গা-জমি সম্পর্কে কোনো জালিম-অত্যাচারীর জুলুমের আশঙ্কা করলে পাঁচটি পাথরকণা সংগ্রহ করবে এবং সেগুলোর ওপর সূরা ফাতিহা সাতবার, সূরা কুল হুয়াল্লাহ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ ۚ: ইখলাস) তিনবার, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ)[1] ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ)[2] একবার, সূরা ইয়াসীন তামাম একবার, সূরা মুলক তামাম একবার, দরুদ শরীফ ১০ বার পড়ে ফুঁ দেবে। তারপর চারটি পাথর বিবাদিত জমির চার কোণায় এবং আরেকটি উক্ত জমির মধ্যস্থলে পুঁতে রাখবে। অতঃপর ইনশাআল্লাহ জালিম দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না।

আরও বর্ণিত আছে যে, যদি কারও ওপর বদনজর লাগে তাহলে فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ ۝ হতে حَسِيْرٌ ۝ পর্যন্ত[3] এবং নিম্নলিখিত বদনজরের দোয়া পাঠপূর্বক পানিতে ফুঁ দেবে। তারপর সেই লোকের গায়ে এই পানির ছিটিয়ে দেবে অথবা লিখে তাবিজ করে তার গলায় ঝুলাবে, ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।[4]

## বদনজরের দোয়া

بِسْمِ اللهِ حَبْسٌ حَابِسٌ، وَشَجَرٌ يَابِسٌ، وَشِهَابٌ قَابِسٌ، رُدَّتْ عَيْنُ الْعَائِنِ عَلَيْهِ فِيْ كَبَدِهِ وَنَحْرِهِ وَمَالِهِ، وَعَلَىٰ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَعَلَىٰ كَبَدِهِ وَكِلْوَتِهِ رَشِيْقٌ وَفِيْ مَالِهِ يَلِيْــــقُ: ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝ ﴾ [الملك: ٣ – ٤].

'আল্লাহর নামে শুরু করছি, তিনি প্রতিরোধ, প্রতিরোধকারী, শক্ত গাছ এবং জ্যোর্তিময় আলো। দৃষ্টি উলটে যাক অশুভ দৃষ্টি দেওয়া লোকের ওপর; তার যকৃৎ, তার গলা ও সম্পদে আর যেসব লোক তাকে পছন্দ করে তাদের ওপর

[1] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত ত্রয়োদশ সূরা: ***সূরা আল-ফালাক***—স. চৌ.

[2] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত চতুর্দশ সূরা: ***সূরা আন-নাস***—স. চৌ.

[3] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-মুলক***, ৬৭:৩-৪: আয়াতদুটোর পূর্ণরূপ হচ্ছে,

فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝

'আবার দৃষ্টি ফেরাও; কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।'—স. চৌ.

[4] আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ২২৪, এটি তিনি মাওলানা আহসান নানুতুভী ﷀ (মৃ. ১২৮৩ হি.) বিরচিত *খায়রে মতীন শরহে হিসনে হাসীনের* বরাতে বর্ণনা করেছেন।—স. চৌ.



এবং তার যকৃৎ ও শক্তিশালী হৃদয়ের ওপর ও তার ধন-সম্পদে, যা তার জন্য উপযুক্ত।' 'আবার দৃষ্টি ফেরাও; কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।'[1,2]

## ৬. সূরা দাহারের বিশেষ গুণাবলি

*আ'মালে কুরআনী* কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

جو شخص اِس سورہ کو اکثر پڑھے،... اُس کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری رہیں۔

'কোনো লোক যদি সূরা দাহার বেশি বেশি তেলাওয়াত করে, তবে তার জবান হতে জ্ঞানপূর্ণ বাণীসমূহ জারি হবে।'[3]

তাফসীরে *আল-বুরহানে* আরও উল্লেখ আছে,

**وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «... وَمَنْ كَتَبَهَا فِيْ إِنَاءٍ وَشَرِبَ مَاءَهَا نَفَعَتْ شَرَّ وَجَعِ الْفُؤَادِ، وَنُفِعَ بِهَا الْجَسَدُ».**

'যে ব্যক্তি এ সূরা কোনো পাত্রে লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি পান করে, সেই লোক হৃদয় বেদনায় উপকার পাবে এবং দৈহিক উপকারও লাভ করবে।'[4]

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-মুলক***, ৬৭:৩-৪

[2] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ২২৩-২২৪; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ১২; (গ) আল-মুনাভী, ***ফয়যুল কদীর শরহুল জামিয়িস সগীর***, খ. ৪, পৃ. ৩৯৭, হাদীস: ৫৭৪৮; (ঘ) ইবনে আসাকির, ***তারীখু দিমাশক***, খ. ২১, পৃ. ২১, ক্র. ২৪৪৯; (ঙ) আবু নুআয়ম আল-আসবাহানী, ***হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া***, খ. ৯, পৃ. ৩১৬; (চ) ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া, ***যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল ইবাদ***, খ. ৪, পৃ. ১৬০, অবশ্য *যাদুল মা'আদে* বর্ণিত দোয়ার টেক্সট হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ حَبْسٌ حَابِسٌ، وَحَجَرٌ يَابِسٌ، وَشِهَابٌ قَابِسٌ، رَدَدْتُ عَيْنَ الْعَائِنِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ: ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝ ﴾ [الملك: ٣ – ٤].

*আহসানুল বায়ান* ও *ফয়যুল কদীরে* وَحَجَرٌ يَابِسٌ বা وَشَجَرٌ يَابِسٌ শব্দগুলো আসেনি, *বিশারাতুল ইখাওয়ানে* وَعَلَىٰ كَبِدِهِ وَكَاوَتِهِ رَشِيْقٌ এসেছে। যা ত্রুটিপূর্ণ, এটি *আহসানুল বায়ান* ও *ফয়যুল কদীর* অনুসরণে সংশোধিত হল। উৎগ্রন্থের সবগুলোতে رَدَدْتُ عَيْنَ الْعَائِنِ عَلَيْهِ এসেছে এবং এরপর فِيْ كَبِدِهِ وَنَحْرِهِ وَمَالِهِ শব্দমালা *বিশারাতুল ইখওয়ানে* অতিরিক্ত যা কোথাও বর্ণিত হয়নি।—স. চৌ.

[3] (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ১০১; (খ) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ২৩৫, এটি তিনি শায়খ আবদুল্লাহ আল-ইয়াফিয়ী ﷀ-এর *আদ-দুররুন নাযীমের* বরাতে বর্ণনা করেছেন। তবে উদ্ধৃত গ্রন্থের বিদ্যমান সংস্করণে এর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এখানে গ্রন্থকার *আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআনকে* অনুসরণ করেছেন বলে অনুমিত হয়, তিনি 'দুররুন নাযীম কিতাবে বর্ণিত আছে' বলে উল্লেখ করেছেন, এটি সংশোধিত ও পরিবর্তিত হল।—স. চৌ.

[4] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ১৫০; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৮, পৃ. ১৭৪, ক্র. ৩

ইমাম জাফর সাদিক ﵀ ইরশাদ করেন যে,

**وَقَالَ الصَّادِقُ ﵇: «قِرَاءَتُهَا تُقَوِّيُ النَّفْسَ وَتَشُدُّ الْعَصَبَ، وَتَسْكُنُ الْقَلَقَ، وَإِنْ ضَعُفَ فِيْ قِرَاءَتِهَا، كُتِبَتْ وَمُحِيَتْ وَشُرِبَ مَاؤُهَا، مَنَعَتْ مِنَ ضَعْفِ النَّفْسِ وَيَزُوْلُ عَنْهُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ».**

‘সূরা দাহার পাঠ করলে দেহের শক্তি বৃদ্ধি পায়। যদি কেউ পড়তে অক্ষম হয় তবে তা লিখে ধুয়ে পান করবে। নফস বা দেহের দুর্বলতা দূর হবে।’[১]

*মিসবাহে আল-কাফআমী*তে উল্লেখ আছে যে,

**«مَنْ عَلَّقَهَا عَلَيْهِ فِي الْقِتَالِ نُصِرَ، وَمَنْ شَرِبَ مَاءَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الرُّعْبُ وَالزَّجَرُ».**

‘যে ব্যক্তি রণাঙ্গনে এটি পাঠ করবে তার শত্রু পরাজিত হবে। এটি লিখে দেহে ঝুলাবে ফোড়া দুম্বুল সেরে যাবে।’[২]

## ৭. সূরা বুরূজের বিশেষ গুণাবলি

*মাকারিমুল আখলাক* কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

**وَمَنْ قَرَأَ عَلَى الْمَاءِ ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١﴾ [البروج] وَسَقَاهُ مَنْ سَقَىٰ سُمًّا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.**

‘কেউ বিষ খেলে এ সূরা বুরুজ পাঠ করে পানির ওপর ফুঁ দিয়ে সেই পানি পান করালে ইনশাআল্লহ উক্ত বিষে আর ক্ষতি হবে না।’[৩]

তাফসীরে *আল-বুরহানে* বর্ণিত আছে যে,

**وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ، وَأَمِنَ مِنَ الْمَخَاوِفِ وَالشَّدَائِدِ».**

‘এ সূরা পাঠ করলে ভয়ংকর বিপদ ও ভীতি-ত্রাস হতে মুক্তি পাবে।’[৪]

---

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১৫০; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৮, পৃ. ১৭৪, ক্র. ৪

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১৫৭; (খ) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ***, পৃ. ৪৫৭, ক্র. ১৬, এখানে তথ্যগত উপেক্ষা হয়েছে বলে সন্দেহ হয়। বস্তুত বর্ণনাটি সূরা মুহাম্মদ ﷺ-এর ক্ষেত্রেই বর্ণিত বলে কথিত আছে।—স. চৌ.

[৩] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১৬০; (খ) আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক,*** পৃ. ৩৬৫, ক্র. ২৩

[৪] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১৬০; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৮, পৃ. ২৪৯, ক্র. ৩



হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﵀ ইরশাদ করেছেন,

**وَقَالَ الصَّادِقُ ﵇: «مَا عُلِّقَتْ عَلَىٰ مَفْطُومٍ إِلَّا سَهَّلَ اللهُ فِطَامَهُ، وَمَنْ قَرَأَهَا عَلَىٰ فِرَاشِهِ كَانَ فِيْ أَمَانِ اللهِ إِلَىٰ أَنْ يُصْبِحَ».**

‘দুগ্ধপুষ্য শিশু যা দুধ ছাড়ানো হয়নি, তার গলায় এ সূরা লিখে ঝুলাবে দুধ নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে। যে লোক বিছানায় শোয়ার সময়ে এ সূরা পাঠ করবে, ভোর পর্যন্ত সে খোদায়ি হেফাজতে আমানের সাথে থাকবে।”[১]

*মিসবাহে আল-কাফআমী* কিতাবে উল্লেখ আছে যে,

**مَنْ قَرَأَهَا فِيْ فِرَاشِهِ حُفِظَ أَوْ عَلَىٰ مَنْزِلِهِ عِنْدَ خُرُوْجِهِ حُرِسَ هُوَ وَ مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ، وَمَنْ قَرَأَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُوْدِ ۝٤﴾ [البروج: ٤] كُفِيَ شَرَّ الزَّنَابِيْرِ.**

‘যে লোক ঘর হতে বের হওয়ার সময় এ সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার বাড়ি, মাল-আসবাব হেফাজত করবেন। যে লোক এটি শুরু হতে قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُوْدِ ۝ পর্যন্ত পাঠ করবে সে বোলতা পোকার দংশন হতে পরিত্রাণ পাবে।’[২]

## সপ্ত আয়াতে মুনজিয়াত

এই সাতটি মুনজিয়াত আয়াত বেশ মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়ে দরবারে ইলাহীতে দোয়া করলে আল্লাহর রহমতে ছয় দিকের সর্বপ্রকার বলা-মসিবত, বিপদাপদ ও রোগ, ব্যথা-বেদনা ও ব্যাধিসমূহ হতে মুক্ত থাকবে।[৩]

---

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১৬০; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৮, পৃ. ২৪৯, ক্র. ৪

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১৬০; (খ) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ***, পৃ. ৪৫৯, ক্র. ১৬

[৩] আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ১৪, তিনি বর্ণনা করেন,

**وَرُوِيَ فِي الْحَدِيْثِ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتَ أَوْ حَمَلَهَا لَوْ نَزَلَ مِنَ الْعَذَابِ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ لَرَفَعَهُ اللهُ عَنْهُ بِبَرَكَتِهَا، وَعَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَعَلَ هَذِهِ الْآيَاتَ السَّبْعَ وَرْدًا صَحَابًا وَمَسَاءً أَمِنَ مِنْ آفَاتِ الزَّمَانِ وَطَوَارِقِ الْحَدَثَاتِ، وَتُجَلِّبُ بِجِلْبَابِ حِفْظِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ، وَدَخَلَ فِيْ سُرَادِقِ كَلَاءَتِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْبَلَايَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَعَلَيْكَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.**

‘হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এসব আয়াত পাঠ করবে বা নিজের সাথে বহন করবে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ আজাবও আঁচড়ে পড়ে, আল্লাহ এসব আয়াতের বরকতে তা তার থেকে ওঠিয়ে নেবেন। আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এই সাতটি আয়াত সকাল-সন্ধ্যা অজিফা বানিয়ে নেয় সে সমসাময়িক সকল বিপদ ও দুর্ঘটনার সকল অন্ধকার থেকে নিরাপদ থাকবে। আর তাকে শত্রুদের চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে নেওয়া হবে এবং আল্লাহ

১– قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٥١

‘আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।’[১]

২– وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝١٠٧

‘আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডানোর মতো তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানিতে রহিত করার মতোও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।’[২]

৩– وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٦

‘আর পৃথিবীতে কোনো বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।’[৩]

৪– اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٥٦

‘আমি আল্লাহর ওপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।’[৪]

৫– وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٦٠

‘এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই রিজিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’[৫]

---

তাআলার ইচ্ছায় সকল প্রকার অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে তাঁর সাহায্যকারীদের আশ্রয়ে নিয়ে নেবেন। অতএব তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহর জিম্মায়।’—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:৫১

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:১০৭

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ*, ১১:৬

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ*, ১১:৫৬

[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনকাবূত*, ২৯:৬০



৬– مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢

‘আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরানোর কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতিত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।’[১]

৭– وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝٣٨

‘যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই ওপর নির্ভর করে।’[২,৩]

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ফাতির*, ৩৫:২

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আয-যুমার*, ৩৯:৩৮

[৩] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ১১১; (খ) আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ***, পৃ. ৪৫-৪৬; (গ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ১৪, তিনি বর্ণনা করেন,

**قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارُ ﵁: «سَبْعُ آيَاتٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ، إِذَا قَرَأْتُهُنَّ فَلَا أُبَالِيْ بِشَيْءٍ، وَلَوِ انْطَبَقَتِ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ، لَنَجَوْتُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ: ...».**

‘হজরত কা’বুল আহবার ﵁ বলেন, আল্লাহর কিতাবে সাতটি আয়াত আছে, যখন আমি তা পাঠ করি কোনো জিনিসই আমার অনিষ্ট করতে পারে না। পৃথিবীতে আকাশ ভেঙে পড়লেও আমরা আল্লাহ তাআলার হুকমে বেঁচে যাবো।’—স. চৌ.

# সূরা নিসা শরীফের কতিপয় আয়াতের গুণাবলি

فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَیۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِیۡٓـًٔا مَّرِیۡٓـًٔا ۝۴

‘তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।’[১]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী رحمه الله ও ইমাম গাযালী رحمه الله; যাঁরা হচ্ছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উচ্চস্তরের বিদ্যাসাগর আলেম। তাঁরা লিখেছেন যে,

اس آیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب دوا استنباط فرمائی، وہ یہ ہے کہ: جو کوئی شخص اپنی زوجہ کو دَین مہر میں سے کچھ زرِ نقد دے اور وہ عورت اس زرِ نقد کو لے کر پھر اپنے شوہر کو بخش دے، اِس زرِ نقد سے شہد خرید کیا جائے اور اس میں بارش کا پانی ملا کر جس مریض کو پلایا جاوے اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰی ضرور شفا پاوے گا، مجرب و ازمودہ ہے۔

‘হজরত আলী رضي الله عنه উপরোক্ত আয়াত হতে (গবেষণাপূর্বক বা ইলহাম দ্বারা) এক আশ্চর্য রকমের চিকিৎসা (বা দাওয়াই) উদ্ঘাটন করেছেন। তা এই যে, কোনো ব্যক্তি তার সহধর্মিণীকে তার প্রাপ্য দেনমোহর হতে কিছু নগদ টাকা শোধ করবে। এ মহিলা আবার সেই টাকা স্বীয় স্বামীকে দান করবে এবং সেই টাকা দ্বারা খাঁটি মধু ক্রয় করা হবে। এ মধুর সাথে খাঁটি বৃষ্টির পানি মিশিয়ে কোনো রোগীকে সেবন করালে সে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে। এ ব্যবস্থাকে খুবই পরীক্ষিত এবং তড়িৎ ক্রিয়া বলা হয়েছে।’[২]

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নিসা,* ৪:৪

[২] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ২০; (খ) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১১৮-১১৯; (গ) ইবনে আবু শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ,*** খ. ৫, পৃ. ৫৯, হাদীস: ২৩৬৮৭; (ঘ) ইবনে আবু হাতিম, ***তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,*** খ. ৩, পৃ. ৮৬২, হাদীস: ৪৭৭৯, বর্ণিত আছে যে,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا اشْتَكَىٰ أَحَدُكُمْ شَيْئًا، فَلْيَسْأَلِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَلْيَشْتَرِ بِهَا عَسَلًا، فَيَشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ،



## মহা উপকারের কথা

رَبَّنَآ اَخۡرِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ الۡقَرۡیَةِ الظَّالِمِ اَهۡلُهَا ۚ وَاجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِیًّا ۚۙ وَّاجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ نَصِیۡرًا ۝۷۵

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।’[১]

এ আয়াতের তা'সীর এই যে, যদি কেউ কোনো বস্তির মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ে বা কোনো প্রবল প্রতাপশালী জালিমের হাতে গ্রেফতার হয়, তা হলে বেশি বেশি উপরোক্ত আয়াত পড়তে থাকবে। আর আল্লাহর কাছে আজেযি-মিনতির সাথে মুক্তির জন্য দোয়া ও আহাজারি করবে।[২]

---

فَيَجْمَعُ اللهُ الْهَنِيءَ الْمَرِيءَ وَالْمَاءَ الْمُبَارَكَ وَالشِّفَاءَ».

‘হজরত আলী (ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যদি তোমাদের কেউ অসুস্থ হও, তাহলে সে যেন নিজের স্ত্রীর কাছে তার মহরানা থেকে তিন (বা ততোধিক) দিরহাম চেয়ে নেয়। সেগুলো দিয়ে মধু কিনবে, অতঃপর তা বৃষ্টির পানির সাথে মিশিয়ে পান রবে। আল্লাহ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, পবিত্র পানীয় ও আরোগ্য দান করবেন।”

ভাষ্য হাফিয ইবনে আবু শায়বা رحمه الله-এর। অবশ্য গ্রন্থকার যে এটি ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী رحمه الله-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন সে বিষয়ে অবগত হওয়া যায়নি।—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নিসা,* ৪:৭৫

[২] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১২১; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ২০

# সূরা আনআমের দাওয়াত

সকল প্রকার রোগ মুক্তির জন্য ও যেকোনো সংগত উদ্দেশ্যের জন্য ও প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত এবং দুশমনগণের ওপর জয়লাভের জন্য ও সকল অভাব পূরণের জন্য।[১]

সানূসী ؒ বলেন,

وَيُكْتَبُ لَهُ (لِوَجَعِ الْـمَفَاصِلِ) وَلِسَائِرِ الْأَمْرَاضِ سُوْرَةَ الْأَنْعَـامِ يُشْرَبُهَا أَوْ يُـدَهَّنُ بِهَا، فَيَخِفُّ عَنْهُ.

‘দেহের জোড়সমূহের ব্যথা, গেঁটে বাত ও অপরাপর রোগ-ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভার্থে এ সূরা আনআম লিখে ধুয়ে পান করবে ও শরীরে মালিশ করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ কষ্ট লাঘব হবে।’[২]

## উক্ত মোবারক সূরার বিশেষ গুণাবলি

বর্ণিত আছে যে, এ সূরা একই মজলিসে এক বা একাধিক ব্যক্তি তেলাওয়াত করবে। কিন্তু শর্ত এই যে, তা ঠিক ৪১ বার আদায় করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি শুরু ও শেষে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে। আর প্রত্যেকে দুই দুই রকআত নামাজ পড়বে। নামাজ শেষ করামাত্রই কাল বিলম্ব না করে তিনবার يَا كَرِيْمُ বলবে। আর তিনবার يَا عَظِيْمُ বলবে। তারপর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে,

يَا رَبَّنَا يَا عَظِيْمُ مِنْ كُلِّ عَظِيْمٍ، يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ، يَـا مَـنْ لَا يُغَيِّرُهُ الْأَيَّـامُ وَاللَّيَـالِيْ،

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ২০৯; (খ) আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ***, পৃ. ৩৭

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ২০৯; (খ) আস-সানূসী, ***মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী***, পৃ. ২৩



صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ ضَعْفِيْ وَفَقْرِيْ وَفَاقَتِيْ وَمَسْكَنَتِيْ وَمُصِيْبَتِيْ، يَا مَنْ رَحِمَ الشَّيْخَ يَعْقُوْبَ حِيْنَ رَدَّ عَلَيْهِ يُوْسُفَ قُرَّةَ عَيْنِهِ، يَا مَنْ رَحِمَ أَيُّوْبَ بَعْدَ طُوْلِ بَلَائِهِ، يَـا مَـنْ رَحِـمَ مُحَمَّـدًا وَمِـنَ الْيُـتْمِ آوَاهُ وَنَصَرَهُ عَلَىٰ جَبَابِرَةِ قُرَيْشٍ وَطَوَاغِيْتِهِمْ، يَا مُغِيْثُ يَا مُغِيْثُ يَا مُغِيْثُ، آمِيْنُ.

‘হে সম্মানিত, হে সম্মানিত, হে সম্মানিত, হে মহান, হে মহান, হে মহান, সকল মহানদের মহাধিপতি, হে দোয়া শ্রোতা, দিন-রজনী যাকে পরিবর্তন করতে পারে না সেই সত্তা হে। হজরত মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। দয়া করুন আমার দুর্বলতায়, আমার দারিদ্র্যে, আমার মৃত্যুতে ও আমার বাসস্থানে। নিশ্চয় তুমিই এ বিষয়ে আমার থেকে বেশি অবগত, তুমিই আমার প্রয়োজন সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। বয়োবৃদ্ধ হজরত ইয়াকুব (ؑ)-কে তাঁর চোখের মণি হজরত ইউসুফ (ؑ)-কে ফিরিয়ে দিয়ে যেভাবে দয়া করেছেন হে, হজরত আইয়ুব (ؑ)-কে দীর্ঘ বিপদের পর যেভাবে দয়া করেছেন হে, হজরত মুহাম্মদ ﷺ-কে দয়া করেছেন, সাহায্য করেছেন, কুরাইশদের অত্যাচার ও শত্রুতার মোকাবেলায় বিজয় দান করেছেন এবং তাদের থেকে তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। হে সাহায্যকারী, হে সাহায্যকারী, হে সাহায্যকারী।”[১]

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৩৯-৪০; (খ) আল-আইয়াশী, ***তাফসীরুল কুরআনিল আযীম***, খ. ১, পৃ. ৩৮৩, ক্র. ১, এতে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أَبِيْ بَصِيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ؑ يَقُوْلُ: «... مَنْ كَانَ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ يُرِيْدُ قَضَاءَهَا، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْأَنْعَامِ، وَلْيَقُلْ فِيْ دُبُرِ صَلَاتِهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ: «يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ، يَا عَظِيْمُ يَا عَظِيْمُ يَا عَظِيْمُ، يَا أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيْمٍ، يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ، يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِيْ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ ضَعْفِيْ وَفَقْرِيْ وَفَاقَتِيْ وَمَسْكَنَتِيْ، فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بِهَا مِنِّيْ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَاجَتِيْ، يَا مَنْ رَحِمَ الشَّيْخَ يَعْقُوْبَ حِيْنَ رَدَّ عَلَيْهِ يُوْسُفَ قُرَّةَ عَيْنِهِ، يَا مَنْ رَحِمَ أَيُّوْبَ بَعْدَ طُوْلِ بَلَائِهِ، يَا مَنْ رَحِمَ مُحَمَّدًا ؑ وَمِنَ الْيُتْمِ آوَاهُ وَنَصَرَهُ عَلَىٰ جَبَابِرَةِ قُرَيْشٍ وَطَوَاغِيْتِهَا وَأَمْكَنَهُ مِنْهُمْ، يَا مُغِيْثُ يَا مُغِيْثُ يَا مُغِيْثُ»».

‘আবু বাসীর আল-আসাদী (একজন শিয়া মতাবলম্বী বর্ণনাকারী) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (জাফর আস-সাদিক ؒ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণ করতে চায়, সে যেন সূরা আল-ফাতিহা ও আনআম দিয়ে চার রকআত নামাজ পড়ে। কিরাআত থেকে অবকাশের পর নামাজের শেষে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে: (অর্থ:) ‘হে সম্মানিত, হে সম্মানিত, হে সম্মানিত, হে মহান, হে মহান, হে মহান, সকল মহানদের মহাধিপতি, হে দোয়া শ্রোতা, দিন-রজনী যাকে পরিবর্তন করতে পারে না সেই সত্তা হে। হজরত মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। দয়া করুন আমার দুর্বলতায়, আমার দারিদ্র্যে, আমার মৃত্যুতে ও আমার বাসস্থানে। নিশ্চয় তুমিই এ বিষয়ে আমার থেকে বেশি অবগত, তুমিই আমার প্রয়োজন সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। বয়োবৃদ্ধ হজরত ইয়াকুব (ؑ)-কে তাঁর চোখের মণি হজরত ইউসুফকে ফিরিয়ে দিয়ে যেভাবে দয়া করেছেন হে, হজরত আইয়ুব (ؑ)-কে দীর্ঘ বিপদের পর যেভাবে

১– الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (১)

‘সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তাছাড়া কাফিররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে।’[1]

**তা’সীর:** উপরোক্ত আয়াত সকাল-সন্ধ্যা সাতবার করে পাঠ করবে এবং আপন শরীরের ওপর হাত দ্বারা মালিশ করবে। ইনশাআল্লাহ পুরা রাত-দিন নিরাপদে বেশ আরামে-শান্তিতে থাকবে।[2]

২– وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (১৩)

‘যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।’[3]

**তা’সীর:** অতিরিক্ত রাগ আসলে উপরোক্ত আয়াত বেশি করে পড়বে, তাতে রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এ আয়াতে বেশি করে তেলাওয়াত করলে বিষাদ, দুশ্চিন্তা ও কঠিন পিপাসা দূর হয়।[4]

কারও চেহারায় ব্যথা-বেদনা হলে, বেদনাস্থলে উক্ত আয়াত লিখে দিলে ইনশাআল্লাহ আরাম হবে।[5] যদি কারও এ ধরণের মসিবত হয় যাতে প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে উপরোক্ত আয়াত এবং নিম্নলিখিত আয়াত পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ বিপদ কেটে যাবে।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ (৪১)

‘নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়।’[6,7]

৩– وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (১৭)

দয়া করেছেন হে, হজরত মুহাম্মদ ﷺ-কে দয়া করেছেন, সাহায্য করেছেন, কুরাইশদের অত্যাচার ও শত্রুতার মোকাবেলায় বিজয় দান করেছেন এবং তাদের থেকে তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। হে সাহায্যকারী, হে সাহায্যকারী, হে সাহায্যকারী।”—স. চৌ.

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম,* ৬:১

[2] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১২৭; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ৪৯; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৫৪

[3] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম,* ৬:১৩

[4] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১২৭; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ৫৯; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৫৪

[5] জাহানাবাদী, ***মুরাক্বায়ে কলমী,*** পৃ. ১৫৮

[6] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ফাতির,* ৩৫:৪১

[7] আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১২৭, এটি মূলত তিনি *ওয়াযীফায়ে করীমার* বরাতে বর্ণনা করেছেন।—স. চৌ.



وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (১৮)

‘আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের ওপর। তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।’[1]

**তা’সীর:** যে ব্যক্তির হৃদ-ব্যথা বা হতে ব্যথা-বেদনা হয়, রাতের শেষাংশে উপরোক্ত আয়াতদুইটি কাগজে লিখে তার গলায় বেঁধে দেবে। ইনশাআল্লাহ সেই রোগীর আরাম হবে। ঠিক সেই নিয়ম ও সেই কাজ পক্ষাঘাত রোগেও উপকারী।

যে ব্যক্তির ওপর ঘোর দুঃখ ও বিষাদ এবং মনঃক্ষুণ্ণ বিস্তার লাভ করে, সে ঘুমানোর সময় এই আয়াতগুলো সাতবার তেলাওয়াত করবে। ইনশাআল্লাহ তার বিষাদ হর্ষে পরিণত হবে।[2]

৪– وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (৫৯) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (৬০) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (৬১) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (৬২)

‘তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানেন না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোনো পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোনো শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। তিনিই রাতের বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সম্মুখিত করেন—যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের ওপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন কি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেন। অতঃপর

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম,* ৬:১৭-১৮

[2] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ৫৯; (খ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৫৪

সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহর কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সলা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।’[১]

**তা'সীর:** এ আয়াতসমূহকে কাতান কাপড়ে লিখে ঘুমানোর সময় তা শিরস্থানে রাখবে এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে, হে প্রভু! আমাকে (নিদ্রাবস্থায়) অমুক বিষয় বিস্তারিত অবস্থা জানিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে যেই বিষয়ে জানতে চেয়েছিল, তা পরিস্কার হয়ে যাবে।

যদি উক্ত আয়াতসমূহ রাতের বেলা কেউ অজু অবস্থায় লিখে নিজ বাহুতে বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে সে সকালে এমন এক লোকের দেখা পাবে, যিনি তাকে বিশেষ এক আশ্চর্যজনক কথা বলবেন।[২]

যদি কোনো লোক রিজিক ফরাগতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করার ইচ্ছা করে, তবে সে নিম্নবর্ণিত নিয়মে দুই রকআত হাজতের নামাজ পড়বে। প্রথম রকআতে আল-হামদুর পর উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতটি পড়বে। দ্বিতীয় রকআতে আল-হামদুর পর দ্বিতীয় আয়াত পড়বে এবং নামাজ পুরা করবে। তারপর খুব বেশি বেশি নিম্নবর্ণিত ইস্তিগফার পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ মকসুদ হাসিল হবে। ইস্তিগফার: اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْغَفُوْرَ الرَّحِيْمَ (ক্ষমাশীল দয়ালু আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।[৩]

## আশ্চর্য উপকারী আয়াত

নিম্নে অঙ্কিত আয়াতসমূহ পাঠপূর্বক যেকোনো ন্যায্য দোয়া করলে ইনশাআল্লাহ তা কবুল হবে।

৫– ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ۝ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

‘অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহর কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সলা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।’[৪] ‘আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।’[৫] ‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবিদানকারী।’[৬]

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:৫৯-৬২
[২] আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৫৫
[৩] আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১২৮, এটি তিনি *ওয়াযীফায়ে করীমার* বরাতে বর্ণনা করেছেন।—স. চৌ.
[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:৬২
[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা গাফির,*** ৪০:৪৪
[৬] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান,*** ৩:১৭৩



‘আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।’[১] ‘আর ও তাদের কিছুসংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি।’[২]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াতের পর নিম্নে অঙ্কিত দোয়া ১১ বার পড়বে। দোয়া:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ وَقِنَا رَبَّنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ ○

‘হে পরওয়ারদেগার! আমাদেকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করো।[৩] আর তোমার নির্ধারিত অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো হে পরওয়ারদেগার!’

উক্ত দোয়া ১১ বার পড়ার পর আবার নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়বে,

**اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِعِزَّةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَبِعِزَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اقْضِ حَاجَتِيْ وَارْفَعْ مُصِيْبَتِيْ وَأَمْرَاضِيْ شَتّٰى فِيْ عِلْمِ اللهِ تَعَالٰى مَوْجُوْدَةٌ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ.**

‘হে আল্লাহ! আম্বিয়ায়ে কেরাম ﷺ ও মহানবী হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সম্মানের উসিলা দিয়ে ফরিয়াদ করছি, আমার প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে দিন, মহান আল্লাহর জ্ঞানে থাকা আমার মসিবত ও অসুস্থতা দূর করি দিন, হে প্রয়োজনীয়তা পূর্ণকারী।’

আর حَاجَتِيْ শব্দ পড়ার সময়ে মনের ভেতর হাজত কি তা ধারণা করবে। যে হাজতের দোয়া করছে তা অন্তরে হাজির করবে।[৪]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’

দরুদ শরীফ পাঠ করবে,

**اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ.**

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সাহাবীদের ওপর শান্তি ও সালাম প্রেরণ করুন।’

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনফাল,*** ৮:৪০
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:৮৭
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:২০১
[৪] আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১২৮, এটি তিনি *কুরআন মজীদ মুহাশশার* বরাতে বর্ণনা করেছেন।—স. চৌ.

তারপর আয়াত পাঠ করবে,

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝١٠٣

‘দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।’[১]

তারপর সঙ্গে সঙ্গেই দোয়া করবে,

اَللّٰهُمَّ عَافِنَا وَاسْتُرْنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর পূর্বে সুস্থতা ও বিশ্রাম দান করো।’

তারপর দরুদ শরীফ পড়বে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ.

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সাহাবীদের ওপর শান্তি ও সালাম প্রেরণ করুন।’

**তা’সীর:** উপরোক্ত দরুদ, আয়াত ও দোয়া আবার দরুদ একাধারে বেশি করে পড়তে থাকলে শত্রুগণের দৃষ্টি হতে অদৃশ্য থাকে। ভয়ংকর বাতাস চললে উক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করতে থাকলে বাতাস থেমে যায়।

٦– وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۭ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝١١٥

‘আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।’[২]

উপরোক্ত আয়াত কয়েকবার তেলাওয়াতের পর আল্লাহর দরবারে স্বীয় মনোবাসনা মতে দোয়া করবে। তারপর পুনরায় উক্ত আয়াত পাঠ করে নিম্নলিখিত দোয়া বারবার পড়বে। আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ দোয়া কবুল হবে। দোয়া:

يَا رَبِّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَةِ أَجِبْ دُعَائِيْ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

‘হে প্রভু! এসব আয়াতের উসিলায় আমার দোয়া কবুল করো, হে সর্বাধিক দয়ালু।’

٧– وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘؔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ۭ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ۝١٢٤

‘যখন তাদের কাছে কোনো আয়াত পৌঁছে, তখন বলে, আমরা কখনই মানব না যে, পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহর রসুলগণ প্রদত্ত

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:১০৩

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:১১৫



হয়েছেন। আল্লাহ এ বিষয়ে সুপারিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতিসত্বর আল্লাহর কাছে পৌছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে।’[১]

বহু মনীষী বলেন যে, উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহর ইসমে আযম বিদ্যমান এবং তা দুটি শব্দের সমষ্টি যারা পরস্পর মিলিত। যে লোক উপরোক্ত সেই দুটি শব্দকে পড়ে দোয়া করবে তা কবুল হবে।

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

اِس آیت میں جو لفظ اللّٰہُ دو بار متصل آیا ہے، اُن کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے۔

‘উক্ত আয়াতের ভেতর আল্লাহ শব্দ যে দুইবার পুনরাবৃত হয়েছে, পড়ার সময় সেই দুইটির মধ্যস্থলে দোয়া করলে তা কবুল হয়।’[২]

সে অনুসারে বুজুর্গানে দীন হতে দোয়া করার নিয়ম এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম তিনবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নলিখিত দোয়া একবার পড়বে,

إِلٰهِيْ مَنِ الَّذِيْ دَعَاكَ فَلَمْ تُجِبْهُ؟ وَمَنِ الَّذِيْ اسْتَجَارَكَ فَلَمْ تُجِرْهُ؟ وَمَنِ الَّذِيْ اسْتَعَانَكَ فَلَمْ تُعِنْهُ؟ وَمَنِ الَّذِيْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ تَكْفِهِ؟ وَاغَوْثَاهُ وَاغَوْثَاهُ وَاغَوْثَاهُ بِكَ أَسْتَغِيْثُ، اللّٰهُمَّ أَغِثْنَا يَا مُغِيْثُ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ أَغِثْنِيْ يَا إِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ، اللّٰهُمَّ افْعَلْ بِيْ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ، فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وَبِحُرْمَةِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ الْمُبَارَكَةِ وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ أَعْطِنَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاصْرِفْ عَنَّا وَعَنْ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِحُرْمَةِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ الْمُبَارَكَةِ وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ شَرَّ الدُّنْيَا وَشَرَّ الْآخِرَةِ وَشَرَّ الظُّلْمَةِ وَشَرَّ خَلْقِكَ أَجْمَعِيْنَ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْفِيَنِيْ وَتَرْزُقَنِيْ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

‘হে প্রভু! এমন কে আছে যে দোয়া করেছে আপনি তাকে জবাব দেননি?

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:১২৪

[২] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৫৪; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ১৮; (গ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ২২ ও ৬৩-৬৪; (ঙ) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৩১, তিনি এটি মূলত হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানভী رحمه الله-এর *আ’মালে কুরআনী*র বরাতেই বর্ণনা করেছেন। এখানে গ্রন্থকার শায়খ আবদুল্লাহ আল-ইয়াফিয়ী رحمه الله-এর ও হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানভী رحمه الله-এর ভাষ্য গ্রহণ করেছেন। সংগতকারণে তাঁর ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত হল।—স. চৌ.

এমন কে আছে যে কিছু চেয়েছে আপনি তাকে দেননি? এমন কে আছে যে আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছে আপনি তাকে সাহায্য করেননি? এমন কে আছে যে আপনার ওপর ভরসা করেছে আপনি তার জন্য যথেষ্ট ছিলেন না? হে সাহায্যকারী, হে সাহায্যকারী, হে সাহায্যকারী, আমি আপনার কাছে সাহায্য চাই। হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন হে সাহায্যকারী। সাহায্যপ্রার্থীদের হে সাহায্যকারী! আমাকে সাহায্য করুন হে জাহানের প্রভু। হে আল্লাহ! আপনি সেটিই করুন যা আপনার জন্য শান অনুযায়ী উপযুক্ত, নিশ্চয় আপনার শান হচ্ছে তাকওয়া ও ক্ষমা করার শান। এসব পবিত্র সূরা উসিলায় ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের উসিলায় আমাকে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ দান করুন। আর এসব পবিত্র সূরার উসিলায় ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের উসিলায় আমি ও সকল মুমিন নর-নারী থেকে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ, অন্ধকারের অকল্যাণ ও সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে দূরে রাখুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমতের উসিলায় আমি সুস্থতা এবং পবিত্র হালাল রিজিকের প্রার্থনা করছি হে সর্বাধিক দয়ালু।'[১]

[১] (ক) আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ,*** পৃ. ৩৭; (খ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৫৬; (গ) আল-জামাল, ***আল-ফুতুহাতুল ইলাহিয়া,*** খ. ২, পৃ. ৪৩৩; (ঘ) আস-সাভী, ***আল-হাশিয়া আলা তাফসীরি জালালাইন,*** খ. ১, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬, এসব গ্রন্থে অনেকটা এর কাছাকাছি দোয়া বর্ণিত আছে। শায়খ আহমদ আদ-দায়রবী ﷺ বর্ণনা করেন,

سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ: هِيَ سُوْرَةٌ جَلِيْلَةٌ ظَهَرَتْ بَرْكَتُهَا، وَاشْتَهَرَ فَضْلُهَا فِي النَّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ هَلَاكِهُمْ، فَعَلَيْكَ بِالْإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَتِهَا بِقَصْدِ ذٰلِكَ بِالدُّعَاءِ بَيْنَ الْـجَلَالَتَيْنِ بِهٰذَا الدُّعَاءِ، وَهِيَ: «إِلٰـهِيْ مَنِ الَّذِيْ دَعَاكَ فَلَـمْ تُجِبْهُ؟ وَمَـنِ الَّـذِيْ سَـأَلَكَ فَلَمْ تُعْطِهِ؟ وَمَنِ الَّذِيْ اسْتَجَارَ بِكَ فَلَمْ تُجِرْهُ؟ وَمَنِ الَّذِيْ اسْتَعَانَ بِكَ فَلَمْ تُعِنْهُ؟ وَمَـنِ الَّـذِيْ اسْـتَغَاثَ بِـكَ فَلَـمْ تَغِثْهُ؟ وَمَنِ الَّذِيْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ تُكْفِهِ؟ وَاغَوْثَاهُ – ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – أَغِثْنَا يَا مُغِيْثُ، افْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُـهُ، وَلَا تَفْعَـلْ بِنَـا مَـا نَحْنُ أَهْلُهُ، فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْـمَغْفِرَةِ، يَا سَرِيْعَ الْـحِسَابِ، يَا شَدِيْدَ الْعِقَابِ، يَا غَفُوْرُ، يَا رَحِيْمُ، يَا فَالِقَ الْـحُبِّ وَالنَّوٰى، يَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ، يَا مُقِيْلَ الْعَثَرَاتِ، يَا وَالِيَ الْـحَرَكَاتِ، يَا قَاضِيَ الْـحَاجَاتِ، اقْضِ حَوَائِجَنَا، وَاشْفِ مَرْضَانَا، وَارْحَمْ مَوْتَانَا،وَاسْتَجِبْ دَعْوَانَا، وَتُبْ عَلٰى أَحْيَانَـا، اغْفِـرْ لَنَـا وَلِآبَائِنَـا وَلِأُمَّهَاتِنَـا وَلِـجَمِيْعِ الْـمُسْلِمِيْنَ وَالْـمُسْلِمَاتِ وَالْـمُؤْمِنِيْنَ وَالْـمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ»، وَيَأْتِيْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِـنَ السُّـوْرَةِ، وَهُـوَ هٰـذَا: «بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، الْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَـمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ أَجْمَعِيْنَ، اللّٰهُمَّ يَا سَرِيْعَ الْـحِسَابِ، يَا شَدِيْدَ الْعِقَابِ، يَا غَفُوْرُ، يَا رَحِيْمُ، يَا فَالِقَ الْأَصْبَاحِ، يَـا مُفَتِّحَ الْأَبْـوَابِ، يَـا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ، يَـا غَـافِرَ الْـخَطَايَا، يَا سَائِرَ الْعَوْرَاتِ، يَا مَانِعَ الْبَلِيَّاتِ، يَا مُقِيْلَ الْعَثَرَاتِ، يَا مُحْيِ الْأَمْوَاتِ، اقْضِ حَاجَتِيْ، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا، يَا إِلٰهَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ».

'সূরা আল-আনাম একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ সূরা, এর বরকত স্পষ্ট, শত্রুদের ওপর সাহায্য লাভ এবং তাদের ধ্বংসসাধনে এর উপকারিতা প্রসিদ্ধ। অতএব সেই উদ্দেশ্যে বেশি বেশি পাঠ এবং আল্লাহর দুই নামের মাঝখানে দোয়া করবে। দোয়াটি হচ্ছে, (অর্থ:) 'হে প্রভু! এমন কে আছে যে দোয়া করেছে আপনি তাকে



অতঃপর ৪১ বার নিম্নবর্ণিত দোয়া পাঠ করবে,

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٥٣

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রসুলের অনুগত হয়েছি। অতএব আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।'[১]

তারপর ৪১ বার নিম্নলিখিত দোয়া পড়বে,

وَ اُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝٤٤

'আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।'[২]

তারপর ৪১ বার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের প্রয়োজন ও অভাব পূরণের ভিক্ষা চাইবে।

জবাব দেননি? এমন কে আছে যে কিছু চেয়েছে আপনি তাকে দেননি? এমন কে আছে যে আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছে আপনি তাকে সাহায্য করেননি? এমন কে আছে যে আপনার কাছে সহায়তা চেয়েছে আপনি তাকে সহায়তা করেননি? এমন কে আছে যে আপনার ওপর ভরসা করেছে আপনি তার জন্য যথেষ্ট ছিলেন না? হে সাহায্যকারী, হে সাহায্যকারী, হে সাহায্যকারী (তিনবার)। আমাকে সাহায্য করুন হে সাহায্যকারী। আপনি সেটিই করুন যা আপনার জন্য শান অনুযায়ী উপযুক্ত, নিশ্চয় আপনার শান হচ্ছে তাকওয়া ও ক্ষমা করার শান। হে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, হে কঠিন শাস্তিদাতা, হে ক্ষমাকারী, হে করুণাময়, হে প্রেম-ভালোবাসায় বিচ্ছেদকারী, হে দ্বার উন্মোচনকারী, হে ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনাকারী, হে সকল নড়াচড়ার নিয়ন্ত্রণকারী, হে হাজত পূর্ণকারী, আমাদের হাজত পূরণ করুন, আমাদেরকে রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য দিন, আমাদের মৃত্যুদেরকে দয়া করুন, আমাদের দোয়াসমূহ কবুল করুন এবং আমাদের জীবতদেরকে প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আমাদেরকে, আমাদের পিতাকে, আমাদের মাতাকে এবং সকল মুসলিম ও মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন আপনার রহমতের উসিলায়, হে সর্বাধিক দয়ালু।' আর সূরাটির পাঠ শেষে এ দোয়াটি পাঠ করবে, (অর্থ:) 'পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সারা জাহানের রব। আমাদের সরদার হজরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন এবং সালাম প্রেরণ করুন। হে আল্লাহ! হে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, হে কঠিন শাস্তিদাতা, হে ক্ষমাকারী, হে করুণাময়, হে প্রেম-ভালোবাসায় বিচ্ছেদকারী, হে দ্বার উন্মোচনকারী, হে বস্তুসমগ্রের কার্যকারণ, হে ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনাকারী, হে দোষ-ত্রুটি গোপনকারী, হে বলা-মসিবত দূরকারী, হে ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনাকারী, হে মৃত্যুকে জীবনদানকারী, আমার হাজত পূরণ করুন, তা হচ্ছে এ রকম ...। হে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের প্রভু। আমাদের সরদার হজরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।'

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান,*** ৩:৫৩

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা গাফির,*** ৪০:৪৪

## সূরা আ'রাফের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

১– يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾

'হে বনি আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র ও পরহেজগারির পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।'[1]

**তা'সীর:** চাঁদের বাড়ন্ত অবস্থায় (১লা তারিখ হতে ১৪ তারিখের ভেতর) কোনো বৃহস্পতিবার দিন নতুন কুর্তা পরিধানপূর্বক আল্লাহ পাক যে নতুন পোশাক পরিয়াছেন সেজন্য দুই রকআত শুকরানা নামাজ পড়বে। অতঃপর উপরোক্ত আয়াতকে কাঁচের পাত্রে চামেলি তেল দ্বারা লিখে গোলাপ জল দ্বারা সেটি ধুয়ে তা মালিশ করবে এবং পান করবে। আবার যায়তুন পাতায় উক্ত আয়াত লিখে নতুন কুর্তার (পকেটে) রাখবে। ইনশাআল্লাহ তওবা ও ইবাদত-বন্দেগির প্রতি ক্রমশ আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

২– وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۟ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾

'তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে, আল্লাহ শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসুল আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে, এটি জান্নাত।

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ*, ৭:২৬



তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।'[1]

**তা'সীর:** উল্লিখিত আয়াতকে এমন মাটির বাসনে লিখবে, যা আবা হতে সদ্য পুড়িয়ে বের করা হয়েছে এবং সেই লেখা কূপের মিষ্টি পানি দ্বারা ধুইবে। সেই পানি হৃদ-বেদনার রোগীকে পান করালে ইনশাআল্লাহ সে শিফা পাবে।[2]

৩– اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۴﴾

'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের ওপর দিনকে এ অবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।'[3]

**তা'সীর:** যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় উপরোক্ত আয়াতসমূহ পড়বে, সে আল্লাহ চান তো দৈত্য-দানবের দুষ্টামী ও অর্ধাঙ্গ রোগ এবং মুখ বাঁকা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে। এছাড়া উপরোক্ত আয়াতসমূহ পাঠপূর্বক তার সাথে সাথেই নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ করবে,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾

'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহ্বান করো ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।'[4]

তারপর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠপূর্বক তার সাথে সাথেই সূরা বারাতের শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে।

### সূরা বারাতের শেষ আয়াতসমূহ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ*, ৭:৪৩
[2] (ক) আশরফ আলী থানভী, *আ'মালে কুরআনী*, পৃ. ১১৩; (খ) আশ-শারজী, *আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ*, পৃ. ২২
[3] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ*, ৭:৫৪
[4] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ*, ৭:৫৫-৫৬

فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِیَ اللّٰهُ ۫ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡهِ تَوَکَّلۡتُ وَ هُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۱۲۹﴾

‘তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসুল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগি নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।’[১]

বাড়িতে বা দোকানে যা মাল-আসবাব ইত্যাদি আছে, সেসবের ওপর ফুঁ দেবে। ইনশাআল্লাহ সেই বাড়ি, দোকান, মাল-মাত্তা সবই সর্ববিষয়ে হেফাজত ও নিরাপদে থাকবে।[২]

আরও উপকার এই যে, তৃতীয় নম্বরে উল্লিখিত আয়াতকে গোলাপ জল ও জাফরান কস্তুরি মিশিয়ে তা দ্বারা লিখে তাবিজ বানিয়ে বাহুতে বাঁধলে বদনজর, মানুষের দাগাবাজি ও ধোঁকাবাজি ও হৃদ-বেদনা, শত্রুর শত্রুতা, দংশক ও হিংস্র প্রাণীসমূহের ক্ষতি সাধন হতে নিরাপদ থাকবে।[৩]

٤– قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ اَنۡفُسَنَا ٜ وَ اِنۡ لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَ تَرۡحَمۡنَا لَنَکُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۲۳﴾

‘তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।’[৪]

**তা'সীর:** যে ব্যক্তি এ আয়াতকে পাঁচ ওয়াক্তের প্রত্যেক নামাজের পর তেলাওয়াতপূর্বক আল্লাহর দরবারে পাপ মার্জনার জন্য দোয়া করে, আল্লাহ পাক তার পাপসমূহ ক্ষমা করবে।[৫]

٥– اَلَّذِیۡنَ یَتَّبِعُوۡنَ الرَّسُوۡلَ النَّبِیَّ الۡاُمِّیَّ الَّذِیۡ یَجِدُوۡنَهٗ مَکۡتُوۡبًا عِنۡدَهُمۡ فِی التَّوۡرٰىۃِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ ۫ یَاۡمُرُهُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ یَنۡهٰهُمۡ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ الۡخَبٰٓئِثَ وَ یَضَعُ عَنۡهُمۡ اِصۡرَهُمۡ وَ الۡاَغۡلٰلَ الَّتِیۡ کَانَتۡ عَلَیۡهِمۡ ؕ فَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِهٖ وَ عَزَّرُوۡهُ وَ نَصَرُوۡهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوۡرَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۵۷﴾

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আত-তাওবা,* ৯:১২৮-১২৯

[২] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৩৩; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ৬৪; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৫৬

[৩] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৩৩; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ৬৪; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৫৭

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ,* ৭:২৩

[৫] আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ২১



‘সেসব লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসুলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।’[১]

প্রায় মুসলমানগণের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, মহানবী ﷺ কিছুই লিখতে পড়তে পারতেন না। সেই কারণেই তাঁকে উম্মী বলা হয়! এ ধারণা সঠিক নয়। বরং আদতে অবস্থা এই যে, হজরত মহানবী ﷺ কোনো মানব হতে লেখা-পড়া শিখেননি। আর যতদিন আল্লাহ পাকের মর্জি ছিল ততদিন তিনি কিছু পড়তে পারতেন না, লিখতেও জানতেন না। কিন্তু এমন এক সময় এসেছিল যে, আল্লহ পাক তাঁকে লিখন ও পঠন উভয় কাজই শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিয়মিত লিখতে ও পড়তে পারতেন। যথা- *ইলালুশ শারায়ি'*[২] কিতাবে বর্ণিত আছে,

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصُّوْفِيِّ[৩]، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا عليه السلام، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللهِ! لِمَ سُمِّيَ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ؟ فَقَالَ: «مَا يَقُوْلُ النَّاسُ»؟ قُلْتُ: يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّيَ الْأُمِّيَّ، لِأَنَّهُ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكْتُبَ، فَقَالَ عليه السلام: «كَذَبُوْا عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ، أَنَّىٰ ذَلِكَ، وَاللهُ يَقُوْلُ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِهِ: ﴿ هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ ﴿۲﴾ ﴾ [الجمعة: ٢]، فَكَيْفَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مَا لَا يُحْسِنُ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وآله يَقْرَأُ وَيَكْتُبُ بِاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ أَوْ قَالَ: بِثَلَاثَةٍ وَسَبْعِيْنَ لِسَانًا، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْأُمِّيَّ، لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ,* ৭:১৫৭

[২] ইলালুশ শারায়ি': শিয়া ফিকহের বর্ণনাভিত্তিক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, শিয়াদের নিকট হাদীসের চার প্রধান উৎসগ্রন্থের অন্যতম হিসেবেও এটিকে কেউ কেউ গণ্য করেছেন। এর রচয়িতা ইবনে বাবাওয়াইহ আস-সাদূক (মৃ. ৩৮১ হি.) একজন প্রখ্যাত শিয়া ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ফকীহ ও মুহাদ্দিস।—স. চৌ.

[৩] জাফর আল-খুলদী: আবু মুহাম্মদ, জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নুসাইর আল-খুলদী আস-সূফী আল-খাওয়াস (২৫৩-৩৪৮ হি. = ৮৬৭-৯৫৯ খ্রি.)। সুন্নী সুফি আলেম, তৎকালীন বগদাদের তরীকতের শায়খ ও হাদীসশাস্ত্রের পণ্ডিত। তিনি হজরত জুনাইদ আল-বাগদাদী রহ. (মৃ. ২৯৮ হি.)-এর অন্যতম শিষ্য।—স. চৌ.

أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَكَّةُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْقُرَىٰ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ ﷻ: ﴿ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [الشورىٰ: ٧]».

‘ইমাম মুহাম্মদ তকী[১] ﵀ হতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, উক্ত আকীদার লোক মিথ্যুক এবং তাদের ওপর আল্লাহর লা’নত। এ রকম হতে পারে কি? অথচ আল্লাহ পাক ফরমায়েছেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ

‘তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।’[২]

অতএব বুঝিয়ে নাও যদি তিনি স্বয়ং লিখন-পঠন না জানতেন তা হলে তিনি কিভাবে শিক্ষা দিতেন? আল্লাহর কসম! মহানবী ﷺ ৭২/৭৩ ভাষায় লেখা-পড়া জানতেন। তবে তাঁকে উম্মী বলা হয় এই কারণে যে, তিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন। আর মক্কা যেসব নগরীর ভেতর শামিল সেগুলোকে উম্মুল কুরা বলা হয়। যথা- আল্লাহ পাক ফরমায়েছেন,

لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ

‘যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন।’[৩,৪]

আরও বর্ণিত আছে,

«عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمِيْ، وَأَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ».

‘আমার প্রতিপালক আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, কতই না উত্তম শিক্ষা। আর আমার প্রতিপালক আমাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছেন, কতই না উত্তম শিষ্টাচার।’[৫]

[১] মুহাম্মদ আল-জাওয়াদ: আবু জাফর দ্বিতীয়, মুহাম্মদ আল-জাওয়াদ আত-তকী ইবনে আলী আর-রিযা ইবনে মুসা আল-কাযিম ইবনে জাফর আস-সাদিক ইবনে মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবিদীন ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী (১৯৫-২২০ হি. = ৮১১-৮৩৫ খ্রি.)। আহলে বায়তে রসুল ﷺ-এর অন্যতম মর্যাদাশীল, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিত্ব। তিনি দ্বাদশ ইমাম মতাদর্শী শিয়াদের নিকট তাদের নবম ইমাম।—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-জুমুআ,*** ৬২:২

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আশ-শূরা,*** ৩২:৭

[৪] ইবনে বাবাওয়াইহ, ***ইলালুশ শারায়ি’,*** খ. ১, পৃ. ১২৪-১২৫, ক্র. ১, হজরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-খুলদী আস-সূফী ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ...।—স. চৌ.

[৫] (ক)আস-সামআনী, ***আদাবুল ইমলা ওয়াল ইসতিমলা,*** পৃ. ১; (খ) আস-সুলামী, ***আদাবুস সুহবাহ,*** পৃ. ১২২, হাদীস: ২০৮, উদ্ধৃত গ্রন্থদুটোতে বর্ণিত হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ এবং অনেকটা কাছাকাছি অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।—স. চৌ.



এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি লেখা-পড়া জানতেন।

٦– وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰۗىِٕفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۚ

‘আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।’[১]

*ওয়াযীফায়ে করীমা*[২]য় বর্ণিত আছে যে, ‘উপরোক্ত আয়াত ভীতি ও দুর্ভাবনা দূর করার জন্য বিশেষ ফলদায়ক। তবে কর্তব্য এই যে, শুক্রবার দিন ভোরবেলায় সূর্যোদয়ের পূর্বে সাত টুকরা কাগজে এ আয়াত লিখে রাখবে। সেই দিনই ভোরে এক টুকরা গিলে ফেলবে এবং সামান্য পানি পান করবে। বাকি ছয় টুকরা পরপর প্রত্যেক দিন ভোরে এক টুকরা করে উক্ত নিয়মে গলাধঃকরণ করে অল্প পানি পান করবে।’[৩]

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আ’রাফ,*** ৭:২০০-২০১

[২] ওয়াযীফায়ে করীমা: এটি খান বাহাদুর মাওলানা মুফতী ইনায়াত আহমদ কাকূরভী (১২২৮-১২৭৯ হি. = ১৮১৩-১৮৬৩ খ্রি.)-এর রচনা। *তাওয়ারীখে হাবীবে ইলাহ* (উর্দু), দরসে নিযামীর পাঠ্যভুক্ত *ইলমুস সীগা* (ফারসি) ও *তাকওয়ীমুল বুলদানের* উর্দু অনুবাদসহ বেশকিছু গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তিনি একজন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীর মুজাহিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশদ্ভুত, একত্রিংশ উর্ধ্বে তাঁর বংশলতিকা রসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রপিতামহের বাবা আবদে মনাফের সাথে গিয়ে মিশে। তাঁর পুরো নাম: মুফতি ইনায়াত আহমদ ইবনে মুহাম্মদ বখশ ইবনে গোলাম মুহাম্মদ ইবনে লুতফুল্লাহ আল-কুরাইশী আদ-দেভী আল-কাকূরভী।—স. চৌ.

[৩] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৯১; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ৭০-৭১

## সূরা আনফালের কতিপয় আয়াতের গুণাবলি

১– وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

‘আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী হেকমতঅলা।’[১]

**তা’সীর:** যদি কেউ উপরোক্ত আয়াতকে রমজান মাসের ২৭ তারিখের দিনে অজুর সাথে একখানা ছোট টুকরা কাগজে লিখে স্বীয় আংটির নিচে খাপ খাইয়ে রেখে দেয় এবং সেই আংটি ব্যবহারে থাকে, সেই ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ সকল বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকবে এবং সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্যের সাথে কাল যাপন করবে।[২]

২– وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١١﴾ ؕ

‘আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পাগুলো।’[৩]

**তা’সীর:** উপরোক্ত আয়াত হৃদ-কম্পন রোগের জন্য খুবই পরীক্ষিত। এর তাবিজ করে গলায় এমনভাবে ঝুলাবে, যেন তাবিজটি সর্বদা বুকে হৃদয়ের ওপরই থাকে, সরে না যায়।[৪]

৩– وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ ۙ وَاَلَّفَ

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনফাল,* ৮:১০

[২] (ক) আহসান বিহারী, *আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,* পৃ. ১৩৫, এটি তিনি *ওয়াযীফায়ে করীমার* বরাতে বর্ণনা করেছেন; (খ) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী,* পৃ. ৭২; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, *আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,* পৃ. ৭১

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনফাল,* ৮:১১

[৪] (ক) আহসান বিহারী, *আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,* পৃ. ১৩৫-১৩৬; (খ) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী,* পৃ. ২১



بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾

‘পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে। আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।’[১]

**তা’সীর:** উপরোক্ত আয়াত লিখে তাবিজ করে গলায় এমনভাবে ঝুলাবে, যেন তাবিজটি বুকে ঠিক হৃদপিণ্ডের স্থানে থাকে, তা দ্বারা হৃদ-কম্পন রোগ ইনশাআল্লাহ সেরে যাবে এবং শান্তি হাসিল হবে। (এটি হজরত কেবলা ﷫-এর বাণী।)

৪– اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

‘এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ’ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দুইশ’র ওপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও, তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দুই হাজারের ওপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে।’[২]

**তা’সীর:** যারা ভারী ভারী বোঝা বহন করে, আর যারা কঠিন মেহনতের কাজ করে তারা প্রত্যেক দিন কয়েকবার করে যদি উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকে, তাহলে তাদের শরীরে ক্লান্তি খুব অল্পই আসবে।

যদি কোনো ব্যক্তি এ বরকতি আয়াতকে সাতদিন ধরে এ নিয়মে পাঠ করতে থাকে যে, কোনো এক শুক্রবারের দিন আসরের নামাজের পর হতে পাঠ আরম্ভ করে পরবর্তী শুক্রবার জুমার নামাজান্তে পাঠ করে ক্ষান্ত হয় এবং এ দিনগুলোর মধ্যে প্রত্যেক নামাজের পর পাঠ করলে ও কাজ-কর্ম হতে অবসর সময়েও প্রায় পড়তে থাকলে, তার সকল আশঙ্কা দূর হবে এবং সকল কঠিন সমস্যা সমাধান সহজে হয়ে যাবে।[৩]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনফাল,* ৮:৬২-৬৩

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনফাল,* ৮:৬৬

[৩] আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী,* পৃ. ৭২

## সূরা তওবার কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

১– آيَاتُ الشِّفَاءِ

- وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

‘এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।’[১]

এ আয়াতে এবং এছাড়া আরও আয়াত আছে। এগুলোকে আয়াতে শিফা নাম দেওয়া হয়েছে। সকল প্রকার রোগে এগুলো বেশ উপকারী।[২] উপরোক্ত আয়াত হচ্ছে,

- وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۝

‘এবং অন্তরের রোগের নিরাময়।’[৩]

- يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۝

‘তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার।’[৪]

- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

‘আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।’[৫]

- وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝

‘যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।’[৬]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আত-তাওবা,* ৯:১৪
[২] আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী,* পৃ. ২৯
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস,* ১০:৫৭
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নাহল,* ১৬:৬৯
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইসরা,* ১৭:৮২
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শুআরা,* ২৬:৮০



- قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۝

‘বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়েত ও রোগের প্রতিকার।’[১]

ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী[২] رحمه الله হতে বর্ণিত আছে,

عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ رحمه الله، أَنَّ وَلَدَهُ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيْدًا، قَالَ: حَتَّىٰ أَيِسْتُ مِنْهُ وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ عَلَيَّ، فَرَأَيْت النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَشَكَوْتُ لَهُ مَا بِوَلَدِيْ، فَقَالَ لِيْ: «أَيْنَ أَنْتَ مِنْ آيَاتِ الشِّفَاءِ»؟ فَانْتَبَهْتُ فَفَكَّرْتُ فِيْهَا، فَإِذَا هِيَ فِيْ سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۝﴾ [التوبة: ١٤]، ﴿وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۝﴾ [يونس: ٥٧]، ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۝﴾ [النحل: ٦٩]، ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝﴾ [الإسراء: ٨٢]، ﴿وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝﴾ [الشعراء: ٨٠]، ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۝﴾ [فصلت: ٤٤]، قَالَ: فَكَتَبْتُهَا فِيْ صَحِيْفَةٍ، ثُمَّ حَلَلْتُهَا بِالْمَاءِ، وَسَقَيْتُهُ إِيَّاهَا، فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ.

‘তিনি বলেন, আমার পুত্র রোগাক্রান্ত ছিল। আমি হজরত রসুলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং আমার পুত্রের অবস্থা আরজ করলাম। তিনি ফরমালেন, ‘তুমি আয়াতে শিফা ব্যবহার কর না কেন?’ অতঃপর আমি আয়াতে শিফা লিখে পানি দ্বারা তা ধুয়ে সেই পানি ছেলেকে পান করালাম। তাতে সেই ছেলে আরোগ্য লাভ করে বেশ স্বাস্থ্যবান হয়ে গেল।’[৩]

২– وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ফুসসিলাত,* ৪১:৪৪
[২] আল-কুশাইরী: আবুল কাসিম, যায়নুল ইসলাম, আবদুল করীম ইবনে হাওযান ইবনে আবদুল মালিক ইবনে তালহা আন-নায়শাপুরী আল-কুশাইরী (৩৭৬-৪৬৫ হি. = ৯৮৬-১০৭২ খ্রি.)। তৎকালীন খোরাসানের শায়খুল ইসলাম, বুজুর্গ ব্যক্তি ও সুফি তাত্ত্বিক। তাসওউফতত্ত্বে তাঁর *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া* একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।—স. চৌ.
[৩] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ১০৭ ও ২২৬-২২৭; (খ) আস-সানূসী, ***মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী,*** পৃ. ২৪; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৩৭-১৩৮; (গ) ইবনুল হাজ্জ, ***আল-মাদখাল,*** খ. ৪, পৃ. ১২১

جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ وَ رِضۡوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکۡبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۷۲﴾

‘আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। তাদের ওপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।’[১]

**তা’সীর:** আমাদের হজরত কেবলা ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহ রহমত নাযিলের, জাহেরি-বাতেনি নিয়ামত হাসিলের এবং বিপদাপদ ইত্যাদি হতে রক্ষার জন্য খুবই ক্রিয়াশীল।

৩- لَقَدۡ جَآءَکُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ عَزِیۡزٌ عَلَیۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِیۡصٌ عَلَیۡکُمۡ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۱۲۸﴾ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِیَ اللّٰهُ ۫ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡهِ تَوَکَّلۡتُ وَ هُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۱۲۹﴾

‘তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসুল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। তা সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগি নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।’[২]

**তা’সীর:** *মান লা ইয়াহযুরহুল ফকীহ*[৩] ও *মাকারিমুল আখলাকে* হজরত রসুলুল্লাহ ﷺ-এর অসিয়তসমূহের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ হজরত আলী ؑ-কে ইরশাদ করেছেন,

«يَا عَلِيُّ! مَنْ خَافَ مِنَ السِّبَاعِ، فَلْيَقْرَأْ: ﴿لَقَدۡ جَآءَکُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ عَزِیۡزٌ عَلَیۡهِ مَا عَنِتُّمۡ ﴿۱۲۸﴾﴾ [التوبة: ١٢٨] إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ».

‘হে আলী! যে ব্যক্তি হিংস্র জন্তু ও বাঘ-ভাল্লুক ইত্যাদি সম্পর্কে সন্ত্রস্ত থাকে

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আত-তাওবা,*** ৯:৭১-৭২

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আত-তাওবা,*** ৯:১২৮-১২৯

[৩] মান লা ইয়াহযুরহুল ফকীহ: শিয়া ফিকহের বর্ণনাভিত্তিক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, শিয়াদের নিকট হাদীসের চার প্রধান উৎসগ্রন্থের একটি। এর রচয়িতা ইবনে বাবাওয়াইহ আস-সাদূক (মৃ. ৩৮১ হি.) একজন প্রখ্যাত শিয়া ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ফকীহ ও মুহাদ্দিস।—স. চৌ.



সে এ আয়াত যেন পড়তে থাকে।’[১]

*আল-কাফী* কিতাবে আসবাগের হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ: قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ أَرْضِيْ أَرْضٌ مَسْبَعَةٌ، وَإِنَّ السِّبَاعَ تَغْشَى مَنْزِلِيْ وَلَا تَجُوْزُ حَتَّى تَأْخُذَ فَرِيْسَتَهَا، فَقَالَ: اقْرَأْ: ﴿لَقَدۡ جَآءَکُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ عَزِیۡزٌ عَلَیۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِیۡصٌ عَلَیۡکُمۡ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۱۲۸﴾ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِیَ اللّٰهُ ۫ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡهِ تَوَکَّلۡتُ وَ هُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۱۲۹﴾﴾ [التوبة: ١٢٨-١٢٩]، فَقَرَأَهُمَا الرَّجُلُ، فَاجْتَنَبَتْهُ السِّبَاعُ.

‘জনৈক লোক জনাব আমীরে[২]র খেদমতে আরজ করল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি যে জায়গায় বসবাস করি সেখানে হিংস্র জন্তুর উপদ্রব খুবই বেশি। ঘরে ঢুকে পালিত পশু নষ্ট করে। উত্তরে হজরত আলী ؑ ইরশাদ করেন, তুমি সূরা তওবার শেষের আয়াতগুলো لَقَدۡ جَآءَکُمۡ ﴿۱۲۸﴾ হতে رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۱۲۹﴾ পর্যন্ত প্রতিদিন অজিফাস্বরূপ পড়তে থাকবে।’[৩]

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

‘উপরোক্ত আয়াত লিখে তাবিজ করে দেহে ঝুলাবে হাকিম বা অফিসারের নিকট গেলে সাফল্য লাভ করবে।’[৪]

## দীর্ঘ জীবন লাভ ও অপমৃত্যু হতে রক্ষার জন্য

হজরত আবুদ দারদা ؓ হতে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি উক্ত আয়াতকে প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করবে তার ইহ-পরকালের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার পক্ষে তা যথেষ্ট হবে এবং লোহার হাতুড়ির আঘাতেও মরবে না। আর ভীষণ ভারী জিনিসের কারণে দেবে বা পানিতে ডুবে মরবে না।[৫]

[১] (ক) ইবনে বাবাওয়াইহ, ***মান লা ইয়াহযুরহুল ফকীহ,*** খ. ৪, পৃ. ৩৭১, ক্র. ৫৭৬২; (খ) আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক,*** পৃ. ৪৪৩

[২] অর্থাৎ ইসলামের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী ইবনে আবু তালিব ؓ উদ্দেশ্য।—স. চৌ.

[৩] আল-কুলায়নী, ***আল-কাফী,*** খ. ৪, পৃ. ৬৫২, ক্র. ৩৫৬৫/২১

[৪] উদ্ধৃত গ্রন্থে বিদ্যমান সংস্করণে এর খোঁজ পাওয়া যায়নি।—স. চৌ.

[৫] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৭০; (খ) আবু দাউদ, ***আস-সুনান,*** খ. ৪, পৃ. ৩২১, হাদীস: ৫০৮১, তবে তাঁর হাদীসে তথ্যগত কিছু বিভিন্নতা রয়েছে, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ، قَالَ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى، ﴿حَسۡبِیَ اللّٰهُ ۫ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡهِ تَوَکَّلۡتُ وَ هُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۱۲۹﴾﴾ [التوبة: ١٢٩]، سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا».

‘হজরত আবুদ দারদা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা আত-তাওবার একশত ঊনত্রিংশ আয়াত অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সাতবার বলে, ‘আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই,

*কানযুল আবরার* কিতাবে ইমাম কুরতুবী[১] ﷺ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবুদ দারদা ﷺ-এর উক্ত রেওয়ায়ত জনৈক ধর্মভীরু সৎকর্মির নিকট যখন পৌঁছে, তিনি তার রোগাক্রান্ত অবস্থায় ওই আয়াত পড়তে আরম্ভ করেন। অনুমিত হয় যে, তিনি সেই সময় ৭০ বছরের বয়স্ক ছিলেন। সর্বদা তিনি তা পড়ে থাকতেন। ১৩০ বছর পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। যখন আল্লাহ তাঁর মৃত্যু ঘটানোর এরাদা করলেন, সেই সময় উক্ত লোক হজরত নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলেন। হজরত ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি আর কতদিন আমার হতে পালিয়ে পালিয়ে থাকবে?' সেই দিন হতে তিনি উক্ত আয়াত পাঠ বন্ধ করলেন। তারপর তাঁর ইন্তেকাল হয়।

فَسُبْحٰنَ مَنْ يَمْحُوا مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ○

'অতএব তিনি পবিত্র, যিনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন ও বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।'[২]

আমি তাঁর ওপর ভরসা করি এবং তিনি মহান আরশের রব।' আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন যা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তার বিরুদ্ধে চায় সে সত্যিকারভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে বলুক না কেন।'

অবশ্য এখানে 'প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ' এমন বক্তব্য নেই, বরং যেদিন আয়াতদুটো পাঠ করা হবে ওই দিন উপর্যুক্ত ফযীলত প্রযোজ্য হবে। আর হাদীসে আয়াতটি পাঠের সংখ্যা এসেছে সাতবার।—স. চৌ.

[১] অর্থাৎ হাসান ইবনে আলী আল-কুরতুবী ﷺ উদ্দেশ্য। তাঁর ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায় না।—স. চৌ.

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ২২১-২২২; (খ) আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ***, পৃ. ৪২; (গ) আস-সানূসী, ***মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী***, পৃ. ৪, তিনি বর্ণনা করেন,

فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالىٰ: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۝﴾ [التوبة: ١٢٨] إِلَىٰ آخِرِ السُّوْرَةِ لَمْ يَمُتْ ذَلِكَ الْيَوْمِ»، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَمْ يُقْتَلْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُضْرَبْ بِحَدِيْدٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِيْ لَيْلَةٍ فَكَذَلِكَ»، ذَكَرَ هَذَ الْحَدِيْثَ الشَّرِيْفَ الْكَرِيْمَ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيِّ الْقُرْطُبِيِّ فِيْ «كَنْزِ الْأَبْرَارِ»، وَلَمَّا بَلَغَ هَذَا الْحَدِيْثُ الْكَرِيْمُ بَعْضَ الصَّالِحِيْنَ، كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ فِيْ مَرْضِهِ، وَأَظُنَّهُ كَانَ ابْنُ سَبْعِيْنَ سَنَةً، فَبَقَىٰ يَقْرَأُ الْآيَةَ إِلىٰ أَنْ وَصَلَ إِلىٰ مَائَةٍ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً، فَحِيْنَ أَرَادَ اللهُ مَوْتَهُ، رَأَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: «إِلَىٰ كَمْ تَهْرُبُ مِنَّا»؟ فَتَرَكَ الْآيَةَ، فَمَاتَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَمْحُوْا مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.



## সূরা ইউনুসের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

১– لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝٢٢ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٤٣ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٢

'যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।'[১] 'নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়।'[২] 'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।'[৩]

**তা'সীর:** *মাকারিমুল আখলাক* কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কারও পেটে ব্যথা হলে উপরোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করবে এবং পেটে হাত বুলাবে আর উক্ত আয়াতসমূহ পাঠপূর্বক পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে পার করাবে। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।[৪]

২– يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٧ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝٥٨

'হে মানবকুল! তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। বল, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানিতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ।'[৫]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:২২
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৪৩ ও *সূরা আল-হজ*, ২২:৬৫
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৮২
[৪] আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক***, পৃ. ৩৭৯
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:৫৭-৫৮

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

**قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَآيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾ [يونس: ٥٧] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴾ [ يونس: ٥٨]: هَذِهِ الْآيَةُ لِجَمِيْعِ آلَامِ الْبَطَنِ تُكْتَبُ فِيْ صَحْفَةٍ مِنْ بَيْتِ رَجُلٍ لَمْ يُجَامِعْ قَطُّ بِمِدَادٍ كُوْفِيٍّ خَالِصٍ وَتُمْحَىٰ بِمَاءِ الشَّعِيْرِ الْأَخْضَرِ. وَيُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ سُكَّرِ طَبَرْزَدَ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ بَرَأَ، وَيَنْفَعُ لِلرَّجِيْفِ وَالْخَفَقَانِ.**

'সর্বপ্রকার পেট শূলে উক্ত আয়াতগুলো উপকারী। (পড়তে পড়তে ব্যথার স্থানে হাত বুলাবে অথবা লিখে ধুয়ে সেই পানি পান করাবে)। আর হৃদ-কম্পন রোগেও এটি উপকারী। এমন একজন লোক যিনি কোনো সময় কোনো স্ত্রী লোকের সাথে সঙ্গম করেনি, তার নিকট হতে এক টুকরা কাগজ চেয়ে নেবে। তাতে উক্ত আয়াতগুলো কালি দিয়ে লিখবে এবং কোনো এক সবুজ রঙের ফলের আরক (রস) দ্বারা তা ধুয়ে রোগীকে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ আরাম পাবে।'[১]

৩- ﴿ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٢ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝٦٣ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٦٤ ﴾

'হে মানবকুল! তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। বল, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানিতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ।'[২]

**তাফসীর ও ব্যাখ্যা:** আউলিয়ায়ে আল্লাহ (আল্লাহর প্রিয় বান্দা) তাঁরা, যাঁরা মনের আনন্দে আল্লাহর সকল হুকুম তামিলের জন্য প্রস্তুত। আর সকল নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকেন। জনাব আমীর[৩] ﵁ হতে রেওয়ায়ত আছে,

**عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ[٤]، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، قَالَ: قَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ:**

[১] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৭২; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ৭৫

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউনুস***, ১০:৫৭-৫৮

[৩] অর্থাৎ ইসলামের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ উদ্দেশ্য।—স. চৌ.

[৪] আবদুর রহমান আল-আশাল: আবদুর রহমান ইবনে সালিম ইবনে আবদুর রহমান আল-আশাল আল-কূফী আল-আত্তার। জনৈক শিয়া বর্ণনাকারী, ইমাম জাফর আস-সাদিক ﵀ (মৃ. ১৪৮ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন বলে কথিত আছে। তিনি খোদ শিয়া জীবনচরিত সমালোচকদের কাছেও সমালোচিত। শিয়া জীবনচরিত



**﴿ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٢ ﴾ [يونس: ٦٢]، ثُمَّ قَالَ: «تَدْرُوْنَ مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ»؟ قَالُوْا: مَنْ هُمْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَقَالَ: «هُمْ نَحْنُ وَأَتْبَاعُنَا، فَمَنْ تَبِعَنَا مِنْ بَعْدِنَا، طُوْبَىٰ لَنَا وَطُوْبَىٰ لَهُمْ، وَطُوْبَاهُمْ أَفْضَلُ مِنْ طُوْبَانَا»، قِيْلَ: مَا شَأْنُ طُوْبَاهُمْ أَفْضَلُ مِنْ طُوْبَانَا؟ أَلَسْنَا نَحْنُ وَهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ؟ قَالَ: «لَا، لِأَنَّهُمْ حُمِّلُوْا مَا لَمْ تُحَمَّلُوْا، وَأَطَاقُوْا مَا لَمْ تُطِيْقُوْا».**

'তিনি ইরশাদ করেন যে, 'আমরা ও আমাদের অনুসারীগণ আর যারা পরবর্তীকালে আমাদের অনুসরণ করবে, সকলই আউলিয়ায়ে আল্লাহ। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সুসংবাদ সকলেরই জন্য, বরং পরবর্তী কালের প্রিয় বান্দাগণের সুসংবাদ আমাদের সুসংবাদের চেয়ে উত্তম।' জনৈক লোক তখন বলল, এ পার্থক্য কি রকম? আমরা ও তারা কি একই আদর্শের অনুসারী নই? তিনি ইরশাদ করলেন, 'না, তারা যা বরদাশত করবে সেই বোঝা তোমরা বহন করবে না।"[১]

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللهُ».**

'হজরত রসুলুল্লাহ ﷺ ফরমায়েছেন, 'আউলিয়ায়ে আল্লাহ তাঁরা, যাঁদেরকে দেখলে হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণ হয়।"[২] আর যথানিয়মে যারা আল্লাহর যিকর করে (খালেস দিলে ও বেশ আগ্রহ সহকারে)।

আমার মুরশিদ ﵀ এমনই বলেছেন। তিনি আরও ফরমায়েছেন, 'আউলিয়ায়ে আল্লাহ তাঁরা, যাঁরা চুপচাপ থাকলে সেই চুপ থাকাও আল্লাহর যিকরে গণ্য। আর দৃষ্টিপাত করলে সেই দৃষ্টিপাত উপদেশ হয়। আর যদি তাঁরা কথা বলেন সেই বক্তব্য হিকমত হয় (অর্থাৎ মানবের ধর্মীয় জীবন ও সাংসারিক জীবন যাপনের পক্ষে উপকারী হয়)। আর যদি তারা চলাফেরা করেন, তবে তা লোক সমাজে বরকতের কারণ হয়। আর তাদের অন্তরে আল্লাহর আযাবের ভয়, আল্লাহর দিদার (দর্শন) ও সওয়াব হাসিলের বাসনা এতই প্রবল যে, মৃত্যুর জন্য যদি একটা তারিখ নির্ধারিত না থাকত, তবে তাঁদের রুহসমূহ দেহে টিকে থাকত না, বরং দ্রুত বের হয়ে যেতো।'

সমালোচক আহমদ আল-গাযায়িরী তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। দ্র. ***রিজালু ইবনিল গাযায়িরী***, পৃ. ৭৪, ক্র. ৭৯/৪।—স. চৌ.

[১] আল-আইয়াশী, ***তাফসীরুল কুরআনিল আযীম***, খ. ২, পৃ. ১৩২, ক্র. ৩০

[২] আল-বাযযার, ***আল-মুসনাদ***, খ. ১১, পৃ. ২৫১, হাদীস: ৫০৩৪

عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ ؑ، قَالَ: وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ؑ: ﴿ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾ [يونس: ٦٢]، قَالَ: «إِذَا أَدَّوْا فَرَائِضَ الله، وَأَخَذُوْا بِسُنَنِ رَسُوْلِ الله ﷺ، وَتَوَرَّعُوْا عَنْ مَحَارِمِ الله، وَزَهِدُوْا فِيْ عَاجِلِ زَهْرَةِ الدُّنْيَا، وَرَغِبُوْا فِيْمَا عِنْدَ الله وَاكْتَسَبُوا الطَّيِّبَ مِنْ رِزْقِ الله، لَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ التَّفَاخُرَ وَالتَّكَاثُرَ، ثُمَّ أَنْفَقُوْا فِيْمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ حُقُوْقٍ وَاجِبَةٍ، فَأُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ بَارَكَ اللهُ لَهُمْ فِيْمَا اكْتَسَبُوْا وَيُثَابُوْنَ عَلَىٰ مَا قَدَّمُوْا لِآخِرَتِهِمْ».

‘আর হজরত ইমাম মুহাম্মদ বাকির[1] ؒ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, আমি হজরত হুসাইন ؓ-এর পুত্র আলী[2] ؒ-এর কিতাবে লিখিত পেয়েছি যে, ‘আল্লাহপ্রেমিক আউলিয়া যাঁদের কোনো ভয় নেই এবং যারা কোনো বিষয়ের বিষাদিত হবেন না তাঁরা, যাঁরা আল্লাহর ফরজ সমুদয়কে নিয়মিত সমাধান করেন। আর হজরত নবী করীম ﷺ-এর সুন্নতসমূহকে বজায় রাখেন। আর যেসব জিনিস আল্লাহ হারাম করেছেন, সেসব হতে বিরত থাকেন। আর দুনিয়ার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন। আর আল্লাহর তরফ হতে যা তাঁদের কাছে আসে, তার প্রতি আগ্রহ করেন। আল্লাহর হালাল রুজি হতে তাঁরা উপার্জন করেন। গরিমা-গৌরব ও বড়াই করার ইচ্ছা রাখেন না। খুব ধন-দৌলত বাড়ানোর জন্য ছটফট করেন না। আর যার ধন-মাল আছে, তার ওয়াজিব হকসমূহ (যাকাত ইত্যাদি) আদায় করতে খরচ করেন। তাঁরাই সেই মর্যাদাবান আল্লাহপ্রেমিক যাঁদেরকে আল্লাহ বরকত দান করেছেন তাঁদের উপার্জিত বস্তুর মধ্যে। আর সেসব জিনিসের সওয়াবও আল্লাহর দরবারে পাবেন যা তারা পূর্বে আখেরাতের জন্য প্রেরণ করেছেন।”[3]

দুনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ সম্পর্কে বহু বর্ণনা এসেছে, এর মধ্য হতে এক এই যে, হজরত মহানবী ﷺ ইরশাদ ফরমায়েছেন,

«أَنَّهَا فِي الدُّنْيَا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ لِنَفْسِهِ أَوْ تُرَىٰ لَهُ، وَفِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ».

[1] মুহাম্মদ আল-বাকির: আবু জাফর প্রথম, মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবিদীন ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী (৭৫-১১৪ হি. = ৬৭৬-৭৩২ খ্রি.)। আহলে বায়তে রসুল ﷺ-এর অন্যতম মর্যাদাশীল, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিত্ব। তিনি দ্বাদশ ইমাম মতাদর্শী শিয়াদের নিকট তাদের পঞ্চম ইমাম।—স. চৌ.

[2] অর্থাৎ হজরত যায়নুল আবিদীন ওরফে আলী আল-আসগর আস-সাজ্জাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী (মৃ. ৯৪ হি.)।—স. চৌ.

[3] আল-আইয়াশী, ***তাফসীরুল কুরআনিল আযীম***, খ. ২, পৃ. ১৩২, ক্র. ৩১



‘দুনিয়ার সুসংবাদ অর্থাৎ শুভ স্বপ্ন নির্ভুল যা স্বয়ং দেখবে অথবা অপর কেউ তার সম্পর্কে দেখবে এবং আখেরাতের বিশারত অর্থাৎ জান্নাত যা তাকে দেওয়া হবে।’[1]

عَنْ عُقْبَةَ[2]، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله ؑ يَقُوْلُ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَقَعَتْ نَفْسُهُ فِيْ صَدْرِهِ يَرَىٰ»، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَمَا يَرَىٰ؟ قَالَ: «يَرَىٰ رَسُوْلَ الله ﷺ، فَيَقُوْلُ لَهُ رَسُوْلُ الله ﷺ: «أَنَا رَسُوْلُ الله، أَبْشِرْ»»، ثُمَّ قَالَ: «ثُمَّ يَرَىٰ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ ؑ، فَيَقُوْلُ: «أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ الَّذِيْ كُنْتَ تُحِبُّهُ تُحِبُّ أَنْ أَنْفَعَكَ الْيَوْمَ»».

‘হজরত ইমাম জাফর সাদিক ؒ হতে বর্ণিত আছে যে, ‘তোমাদের মধ্য হতে কারও নিঃশ্বাস যখন বুকের ভেতর পৌঁছে যায় (অর্থাৎ যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়) তখন সে হজরত মহানবী ﷺ-কে দেখতে পায় আর হজরত ﷺ বলেন, ‘আমি রসুলুল্লাহ ﷺ, তুমি খুশি হও।’ তদ্রূপ হজরত আলী ؓ-কে দেখতে পায়। তিনিও বলেন, ‘আমি আবু তালিবের পুত্র আলী ؓ, যাকে তুমি মহব্বত করেছিলে। আজ আমি এ সংকটকালে তোমার উপকারার্থে এখানে উপস্থিত হয়েছি।”[3]

٤– لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾ؕ

‘তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটিই হল মহা সফলতা।’[4]

হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী ؒ লিখেছেন যে,

جس شخص کو بدخوابی ہو اور پریشان خواب دیکھتا ہو، وہ اس کے گلے میں ڈالے یا سوتے وقت پڑھ لیا کرے، تو اِنْ شَآءَ اللّٰہُ تَعَالٰی خواب بد سے محفوظ رہے گا۔

‘যে ব্যক্তি অনিদ্রা বা অপনিদ্রা বা নিদ্রায় অশুভ স্বপ্ন দেখে, সেই লোক উপরোক্ত আয়াতের তাবিজ গলায় ঝুলাবে অথবা ঘুমানোর সময় উক্ত আয়াত পাঠ করে ঘুমাবে। ইনশাআল্লাহ নিরাপদে সুনিদ্রা হবে।’[5]

[1] আবু আলী আত-তাবারসী, ***মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৫, পৃ. ১৫৭, এটি মূলত ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ আল-বাকির ؒ-এর বক্তব্য বলেই কথিত।

[2] উকবা: উকবা ইবনে বাশীর আল-আসাদী। ইমাম জাফর আস-সাদিক ؒ (মৃ. ১৪৮ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন বলে কথিত আছে। জনৈক অজ্ঞাত শিয়া বর্ণনাকারী। দ্র. মুহাম্মদ আল-জাওয়াহিরী, ***আল-মুফীদ মিন মু’জামি রিজালিল হাদীস***, পৃ. ৩৭৫, ক্র. ৭৭১৩, ৭৭১৬।—স. চৌ.

[3] আল-কুলায়নী, ***আল-কাফী***, খ. ৫, পৃ. ৩৫১-৩৫২, ক্র. ৪৩১৬/৮

[4] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউনুস***, ১০:৬৪

[5] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ১৪২; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ২২

## যাদু কাটানোর জন্য বিভিন্ন কয়েকটি তদবীর

সমুদ্রের পানি বা প্রবাহমান পানি একটি নতুন কলসিতে নেবে। আর সূরা কুল আঊযু বিরব্বিল ফালাক (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)[১] এবং সূরা কুল আঊযু বিরব্বিন নাস (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ)[২] ও নিম্নলিখিত যাদু নাশক দোয়া লিখে সেই কলসির পানির ভেতর দেবে। আর সেই পানির কিছু পরিমাণ পান করবে। আর কিছু পরিমাণ মাথায়, মুখে ও দুই হাত-পায়ে মালিশ করবে। ইনশাআল্লাহ যাদু কেটে যাবে। ব্যবহারে বেশ উপকার দেখা গেছে।

১. **যাদুনাশক দোয়া:**

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ○

'সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। এবং যাদুকররা সাজদায় পড়ে গেল। বলল, আমরা ঈমান আনছি মহাবিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। যিনি মুসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার।'[৩] 'অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মুসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মিদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে, যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়।'[৪] 'তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।'[৫] 'আমীন, হে বিশ্বপ্রতিপালক, আমাদের সরদার হজরত মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর সালাম ও শান্তি প্রেরণ করুন।'[৬]

---

[১] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত ত্রয়োদশ সূরা: *সূরা আল-ফালাক*—স. চৌ.

[২] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত চতুর্দশ সূরা: *সূরা আন-নাস*—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ*, ৭:১১৮-১২২

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:৮১-৮২

[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা তাহা*, ২০:৬৯

[৬] (ক) আহসান বিহারী, *আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন*, পৃ. ১৩৩-১৩৪; (খ) আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ১৬২; (গ) ইবনে আবু হাতিম, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৬, পৃ. ১৯৭৪, হাদীস: ১০৫১৪, বর্ণিত আছে,



২. **আরও একটি দোয়া:**

أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ، وَشَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، ﴿فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾﴾، «اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهِ وَشَرِّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَشَرِّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى أَرْبَعٍ»، ﴿يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾﴾، بِسْمِ اللّٰهِ الْجَلِيْلِ الْجَبَّارِ الْقَاهِرِ الْقَهَّارِ، بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِيْ، بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِيْ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأِ اللّٰهُ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، ﴿فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾﴾، يَا بَدُّوْحُ يَا بَدُّوْحُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে, অভিশপ্ত শয়তানের সকল অনিষ্ট থেকে, উদ্ধত বিরোধীদের সকল অনিষ্ট থেকে।' 'এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগি নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।'[১] 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বুকে ভর দিয়ে চলা প্রাণীর অনিষ্ট থেকে, দুই পায়ে ভর দিয়ে চলা প্রাণীর অনিষ্ট থেকে এবং চার পায়ে ভর দিয়ে চলা প্রাণীর অনিষ্ট থেকে।'[২] 'আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।'[৩] সর্বশক্তিমান, প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর নামে শুরু করছি।

---

عَنْ لَيْثٍ، قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ شِفَاءٌ مِنَ السِّحْرِ بِإِذْنِ اللهِ، تُقْرَأُ فِيْ إِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَىٰ رَأْسِ الْمَسْحُوْرِ؛ الْآيَةَ الَّتِيْ فِيْ سُوْرَةِ يُوْنُسَ: ﴿فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾﴾ [يونس: ٨١-٨٢]، وَالْآيَةَ الْأُخْرَىٰ: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾﴾ [الأعراف: ١١٨] إِلَىٰ انْتِهَاءِ أَرْبَعِ آيَاتٍ، وَقَوْلُهُ: ﴿اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾﴾ [طه: ٦٩].

'হজরত লায়স ﵀ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহর ইচ্ছায় যাদুর রোগীর জন্য শেফা। একটি পানিভর্তি পাত্রে আয়াতসমূহ পাঠ করবে এবং সেই পানি যাদুর রোগীর মাথায় ঢেলে দেবে। আয়াতসমূহ হচ্ছে, সূরা ইউনুসের একাশীতি-দ্বাশীতি এবং অন্য আয়াত হচ্ছে, (সূরা আল-আ'রাফের) একশত অষ্টাদশ ও পরবর্তী চার আয়াত এবং (সূরা তাহার) উনবিংশ (আয়াত)।'

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১২৯

[২] আবু নুআয়ম আল-আসবাহানী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ১৯৮, হাদীস: ১৫০, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নূর*, ২৪:৪৫

আরোগ্যদাতা আল্লাহর নামে শুরু করছি। নির্ভরশীল সত্তা আল্লাহর নামে শুরু করছি। তিনি যা ইচ্ছা করেন, যা অনিচ্ছা করেন না। গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত। 'অতএব আল্লাহই উত্তম হেফাজতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।'[১] হে সাহায্যকারী, হে সাহায্যকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক, হে মহিমাময় ও মহানুভব।'

৩. **আরও একটি দোয়া:**

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ، وَبِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ وَالتَّفْسِيْرِ الْمُبِيْنِ، وَبِحَقِّ هَذِهِ الْمَلَائِكَةِ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْكُرُوْبِيِّيْنَ، وَأَسْأَلُكَ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَعِزْرَائِيْلَ عليهم السلام، وَأَسْأَلُكَ بِخَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليهما السلام، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ آدَمَ صَفِيِّ اللهِ وَإِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللهِ وَمُوْسَىٰ كَلِيْمِ اللهِ وَعِيْسَىٰ رُوْحِ اللهِ، وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ، ﴿ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٢١ ﴾، ﴿ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝٦٩ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝٧٠ ﴾، ﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٨١ ﴾.

''আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, হজরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রসুল'—এ উসিলায় এবং আল্লাহর এসব পবিত্র নাম ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের উসিলায় প্রার্থনা করছি, আমি প্রার্থনা করছি কুরআনের স্পষ্ট তাফসীরের উসিলায় এবং এসব ফেরেশতা, আরশ বহনকারী ও আরশের প্রতিবেশীদের উসিলায়। আমি হজরত জিবরাইল, হজরত মিকাইল, হজরত ইসরাফিল, হজরত আজরাইল ﷺ-এর প্রতিপালকের উসিলায় প্রার্থনা করছি। আমি প্রার্থনা করছি হজরত আদম সফিউল্লাহ, হজরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ, হজরত মুসা কলীমুল্লাহ, হজরত ঈসা রুহুল্লাহ ও সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ﷺ-এর উসিলায়।' 'আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'[১] 'আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের ওপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউসুফ*, ১২:৬৪

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউসুফ*, ১২:২১



চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।'[১] 'যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন।'[২]

৪. **যাদুকৃত রোগী ও চিকিৎসায় নৈরাশ রোগীর জন্য:** নিম্নলিখিত দোয়া সাদা চিনির বাসনে লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি ৪০ দিন পর্যন্ত পান করবে। আল্লাহর ফজলে-করমে আরোগ্য লাভ করবে। দোয়া:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ فِيْ دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ، يَا حَيُّ.

'পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে চিরঞ্জীব, যখন কেউ জীবিত ছিল না তাঁর রাজত্বের দীর্ঘতায় ও স্থায়িত্বে, হে চিরঞ্জীব।'[৩]

৫. **আরেকটি দোয়া:**

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝٨٠ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٨١ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨٢

'তারপর যখন যাদুকররা এল, মুসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মুসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মিদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে, যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়।'[৪]

উপরোক্ত আয়াত যাদু কাটানোর বিষয়ে পরীক্ষিত। যাদুকৃত ব্যক্তির গলায় এর তাবিজ ঝুলাবে অথবা বাসনে লিখে ধুয়ে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।[১]

৬. **আরেকটি নিয়ম:** فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ ۝٨٠ হতে الْمُفْسِدِيْنَ ۝٨١ পর্যন্ত এ আয়াতদুটো[২] কঠিন যাদু

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৬৯-৭০

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:৮১

[৩] (ক) আবু তালিব আল-মক্কী, ***কুয়াতুল কুলূব***, খ. ১, পৃ. ১২৯; (খ) আস-সুয়ুতী, ***আল-হাওয়ী লিল-ফতওয়া***, খ. ১, পৃ. ৪৪০

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:৮০-৮২

[১] আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ২২-২৩

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:৮০-৮১, আয়াতদুটো হচ্ছে,

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝٨٠ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٨١

'তারপর যখন যাদুকররা এল, মুসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মুসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মিদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না।'—স. চৌ.

কাটানোর জন্য বেশ উপকারী।[1]

**ব্যবহারের নিয়ম:** এক কলসি বর্ষার পানি এমন জায়গা হতে নেবে যেখানে বৃষ্টি পড়ার সময় কারও দৃষ্টি পড়ছে না। আরেক কলসি পানি এমন কূপ বা পুকুর হতে নেবে, যেখান কেউ পানি ভরে না। আর শুক্রবার এমন সাতটি বৃক্ষের সাতটি পাতা নেবে যে বৃক্ষের ফল মানবজাতির খায় না। তারপর উভয় কিসিমের পানি একত্রিত মিশে উক্ত পাতা সাতটি তাতে ফেলে দেবে। অতঃপর উপরোক্ত আয়াতকে লিখে উক্ত পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সেই যাদুকৃত ব্যক্তিকে সমুদ্র জলে বা নদীতে রাতের বেলা নিয়ে যাবে আর পানিতে দাঁড় করিয়ে সেই মিশ্রিত তাবিজ ধোয়া পানি দ্বারা তাকে গোসল করাবে। ইনশাআল্লাহ যাদু নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. **আরও একটি নিয়ম:** যাদুকৃত হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হয়, নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ লিখে তাবিজ বেঁধে তার গলায় ঝুলাবে:

- اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾

‘কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?’[2]

- بَطَلَ بَطَلَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

‘বাতিল বাতিল বাতিল, ‘যা কিছু তারা করেছিল। সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল।”[3]

- قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾

‘মুসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মিদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না।’[4]

- وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۗ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾

‘বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।’[5]

---

[1] আশ-শারজী, *আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ*, পৃ. ৪১-৪২

[2] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৩০

[3] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ’রাফ*, ৭:১১৮-১১৯

[4] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:৮১

[5] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৮১



তারপর সূরা কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)[1] সম্পূর্ণ, তারপর সূরা কুল আউযু বিরব্বিন নাস (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ)[2] সম্পূর্ণ।[3]

৮. **আরও একটি নিয়ম:** পাক-পবিত্র বাসনের ওপর সূরা লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا)[4] শেষ পর্যন্ত লিখে তা পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি যাদুকৃত ব্যক্তিকে তিনদিন পান করাবে।[5]

৯. **আরও একটি নিয়ম:** وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا হতে عَظِيْمًا পর্যন্ত[6] কোনো পাক-পবিত্র বাসনে লিখে, সেই

---

[1] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত ত্রয়োদশ সূরা: ***সূরা আল-ফালাক***—স. চৌ.

[2] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত চতুর্দশ সূরা: ***সূরা আন-নাস***—স. চৌ.

[3] (ক) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী*, পৃ. ১২২; (খ) আশ-শারজী, *আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ*, পৃ. ৪১

[4] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের অষ্টনবতি সূরা: ***সূরা আল-বাইয়িনা***—স. চৌ.

[5] (ক) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী*, পৃ. ১২৩; (খ) আশ-শারজী, *আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ*, পৃ. ৪১

[6] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নিসা*, ৪:১০০-১১৩, আয়াতসমূহ হচ্ছে,

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۗ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾ وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۗ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٥﴾ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۗ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

‘যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসুলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। যখন তোমরা কোনো দেশ সফর কর, তখন নামাজে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাজে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সাজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন

লেখা ঘি দ্বারা তুলে নিয়ে সেই ঘি সযত্নে রেখে দেবে। তারপর যাদুকৃত রোগী অজুর সাথে সেই ঘি অল্প অল্প করে সাতদিন পর্যন্ত চাটবে। ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।[১]

**১০. আরেকটি তদবীর:** তিনটি ডিম পানিতে সিদ্ধ করে প্রত্যেকটির ছিলকা খোসা ফেলবে। একটির ওপর قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ হতে الْمُفْسِدِيْنَ ۝ পর্যন্ত[১], আরেকটির ওপর اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ পর্যন্ত[২] এবং আরেকটির ওপর وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ۝ পর্যন্ত[৩] লিখে

আসে, যারা নামাজ পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামাজ পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফিররা চায় যে, তোমরা কোনোভাবে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোনো গুনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতঃপর যখন তোমরা নামাজ সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামাজ ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের ওপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতোই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সলা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না। এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাপী হয়। তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না। তিনি তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যাতে আল্লাহ সম্মত নন। তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহর আয়ত্তাধীন। শুনছ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনে বিবাদ করছ, অতঃপর কিয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সাথে কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে। যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল করুণাময় পায়। যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গুনাহ করে, অতঃপর কোনো নিরপরাধের ওপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ। যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।' —স. চৌ.

[১] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ১২৩; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৪১-৪২

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউনুস***, ১০:৮০-৮১: আয়াতটির পূর্ণরূপ হচ্ছে,

قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

'মুসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মিদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না।'—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া***, ২১:৩০, অর্থ: 'কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?'—স. চৌ.



ডিমগুলো যাদুকৃত রোগীকে খাওয়াবে।[১]

**১১. আরেকটি তদবীর:** নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ যাদুকৃত রোগীকে আরোগ্য দান করে। এক পাক পাত্রে পানি নিয়ে সেই পানির ওপর আয়াতসমূহ পাঠপূর্বক ফুঁ দেবে এবং তা যাদুকৃত রোগীর মাথার ওপর ঢেলে দেবে। আয়াতসমূহ:

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝

'অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মুসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মিদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে, যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়।'[৩] 'তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।'[৪]

**১২. আরেকটি তদবীর:**

হজরত কা'বুল আহবার[৫] ﵀ বলেন,

عَنِ النَّضْرِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ: قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَقُوْلُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، لَجَعَلَنِي الْيَهُوْدُ كَلْبًا نَبَّاحًا أَوْ حِمَارًا نَهَّاقًا مِنْ سِحْرِهِمْ، فَأَدْعُو بِهِنَّ أَسْلَمُ مِنْ سِحْرِهِمْ: ...

'আমার দীনে ইসলাম গ্রহণের পর ইহুদিগণ আমার ভীষণ দুশমন হয়। আমি সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া না পড়তাম, তাহলে তারা আমাকে মানবতার গণ্ডির ভেতর হতে নিরুদ্দেশ করে দিত। এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক আমাকে তাদের ক্ষতি সাধন হতে নিরাপদে রেখেছিলেন। সেই দোয়াটি হচ্ছে,

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফুরকান***, ২৫:২৩, অর্থ: 'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপে করে দেবো।'—স. চৌ.

[২] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ১২৩; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৪২

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউনুস***, ১০:৮১-৮২

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা তাহা***, ২০:৬৯

[৫] কা'ব আল-আহবার: আবু ইসহাক, কা'ব ইবনে মাতি' যু হুজুন আল-হিময়ারী আল-ইয়ামানী (মৃ. ৩২ হি. = ৬৫২ খ্রি.)। প্রখ্যাত তাবিয়ী, জাহেলি যুগে ইয়েমেনে ইহুদিদের ধর্মীয় বড় পণ্ডিত ছিলেন। অতঃপর হজরত আবু বকর আস-সিদ্দীক ﵁-এর খিলাফতামলে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর সময় মদীনা আগমন করেন। তাঁর থেকে সাহাবায়ে কেরাম পূর্ববর্তী ধর্মের বহু জ্ঞান অর্জন করেন এবং তিনিও সাহাবায়ে কেরাম থেকে কুরআন-সুন্নাহর ইলম লাভ করেন।—স. চৌ.

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، وَأَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الْجَلِيْلِ الَّذِيْ لَا يُحْقَرُ جَارُهُ، الَّذِيْ يَمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِه مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ وَالْهَامَّةِ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ ﴿هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝٥٦﴾ [هود: ٥٦]».

‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহ দ্বারা তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যে বাণীকে কোনো সৎ ও অসৎ কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। আমি সাধারণ, বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ লোকদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই মহিমাময় ও প্রতাপশালী আল্লাহর সত্তার সাহায্যে, যার প্রতিবেশকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা যায় না, যারা তাঁর অনুমতিক্রমে আকাশকে জমিনে আঁচড়ে পড়া থেকে ধরে রেখেছেন। (আমি আরও আশ্রয় চাই) জমিনে যা ছড়িয়ে আছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যা সেখান থেকে বেরোয় তার অনিষ্ট থেকে, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা উত্থিত হয় তার অনিষ্ট থেকে। (আমি আরও আশ্রয় চাই) পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী প্রাণীর অনিষ্ট থেকে, যাদেরকে তুমিই পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ কর। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।[১,২]

এ দোয়া সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ যাদু হতে নিরাপদে থাকবে।

১৩. **আরও একটি তদবীর:** হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ﷺ *আল-কওলুল জমীল* কিতাবে ইরশাদ করেন,

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «ثَلَاثَ وَثَلَاثُوْنَ آيَةً تَنْفَعُ مِنَ السِّحْرِ، وَتَكُوْنُ حَرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ وَاللُّصُوْصِ وَالسِّبَاعِ: أَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ «الْبَقَرَةِ»، وَ«آيَةُ الْكُرْسِيِّ» وَآيَتَانِ بَعْدَهَا إِلَىٰ ﴿خٰلِدُوْنَ ۝٢٥٧﴾، وَثَلَاثٌ مِنْ آخِرِ «الْبَقَرَةِ»، وَثَلَاثٌ مِنَ الْأَعْرَافِ: ﴿اِنَّ رَبَّكُمُ ۝٥٤﴾ إِلَىٰ ﴿الْمُحْسِنِیْنَ ۝٥٦﴾ [الأعراف: ٥٤-٥٦]، وَآخِرُ «بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ»: ﴿قُلِ

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ,* ১১:৫৬

[২] (ক) আদ-দায়নাওরী, ***আল-মাজালিস ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম,*** খ. ৪, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮, হাদীস: ১৬৭০; (খ) ইবনে আসাকির, ***তারীখু দিমাশক,*** খ. ৫০, পৃ. ১৬৬, ক্র. ৫৮১৭; (গ) মালিক ইবনে আনাস, ***আল-মুওয়াত্তা,*** খ. ২, পৃ. ৯৫১-৯৫২, হাদীস: ১২; (ঘ) আয-যাব্বী, ***আদ-দুআ,*** পৃ. ৩০৬-৩১০, ক্র. ১২১; (ঙ) আবু নুআয়ম আল-আসবাহানী, ***হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া,*** খ. ৫, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮, হজরত নযর ইবনে বশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...।—স. চৌ.



ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۝١١٠﴾ [الإسراء: ١١٠]، وَعَشْرُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ «الصَّافَاتِ» إِلَىٰ ﴿لَّازِبٍ ۝١١﴾ [الصافات: ١-١١]، وَآيَتَانِ مِنْ سُوْرَةِ «الرَّحْمٰنِ»: ﴿يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ ۝٣٣﴾ إِلَىٰ ﴿تَنْتَصِرٰنِ ۝٣٥﴾ [الرحمٰن: ٣٣-٣٥]، وَآخِرُ الْحَشْرِ: ﴿لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۝٢١﴾ [الحشر: ٢١]، وَآيَتَانِ مِنْ ﴿قُلْ اُوْحِیَ ۝١﴾ [الجن]: ﴿وَ اَنَّهٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا ۝٣﴾ إِلَىٰ ﴿شَطَطًا ۝٤﴾ [الجن: ٣-٤]. فَهٰذِهِ الْآيَاتُ الْمُسَمَّاتُ بِثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ آيَةً».

‘৩৩টি আয়াত যাদু কেটে দেয়। জিন্নাত, শয়তান, হিংস্র জন্তু আর চোরের উপদ্রব হতে রক্ষা করে। আয়াতসমূহ হচ্ছে, সূরা বাকারার চারটি আয়াত: শুরু হতে الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥ পর্যন্ত[১] ও আয়াতুল কুরসী خٰلِدُوْنَ ۝٢٥٧ পর্যন্ত[২]। সূরা বাকারার

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:১-৫, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ ۛۚ فِیْهِ ۛۚ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝٢ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝٣ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُوْنَ ۝٤ اُولٰٓىِٕكَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

‘আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের ওপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের ওপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।’—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:২৫৫-২৫৭, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝٢٥٥ لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ۙ۫ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ یُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝٢٥٦ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ۬ وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٢٥٧

‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়েত গুমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গুমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোজখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।’—স. চৌ.

শেষের তিন আয়াত: لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ ۖ ۞ হতে শেষ পর্যন্ত।[১] আর সূরা আ’রাফের তিন আয়াত: اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ ۞ হতে الْمُحْسِنِيْنَ ۞ পর্যন্ত।[২] আর সূরা বনি ইসরাইলের শেষের আয়াত: قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ ۖ ۞ হতে শেষ পর্যন্ত।[১] আর ওয়াস-

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:২৮৪-৩৮৬, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۞

‘যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। রসুল বিশ্বাস রাখেন সেসব বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা সেই বোঝা বহন করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর।’—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ’রাফ,* ৭:৫৪-৫৬, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ۗ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

‘নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের ওপর দিনকে এ অবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহ্বান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।’—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইসরা,* ১৭:১১০-১১১, আয়াতদুটোর পূর্ণরূপ হচ্ছে,

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۞ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۞

‘বলুন, আল্লাহ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামাজ আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এ উভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোনো সন্তান রাখেন, না তাঁর



সাফ্ফাতের ১০ আয়াত শুরু হতে لَّازِبٍ ۞ পর্যন্ত।[১] সূরা আর-রহমানের দুই আয়াত: يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ ۖ ۞ হতে تَنْتَصِرٰنِ ۞ পর্যন্ত।[২] আর সূরা হাশরের শেষভাগে لَوْ اَنْزَلْنَا ۖ ۞ হতে শেষ পর্যন্ত।[১] সূরা জিনের দুই আয়াত: قُلْ اُوْحِىَ ۞ হতে شَطَطًا ۞ পর্যন্ত।[২,৩]

---

সার্বভৌমত্বে কোনো শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোনো সাহয্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।’—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফফাত,* ৩৭:১-১১, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۞ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۞ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۞ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۞ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۞ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ۞ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۞ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۞ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۗ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۞

‘শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের—নিশ্চয় তোমাদের মা’বুদ এক। তিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ওরা উর্ধ্ব জগতের কোনো কিছু শুনতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে।’—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রহমান,* ৫৫:৩৩-৩৫, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۗ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۞ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۞

‘হে জিন ও মানবকূল! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না।’—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হাশর,* ৫৯:২১-২৪, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۞ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

‘যদি আমি এ কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই আল্লাহ তাআলা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তাআলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।’—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-জিন,* ৭২:১-৪, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۞ يَّهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۗ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۞ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ

وَكَانَ سَيِّدِيْ الْوَالِدُ يَزِيْدُ عَلَيْهَا «الْفَاتِحَةَ»، وَ﴿ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴾ [الكافرون]،
وَ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴾ [الإخلاص]، وَ«الْمُعَوَّذَتَيْنِ».

‘উল্লিখিত আয়াত সমুদয়ের ওপর নিম্নলিখিত সূরাসমূহ বৃদ্ধি করবে। সূরা ফাতিহা (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۙ), সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ), মুআউওয়াযাতাইন অর্থাৎ কুল আঊযু বিরব্বিল ফালাক (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ)[১] ও কুল আঊযু বিরব্বিন নাস (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ)[২]।’[৩]

উল্লিখিত সকল আয়াত পাঠপূর্বক রোগীর ওপর দম করবে। সরিষার তেল ও পানির ওপর দম করে পানি পান করাবে এবং তেল মালিশ করবে। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।

---

رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ

‘বলুন, আমার প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কুরআন শুনেছে, অতঃপর তারা বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি; যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোনো পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত।’—স. চৌ.

[১] (ক) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, ***আল-কাওলুল জমীল ফি বায়ানি সাওয়ায়িস সাবীল***, পৃ. ৯৬, এ প্রক্রিয়াটি তিনি তাঁর পিতা হজরত শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী ﵀ থেকে শুনেছেন। এ আয়াতসমূহ ‘তেত্রিশ আয়াত’ বলে বিখ্যাত। (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ৪৪-৪৫; (গ) ইবনে আকীলা, ***আয-যিয়াদাতু ওয়াল ইহসান***, খ. ২, পৃ. ৩৫৯; (ঘ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ২২৩; (ঙ) আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ***, পৃ. ৪৮, এ আয়াতসমূহ ‘আয়াতুল হারাস ওয়াল হিরায’ নামেও খ্যাত; (চ) আস-সানূসী, ***মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী***, পৃ. ১০-১১, তিনি বর্ণনা করেছেন,

(فَائِدَةٌ:) رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: (قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:) «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ سُوْرَةِ الْأَعْرَافِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [الأعراف: ٥٤ – ٥٧]، ﴿ وَالصّٰٓفّٰتِ ۙ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ لَّازِبٍ ﴾ [الصافات: ١-١١]، وَمِنْ سُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ: ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ﴾ [الرحمٰن: ٣١-٣٥]، عُصِمَ يَوْمَهِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، وَمِنْ كُلِّ سَاحِرٍ مُضِرٍّ، وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ ظَلُوْمٍ، وَمِنْ كُلِّ لِصٍّ غَشُوْمٍ، وَمِنْ كُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ مَشُوْمٌ، وَمَنْ قَرَأَهُنَّ فِيْ لَيْلٍ فَلَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ، انْتَهَىٰ.

‘(বিশেষ দ্রষ্টব্য:) হজরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, (রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,) ‘যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী সূরা আল-আ’রাফের তিন আয়াত তথা চতুঃপঞ্চাশৎ-সপ্তপঞ্চাশৎ, (সূরা আস-সাফফাতের) প্রথম-একাদশ ও সূরা আর-রহমানের একত্রিংশ-পঞ্চত্রিংশ পাঠ করবে, সে ওই দিন সকল প্রকার দৈত্য শয়তান থেকে, সব ধরনের ক্ষতিকর জাদুকর থেকে, দানব-মানবরূপী সকল শ্রেণির শয়তান থেকে, সকল অনিষ্টকারী শয়তান থেকে, সকল প্রতারক চোর থেকে ও সকল ক্ষতিকর হিংস্র জন্তু থেকে নিরাপদ রাখবেন। আর যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ রাতে পাঠ করবে সে রাতেও অনুরূপ উপকার লাভ করবে।”—স. চৌ.

[১] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত ত্রয়োদশ সূরা: ***সূরা আল-ফালাক***।—স. চৌ.

[২] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত চতুর্দশ সূরা: ***সূরা আন-নাস***।—স. চৌ.

[৩] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, ***আল-কাওলুল জমীল ফি বায়ানি সাওয়ায়িস সাবীল***, পৃ. ৯৭



**১৪. আরও একটি তদবীর:** নিম্নলিখিত আয়াত সাতবার পাঠ করে পানির ফুঁ দেবে। আর রোগীকে সেই পানির কিছু পান করাবে এবং এর দ্বারা গোসলও করাবে। আয়াতটি হচ্ছে,

اَمْ اَبْرَمُوْۤا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۚ

‘তারা কি কোনো ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি।’[১]

যাদুর তা’সীর হতে মুক্তি পাবে। এ তদবীর পরীক্ষিত।

**১৫. আরও একটি তদবীর:** যদি কোনো যাদুকর যাদুকৃত রোগীকে চিকিৎসা তদবীর হতে সম্পূর্ণ নৈরাশ করার চেষ্টা করে, তাহলে তা সেই দুষ্টামী ও ষড়যন্ত্র কাটানোর জন্য নিম্নলিখিত তদবীর করবে। তদবীরটি হচ্ছে, আয়াতুল কুরসী সাতবার, চার কুল সাতবার, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ[২] ১০ বার, আর ত্রয়োদশ নম্বরে উল্লেখিত আয়াত ১০ বার পাঠ করে পানিতে দম করবে এবং রোগীর চোখে, মুখে আর সকল জখমের স্থানে ছিটা দেবে ও পান করাবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ফজলে-করমে স্বাস্থ্য লাভ করবে।

**১৬. আরেকটি তদবীর:**

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَاۤ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۝

‘আল্লাহ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের প্রধান্য দান করব। ফলে তারা তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলির জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।’[১]

*মাকারিমুল আখলাক* কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ‘উপরোক্ত আয়াত যাদুর তাবিজ বটে। এ আয়াতকে সাতবার পড়বে (সাতবার পড়ে রোগীকে ফুঁ দেবে)।’[২]

*তিব্বুল আয়িম্মা*[৩] কিতাবে আছে,

عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﵇، قَالَ الْأَصْبَغُ: أَخَذْتُ

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আয-যুখরুফ***, ৪৩:৭৯

[২] অর্থ: ‘গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত।’—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাসাস***, ২৮:৩৫

[২] আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক***, পৃ. ৪১৪, ক্র. ১৬

[৩] তিব্বুল আয়িম্মা: *তিব্বুল আয়িম্মা আলায়হিমুস সালাম*। শিয়া ঐতিহ্যে রচিত একটি তাবিজ-দোয়া ও খাদ্য-বৈশিষ্ট্য বিষয়ক গ্রন্থ। এর রচয়িতা আবদুল্লাহ ও হুসাইন ইবনে বিসতাম দুই ভাই, শিয়া বর্ণনাকারী।—স. চৌ.

هَـذِهِ الْعُـوْذَةَ مِنْهُ ﷺ، وَقَـالَ لِيْ: «يَـا أَصْبَغُ! هَـذِهِ عُـوْذَةُ السِّـحْرِ وَالْـخَوْفِ مِـنَ السُّـلْطَانِ، تَقُوْلُـهَا سَـبْعَ مَـرَّاتٍ: بِسْـمِ اللهِ وَبِـاللهِ ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴾ [القصـص: ٣٥]، وَتَقُوْلُ فِي وَجْهِ الْـمَاءِ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ تَبْدَأَ بِصَـلَاةِ النَّهَـارِ سَـبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ».

'নুবাতার পুত্র আসবাগ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এ তাবিজ জনাব আমীরুল মুমিনীন[১] ﷺ হতে নিয়েছি। হজরত ইরশাদ করেছেন, 'হে আসবাগ! এ যাদুর তাবিজ এবং রাজভীতির তাবিজ। তুমি রাতের বেলার নামাজ হতে ফারেগ হয়ে প্রাতঃকালীন নামাজ আরম্ভ করার পূর্বে রাজার বাড়ির দিকে মুখ করে সাতবার পড়বে, بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ শেষ পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।"[২]

১৭. **আরেকটি তদবীর:** নিম্নলিখিত তাবিজ বদনজর ও যাদু কাটানোর জন্য, বরং সকল শারীরিক রোগসমূহ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পরীক্ষিত। তাবিজটি হচ্ছে,

الْـحَفِيْظُ، الْـحَفِيْظُ، الْـحَفِيْظُ، الْـحَفِيْظُ، الْـحَفِيْظُ، الْـحَفِيْظُ، الْـحَفِيْظُ، الْـحَفِيْظُ، الْـحَفِيْظُ، الرَّقِيْـبُ، الرَّقِيْـبُ، الرَّقِيْـبُ، الرَّقِيْـبُ، الرَّقِيْـبُ، الرَّقِيْـبُ، الرَّقِيْـبُ، الرَّقِيْبُ، أَعُوْذُ بِـاللهِ الْوَاحِـدِ الصَّـادِقِ مِـنْ شَرِّ كُـلِّ طَـارِقٍ بَحَـقِّ ﴿ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ [الفاتحـة: ٤]، الٰہی بحرمت ایں تعویذ فلاں بن فلاں را صحت دہی، يَـا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ.

'(হে) রক্ষাকারী, রক্ষাকারী, রক্ষাকারী, রক্ষাকারী, রক্ষাকারী, রক্ষাকারী, রক্ষাকারী, রক্ষাকারী, রক্ষাকারী। (ওহে) তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক। আমি এক সত্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই সকল অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'[১]-এর উসিলা দিয়ে। হে আল্লাহ! এ

[১] অর্থাৎ ইসলামের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ উদ্দেশ্য।—স. চৌ.
[২] ইবনে বিসতাম, *তিব্বুল আয়িম্মা আলায়হিমুস সালাম,* পৃ. ৩৫, ক্র. ১
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফাতিহা,* ১:৪



তাবিজের মর্যাদার বরকতের অমুকের পুত্র অমুককে[১] আরোগ্য দান করুন। হে আল্লাহ হে আল্লাহ হে আল্লাহ, হে প্রতিপালক হে প্রতিপালক হে প্রতিপালক, হে ক্ষমাশীল হে ক্ষমাশীল হে ক্ষমাশীল।'[২]

## সূরা ইউনুসের বিশেষ গুণসম্পন্ন অবশিষ্ট আয়াত

৫– وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

'আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাস স্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং নামাজ কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।'[৩]

৬– وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

'আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডানোর মতো তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানিকে রহিত করার মতোও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন। বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।'[১]

উল্লেখিত আয়াতদুটো লোহার সূচ দ্বারা মিছরির টুকরার ওপর খুঁদিয়ে লিখে রাখবে। রাতের বেলায় প্রবাহমান নদী থেকে আনা মিষ্টি পানিতে উক্ত মিছরির টুকরা গলিয়ে মিশিয়ে সুবহে সাদেকের সামান্য পূর্বে রোগীকে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ সকল রোগ হতে অব্যাহতি পাবে।

৭– وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕؔ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝

'এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দিন ঈমানদারদকে যে, তাঁদের জন্য সত্য মর্যাদা রয়েছে তাঁদের পালনকর্তার কাছে। কাফিররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য জাদুকর।'[২]

[১] 'অমুকের পুত্র অমুককে'-এর স্থলে রোগীর পিতার নাম বলে রোগীর নাম বলবে। অর্থাৎ প্রথম অমুক স্থলে পিতার নাম দ্বিতীয় অমুক স্থলে রোগীর নাম বলবে।—গ্রন্থকার
[২] ওয়ালিউল্লাহী, *কামালাতে আযীযী,* পৃ. ১১৮
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস,* ১০:৮৭
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস,* ১০:১০৭
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস,* ১০:২

قَدَمَ صِدْقٍ ۝ শব্দার্থ সত্যের কদম। এ শব্দ দ্বারা এখানে উচ্চমান ও মহান মর্যাদা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ মান ও মর্যাদার সাথে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যখন সেখানে দাখিল হবেন, সেখানে করুণাময় আল্লাহর দিদার হাসিলের পর পূর্ণ মর্যাদা লাভ হবে। আর قَدَمَ ۝ (কদম) শব্দ আনার কারণ হচ্ছে যে, অগ্রসর কদম দ্বারাই হওয়া যায়। যথা- আরবিতে নিয়ামতকে يَدٌ (হাত) বলা হয়। কারণ নিয়ামত (হাত) দ্বারাই দেওয়া হয়।

হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﵀ হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنِ الصَّادِقِ ﵇، أَنَّ مَعْنَى ﴿قَدَمَ صِدْقٍ ۝﴾ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

‘قَدَمَ صِدْقٍ ۝-এর দ্বারা এখানে শফাআতে মুহাম্মদ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।’[১]

কোনো কোনো মুফাসসির কদমে সিদকের অর্থ মকামে সিদক করেছেন, যে মকামে নিষ্পত্তি আর বিরক্তি নেই ঈমান ও আমল অনুসারে।[২] কেউ কেউ কদমে সিদকের অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি বলেছেন। কেউ ফেরেশতাগণের দোয়া অর্থ নিয়েছেন, যা মুমিনগণের শুভাকাঙ্ক্ষায় করেছিলেন।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** পরকালের সওয়াবকে কদম বলা হল কেন? কারণ প্রায় সওয়াবের কাজসমূহ হাত-পা দ্বারা সমাধা হয়ে থাকে। আর তার ভেতর কদমের অধ্যবসায়ই অধিক।

ইমাম ইবনে জরীর[১] ﵀-এর বর্ণনা যে,

عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝﴾ [يونس: ٢]، قَالَ: صَلَاتُهُمْ، وَصَوْمُهُمْ، وَصَدَقَتُهُمْ، وَتَسْبِيحُهُمْ.

‘কদমে সিদক অর্থাৎ মুমিনগণের নামাজ, তাদের রোজা, তাদের তসবীহ, তাদের সদকা-খয়রাত।’[২]

আল্লামা যামাখশারী ﵀ ও বুজুর্গ সাহেবান বলেন,

[১] আবু আলী আত-তাবারসী, ***মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৫, পৃ. ১১৭

[২] আস-সা’লবী, ***আল-কাশফু ওয়াল বয়ান,*** খ. ৫, পৃ. ১১৭:

وَقَالَ عَطَاءٌ: مَقَامُ صِدْقٍ لَا زَوَالَ فِيْهِ وَلَا بُؤْسَ، نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ وَخُلُوْدٌ، وَخُلُوْدٌ لَا مَوْتَ فِيْهِ.

‘হজরত আতা ইবনে আবু রাবাহ ﵀ বলেছেন, ‘সত্যের স্থান, যার কোনো ধ্বংস নেই, যেখানে কোনো দুর্দশা নেই। নিয়ামতপ্রাপ্ত স্থায়ী বাসিন্দা হবে, অমর হবে যেখানে কোনো মৃত্যু নেই।’—স. চৌ.

[১] মুজাহিদ: আবুল হাজ্জাজ, মুজাহিদ ইবনে জাবর আল-মক্কী আল-কুরাশী আল-মাখযূমী (২১-১০৪ হি. = ৬৪২-৭২২ খ্রি.)। তাফসীর ও কিরাআতের প্রখ্যাত শায়খ।—স. চৌ.

[২] আত-তাবারী, ***জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন,*** খ. ১২, পৃ. ১০৮-১০৯, হাদীস: ১৭৫৩২



﴿قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝﴾ [يونس: ٢]، أَيْ سَابِقَةً وَفَضْلًا وَمَنْزِلَةً رَفِيْعَةً.

‘কদমে সিদক অর্থাৎ অগ্রগণ্যতা, ফযীলত, মহোচ্চমান।’[১]

এখানে কদমকে সিদকের প্রতি যোগসূত্র লাগিয়ে বলা হল, যাতে ফযীলত ও সম্মানের প্রাচুর্য্য ও দৃঢ় স্থায়িত্ব বুঝতে পারা যায়। আর এখানে সিদক শব্দের যোজন দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উচ্চ মর্যাদা ও মান হাসিলের মূলে সত্যতা ও সততা চায়ই। সেটি ব্যতীত সম্ভব নয়।

## পা ও পিণ্ডলী ও পার্শ্বদেশ ব্যথা দূরীভূত হওয়ার জন্য

৮– وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ
يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

‘আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দিই, সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোনো কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনভাবে মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে।’[২]

**ব্যবহার বিধি:** আবা হতে নতুন বের করা মাটির কলসির গায়ে কালি দিয়ে উপরোক্ত আয়াত লিখবে এবং যায়তুন তেল দ্বারা সেই লেখা ধুয়ে নেবে। আর ব্যথার স্থানে এ তেল মালিশ করবে। আল্লাহর ফজলে-করমে ব্যথা দূর হবে।[৩]

## যাদু সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সংশ্লিষ্টতা

*কিতাবুল ফওয়ায়েদে* বর্ণিত যে, হজরত ইবনে আবু হাতিম ﵀ বর্ণনা করেন,

عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ شِفَاءٌ مِنَ السِّحْرِ بِإِذْنِ اللهِ، تُقْرَأُ فِيْ إِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَىٰ رَأْسِ الْمَسْحُوْرِ؛ الْآيَةَ الَّتِيْ فِيْ سُوْرَةِ يُوْنُسَ: ﴿فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝﴾ [يونس: ٨١-٨٢]، وَالْآيَةَ الْأُخْرَىٰ: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝﴾ [الأعراف: ١١٨] إِلَىٰ انْتِهَاءِ أَرْبَعِ آيَاتٍ، وَقَوْلُهُ: ﴿اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝﴾ [طه: ٦٩].

[১] আয-যামাখশারী, ***আল-কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল,*** খ. ২, পৃ. ৩২৭

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউনুস,*** ১০:১২

[৩] আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ৭৫

‘হজরত লায়স[১] ﷺ হতে রেওয়ায়ত করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, এ (নিম্নলিখিত) কয়েকটি আয়াত যাদুকৃত রোগীকে আরোগ্য দান করে। কোনো এক পাত্রে পানি নিয়ে তার এ আয়াতসমূহ পাঠ করবে এবং সেই পানি যাদুকৃত ব্যক্তির মাথায় ঢেলে দেবে। আয়াতসমূহ হচ্ছে,

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾

‘অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মুসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মিদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে, যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়।’[২] ‘সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। এবং যাদুকররা সাজদায় পড়ে গেল। বলল, আমরা ঈমান আনছি মহাবিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি।’[১] ‘তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।’[২,৩]

[১] লায়স: আবু বকর, লায়স ইবনে আবু সুলায়ম আল-কুফী (মৃ. ২৪৩ হি.), একজন সৎকর্মশীল ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। (দ্র. ইবনে সা’দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৮/৪৬৮, ক্র. ৩৩৭৯)।—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:৮১-৮২

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ’রাফ*, ৭:১১৮-১২২

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা তাহা*, ২০:৬৯

[৩] ইবনে আবু হাতিম, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৬, পৃ. ১৯৭৪, হাদীস: ১০৫১৪



## সূরা হূদে’র কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি[১]

মহিলার অনিয়মিত রক্তস্রাব বন্ধ করণার্থে যদি খুন জারি হয় (সামনের পথে হোক বা পিছনের পথে। আমার মুর্শিদ ﷺ এ মন্তব্য করেন।) *মিসবাহে আল-কাফআমী* কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

**وَمَنْ كَتَبَ سُوْرَةَ الْقَصَصِ عَلَىٰ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ: ﴿ اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ﴿٨٥﴾ ﴾ [القصص: ٨٥]، ثُمَّ يَكْتُبُ: ﴿ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ﴿٦٧﴾ ﴾ [الأنعم: ٦٧] ثَلَاثًا، وَالْحَوْلَقَةَ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ.**

‘যদি কোনো মহিলার ইস্তিহাযা (অনিয়মিত রক্তস্রাব) হয়, তাহলে তার পার্শ্বদেহের ওপর লিখবে, اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ﴿٨٥﴾।[২] তারপর মুখে তিনবার বলবে, لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ﴿٦٧﴾।[৩] তারপর একবার বলবে, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ।[৪] তবে তার রক্তস্রাব রোগ বন্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।’[৫]

**পিনাক রোগে তদবীর:** যদি কোনো লোকের নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়ার রোগ হয়, তার কপালের ওপর লিখবে, اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ﴿٨٥﴾।[১] তারপর লিখবে,

[১] গ্রন্থকার সূরা হূদের কথা উল্লেখ করলেও এখানে মূলত সূরা আল-কাসাসের একটি আয়াতের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে।—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কাসাস*, ২৮:৮৫, অর্থ: ‘যিনি আপনার প্রতি কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।’—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম*, ৬:৬৭
অর্থ: ‘প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে।’—স. চৌ.

[৪] অর্থ: ‘গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই আল্লাহর তওফিক ব্যতীত।’—স. চৌ.

[৫] যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, *খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু*, পৃ. ৭২

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কাসাস*, ২৮:৮৫, অর্থ: ‘যিনি আপনার প্রতি কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।’—স. চৌ.

وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ তারপর লিখবে, وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَ النَّهَارِ ؕ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳﴾।[1] وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾।[2] তারপর তিনবার মুখে বলবে, لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ﴿۶۷﴾।[3] তারপর একবার বলবে, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾।[4] ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।'[5]

---

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:৬৭, অর্থ: 'যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।'—স. চৌ.

[2] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা হূদ,*** ১১:৪৪, অর্থ: 'আর নির্দেশ দেওয়া হল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদি পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফিররা নিপাত যাক।'—স. চৌ.

[3] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:৬৭
অর্থ: 'প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে।'—স. চৌ.

[4] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:২৭
অর্থ: 'পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।'—স. চৌ.

[5] যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৭২, অবশ্য এতে رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾ অংশটুকুর উল্লেখ নেই।—স. চৌ.



# সূরা ইউসুফের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

١ – فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۶۴﴾

'অতএব আল্লাহ উত্তম হেফাজতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।'[1]

যে ব্যক্তির মনে দুশমনের ভয় থাকে বা কোনো বালা-বিপদের দুশ্চিন্তা থাকে বা কোনো মসিবতে জড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে সে উপরোক্ত আয়াত বেশি করে পাঠ করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ সংকট কেটে যাবে।

উক্ত মোবারক আয়াত দ্বারা শুভকামনাস্বরূপ যেসব রোগ বর্তমানে শরীরে বিদ্যমান আছে তা দূরীভূত হওয়া ও ভবিষ্যতে আসার থাকলে তা হতে মুক্তি লাভও কাম্য (সর্বদা এই উদ্দেশ্যে পাঠ করবে,) এই আয়াতে করীমার মু'জিযার উসিলায়।

যে ব্যক্তি উক্ত আয়াতটি সকাল-সন্ধ্যা সাতবার করে পাঠ করবে, সে সেই দিনের মতো নিরাপদে থাকবে। বরং তার নিয়ত অনুসারে ভবিষ্যতেও হেফাজতের সাথে থাকবে। তবে উক্ত আয়াত পাঠের সাথে নিম্নলিখিত আয়াত দুইটিও পড়বে,

(١) اِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۹۶﴾

'আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের।'[2]

(٢) وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ ﴿۶۷﴾

'ইয়াকুব বললেন, হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।'[3]

**বদনজর হতে রক্ষার জন্য এটি একটি তদবীর:** যে লোক বদনজরে আক্রান্ত হয় সে

---

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউসুফ,*** ১২:৬৪

[2] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল'রাফ,*** ৭:১৯৬

[3] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউসুফ,*** ১২:৬৭

সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তারপর লিখবে,

«بِسْمِ اللهِ أُعِيْذُ فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ نَاظِرَةٍ وَأُذُنٍ سَامِعَةٍ وَلِسَانٍ نَاطِقٍ، ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَعَمَلِ الشَّيْطَانِ وَخَيْلِهِ وَرَجِلِهِ، ﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾».

'আল্লাহর নামে শুরু করছি, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহ দ্বারা অমুক মহিলার পুত্র অমুক[১] থেকে আশ্রয় চাই; যারা সৃষ্ট এবং যারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তাদের অনিষ্ট থেকে; সেসব চোখ দেখছে, কান শুনছে এবং জিহ্বা কথা বলছে (তাদের অনিষ্ট) থেকে। 'নিশ্চয়ই আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।'[২] শয়তানের অনিষ্ট, কর্মকাণ্ড, তার ঘোড়া ও পা থেকে। 'ইয়াকুব বললেন, হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।'[৩]

এটি লিখে তাবিজ করে রাখবে। ইনশাআল্লাহ বর্তমান বদনজরের অসুখ হতে মুক্তি পাবে এবং ভবিষ্যতে বদনজর হতে রক্ষায় থাকবে।[৪]

২– وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۝

'তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকুবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন।'[৫]

*মুজাররবাতে আদ-দায়রবী* হতে বর্ণিত যে,

إِنَّ مَنْ عُرِضَتْ لَهُ حَاجَةٌ عِنْدَ أَحَدٍ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ ذِهَابِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَسَّرَ اللهُ قَضَاءَهَا.

'যদি কোনো লোকের কারও কাছে কোনো হাজত (ঠেকা) দেখা দেয়, তবে

[১] যেসব জায়গায় فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ থাকে সেসব স্থানে তাবিজ লেখার সময় রোগীর পিতার নাম নিয়ে অমুকের পুত্র অমুক লিখতে হবে। আর যদি فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ থাকে সেখানে রোগীর মাতার নাম নিয়ে অমুকের পুত্র অমুক লিখবে। ফুঁ দেওয়ার বেলায়ও সেই অনুযায়ী বলবে।—গ্রন্থকার

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ*, ১১:৫৬

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউসুফ*, ১২:৬৭

[৪] আবু নসর আত-তাবারসী, *মাকারিমুল আখলাক*, পৃ. ৪১৫, ক্র. ১৬

[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউসুফ*, ১২:৬৮



সেই ব্যক্তির কাছে উক্ত হাজত পূরণার্থে যাওয়ার মুহূর্তে উপরোক্ত আয়াত সাতবার পড়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ মকসুদ সহজে পূরণ হবে।'[১]

৩– قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

'তারা বলল, আল্লাহর কসম, আমাদের চেয়ে আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানদের চেয়ে অধিক মেহেরবান। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের ওপর রেখে দিয়ো, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস।'[২]

এই আয়াত সকল প্রকার চক্ষু রোগের জন্য উপকারী। বিশেষত চোখে সাদা পর্দা আসলে বেশি উপকারী। উপরোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে চোখে ফুঁ দেবে। গোলাপ জল বা সাদা পানিতে ফুঁ দিয়ে শিশি ভরে রাখলে দিনে কয়েকবার সুরমার শলাকা দ্বারা চোখে লাগাবে বা ফোটা ফোটা করে চোখে দিতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে।[৩]

**আরেকটি তদবীর:** দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি ও চক্ষুশূল দূরিকরণার্থে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ বেশ উপকারী। সাথে সাথে এ দোয়া ও যেন পঠিত হয়। এছাড়া আরও কয়েকটি সূরাও আছে যা চোখের জ্বালা ও ব্যথা নিবারণ করে। আয়াতসমূহ:

(১) فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۝

'অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন।'[৪]

(২) قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۝

'তোমাদের কাছে একটি উজ্জল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ।'[৫]

(৩) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝

[১] (ক) আদ-দায়রবী, *ফাতহুল মালিকিল মাজীদ*, পৃ. ৩৮; (খ) আস-সানূসী, *মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী*, পৃ. ১২

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউসুফ*, ১২:৯১-৯৩

[৩] আশরফ আলী থানভী, *আ'মালে কুরআনী*, পৃ. ৭৮-৭৯

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউসুফ*, ১২:৯৬

[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-মায়িদা*, ৫:১৫

‘আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি।’[১]

(٤) وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝٢٠

‘আপনার পালনকর্তা সবকিছু দেখেন।’[২]

(٥) اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣٥

‘আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তেল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তেল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।’[৩]

*আল-আনওয়ারুল নু’মানিয়া*[৪] কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

**يَكْتُبُ: ﴿ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ ۝٣٥ ﴾ [النور: ٣٥] الْآيَةَ فِيْ جَامٍ بِالتُّرْبَةِ مَعْجُوْنًا بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ يَغْسُلُهُ وَيُصَيِّرُهُ فِيْ قَارُوْرَةٍ، وَيَكْتَحِلُ مِنْهُ بِالْمَيْلِ.**

‘যমযমের পানির সাথে থাকে শিফা মিশে তা দ্বারা কোনো এক বাসনের ওপর উপরোক্ত আয়াতসমূহ লিখে তা ধুয়ে একটি শিশির ভেতর রেখে দেবে। মাঝে মাঝে সুরমার শলাকা এতে ডুবিয়ে চোখে লাগাবে। চক্ষুশূলের জন্য এই তদবীর খুব উপকারী।’[৫]

**وَأَمَّا رُقْيَةُ الشَّبْكُوْرِ فَهِيَ عَلَىٰ مَا قَالَ مَوْلَانَا الْكَاظِمُ عليه السلام: «أَنْ يَكْتُبَ ﴿ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۝٣٥ ﴾ [النور: ٣٥] الْآيَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِيْ جَامٍ، ثُمَّ يَغْسُلُهُ وَيُصَيِّرُهُ فِيْ قَارُوْرَةٍ، وَيَكْتَحِلُ بِهِ، فَهُوَ مُجَرَّبٌ».**

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আন-নিসা,*** ৪:১৭৪

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফুরকান,*** ৫:২০

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আন-নুর,*** ২৪:৩৫

[৪] আল-আনওয়ারুন নু’মানিয়া: الْأَنْوَارُ النُّعْمَانِيَّةُ فِيْ بَيَانِ النَّشْأَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ। শিয়া ফিকহগ্রন্থ। এর রচয়িতা নি’মাতুল্লাহ আল-জাযায়িরী (মৃ. ১১১২ হি.) একজন শিয়া পণ্ডিত, ফকীহ ও মুহাদ্দিস।—স. চৌ.

[৫] নি’মাতুল্লাহ আল-জাযায়িরী, ***আল-আনওয়ারুন নু’মানিয়া,*** খ. ৪, পৃ. ১২২



‘হজরত ইমাম মুসা কাযিম (আ.) হতে বর্ণিত যে, শবকুর রোগের (দিনের বেলায় দেখা আর রাতে অন্ধ থাকা রোগের) জন্য উপরোক্ত আয়াতকে কোনো পাত্রে তিনবার লিখে এবং তাতে পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি শিশিতে রেখে মাঝে মাঝে শলাকা ডুবিয়ে চোখে লাগাবে। ইনশাআল্লাহ রজনী অন্ধত্বের দোষ সেরে যাবে।’[১]

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবেও বর্ণিত আছে যে,

**﴿ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۝٣٥ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ نُوْرٍ ۝٣٥ ﴾ [النور: ٣٥] يَقْرَأُ عَلَى الْعَيْنِ كُلَّ صَبِيْحَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الرَّمَدَ يَذْهَبُ.**

‘চক্ষুশূল রোগে উপরোক্ত আয়াতকে بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٨ পর্যন্ত[২] দৈনিক তিনবার পাঠ করে ফুঁ দেবে। ইনশাআল্লাহ রোগ সেরে যাবে।’[৩]

(٦) فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۝٢٢

‘এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম।’[৪]

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (মুহাদ্দিসে দেহলভী) (রহ.) ও হজরত আল্লামা আশরাফ

[১] নি’মাতুল্লাহ আল-জাযায়িরী, ***আল-আনওয়ারুন নু’মানিয়া,*** খ. ৪, পৃ. ১২২

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা সূরা আন-নুর,*** ২৪:৩৫-৩৮, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٣٥ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ۝٣٦ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۪ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ ۝٣٧ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٨

‘আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তেল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তেল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উলটে যাবে। (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে,) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুজি দান করেন।’ —স. চৌ.

[৩] আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৮৬, তবে উদ্ধৃত গ্রন্থের বিদ্যমান সংস্করণে نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ۝٣٥ পর্যন্ত পাঠের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা কফ,*** ৫০:২২

আলী থানভী ﵀ ফরমায়েছেন,

اِس آیت کو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر انگلی پر دم کرکے آنکھوں پر لگائے اِنْ شَآءَ اللّٰہُ تَعٰلیٰ بصارت میں کمی نہ ہوگی، بلکہ جس قدر نقصان ہو گیا ہو گا ہو جاتا رہے گا۔

‘প্রত্যেক নামাজের পর উপরোক্ত আয়াত তিনবার পাঠ করে আঙুলের ওপর দম করে সেই আঙুল চোখে বুলালে দৃষ্টিশক্তি কম হবে না। আর কিছু কম হয়ে থাকলেও তা বহাল হয়ে যাবে।’[১]

(৭) وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾

‘আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম।’[২]

প্রত্যেক নামাজের পর উপরোক্ত আয়াত পাঠপূর্বক অঙ্গুলির ওপর দম করে চোখের ওপর বুলালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হবে না।

(৮) হজরত মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যোহরের নামাজের পর যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূরা নাবা (عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿٢﴾)[৩] তেলাওয়াত করবে, তার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর আসরের পর যে লোক তা পাঠ করবে, তার দৃষ্টিশক্তি ইনশাআল্লাহ নষ্ট হবে না।

(৯) *মিসবাহে আল-কাফআমী* ও *আদ-দুররুন নাযীম* ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ‘চোখে সূরা তকওয়ীর (اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾)[৪] পাঠ করলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়, আর চক্ষুশূল ও চোখের জ্বালা হতে মুক্তি লাভ হয়।’[৫]

---

[১] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ৩০; (খ) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, ***আল-কাওলুল জমীল ফি বায়ানি সাওয়ায়িস সাবীল***, পৃ. ১০৬, তিনি বলেন,

وَلِمَنْ يَشْكُوْ بَصَرَهُ: يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾﴾ [ق: ٢٢] بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ.

‘যাদের চোখে সমস্যা তারা এ আয়াতটি (তথা সূরা কফের দ্বাবিংশ আয়াত) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর পড়বে।’—স. চৌ

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আয-যারিয়াত***, ৫১:৪৭-৪৮

[৩] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের অষ্টসপ্ততি সূরা: ***সূরা আন-নাবা***।—স. চৌ.

[৪] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একাশীতি সূরা: ***সূরা আত-তাকওয়ীর***।—স. চৌ.

[৫] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ১০১; (খ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ১১১, তিনি বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «... وَمَنْ قَرَأَهَا عَلَىٰ مَاءِ وَرْدٍ، وَمَسَحَ بِهِ عَيْنَيْهِ كَثُرَ نُوْرُهَا، وَحَفِظَتْ صِحَّتُهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ».

‘রসুলুল্লাহ ইরশাদ ﷺ করেছেন, ‘... যে ব্যক্তি সূরাটি গোলাপের পানিতে পড়ে ফুঁ দেবে এবং তা দিয়ে তার দুই চোখ মুছবে তার চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পাবে এবং চোখদুটো সুস্থতা নিরাপদ থাকবে ইনশাআল্লাহ।”—স. চৌ



(১০) فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

‘এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম।’[১] ‘আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত!’[২]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ তিনবার পাঠ করে পানিতে দম করবে। আর সেই পানি মাঝে মাঝে সুরমার শলাকা দ্বারা চোখে লাগাবে। অথবা ফোটা ফোটা চোখে দিতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে। বর্ণিত আছে যে,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيْسَىٰ[৩]، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ ﵇، فَرَأَيْتُ بِهِ مِنَ الرَّمَدِ شَيْئًا فَاحِشًا، فَاغْتَمَمْتُ وَخَرَجْتُ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَإِذَا هُوَ لَا عِلَّةَ بِعَيْنِهِ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ الْأَمْسِ، وَبِكَ مِنَ الرَّمَدِ، مَا أَغَمَّنِيْ، وَدَخَلْتُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَعَالَجْتَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: «عَوَّذْتُهَا بِعُوْذَةٍ عِنْدِيْ»، قُلْتُ: أَخْبِرْنِيْ بِهَا، فَكَتَبَ:

‘জনৈক লোক হজরত জাফর সাদিক ﵀-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখল যে, তিনি চক্ষুশূলে আক্রান্ত। তা দর্শনের লোকটি খুবই অধীর হল। পরদিন সে আবার সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখল যে, হজরত সাদিক ﵀ সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর চক্ষু যাতনার কোনো চিহ্নই নেই। সে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! আপনি চক্ষু যাতনার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমার তাবিজ পাঠ করেছি। তা হচ্ছে,

«أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ، أَعُوْذُ بِقُدْرَةِ اللهِ، أَعُوْذُ بِقُوَّةِ اللهِ، أَعُوْذُ بِعَظَمَةِ اللهِ، أَعُوْذُ بِجَلَالِ اللهِ، أَعُوْذُ بِبَهَاءِ اللهِ، أَعُوْذُ بِجَمْعِ اللهِ، أَعُوْذُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ عَلَىٰ عَيْنِيْ، وَأَجِدُهُ مِنْ وَجَعِ عَيْنِيْ، اللّٰهُمَّ رَبَّ الطَّيِّبِيْنَ أَذْهِبْ ذَلِكَ عَنِّيْ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾﴾، ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾﴾، ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা কফ***, ৫০:২২

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইয়াসীন***, ৩৬:৬৬

[৩] সুলায়মান ইবনে ঈসা। ইমাম জাফর আস-সাদিক ﵀ (মৃ. ১৪৮ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন বলে কথিত আছে। জনৈক অজ্ঞাত শিয়া বর্ণনাকারী।—স. চৌ.

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾، يَا عَلِيُّ، يَا عَظِيْمُ، يَا كَبِيْرُ، يَا جَلِيْلُ، يَا مَنِيْعُ، يَا فَرْدُ، يَا وَتْرُ، ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾﴾، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، يَا حَيُّ، يَا حَلِيْمُ، يَا عَلِيُّ، يَا عَظِيْمُ، يَا جَلِيْلُ، يَا جَمِيْلُ، يَا فَرْدُ، يَا وَتْرُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَبْرَارِ أَجْمَعِيْنَ)، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَدَعَنِيْ فِيْ قَبْرِيْ فَرْدًا ﴿وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾﴾، (﴿وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾﴾)».

‘আমি আল্লাহর সম্মানের উসিলায় আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর ক্ষমতার উসিলায় আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর শক্তির উসিলায় আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর মর্যাদার উসিলায় আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর মহিমার উসিলায় আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর সৌন্দর্যের উসিলায় আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর সকল বৈশিষ্ট্যের উসিলায় আশ্রয় চাই, আমি আল্লাহর রসুল ﷺ-এর উসিলায় আশ্রয় চাই, আমার চোখের ওপর শঙ্কা ও ভয় থেকে এবং আমার চোখের ব্যথা থেকে। পুন্যাত্মাদের প্রতিপালক, হে আল্লাহ, তোমার শক্তি ও ক্ষমতার দোহাই, আমাকে এ সমস্যা থেকে মুক্তি দিন। ‘এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম।’[১] ‘অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ করল। এবং বলল, আমি পীড়িত।’[২] ‘এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিজিক। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ বরকতময়।’[৩] হে মহা, হে মহান, হে বড়, হে মহত্ত্বের অধিকারী, হে বাধাদানকারী, হে একক, হে বেজোড়। ‘হে আমার পালনকর্তা আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস।’[৪] পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে চিরঞ্জীব, হে মহৎ, হে হে মহা, হে মহান, হে মহত্ত্বের অধিকারী, হে সৌন্দর্যের আধার, হে একক, হে বেজোড়। আমি প্রার্থনা করছি হজরত মুহাম্মদ, হজরত মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন এবং পুন্যাত্মা আহলে বায়তের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন। আর আমি এও প্রার্থনা করছি যে,

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা কফ*, ৫০:২২
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফফাত*, ৩৭:৮৮-৮৯
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা গাফির*, ৪০:৬৪
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৮৯



আমাকে আমার কবরে একা ছেড়ে দিয়ো না। ‘তুমি তো উত্তম ওয়ারিস।’[১] ‘পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত।’[২,৩]

(১১) فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٢﴾

‘অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।’[৪]

(১২) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ فَاضَتْ مِنْ نُوْرِهِ جَمِيْعُ الْأَنْوَارِ وَالصَّلَوَاتُ الْآخَرُ النُّوْرِيَّةِ.

‘হে আল্লাহ! তাঁর ওপর শান্তি বর্ষণ করুন যাঁর ওপর সকল জ্যোতি ও শেষ জ্যোর্তিময় শান্তি উপচে পড়েছে।’

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৮৯
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফফাত*, ৩৭:১৮১-১৮২
[৩] আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক***, পৃ. ৪০৫, ক্র. ১৬, জনৈক সুলায়মান ইবনে ঈসা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...। অবশ্য এতে () দ্বারা চিহ্নিত অংশগুলো নেই এবং শেষে «وَإِنْ كُنْتُ إِلَّا وَاحِدًا لَصَلَاةٌ فِيْ قَبْرِيْ مِمَّا رَزَقْنِيْ فِيْ حَاجَةٍ، آمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ» অতিরিক্ত বিবৃত হয়েছে।—স. চৌ.
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইনসান*, ৭৬:২

## সূরা রা'দের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ﴿۳۱﴾

'যদি কোনো কুরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা জমিন খণ্ডিত হয় অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহর হাতে।'[১]

যেকোনো প্রকার জ্বর হোক না কেন উপরোক্ত আয়াতের তাবিজ লিখে বাহুতে বাঁধবে। তবে উক্ত আয়াত লিখে তার সঙ্গে লিখবে,

يَا شَافِيْ، يَا كَافِيْ، يَا مُعَافِيْ، ﴿ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ﴿۱۰۵﴾ ﴾ [الإسراء: ١٠٥].

'হে আরোগ্যদাতা, হে যথেষ্ট সত্তা, হে কল্যাণকামী, 'আমি সত্যসহ এ কুরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটি নাযিল হয়েছে।'[২,৩]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রা'দ*, ১৩:৩১
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:১০৫
[৩] (ক) আবু নসর আত-তাবারসী, *মাকারিমুল আখলাক*, পৃ. ৩৭১-৩৭২, ক্র. ১৬; (খ) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, *খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু*, পৃ. ২৭০



## সূরা ইবরাহীমের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

১- وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۱۲﴾

'আমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তার জন্য আমরা সবর করব। ভরসাকারীগণের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।'[১]

যার হাতে পায়ে ব্যথা-বেদনা হয় বা যার বদনজর লেগেছে, উপরোক্ত আয়াতকে লিখে তাবিজ বানিয়ে গলায় বেঁধে দেবে। আল্লাহর হুকুমে সেই লোক আরোগ্য লাভ করবে।[২]

### বদনজরের আরেক নিয়ম

কূপ হতে কলসি ভরে পানি নেবে। উপরোক্ত আয়াত পাঠপূর্বক কলসির পানিতে ফুঁ দেবে। রাতের বেলা বদনজরের রোগীকে চৌরাস্তার মুখে নিয়ে সেই পানি দ্বারা গোসল করাবে। তিনরাত এ নিয়মে গোসল করালে ইনশাআল্লাহ বদনজর কেটে যাবে।[৩]

২- وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۣاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۶﴾

'এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির ওপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোনো স্থিতি নেই।'[১]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইবরাহীম*, ১৪:১২
[২] আশরফ আলী থানভী, *আ'মালে কুরআনী*, পৃ. ৮১
[৩] আশরফ আলী থানভী, *আ'মালে কুরআনী*, পৃ. ৮১
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইবরাহীম*, ১৪:২৬

যার দেহে পাঁচড়া, ফোড়া ইত্যাদি হয় উপরোক্ত আয়াতপূর্বক ফুঁ দিলে আরোগ্য লাভ করবে।[১]

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৫০; (খ) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ***, পৃ. ১৫৮, ক্র. ১৬, তাঁরা বর্ণনা করেন,

عَنِ عَلِيٍّ ﷺ، يَقْرَأُ عَلَى الثُّؤْلُوْلِ فِيْ نُقْصَانِ الشَّهْرِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝٢٦ ﴾ [إبراهيم: ٢٦]، ﴿ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا ۝٦ ﴾ [الواقعة: ٥-٦].

'হজরত আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, 'যার চর্মরোগ দেখা দেবে, তাহলে মাসের শুরুতে (সূরা ইবরাহীমের ষট্‌বিংশ আয়াত অর্থাৎ) 'এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির ওপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোনো স্থিতি নেই।' (আর সূরা আল-ওয়াকিয়ার পঞ্চম-ষষ্ঠ আয়াত অর্থাৎ) 'এবং পর্বতমালা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।' পাঠপূর্বক লাগাতার সাতদিন তার ওপর ফুঁ দেবে।"—স. চৌ.



# সূরা বনি ইসরাইলের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ ۝٨

'হয়তো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।'[১]

আমাদের হজরত কেবলা ﵀ ইরশাদ করেন, উক্ত আয়াত যারা নিজেদের মনোবাসনা পূরণ ও উদ্দেশ্য হাসিলে নৈরাশ হয়ে বিষন্ন, তাদের পক্ষে শান্তিদায়ক এবং আত্মিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করে।

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ইসরা***, ১৭:৮

## সূরা কাহফের ফযীলত ও বিশেষ গুণাবলি

হাদীস শরীফে বর্ণিত যে,

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ فَرْوَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ سُوْرَةٍ شَيَّعَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حِيْنَ نَزَلَتْ مَلَأَ فَضْلُهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتَالِيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ»؟ قَالُوْا: بَلَىٰ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «سُوْرَةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، مَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةَ غُفِرَ لَهُ إِلَى الْجُمْعَةَ الْأُخْرَىٰ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَأُعْطِيَ نُورًا يَبْلُغُ بِهِ السَّمَاءَ، وَوُقِيَ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ».

‘যখন এ সূরা নাযিল হয় তখন তার সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা ছিলেন। যে ব্যক্তি শুক্রবার এ সূরা তেলাওয়াত করবে পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ তার দিল নূর দ্বারা জ্যোর্তিময় থাকবে। আর সেই ব্যক্তি দাজ্জালের ফাসাদ হতে নিরাপদে থাকবে।’[১]

জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিন গত রাতে) এ সূরা পাঠ করার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।[২] যে ব্যক্তি প্রতিদিন এ সূরার শুরুর ১০ আয়াত[৩] ও আখেরি ১০ আয়াত[১] তেলাওয়াত করবে তার আপাদমস্তক নূর হয়ে যাবে।[২]

[১] (ক) আস-সা’লবী, ***আল-কাশফু ওয়াল বয়ান,*** খ. ৬, পৃ. ১৪৪; (খ) আল-কুরতুবী, ***আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন,*** খ. ১০, পৃ. ৩৪৬; (গ) আবু আলী আত-তাবারসী, ***মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৬, পৃ. ২৩৩

[২] আদ-দারিমী, ***আস-সুনান,*** খ. ৪, পৃ. ২১৪৩, হাদীস: ৩৪৫০, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ».

‘হজরত আবু সাঈদ আল-খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার রাতে সূরা আল-কাহফ পাঠ করবে তার জন্য তার ও বায়তুল আতিক (কা’বা)-এর মধ্যবর্তী জায়গা নূরে আলোকিত হয়ে যাবে।”—স. চৌ.

[৩] মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** খ. ২, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ৮০৯, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ».

‘হজরত আবুদ দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জাল এর ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।”—স. চৌ.



১— اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠
فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝١١ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝١٠٨

‘যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের ওপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দিই।’[৩] ‘দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না।’[৪]

*মুজাররবাতে আদ-দায়রবী* কিতাবে বর্ণিত যে,

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ ۝١٠﴾ [الكهف: ١٠] إِلَىٰ ﴿سِنِيْنَ عَدَدًا ۝١١﴾ [الكهف: ١١]، ﴿وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ ۝١٠٨﴾ إِلَىٰ ﴿هَمْسًا ۝١٠٨﴾ [طه: ١٠٨]، وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ، مَنْ كَتَبَ ذَلِكَ فِيْ وَرَقَةٍ، وَعَلَّقَهَا عَلَى الطِّفْلِ الَّذِيْ لَمْ يَنُمْ مِنْ كَثْرَةِ بِكَائِهِ كَثُرَ نَوْمُهُ وَقَلَّ بُكَائُهُ.

‘শিশুর অবিরাম ক্রন্দন ও নিদ্রাবস্থায় কেঁপে কেঁপে উঠার জন্য উপরোক্ত আয়াতসমূহ লিখে তারপর সূরা ফালাক (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١) ও সূরা নাস (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١) লিখে তাবিজ করে শিশুর গলায় বেঁধে দেবে, ইনশাআল্লাহ সেই অবস্থা কেটে যাবে।[৫]

*মিসবাহে আল-কাফআমী*তে আরও বর্ণিত আছে যে, ‘بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ’[৬]-এর পর উপরোক্ত আয়াতসমূহ লিখবে। তারপর লিখবে,

[১] ইবনুয যারীস, ***ফাযায়িলুল কুরআন,*** পৃ. ৯৭, হাদীস: ২০৬, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «مَنْ حَفِظَ خَاتِمَةَ الْكَهْفِ كَانَ لَهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ لَدُنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ».

‘হজরত আবুদ দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শেষ অংশ মুখস্থ করবে সে কিয়ামত দিবসে তার আপাদমস্তক আলোকিত হয়ে যাবে।”—স. চৌ.

[২] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১২১; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ২৪-২৫

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাহফ,*** ১৮:১০-১১

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা তহা,*** ২০:১০৮

[৫] আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ,*** পৃ. ১৩২

[৬] অর্থ: ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’—স. চৌ.

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿۲۵﴾

‘আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোনো কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।’[1]

তারপর লিখবে,

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَ تَضْحَكُوْنَ وَ لَا تَبْكُوْنَ ﴿۶۰﴾ وَ اَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿۶۱﴾

‘তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? এবং হাসছ-ক্রন্দন করছ না? তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ।’[2]

তারপর তাবিজ করে শিশুর গলায় লটকাবে। ইনশাআল্লাহ কান্নাকাটি কম হয়ে যাবে।’[3]

২– وَ لَوْ لَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿ۚ۳۹﴾

‘যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের ওপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দিই।’[4]

---

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আহযাব,*** ৩৩:২৫

[2] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আন-নাজম,*** ৫৩:৫৯-৬১

[3] যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৫৬-৫৭, তিনি বর্ণনা করেন,

وَقِيْلَ: مَنْ كَتَبَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ مِنَ الْكَهْفِ: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلٰۤى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿۱۱﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا ﴿۱۲﴾ ﴾ [الكهف: ١١-١٢]، ﴿ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿۲۵﴾ ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، ﴿ اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَ تَضْحَكُوْنَ وَ لَا تَبْكُوْنَ ﴿۶۰﴾ وَ اَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿۶۱﴾ ﴾ [النجم: ٥٩-٦١]، وَعَلَّقَ ذٰلِكَ عَلَى الطِّفْلِ قَلَّ بُكَاؤُهُ.

‘বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহর পর সূরা আল-কাহফের (একাদশ-দ্বাদশ আয়াত অর্থাৎ) ‘তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের ওপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দিই। অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরত্থিত করি, একথা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোনো দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।’ লিখবে, (তারপর লিখবে সূরা আল-আহযাবের পঞ্চবিংশ আয়াত অর্থাৎ), ‘আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোনো কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।’ (তারপর লিখবে সূরা আন-নাজমের উনষষ্টি-একষষ্টি আয়াত অর্থাৎ) ‘তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? এবং হাসছ-ক্রন্দন করছ না? তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ।’ অতঃপর সেটি শিশুর গলায় ঝুলাবে এতে তার কান্নাকাটি কম হয়ে যাবে।’

এটি মূলত *মিসবাহ আল-কাফআমী*র পার্শ্বটীকার বরাতে বর্ণিত হয়েছে।—স. চৌ.

[4] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাহফ,*** ১৮:৩৯



হজরত ইমাম সাদিক ﵀ হতে বর্ণিত,

**قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِيْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ رُزِقَ الْـحَجَّ مِنْ عَامِهِ، فَإِنْ لَـمْ يُرْزَقْ أَجَّلَهُ اللهُ حَتّٰى يَرْزُقَهُ».**

‘তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি একবারেই এক বৈঠকে ১০০০ বার مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ ﴿۳۹﴾[1] বলবে সে সেই বছরই হজ নসিব হয়ে মর্যাদা লাভ করবে। আর যদি সেই বছর হজ নসিব না হয়, তাহলে যত দিন তার হজ নসিব না হবে ততদিন আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেবেন না।’’[2]

৩– اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿۱۰۷﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿۱۰۸﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। বলুন, আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও। বলুন, আমি ও তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।’[3]

**তা’সীর:** শেষরাতে জেগে ইবাদত-বন্দেগির মনোবাসনা যার হয়, সেই লোক ঘুমানোর সময়ে উপরোক্ত আয়াত পাঠপূর্বক ঘুমাবে। ইনশাআল্লাহ ঠিক সময়ে সে জেগে ধন্য হবে।

সকল প্রকার বিপদাপদ ও ব্যথা-বেদনা দূরিকরণার্থে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকবে আর লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি পান করবে:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ لَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ ﴿۳۱﴾

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ۙ۹۰﴾ وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا

---

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাহফ,*** ১৮:৩৯, অর্থ: ‘আল্লাহ যা চান।’—স. চৌ.

[2] আল-বারকী, ***আল-মাহাসিন,*** খ. ১, পৃ. ৪২, ক্র. ৫৫

[3] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাহফ,*** ১৮:১০৭-১১০

وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ

الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ ‘যদি কোনো কুরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা জমিন খণ্ডিত হয় অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহর হাতে।’[১] ‘হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।’[২] ‘আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।’[৩] ‘আর নির্দেশ দেওয়া হল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদি পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফিররা নিপাত যাক।’[৪,৫]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রা’দ*, ১৩:৩১
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা মারয়াম*, ১৯:৯০
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইয়াসীন*, ৩৬:৯
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ*, ১১:৪৪
[৫] (ক) আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক***, পৃ. ৩৭২-৩৭৩, ক্র. ৬; (খ) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ২৭২-২৭৩, এটি ইমাম জাফর আস-সাদিক ﵁ থেকে বর্ণিত বলে কথিত আছে।—স. চৌ.



## সূরা আম্বিয়ার কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

١ – وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ

وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝

‘এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম, তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবরাবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত; আর এটি ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।’[১]

স্বীয় স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার প্রথম অবস্থায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ লিখে তাবিজ করে তার গলায় লটকাবে এবং ৪০ দিন পর্যন্ত রাখবে। তারপর সেই তাবিজ নামিয়ে রাখবে। আবার শেষ মাসে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে স্ত্রীর গলায় উক্ত তাবিজ বেঁধে দেবে। আল্লাহর ফজলে সেই সন্তান বালা-বিপদ হতে মুক্ত থাকবে।[২]

**আরেকটি নিয়ম:** উপরোক্ত আয়াতসমূহ দুঃখ-দুশ্চিন্তা ইত্যাদি দূরিকরণার্থেও উপকারী। এই নিয়মে:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مِنَ الْعَبْدِ الذَّلِيْلِ اِلَى رَبِّهِ الْجَلِيْلِ، ﴿ رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ

وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ ﴾.

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ অধম বান্দার পক্ষ থেকে সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের কাছে (ফরিয়াদ:) ‘আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৮৩-৮৪
[২] যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৬২

হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।’[১]

তারপর বলবে,

**اللّٰهُمَّ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحْبِهِ الْـمُرْتَضِيْنَ اقْضِ حَاجَتِيْ وَاكْشِفْ ضُرِّيْ وَهَمِّيْ وَفَرِّجْ عَنِّيْ غَمِّيْ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ.**

‘হে আল্লাহ! হজরত মুহাম্মদ (তাঁর ওপর, তাঁর পূত-পবিত্র পরিবার-পরিজন ও প্রিয় সহচরবর্গের ওপর শান্তি ও সালাম প্রেরিত হোক)-এর উসিলায় আমার প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করো, দুঃখ-দুর্দশা দূর করো এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিন, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।’

ইনশাআল্লাহ সকল দুঃখ দুর্দশা কেটে যাবে।[২]

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া***, ২১:৮৩

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ২২৫-২২৬; (খ) আস-সানূসী, ***মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী***, পৃ. ১৯; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৮৪; (ঘ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ৩৮; (ঙ) ইবনে আকীলা, ***আয-যিয়াদাতু ওয়াল ইহসান***, খ. ২, পৃ. ৩৫১, শায়খ আবদুল্লাহ আল-ইয়াফিয়ী ﷺ বর্ণনা করেন,

**وَرُوِيَ عَنْهُ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ ضِيْقٌ فِيْ مَعَاشِهِ أَوْ بَلَاءٌ، فَلْيَكْتُبْ هَـٰذِهِ الْكَلِمَاتَ فِيْ قِرْطَاسٍ، وَيُعَلِّقِ الْقِرْطَاسَ فِي الْـمَاءِ الْجَارِيْ، فَإِنَّ اللهَ يُفَرِّجُ عَنْهُ هَمَّهُ، وَالْكَلِمَاتُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مِنَ الْعَبْدِ الْفَقِيْرِ الذَّلِيْلِ إِلَى الرَّبِّ الْـجَلِيْلِ، ﴿رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، اللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اكْشِفْ ضُرِّيْ وَهَمِّيْ وَفَرِّجْ عَنِّيْ غَمِّيْ يَا رَبَّ الْعَالَـمِيْنَ».**

‘নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি অর্থকষ্ট ও সংকটে পড়ে বা কোনো বিপদে পড়ে সে যেন এসব বাক্য কোনো কাজে লিখে এবং সেই কাগজটি প্রবাহিত পানিতে ঝুলিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে। বাক্যসমূহ হচ্ছে, ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। অধম দীনহীন বান্দার পক্ষ থেকে সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের কাছে (ফরিয়াদ:) ‘আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান!’ হে আল্লাহ! হজরত মুহাম্মদ (তাঁর ওপর শান্তি ও সালাম প্রেরিত হোক)-এর পবিত্রতার উসিলায় আমার দুঃখ-দুর্দশা দূর করো এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও, হে সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা।”

ইমাম আবু আবদুল্লাহ আস-সানূসী ﷺ বর্ণনা করেন,

**وَمِنَ الْفَوَائِدِ الْـمُجَرَّبَةِ لِتَفْرِيْجِ كُلِّ كُرْبَةٍ: مَا رُوِيَ عَنْهُ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ ضِيْقُ مَعِيْشَةٍ أَوْ بَلَاءٌ، فَلْيَكْتُبْ هَذِهِ الْكَلِمَاتَ فِيْ قِرْطَاسٍ، وَيُلْقَى الْقِرْطَاسَ فِي الْـمَاءِ الْـجَارِيْ، فَإِنَّ اللهَ يُفَرِّجُ عَنْهُ هَمَّهُ، وَهِيَ هَـٰذِهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مِنَ الْعَبْدِ الذَّلِيْلِ الْفَقِيْرِ إِلَى الْـمَوْلَى الْـجَلِيْلِ، ﴿رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، اللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ اكْشِفْ ضُرِّيْ وَاغْنِ فَقْرِيْ وَاجْبُرْ كَسْرِيْ، وَأَزِلْ هَمِّيْ وَفَرِّجْ عَنِّيْ غَمِّيْ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ».**

‘নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি অর্থকষ্ট ও সংকটে পড়ে বা কোনো বিপদে পড়ে সে যেন এসব বাক্য কোনো কাজে লিখে এবং সেই কাগজটি প্রবাহিত পানিতে বাসিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে। বাক্যসমূহ হচ্ছে, ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। দীনহীন অধম বান্দার পক্ষ থেকে সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের কাছে (ফরিয়াদ:) ‘আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান!’ হে আল্লাহ! হজরত মুহাম্মদ (তাঁর ওপর শান্তি ও সালাম



## দোয়ায়ে ইউনুসের বিশেষ গুণাবলি

২– لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

‘তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।’[১]

*মাকারিমুল আখলাক* কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ‘পেটের ব্যথার জন্য দোয়ায়ে ইউনুস শেষ পর্যন্ত আর সূরা আল-হামদু সাতবার পরীক্ষিত।’[২] অপরাপর কিতাব ও *মিসবাহে আল-কাফআমী*তে বর্ণিত যে, ‘দোয়ায়ে ইউনুস ভীষণ যাতনায় আক্রান্ত লোকের জন্য বেশ উপকারী।’[৩]

---

প্রেরিত হোক)-এর পবিত্রতার উসিলায় আমার দুঃখ-দুর্দশা দূর করো, আমার ভগ্নহৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করো, দারিদ্র্য দূর করো, আমার উদ্বেগ দূর করো এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও, নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”

শায়খ ইবনে আকীলা ﷺ ও হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানভী ﷺ বর্ণনা করেন,

**وَعَنِ الْإِمَامِ جَعْفَرَ الصَّادِقِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ، فَلْيَكْتُبْ رُقْعَةً فِيْهَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مِنَ الْعَبْدِ الذَّلِيْلِ إِلَىٰ رَبِّ الْـجَلِيْلِ، ﴿رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، ثُمَّ يَرْمِيْ بِالرُّقْعَةِ فِيْ مَاءٍ جَارٍ، وَيَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ، وَصَحْبِهِ الْـمُرْتَضِيْنَ اقْضِ حَاجَتِيْ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ، وَيَذْكُرُ حَاجَتَهُ، فَإِنَّهَا تُقْضَىٰ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.**

‘ইমাম জাফর আস-সাদিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তির কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার দেখা দিলে সে একটি কাগজে লিখবে, ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। অধম বান্দার পক্ষ থেকে সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের কাছে (ফরিয়াদ:) ‘আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।’ অতঃপর সেটি প্রবাহবান পানিতে ফেলে দিয়ে বলবে, ‘হে আল্লাহ! হজরত মুহাম্মদ (ﷺ), তাঁর পবিত্রাত্মা পরিবার-পরিজন ও মনোনীত সাহাবায়ে কেরামের উসিলায় আমার আমার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করো, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়।’ তখন নিজের অভাব স্মরণ করবে, ইনশাআল্লাহ তাআলা তার অভাপ পূরণ হবে।’—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া***, ২১:৮৭

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৬২; (খ) আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক***, পৃ. ৩৭৯, ক্র. ১৬, তিনি বর্ণনা করেন,

**بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، ﴿وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، وَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ جَيِّدٌ مُجَرَّبٌ.**

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ ‘এবং মাছঅলার কথা স্মরণ করুন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না।’ আয়াতের শেষ পর্যন্ত এবং সাতবার সূরা আল-ফাতিহা পড়বে। এটি অত্যন্ত পরীক্ষিত।’—স. চৌ.

[৩] (ক) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ*** , পৃ. ১৯৫; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ২৫, তিনি লিখেছেন,

**دفعِ مصیبت:** لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ (انبیاء: ۸۷)؛ خاصیت: اِس میں اسمِ اعظم مخفی ہے، جس مصیبت وبلا میں پڑھے اِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالٰی فائدہ عظیم اٹھائے گا۔

‘**বিপদাপদ থেকে রক্ষা:** সূরা আল-আম্বিয়ার একশত একসপ্ততি আয়াত; এতে (আল্লাহর) মহান নাম উহ্য রয়েছে। বিপদাপদে যেই পড়বে ইনশাআল্লাহ বেশ উপকার লাভ করবে ।’—স. চৌ.

আর *ওয়াসায়িলুশ শীয়া*[১] কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

**عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الله ﵇، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَـمْ أُرْزَقْ وَلَـدًا، فَقَـالَ: «إِذَا رَجَعْـتَ إِلَىٰ بِلَادِكَ ، فَأَرَدْتَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَكَ، فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذٰلِكَ: ﴿ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ﴿٨٧﴾ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] إِلَىٰ ثَلَاثِ آيَاتٍ؛ فَإِنَّكَ سَتُرْزَقُ وَلَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ».**

‘হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﵀ হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে মহিলার সন্তান হয় না, সে নিম্নলিখিত আয়াততিনটি পাঠপূর্বক সহবাস করবে, আল্লাহ পাক তাকে সন্তান দান করবেন। আয়াততিনটি হচ্ছে,

**وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۚ﴿٨٩﴾**

‘এবং মাছঅলার কথা স্মরণ করুন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এভাবেই বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস।’[২,৩]

## দোয়ায়ে ইউনুসের পাঠপদ্ধতি

আরও বর্ণিত যে, উক্ত দোয়ায়ে ইউনুসে আল্লাহর ইসমে আযম গোপন রাখা হয়েছে।[৪] যে কেউ মসিবতে তা পাঠ করবে উপকৃত হবে। পাঠপ্রণালী দুই প্রকার:

[১] ওয়াসায়িলুশ শীয়া: تَفْصِيْلُ وَسَائِلِ الشِّيْعَةِ إِلَىٰ تَحْصِيْلِ مَسَائِلِ الشَّرِيْعَةِ। শিয়া ফিকহের বর্ণনাভিত্তিক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, এটি শিয়া হাদীসের একটি উৎসগ্রন্থ হিসেবেও বিবেচিত। এর রচয়িতা হুর আল-আমিলী (মৃ. ১০৩৩ হি.) একজন প্রখ্যাত শিয়া ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ফকীহ ও মুহাদ্দিস।—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া,* ২১:৮৭-৮৯

[৩] (ক) হুর আল-আমিলী, ***ওয়াসায়িলুশ শীয়া,*** খ. ১৫, পৃ. ১০৯ ও খ. ২১, পৃ. ৩৭৩, ক্র. ২৭৩৩৫; (খ) আল-কুলায়নী, ***আল-কাফী,*** খ. ১১, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮, ক্র. ১০৪৪৭/১০

[৪] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ২৫; (খ) আস-সুয়ুতী, ***আল-হাওয়ী লিল ফতওয়া,*** পৃ. ৪৭৫; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৮২-৮৩; (ঘ) আল-হাকিম, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,*** খ. ১, পৃ. ৬৮৫, হাদীস: ১৮৬৫, তিনি বর্ণনা করেন,



১. কয়েকজন একত্রিত বসে একই মজলিসে এক লাখ ২৫ হাজারবার পাঠ করবে।

২. অথবা একা অন্ধকার ঘরে কেবলামুখী বসবে। সামনে একটি পাত্রে পানি রাখবে। উক্ত আয়াত ১০০ বার পাঠ করবে। পাঠের মাঝে মাঝে পাত্রে হাত দিয়ে ভিজিয়ে দেহে-মুখে পানি মালিশ করবে। তা ঘন ঘন করবে। অনবরত তিন বা সাত বা ৪০ দিন এ রকম কাজ জারি রাখবে। ইনশাআল্লাহ মকসুদ পূর্ণ হবে।[১]

খতমে ইউনুসের দাওয়াত যা কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে এক লাখ ২৫ হাজারবার দোয়ায়ে ইউনুস পড়া হয় তা খতম করার পর নিম্নলিখিত দোয়া পড়বে। দোয়া:

**اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، خُصُوْصًا عَلَىٰ سَيِّدِنَا يُوْنُسَ بْنَ مَتَّىٰ، اللّٰهُمَّ إِنَّ ذَا النُّوْنِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ دَعَاكَ لِضُرٍّ- أَصَابَهُ، وَنَادَاكَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ: ﴿ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ﴿٨٧﴾ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، فَإِنَّكَ قُلْتَ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ ﴾ [الأنبياء: ٨٨]، وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، أَدْعُوْكَ لِضُرٍّ أَصَابَنِيْ، وَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ يُوْنُسَ بْنَ مَتَّىٰ ﵇: ﴿ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ﴿٨٧﴾ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، اسْتَجِبْ لِيْ كَمَا اسْتَجَبْتَهُ، وَنَجِّنِيْ مِنَ الْغَمِّ كَمَا نَجَّيْتَهُ، فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، فَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.**

‘হে আল্লাহ! রসুল-সরদার সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদের ওপর শান্তি ও সালাম প্রেরণ করুন। বিশেষ করে সাইয়েদুনা হজরত ইউনুস ইবনে মাত্তার

**عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ: «هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ اسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ؟ الدَّعْوَةُ الَّتِيْ دَعَا بِهَا يُوْنُسُ حَيْثُ نَادَاهُ فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ: ﴿ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ﴿٨٧﴾ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ الله! هَلْ كَانَتْ لِيُوْنُسَ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: «أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ الله ﷻ: ﴿ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ ﴾ [الأنبياء: ٨٨]».**

‘হজরত সা’দ ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর মহান নাম সম্পর্কে অবহিত করবো না, যে নাম দিয়ে প্রার্থনা করা হলে তিনি দান করেন? তা হচ্ছে হজরত ইউনুস (﵇)-এর দোয়া যা তিন অন্ধকার থেকে আহ্বান করেছিলেন, ‘তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।” এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসুল! এটি কি হজরত ইউনুস (﵇)-এর জন্য নির্দিষ্ট নাকি সর্বসাধারণ মুসলিমদের জন্যও? রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তুমি কি আল্লাহ ﷻ-এ বক্তব্য: ‘এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এভাবেই বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি’ দেখ না?’—স. চৌ.

[১] আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৬৫, এটি তিনি তাফসীরে *ফাতহুল আযীযের* বরাতে বর্ণনা করেছেন।—স. চৌ.

ওপর। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই মাছঅলা তোমার বান্দা ও নবী, তিনি তাঁর দুঃখ-দুর্দশার জন্য তোমার কাছে দোয়া করেছেন এবং তোমাকে মাছের পেট থেকে ডেকেছেন, 'তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।'[১] অতঃপর তুমি জবাবে বলেছ, 'এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এভাবেই বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।'[২] আর আমরাও তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান, তোমার বাঁদির সন্তান, তোমার হাতে আমাদের সাহায্য করো। আমি আমার দুঃখ-দুর্দশার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং হজরত ইউনুস ইবনে মাত্তা ﷺ যেভাবে বলেছেন সেভাবে বলছি, 'তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।'[৩] আমার ডাকেও সাড়া দাও, যেভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। আমাকেও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও, যেভাবে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলে। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। নিশ্চয়ই তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না।'

৩– اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

'যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোজখ থেকে দূরে থাকবে। তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে। মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে, আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।'[৪]

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত যে,

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ﴿١٠١﴾ ﴾ [الأنبياء: ١٠١] إِلَىٰ ﴿ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ ﴾ [الأنبياء: ١٠٢]: هَذِهِ الْآيَاتُ لِزَوَالِ الْحِمَىٰ وَلِجَمِيْعِ الْأَمْرَاضِ، مَنْ كَتَبَهَا فِيْ إِنَاءٍ طَاهِرٍ بِمِدَادٍ، وَمَحَاهَا بِمَاءِ بِئْرٍ لَا تَرَاهَا الشَّمْسُ، ثُمَّ يُسَقَىٰ مِنْهَا الْمَرِيْضُ ثَلَاثَ جُرَعٍ، وَرَشَّ عَلَىٰ ظَهْرِهِ بَقِيَّتُهُ وَقْتَ اشْتِدَادِ الْوَجْعِ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَبْرَأُ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৮৭
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৮৮
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৮৭
[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:১০১-১০৩



'উপরোক্ত আয়াতসমূহ জ্বর ও অন্যান্য সকল প্রকার রোগ ও ব্যথা-বেদনার মধ্যে উপকারী।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের দাওয়াত আমাদের এক পীর ভাই স্বপ্নে দেখেছিল। সাতকানিয়ার ফখরুল মুহাদ্দিসীন জনাব মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব দাওয়াত শেষান্তে মুনাজাত করেছিলেন।

এমন এক কূপ হতে পানি এনে রাখবে যার ওপর সূর্যের রৌদ্রপাত হয় না। উক্ত আয়াতসমূহ একখানা পাক বরতনে কালি দিয়ে লিখবে এবং সেই আনিত পানি দ্বারা লেখা ধুইবে। তারপর রোগীকে সেই পানি হতে তিন ঘোঁট (ঢোক) পান করাবে। ব্যথা-বেদনা বেশি থাকলে অবশিষ্ট পানি রোগীর কোমরে ও ব্যথার স্থানে ছিটকাবে, মালিশ করবে তিনদিন পর্যন্ত এভাবে করবে। ব্যথার রোগী হলে বাবুনার তেল দ্বারা উক্ত লেখা ধুয়ে কোমরে, হাঁটুতে ও সকল ব্যথাস্থানে মালিশ করবে।'[১]

৪– وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

'আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'[২]

দীনী বা দুনিয়াবি (আত্মিক বা পার্থিব) সকল প্রকার হাজত ও অভাবের জন্য উপরোক্ত আয়াত পড়ে পরম করুণাময় সকলের হাজত পূরণকারী বিশ্বপতি সর্বময় বিধাতার দরবারে দোয়া করবে। প্রথম কয়েকবার ইস্তিগফার, কয়েকবার দরুদ শরীফ এরপর আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহর পর সাতবার বা ১১ বার বা ৪১ বার উক্ত আয়াত পাঠের পর দোয়া করবে।

৫– اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾

'কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?'[৩]

হজরত ইমাম মুসা কাযিম[৪] ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

[১] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৮৪; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ৮৮
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:১১২
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৩০
[৪] মুসা আল-কাযিম: আবুল হাসান, মুসা আল-কাযিম ইবনে জাফর আস-সাদিক ইবনে মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবিদীন ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী

عَنِ الْكَاظِمِ ﷺ، خُذْ مَاءً وَاقْرَأْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا: ﴿ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، ثُمَّ اشْرَبْهُ وَأَمِرَّ يَدَكَ عَلَىٰ بَطْنِكَ تُعَافَىٰ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

‘আমাশয় রোগের রোগী পানির ওপর পড়বে, يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾।[1] তিনবার তিন ফুঁ দেওয়ার পর উল্লিখিত আয়াতটি পড়ে ফুঁ দিয়ে সেই পানি পান করবে এবং পেটের ওপর হাত বুলাবে। ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।’[2]

**আরেকটি তদবীর:** প্রসব-বেদনা আরম্ভ হলে প্রসূতির পেটে বা কোমরে উক্ত আয়াত পাঠপূর্বক ফুঁ দিলে বা এর তাবিজ কোমরে বাঁধলে সহজে প্রসব হয়ে যাবে।[3]

**আরও এক তদবীর:** *তিব্বুল আয়িম্মা* কিতাবে এসেছে,

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيْسَىٰ[4] رَفَعَهُ إِلَىٰ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﷺ قَالَ: إِذَا اشْتَكَىٰ أَحَدُكُمْ وَجَعَ الْفَخِذَيْنِ، فَلْيَجْلِسْ فِيْ تَوْرٍ كَبِيْرٍ أَوْ طَشْتٍ فِي الْمَاءِ الْمُسْخَنِ، وَلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَلْيَقْرَأْ: ﴿ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

‘জনাব আমীর[5] ؓ হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তির রানে (উরুতে) ব্যথা হয়, সে কোনো এক বড় পাত্রে গরম পানি নিয়ে তাতে বসে যাবে এবং ব্যথার স্থানে হাত বুলাতে বুলাতে উক্ত আয়াত পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।’[6]

(১২৮-১৮৩ হি. = ৭৪৫-৭৯৯ খ্রি.)। আহলে বায়তে রসুল ﷺ-এর অন্যতম মর্যাদাশীল, জ্ঞানী ও গুণী এবং শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুজার ছিলেন। তিনি দ্বাদশ ইমাম মতাদর্শী শিয়াদের নিকট তাদের সপ্তম ইমাম।—স. চৌ.

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:১৮৫:
অর্থ: ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।’—স. চৌ.

[2] আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ***, পৃ. ১৫৮, ক্র. ৭

[3] আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৮৩

[4] হাম্মাদ ইবনে ঈসাম: আবু মুহাম্মদ, হাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে ওবাইদা ইবনুত তুফাইল আল-জুহানী আল-কুফী আল-বাসরী (মৃ. ২০৯ হি.)। প্রখ্যাত শিয়া ফকীহ ও মুহাদ্দিস।—স. চৌ.

[5] অর্থাৎ ইসলামের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী ইবনে আবু তালিব ؓ উদ্দেশ্য।—স. চৌ.

[6] ইবনে বিসতাম, ***তিব্বুল আয়িম্মা আলায়হিমুস সালাম,*** পৃ. ৩১, ক্র. ১



**আরও এক তদবীর:** তিনটি ডিম গরম পানিতে জোশ দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফেলবে। অতঃপর একটির ওপর قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ ﴿٨١﴾ হতে الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ পর্যন্ত[1] আর দ্বিতীয়টির ওপর اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ؕ ﴿٣٠﴾ হতে اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾ পর্যন্ত[2] এবং তৃতীয়টির ওপর وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا ﴿٢٣﴾ হতে هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾ পর্যন্ত[3] লিখে যাদুর রোগীকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে, যাদু কেটে যাবে।[4]

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউনুস,*** ১০:৮১, আয়াতটির পূর্ণরূপ হচ্ছে,
قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾
‘মুসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মিদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না।’—স. চৌ.

[2] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৩০, আয়াতটির পূর্ণরূপ হচ্ছে,
اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾
‘কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?’—স. চৌ.

[3] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফুরকান,*** ২৫:২৩: আয়াতটির পূর্ণরূপ হচ্ছে,
وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾
‘আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপে করে দেব।’—স. চৌ.

[4] ইয়াসীন আল-খতীব, ***আর-রাওযাতুল ফায়হা ফী তাওয়ারীখিন নিসা,*** পৃ. ৩৯০

## সূরা হজ্জের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝٥٨ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝٥٩ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٦٠ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝٦١ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝٦٢ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۡ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝٦٣ۚ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٦٤ۧ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٦٥

‘যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিজিকদাতা। তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌঁছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল। এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল। এটি এ জন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্য দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন, দেখেন। এটি এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান। তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবরদার। নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী। তুমি কি দেখ



না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তার সব কিছুকে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান।’[১]

*কিতাবুল ফওয়ায়েদের* গ্রন্থকার লিখেছেন যে, আসহাবে রসুল ﷺ-এর বিশেষ পুস্তিকায় হজরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে রেওয়ায়ত আছে যে, তিনি বলেছেন, ‘আমি সম্পূর্ণ কুরআন গবেষণা করেছি। তবে উপরোক্ত আয়াতসমূহকে অতুলনীয় মাহাত্ম্যপূর্ণ পেয়েছি। আর হজরত রসুল ﷺ-এর কাছে উক্ত আয়াতসমূহের ফযীলত সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন, ‘এ আটটি আয়াত খোদায়ি ধন-ভাণ্ডারসমূহের আটটি ধন-ভাণ্ডার এবং অনন্ত গূঢ় রহস্যের আটটি রহস্য।’

আর এ আয়াতসমূহ আল্লাহর ইসমে আযম হতে খালি নয়।[২] যে ব্যক্তি উক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকে, দৈত্য-দানব ইত্যাদির ক্ষতিসাধন, শয়তানের কুচক্র ও দাগা হতে নিরাপদে থাকবে এবং তার রিজিকের দ্বারসমূহে খুলে প্রশস্ত হয়ে যাবে। আর কোনো দুঃখ-দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হবে না। বাদশাহ, আমীর ও বড় লোকদের মদদ পাবে এবং যে দিকে লক্ষ করবে, যাবতীয় কাজ তার মনোবাসন অনুযায়ী সমাধা হবে। দুশমন ও হিংসুকগণের দূরভিসন্ধি হতে মুক্ত থাকবে আর তামাম জিন ও মানুষ তার বশীভূত হবে। মুসাফিরি অবস্থায় সকল বিপদ হতে রক্ষায় থাকবে। বিশেষত সমুদ্র ভ্রমণে আরও পরীক্ষিত। যখনই মৃত্যু হবে, আল্লাহর কাছে পাপ-মার্জনা হয়েই তার মৃত্যু ঘটবে। আর তার সকল বাক্য-বক্তব্য সুরচিত হবে। আমীন।

আমাদের হজরত পীর সাহেব কেবলা রহ. ইরশাদ করেছেন, নিম্নলিখিত আয়াত ও দোয়াসমূহ বহু অর্থবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে পরিগণিত। অতএব পাঠকবৃন্দ অপরাপর দোয়াসমূহকে এগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারেন।

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হজ,* ২২:৫৮-৬৫

[২] (ক) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ৩০; (খ) আন-নাসাফী, ***মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা’ওয়ীল,*** খ. ২, পৃ. ৪৫২; (গ) সায়ীদ হাওওয়া, ***আল-আসাস ফিত তাফসীর,*** খ. ৭, পৃ. ৩৫৯৮, প. ৩০, তিনি বলেন,

**قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا ۝٥٨ ...﴾ [الحج: ٥٨] إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٦٥﴾ [الحج: ٦٥]، وَفِيْ سَبْعِ آيَاتٍ مِنْهَا وَرَدَ فِيْ كُلٍّ مِنْهَا اسْمَانِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَىٰ، وَقَدْ نَقَلَ النَّسَفِيُّ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ اسْمَ اللهِ الْأَعْظَمَ فِي الْآيَاتِ الثَّمَانِيَةِ، لِذَلِكَ يُسْتَجَابُ لِقِرَائِهَا.**

‘আল্লাহ তাআলার বাণী: ‘যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছ... নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান।’ আয়াতগুলোর মধ্যে সাতটির প্রত্যেকটিতেই আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ থেকে দুটি করে নাম এসেছে। নাসাফী ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর মহান এ অষ্ট আয়াতেই আছে। অতএব আয়াতগুলো পাঠ করলে দোয়া কবুল হবে।’—স. চৌ.

## আল্লাহর হুকুম ও মর্জিতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান ও সকল অভাব পূরণার্থে

| | | |
|---|---|---|
| ১. | فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾ [1] | ৩৬০ বার |
| ২. | مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ﴿٣٩﴾ [2] | ৩৬০ বার |
| ৩. | وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ [3] | ৩৬০ বার |
| ৪. | সূরা আলাম নাশরাহ লাক ( اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ﴿١﴾ ) [4] সম্পূর্ণ | ৩৬০ বার |
| ৫. | সূরা ইন্না আনযালনাহু ( اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ ) [5] সম্পূর্ণ | ৩৬০ বার |
| ৬. | لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ [6] | ৩৬০ বার |
| ৭. | يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ فِيْ دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ، يَا حَيُّ [7] | ৩৬০ বার |
| ৮. | سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ [8] | ৩৬০ বার |
| ৯. | يَا دَافِعَ الْبَلَاءِ وَالْبَلِيَّاتِ [9] | ৩৬০ বার |
| ১০. | اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَرَاجًا مُّنِيْرًا وَآلِهِ وَسَلِّمْ [10] | ৩৬০ বার |

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:১৩৭, অর্থ: 'সুতরাং এখন তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।'—স. চৌ.

[2] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাহফ,*** ১৮:৩৯
অর্থ: 'আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। আল্লাহর দেয়া ব্যতীত কোনো শক্তি নেই।'—স. চৌ.

[3] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইয়াসীন,*** ৩৬:১২
অর্থ: 'আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।'—স. চৌ.

[4] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের চতুর্নবতি সূরা: ***সূরা আল-ইনশিরাহ***—স. চৌ.

[5] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের সপ্তনবতি সূরা: ***সূরা আল-কদর***—স. চৌ.

[6] (ক) আল-বাযযার, ***আল-মুসনাদ,*** খ. ১৭, পৃ. ৯২, হাদীস: ৯৬৩৫; (খ) আত-তাবারানী, ***আদ-দুআ,*** পৃ. ২১২, হাদীস: ৬৬৬; (গ) আল-হাকিম, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,*** খ. ১, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ১৯০১, অর্থ: 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, কোনো পরিত্রাণ নেই।'—স. চৌ.

[7] (ক) আবু তালিব আল-মক্কী, ***কুয়াতুল কুলূব,*** খ. ১, পৃ. ১২৯; (খ) আস-সুয়ুতী, ***আল-হাওয়ী লিল ফতওয়া,*** খ. ১, পৃ. ৪৪০, অর্থ: 'হে চিরঞ্জীব, যখন কেউ জীবিত ছিল না তাঁর রাজত্বের দীর্ঘতায় ও স্থায়িত্বে, হে চিরঞ্জীব।'—স. চৌ.

[8] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ,*** খ. ৮, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ৬৬৮২ ও খ. ৯, পৃ. ১৬২, হাদীস: ৭৫৬৩; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** খ. ৪, পৃ. ২০৭২, হাদীস: ২৬৯৪, অর্থ: 'আমি আল্লাহর সপ্রশংসা পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'—স. চৌ.

[9] অর্থ: 'হে দুঃখ-দুর্দশা প্রতিরোধকারী।'—স. চৌ.

[10] অর্থ: 'হে আল্লাহ! দীপ্তিময় সূর্য সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর শান্তি ও সালাম প্রেরণ করুন।'—স. চৌ.



## সূরা মুমিনূনের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

১– فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٤﴾

'অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।'[1]

এই আয়াত পাঠ করে ফোড়ার ওপর দম করলে ইনশাআল্লাহ আরাম পাবে।

**আরও একটি তদবীর:**

«بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفٰى سَقِيْمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا».

'আল্লাহর নামে আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারও থুথু, আমাদের খুরমা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশে আমাদের রোগীকে আরোগ্য দান করে থাকে।'[2]

কারও ফোড়া হলে সাদা মাটির একটি ঢিল হাতে নিয়ে উপরোক্ত দোয়া সাতবার পাঠপূর্বক সেই সাদা মাটির ওপর ফুঁ দেবে। তারপর তার ওপর অল্প থুথু দেবে। অতঃপর তা গুড়ো করে ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলির দ্বারা ফোড়ার ওপর লাগাবে। কয়েকদিন এভাবে করলে ইনশাআল্লাহ ফোড়া ভালো হবে।[3]

২– وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-মু'মিনূন,*** ২৩:১৪

[2] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ,*** খ. ৭, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ৫৭৪৫, হজরত আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত

[3] আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ৩৭, এটি তিনি হজরত মাওলানা শাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ নঈমুল্লাহ ইবনে গোলাম কুতুবুদ্দীন বাহরায়িচী ؒ (মৃ. ১২১৮ হি.)-বিরচিত *মা'মূলাতে মাযহারিয়া ওয়া মাহবুবুল আরিফীনের* বরাতে বর্ণনা করেছেন। শাহ বাহরায়িচী প্রখ্যাত শায়খুল মাশায়েখ হজরত মির্জা মাযহার জানে জানান ইবনে জানে সুলতান ؒ (মৃ. ১১৯৫ হি.)-এর বিশিষ্ট খলীফা।—স. চৌ.

خَلْقًا اٰخَرَ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

‘আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।’[১]

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত যে,

وَمَنْ أَرَادَهَا لِلْقَبُوْلِ وَالزِّيْنَةِ فِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ، فَلْيَكْتُبُهَا فِيْ خِرْقَةِ قَطَنٍ رَفِيْعَةٍ مَقْصُوْرَةٍ بِمَاءِ تُوْتٍ، ثُمَّ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ تَحْتَ عِمَامَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَحْتَ عِصَابَتِهَا، فَإِنَّهُ يَكُوْنُ ذٰلِكَ.

‘একটি খুব মিহি বস্ত্রখণ্ডকে তুঁতের পানিতে ডুবিয়ে শুকিয়ে সেটির ওপর উপরোক্ত আয়াতসমূহ লিখবে এবং তা মাথায় পাগড়ির নিচে স্ত্রীলোক হলে মস্তকাবরণের তলে (বা চুলের ভেতর) রাখবে। তাতে মানবসমাজের নজরে আদৃত হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে।’[২]

**আরও একটি তদবীর:** উপরোক্ত কিতাবে বর্ণিত যে,

هٰذِهِ الْآيَاتُ لِلْحَمْلِ وَحِفْظِ الْجَنِيْنُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ ...، فَمَنْ أَرَادَ ذٰلِكَ فَلْيَكْتُبْهَا لِلْحَمْلِ فِيْ ٧ وَرَقَاتٍ مِنْ رَيْحَانٍ أَتَرَجَّىٰ، ثُمَّ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ تَبْلَعُهَا وَرَقَةً بَعْدَ وَرَقَةٍ وَتَشْرُبُ مَعَ كُلِّ وَرَقَةٍ جُرْعَةً مِنْ لَبَنِ بَقَرَةٍ صَفَرَاءَ، تَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنَّهَا تَحْمِلُ.

‘তরুমজার (জাম্বুরা) সাতটি পাতার ওপর উক্ত আয়াতসমূহ লিখবে। যে মহিলার সন্তান হয় না তার গায়ে একটি একটি করে লাগিয়ে দিলে তবে আল্লাহর হুকুমে তার গর্ভ স্থির হবে।’[৩]

**আরও একটি তদবীর:** *কিতাবুল ফওয়ায়েদে* বর্ণিত যে,

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-মু’মিনূন*, ২৩:১২-১৪

[২] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, *আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন*, পৃ. ৮৫; (খ) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী*, পৃ. ৮৯

[৩] আল-ইয়াফিয়ী, *আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন*, পৃ. ৮৫



وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: كَانَ رَجُلٌ أَصَابَهُ الْجَرَبُ حَتَّىٰ تَقَشَّرَ- جِلْدُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُدَاوِيْهِ، وَلَا يَنْفَعُ فِيْهِ الدَّوَاءُ، فَسَافَرَ مَعَ قَافِلَةٍ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَعَجَزَ عَنِ الْوُصُوْلِ، وَبَقِي مُنْقَطِعًا فِي الصَّحْرَاءِ قَرِيْبًا مِنَ الْكُوْفَةِ، فَأَوَىٰ إِلَىٰ مَشْهَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَرَأَىٰ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَلَا تَرَىٰ مَا حَلَّ لِيَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۝﴾ [المؤمنون: ١٤] الْآيَةُ، فَأَصْبَحَ الرَّجُلُ، وَقَدْ كَسَىٰ جِلْدًا صَحِيْحًا.

‘জনৈক লোক খোস-পাঁচড়া রোগে এভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ল যে বহু প্রকার চিকিৎসা সত্ত্বেও আরাম পায়নি। সে অবস্থায় সে এক কাফেলার সাথে মক্কা মোয়াজ্জমার দিকে রওয়ানা হয়। পথের মধ্যে হাঁটতে অক্ষম হয়ে কাফেলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর হজরত আলী রাঃ-এর রওজায় অবস্থান করল, স্বপ্নে হজরত আলী রাঃ-এর সাথে সেই লোকের জিয়ারত নসিব হয় এবং খোস-পাঁচড়ার যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করে। হজরত আলী রাঃ তখন এই আয়াত فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ ۝ হতে الْخٰلِقِيْنَ ۝ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সকালে সেই ব্যক্তি ঘুম হতে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে জেগে উঠল।’[১] (হুজুর কেবলা রহ.-এর *খাওয়াস্সুল কুরআন* হতে)

[১] আশ-শারজী, *আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ*, পৃ. ৫৩

## সূরা ফুরকানের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

১– اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿٤٦﴾

‘তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।’[১]

*মাকারিমুল আখলাক* কিতাবে বর্ণিত যে, ‘এই আয়াত মোবারক তিনদিনের জ্বর (যে জ্বর তিনদিন ফাঁক দিয়ে চতুর্থ দিনে আসে)-এর জন্য উপকারী।’[২] রোগীর ডান বাহু ধরে উক্ত আয়াত পড়বে। আর তা লিখে তাবিজ হিসেবে গলায় ঝুলাবে। ইনশাআল্লাহ রোগী আরোগ্য লাভ করবে।

**আরও একটি তদবীর:** *কিতাবুল ফওয়ায়েদ* ও *কিতাবুর রহমতে*[৩] বর্ণিত যে, উপরোক্ত দুইটি আয়াত রমজান মাসের শেষ শুক্রবার দিন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ[৪]-এর সাথে লিখে হেফাজতের সাথে রেখে দেবে। যখন কারও মাথার ভয়ানক ব্যথা হয়, তখন তার মাথায় বেঁধে দেবে। ইনশাআল্লাহ মাথা ব্যথা সেরে যাবে। (পরে সে লেখা আবার রেখে

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফুরকান,*** ২৫:৪৫-৪৬

[২] আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক,*** পৃ. ৩৭২, ক্র. ১৬

[৩] পুরো নাম: *আর-রহমা ফিত তিব্ব ওয়াল হিকমা*। বিভিন্ন দোয়া ও ঝাড়-ফুঁর মাধ্যমে চিকিৎসা বিষয়ে বেশ উপকারী একটি গ্রন্থ। এটি হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী ﷺ (মৃ. ৯১১ হি.)-এর রচনা হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর রচনা নয়, বরং তাঁর নামে আরোপিত। এর প্রকৃত রচয়িতা হচ্ছেন মুহাম্মদ মাহদী ইবনে আলী ইবনে ইবরাহীম আস-সুনবুরী আল-ইয়ামানী আল-মাহজামী আল-মুকরী (মৃ. ৮১৫ হি. = ১৪১২ খ্রি.)। তিনি একজন কিরআত শাস্ত্রবিদ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সাধক পুরুষ। এটি যে তাঁরই রচনা সে বিষয়ে গ্রন্থবিশেষজ্ঞগণ সকলই একমত।—স. চৌ.

[৪] অর্থ: ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’—স. চৌ.



দেবে)।[১]

২– وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾

‘তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি।’[২]

দুনিয়াদারির কাজ-কারবার ও লেনদেন ইত্যাদির নিষ্কলঙ্কতার জন্যও অন্তরের ক্ষুন্নতা ও কৃচ্ছতা দূর করার নিমিত্ত উপরোক্ত আয়াত যথেষ্ট। (আমাদের মুরশিদ হজরত কেবলা ﷺ তদ্রূপ ফরমায়েছেন।)

[১] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ১১২-১১৩; (খ) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৭০; (গ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ৮৮; (ঘ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ২২; (ঙ) আস-সুয়ুতী, ***আর-রহমা ফিত তিব্ব ওয়াল হিকমা,*** পৃ. ৩৮-৩৯

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফুরকান,*** ২৫:৪৮

## সূরা শুআরার কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِیْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ ﴿۱۹۳﴾ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ ﴿۱۹۴﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیْنٍ ﴿۱۹۵﴾ وَ اِنَّهٗ لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۹۶﴾ اَوَ لَمْ یَكُنْ لَّهُمْ اٰیَةً اَنْ یَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ ﴿۱۹۷﴾

‘এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়। নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। তাদের জন্য এটি কি নিদর্শন নয় যে, বনি ইসরাইলের আলেমগণ এটি অবগত আছে?’[1]

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত যে,

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِیْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۹۲﴾﴾ [الشعراء: ١٩٢] إِلَىٰ ﴿مُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۹۹﴾﴾ [الشعراء: ١٩٩]، وَفِيْ نُسْخَةٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿عُلَمٰٓؤُا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ ﴿۱۹۷﴾﴾ [الشعراء: ١٩٧]:

**هَذِهِ الْآيَاتُ لِإِظْهَارِ الْخَبَايَا وَالْكُنُوْزِ وَالدَّفَائِنِ، فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ، فَلْيَأْخُذْ دِيْكًا أَبْيَضَ أَفْرَقَ أَزْرَقَ، وَيَكْتُبِ الْآيَاتِ عَلَىٰ وَرَقِ الْمَوْزِ، وَتُرْبَطُ فِيْ خِرْقَةِ ثَوْبِ بِنْتِ بِكْرٍ غَيْرِ بَالِغٍ بِخَيْطِ نِيْرٍ، وَتَعَلَّقُ عَلَى الْمَوْضَعِ، وَيَحْفِرَ بِحَفْرِ بِرِجْلَيْهِ وَمِنْقَارِهِ.**

‘যদি কোনো স্থানে মাটির ভেতর গুপ্তধন আছে বলে ধারণা হয় এবং তার নির্দিষ্ট স্থান জানার বাসনা হয়, তবে উপরোক্ত আয়াত সমুদয় একখানা কাগজে লিখে নাবালেগা বালিকার কাটা সুতো দ্বারা বোনা বস্ত্র খণ্ডের ভেতর রেখে সেলাই করবে। আর তা কোনো এক রবিবার এক নীল চক্ষুবিশিষ্ট সাদা মোরগ অথবা ঝুটিবিশিষ্ট সাদা মোরগের বাহুতে বেঁধে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-শু‘আরা,* ২৬:১৯২-১৯৭



পড়ার পর উক্ত স্থানে নিয়ে ছেড়ে দেবে। যদি প্রকৃতপক্ষে গুপ্তধন সেখানে থাকে তাহলে আল্লাহ পাকের হুকুমে সেই মোরগ যে জায়গায় গুপ্তধন আছে সেখানে দাঁড়িয়ে ঠোঁট ও নখের দ্বারা মাটিতে খুঁড়তে আরম্ভ করবে।’[1]

[1] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৮৭; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ৪৭-৪৮ ও ৯০

## পবিত্র সূরা কাসাসের বিশেষ গুণাবলি

*তাফসীরে আল-বুরহানে* রসুলে করীম ﷺ-এর হাদীস বর্ণিত যে,

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ كَتبَهَا وَشَرِبَهَا، زَالَ عَنْهُ جَمِيْعُ مَا يَشْكُوْ مِنْ الْأَلَمِ، بِإِذْنِ الله تَعَالَىٰ».

'হজরত ﷺ ফরমায়েছেন, 'যে লোক এ সূরা কাসাস লিখে ধুয়ে পান করবে, তার রোগের সকল প্রকার কষ্ট-যাতনার উপশম হবে।"[১]

আরও বর্ণিত যে,

عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: «وَمَنْ كَتبَهَا، وَمَحَاهَا بِالْمَاءِ وَشَرِبَهَا، زَالَ عَنْهُ جَمِيْعُ الْآلَامِ وَالْأَوْجَاعِ».

'যে ব্যক্তি উক্ত সূরা লিখে ধুয়ে পান করবেন, তার সকল বেদনা-যাতনা ও প্লীহা রোগ দূরীভূত হবে।'[২]

عَنِ الصَّادِقِ ﵇: «مَنْ كَتبَهَا، وَعَلَّقَهَا عَلَى الْمَبْطُوْنِ، وَصَاحِبِ الطِّحَالِ، وَوَجَعِ الْكَبِدِ، وَوَجَعِ الْجَوْفِ، يَكْتُبُهَا وَيُعَلِّقُهَا عَلَيْهِ، وَأَيْضًا يَكْتُبُهَا فِيْ إِنَاءٍ وَيُغَسِّلُهَا بِمَاءِ الْمَطَرِ، وَيَشْرَبُ ذَلِكَ الْمَاءَ، زَالَ عَنْهُ ذَلِكَ الْوَجَعُ وَالْأَلَمُ، وَيَشْفَىٰ مِنْ مَرَضِهِ، وَيُهَوَّنُ عَنْهُ الْوَرَمُ، بِإِذْنِ الله تَعَالَىٰ».

'হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﵀ ইরশাদ করেছেন, 'এ সূরা কাসাস লিখে

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৭১; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৬, পৃ. ৪৭, ক্র. ১

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৭১; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৬, পৃ. ৪৭, ক্র. ২



প্লীহা রোগীর গলায় ঝুলাবে বা যে লোকের দস্ত হচ্ছে বা কলিজায় বেদনা হচ্ছে বা যে লোক অন্য কোনো অভ্যন্তরীণ রোগে আক্রান্ত তাদের দেহে উক্ত সূরার তাবিজ লটকালে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোনো পাত্রে লিখে ধুয়ে পান করানো হলে আল্লাহর হুকুমে রোগ দূর হবে।"[১]

আরও বর্ণিত যে,

«مَنْ كَتبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَىٰ عَبْدٍ أَمِنَ عَلَيْهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَالْهَرَبِ وَالْخِيَانَةِ، وَكَذَا إِذَا عُلِّقَتْ عَلَىٰ وَجَعِ الْكَبِدِ وَالْبَطْنِ وَالْمَطْحُوْلِ وَمَنْ شَرِبَهَا بِمَاءِ الْمَطَرِ نَفَعَتْهُ مِنْ جَمِيْعِ الْأَسْقَامِ».

'তা লিখে পেটশূল রোগী, প্লীহা রোগী, যকৃতদের রোগী প্রভৃতির গলায় ঝুলায়ে দিলে সে রোগী আরোগ্য লাভ করবে। অনুরূপভাবে তা লিখে কৃতদাসের গলায় বেঁধে দিলে সে জিনা এবং পলায়ন ইত্যাদি অপকর্ম হতে বিরত থাকবে।'[২]

১– فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

'অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।'[৩]

হজরত আশরাফ আলী থানভী ﵀ ইরশাদ করেছেন,

اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہو، تو اِس آیت کو لکھ کر چرخہ میں باندھ کر سات مرتبہ ہر روز چالیس دن تک اُلٹا گما دیں، اِنْ شَآءَ اللّٰہُ تَعَالٰی بہ برکت اِس عمل کے وہ شخص جلد واپس آئے گا۔

'কোনো লোক পালিয়ে গেলে উপরোক্ত আয়াত লিখে তা চর্কায় বেঁধে প্রতিদিন ৬০ বার করে ৪০ দিন পর্যন্ত উলটো দিকে ঘুরাতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ এ ক্রিয়া দ্বারা সেই পলাতক সত্বর ফিরে আসবে।'[৪]

২– وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسْقُوْنَ ۬ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَیْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِیْ حَتّٰى یُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٚ وَاَبُوْنَا شَیْخٌ كَبِیْرٌ ﴿۲۳﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৭১; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৬, পৃ. ৪৭, ক্র. ৩

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৭১; (খ) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ***, পৃ. ৪৫৬, ক্র. ১৬; (গ) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ৯১

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাসাস***, ২৮:১৩

[৪] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ২৭; (খ) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ১৭৩

فَقَالَ رَبِّ اِنِّیْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِیْ عَلَی اسْتِحْیَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِیْ یَدْعُوْكَ لِیَجْزِیَكَ اَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۫ٙ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿٢٥﴾

‘যখন তিনি মাদয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত এবং তাদের পশ্চাতে দুজন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মুসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মুসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।’[1]

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত যে,

قَوْلُـهُ تَعَـالَىٰ: ﴿ وَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْیَنَ ﴿٢٣﴾ ﴾ [القصص: ٢٣] هَـذِهِ الْآيَـاتِ إِلَىٰ قَوْلِـهِ: ﴿ الظّٰلِمِیْنَ ﴿٢٥﴾ ﴾ [القصص: ٢٥]: مَـا قَرَأَهَـا خَـائِفٌ إِلَّا أَمِـنَ، وَإِنْ كَـانَ خَائِفًـا مِـنْ سُلْطَانٍ أَوْ ظَالِـمٍ أَوْ جَائِرٍ وُقِيَ شَرَّهُ.

‘উপরোক্ত আয়াতসমূহ যে লোক বেশি পাঠ করবে, সে অত্যাচারী জালিমের ক্ষতি সাধন হতে রক্ষা পাবে।’[2]

৩- قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا یٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰتَیْنِ عَلٰۤی اَنْ تَاْجُرَنِیْ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَ مَاۤ اُرِیْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَیْكَ ؕ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكَ ؕ اَیَّمَا الْاَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَیَّ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ وَكِیْلٌ ﴿٢٨﴾

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কাসাস,* ২৮:২৩-২৫

[2] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, *আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,* পৃ. ৮৯; (খ) আশরফ আলী থানভী, *আ'মালে কুরআনী,* পৃ. ৯১



‘বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, পিতা! তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে, যদি তুমি ১০ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চান তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। মুসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ চুক্তি স্থির হল। দুটি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোনো একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহর ওপর ভরসা।’[1]

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত যে,

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «... قَوْلُهُ: ﴿ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْیَنَ ﴿٢٢﴾ ﴾ [القصص: ٢٢] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ وَكِیْلٌ ﴿٢٨﴾ ﴾ [القصص: ٢٨]، ... مَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَىٰ مَمْلُوْكِهِ دَفَعَتْ عَنْهُ الْخِيَانَةُ وَالزِّنَا وَالْـهَرْبِ، وَمَـنْ كَتَبَهَـا وَعَلَّقَهَـا عَـلَى الْـمَبْطُوْنِ أَوِ الْـمَطْحُوْلِ أَوْ وَجِيْعِ الْكَبَدِ أَوِ الْـجَوْفِ زَالَ عَنْهُ».

‘উপরোক্ত আয়াতসমূহ লিখে তাবিজ করে প্লীহা রোগী, দাস্ত রোগী, কলিজায় ব্যথা ও পেটশূল রোগীর গলায় ঝুলাবে আল্লাহর ফজলে শিফা পাবে। দাস-দাসীদের গলায় ঝুলাবে বিশ্বাসঘাতকতা, জিনা ও মিথ্যাবাদিতার অভ্যাস দূর হবে।’[2]

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কাসাস,* ২৮:২৬-২৮

[2] আল-ইয়াফিয়ী, *আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,* পৃ. ৮৯

## সূরা রূমের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

১– فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝١٧ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝١٨ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝١٩

‘অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে, তাঁরই প্রশংসা। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমরা উত্থিত হবে।’[১]

*জুন্নাতুল ওয়াকিয়া* কিতাবে রসুল ﷺ হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, ‘যে লোক সকালে ও সন্ধ্যায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, তার দিন-রাতে যত নেকি হওয়ার আছে সেসবের একটিও তার ফাওত হবে না।’[২]

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আর-রূম,*** ৩০:১৭-১৯

[২] ইবনে বাবাওয়াইহ, ***আল-আমালী,*** পৃ. ৬৭৪, ক্র. ৯১২/১৪, তিনি বলেন,

عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: ﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝١٧ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝١٨﴾ [الروم: ١٧-١٨]، لَمْ يَفُتْهُ خَيْرٌ يَكُوْنُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَصُرِفَ عَنْهُ جَمِيْعُ شَرِّهَا، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَفُتْهُ خَيْرٌ يَكُوْنُ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَصُرِفَ عَنْهُ جَمِيْعُ شَرِّهِ.

‘হজরত আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার সূরা আর-রূমের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াত পাঠ করে তবে সেই রাতে হওয়ার মতো কোনো নেকিই তার ছুটে যাবে না এবং তাকে যাবতীয় অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা হবে। একইভাবে সকাল আয়াতগুরো পাঠ করলে ওই দিনে হওয়ার মতো কোনো নেকিই তার ছুটে যাবে না এবং তাকে যাবতী অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা হবে।”

এটি মূলত হজরত আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত বলেই কথিত, রসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নয় এটি। এতে ঊনবিংশ আয়াতের উল্লেখ নেই এবং আয়াতগুলো তিন তিনবার পাঠের কথা অতিরিক্ত এসেছে। আর এ বর্ণনাটি *জুন্নাতুল আমানিল ওয়াফিয়া* তথা *মিসবাহে আল-কাফআমী*তে বর্ণিত হয়নি।’—স. চৌ.



*বিহারুল আনওয়ার*[১] গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে রসুল ﷺ হতে বর্ণিত যে,

«مَنْ قَرَأَ ﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝١٧﴾ [الروم: ١٧] إِلَىٰ ﴿وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝١٩﴾ [الروم: ١٩] كُتِبَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ كُلِّ وَرَقَةِ ثَلْجٍ عَلَىٰ جَبَلِ سَيَلَانَ»، قِيْلَ: وَمَا اَلسَّيَلَانُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «جَبَلٌ بِأَرْمَنِيَّةَ وَآذَرْبَيْجَانَ؛ عَلَيْهِ عَيْنٌ مِنْ عُيُوْنِ الْجَنَّةِ وَفِيْهِ قَبْرٌ مِنْ قُبُوْرِ الْأَنْبِيَاءِ».

‘যে লোক উক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করবে তার নামে সয়লান পর্বতের বৃক্ষসমূহের তাজা পাতাসমূহের সমসংখ্যক নেকি লেখা হবে। জিজ্ঞাসিত হলেন, সয়লান কী? উত্তরে বলেন, সয়লান হচ্ছে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের একটি পর্বতমালা। সেই পর্বতে স্বর্গীয় এক ঝরনা আছে এবং এক নবীর কবরও সেখানে বিদ্যমান।”[২]

২– كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٩ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝٦٠

‘এভাবে আল্লাহ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। অতএব আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।’[৩]

*ওয়াযীফায়ে করীমা* ও *কিতাবুল ফওয়ায়েদে* বর্ণিত যে, ‘যদি দুশমনের অন্তরে ভীতি ও হায়বত প্রবলভাবে বিস্তার করার প্রয়োজন ঘটে, তাহলে শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বনপূর্বক সেই শত্রুর একটি বস্ত্র হাসিল করবে। খরিদ করে বা চেয়ে যেকোনো প্রকারে রাজি করিয়ে বস্ত্রখণ্ডটি পেতে হবে। সেই বস্ত্রখণ্ডের ওপর উপরোক্ত আয়াত লিখে তারপর লিখবে, كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةٍ। তবে فُلَانِ স্থলে সে দুশমনের নাম লিখবে এবং فُلَانَةٍ স্থলে সেই শত্রুর মাতার নাম লিখবে। পরে তা তাবিজ করে বাহুতে বাঁধবে। ইনশাআল্লাহ দুশমন তাকে দেখলে ভয়ে হায়বতে অধীর হবে।’[৪]

[১] বিহারুল আনওয়ার: بِحَارُ الْأَنْوَارِ الْجَامِعَةُ لِدُرَرِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ। এটি শিয়াদের নিকট হাদীসের অন্যতম উৎসগ্রন্থ এবং সর্ববৃহৎ শিয়া হাদীসকোষ এটি। এর রচয়িতা আল্লামা মাজলিসী (মৃ. ১১১১ হি.), একজন প্রখ্যাত শিয়া মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ধর্মীয় ব্যক্তি।—স. চৌ.

[২] আল-মজলিসী, ***বিহারুল আনওয়ার,*** খ. ৭৫, পৃ. ১২২, ক্র. ১২

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আর-রূম,*** ৩০:৫৯-৬০

[৪] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৭৫; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ৯২; (গ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৯০

# পবিত্র সূরা লোকমানের বিশেষ গুণাবলি

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত যে,

**مَنْ كَتَبَهَا وَسَقَاهَا لِمَنْ فِيْ جَوْفِهِ عِلَّةٌ أَوْ غِشٌّ عَوْفِيُّ، وَأَمِنَ مِنَ الْحُمَىٰ وَزَالَتْ عَنْهُ، وَمَنْ قَرَأَهَا أَمِنَ مِنَ الْغَرَقِ.**

‘সূরা লোকমান লিখে তারপর ধুয়ে সেই পানি পান করলে পেটের সকল রোগ এবং সকল প্রকার জ্বর দূর হয়। আর এ সূরা পাঠ করলে মানুষ জলমগ্ন হওয়ার (ডুবিয়ে মরার) দশা হতে নিরাপদে থাকে।’[১]

*তাফসীরে আল-বুরহানের* বরাতে *খাওয়াস্‌সুল কুরআনে* লিখিত আছে যে,

**رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «... وَمَنْ كَتَبَهَا وَسَقَاهَا مَنْ فِيْ جَوْفِهِ عِلَّةٌ زَالَتْ عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ يَنْزِفُ دَمًا، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، وَعَلَّقَهَا عَلَىٰ مَوْضِعِ الدَّمِ، انْقَطَعَ عَنْهُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ».**

‘কোনো লোক শরীরের অভ্যন্তরীণ রোগে আক্রান্ত থাকলে, তাকে এ সূরা লিখে ধুয়ে পান করালে ইনশাআল্লাহ আরাম পাবে। আর পুরুষ বা মহিলার রক্ত বের হতে লাগলে এ সূরা লিখে তাবিজ বানিয়ে যেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছে সেখানে লটকালে ইনশাআল্লাহ রক্ত বন্ধ হবে।’[২]

হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﵀ ফরমায়েছেন যে,

[১] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৭৫-১৭৬; (খ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৯০; (গ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ৯২

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৭৫; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৬, পৃ. ১৬৭, ক্র. ২



**قَالَ الصَّادِقُ ؑ: «مَنْ كَتَبَهَا وَسَقَىٰ بِهَا رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ جَوْفِهَا غَاشِيَةٌ، أَوْ عِلَّةٌ مِنَ الْعِلَلِ، عُوْفِيَ وَأَمِنَ مِنَ الْحُمَّىٰ، وَزَالَ عَنْهُ كُلُّ أَذًى بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ».**

‘যে ব্যক্তি এ সূরা লিখে তা ধুয়ে সেই পানি পান করবে তার শরীরের ভেতরের সকল রোগ দূর হবে, জ্বর হতে হেফাজত থাকবে আর ইনশাআল্লাহ তার সকল ব্যাধি দূর হবে।’’[১]

১- كَاَنۡ لَّمۡ یَسۡمَعۡهَا كَاَنَّ فِیۡۤ اُذُنَیۡهِ وَقۡرًا ۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ۝

‘যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দুই কান বধির। সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।’[২]

*মাকারিমুল আখলাক* কিতাবে বর্ণিত যে,

**يُقْرَأُ عَلَىٰ دُهْنِ الْيَاسَمِينِ أَوِ الْبَنَفْسَجِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿كَاَنَّ فِیۡۤ اُذُنَیۡهِ وَقۡرًا ۚ﴾ [لقمان: ٧]، ﴿اِنَّ السَّمۡعَ وَ الۡبَصَرَ وَ الۡفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا ۝﴾ [الإسراء: ٣٦] وَيُصَبُّ فِي الْأُذُنِ.**

‘কারও কানে ব্যথা বা খোটানি হলে চামেলি বা বনফশার তেল নিয়ে তার ওপর উপরোক্ত আয়াত তিনবার পড়ে তিন ফুঁবার দেবে এবং সেই তেল কানে লাগাতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ ব্যথা থাকবে না। (অতঃপর পড়বে),

كَاَنَّ فِیۡۤ اُذُنَیۡهِ وَقۡرًا ۚ اِنَّ السَّمۡعَ وَ الۡبَصَرَ وَ الۡفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا ۝

‘যেন ওদের দুই কান বধির।’[৩] ‘নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।’[৪,৫]

*আল-আনওয়ারুন নু’মানিয়া* কিতাবে বর্ণিত যে, ‘চামেলি বা বনফশার তেল উপরোক্ত আয়াত সাতবার পড়ে সাতবার ফুঁ দেবে। তারপর কানে লাগাবে।’[৬] এভাবে

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৭৫; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৬, পৃ. ১৬৭, ক্র. ৩

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা লুকমান,*** ৩১:৭

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা লুকমান,*** ৩১:৭

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ইসরা,*** ১৭:৩৬

[৫] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ২৭৬; (খ) আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক,*** পৃ. ৩৭৫, ক্র. ১৬

[৬] নি’মাতুল্লাহ আল-জাযায়িরী, ***আল-আনওয়ারুন নু’মানিয়া,*** খ. ৪, পৃ. ১২২,

**رُقْيَةُ وَجْعٍ: يُقْرَأُ عَلَىٰ دُهْنِ الْيَاسَمِينِ وَالْبَنَفْسَجِ مَرَّاتٍ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿كَاَنَّ فِیۡۤ اُذُنَیۡهِ وَقۡرًا ۚ﴾ [لقمان: ٧]، ﴿اِنَّ السَّمۡعَ وَ الۡبَصَرَ وَ الۡفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا ۝﴾ [الإسراء: ٣٦] وَيُصَبُّ فِي الْأُذُنِ.**

মজলিসী ﷺ *হিলয়াতুল মুত্তাকীন* কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'কানের খোটানিতে চামেলি বা বনফশার তেলে সাতবার পাঠ করবে তারপর কানে লাগাবে।'[২]

২– وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٢٧ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝٢٨

'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলি লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[৩]

*কিতাবুল ফওয়ায়েদে* উল্লেখিত আছে যে,

وَمَنْ أَصَابَهُ ثَقَلٌ فِيْ لِسَانِهِ، فَلْيَأْخُذْ شَيْئًا مِنَ الْحِنْطَةِ وَيَسْحُقُهَا بِعَسَلِ نَحْلٍ، وَيُضَافُ إِلَيْهِ مِسْكٌ وَزَعْفَرَانٌ وَمُرٌّ وَنَشَّادٌ، وَيُخْلَطُ بِعَسَلٍ، وَيُعْرَكُ بِهِ اللِّسَانُ، يَزُوْلُ مَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

'যে ব্যক্তির মেধা মন্দা হয়ে পড়ে বা বক্তৃতার সময়ে মনের মধ্যে বিষয় বস্তুর স্রোত হয় না, সে উপরোক্ত আয়াতসমূহ কোন্দরূর (একপ্রকার সবজি) ওপর পড়ে ফুঁ দেবে। তারপর তা অর্ধ্ব-মিসকাল (মিসকাল ৪½ মাশা ওজন, অর্ধ্ব-মিসকাল ২½ ওজন হবে) মধু বা চিনির সাথে মিশিয়ে খেয়ে ফেলবে। এ তদবীর কয়েকদিন করলে ইনশাআল্লাহ মেধাবী হবে এবং বক্তৃতার সময় বিবিধ বিষয় আসবে ও অনর্গল বক্তৃতা করতে পারবে।'[৪]

---

'ব্যথার রুকিয়া: জুঁই ও ভায়োলেট (বেগুনি বর্ণের ক্ষুদ্র পুষ্পবিশেষ; বেগুনি ফুল)-এর তেলে সূরা লুকমানের সপ্তম ও সূরা আল-ইসরার ষট্‌ত্রিংশ আয়াত কয়েকবার পড়ে (ফুঁ) দেবে এবং কানে লাগাবে।'

অবশ্য এখানে 'সাতবার' কথাটি উল্লেখিত হয়নি, 'কয়েকবার' বলা হয়েছে।—স. চৌ.

[১] হিলয়াতুল মুত্তাকীন: حلیۃ المتقین در آداب و سنن واخلاق اسلامی। শিয়া ঐতিহ্যে রচিত একটি শিষ্টাচার বিষয়ক গ্রন্থ। এর রচয়িতা আল্লামা মাজলিসী (মৃ. ১১১১ হি.), একজন প্রখ্যাত শিয়া মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ধর্মীয় ব্যক্তি।—স. চৌ.

[২] আল-মজলিসী, ***হিলয়াতুল মুত্তাকীন***, পৃ. ২৯৬, তিনি বলেন,

در روایت دیگر وارد شده است که: برائے درد گوش بروغن یاسمن یاروغن بنفشہ ہفت مرتبہ بخواند: ﴿ كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ ﴾ [لقمان: ۷]، ﴿ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ۝٣٦ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، پس آن روغن را در گوش بچکاند۔

'অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, কানের ব্যথার জন্য চামেলি বা বনফশার তেলের ওপর সূরা লুকমানের সপ্তম ও সূরা আল-ইসরার ষট্‌ত্রিংশ আয়াতদুটোর অংশ বিশেষ ফুঁ দেবে। অতঃপর সেই তেল কানে লাগাবে।'—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা লুকমান***, ৩১:২৭-২৮

[৪] (ক) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৬৯; (খ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৯০



৩– اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٣١ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ۬ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝٣٢ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۫ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٝ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝٣٣ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝٣٤

'তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে। হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'[১]

*মিসবাহে আল-কাফআমী*তে সূরা আ'রাফের বর্ণনার সংলগ্নে বর্ণিত যে, সমুদ্রের তুফান হতে আমান ও নিরাপত্তার জন্য উপরোক্ত আয়াত شَكُوْرٍ ۝ পর্যন্ত সাতটি পাতায় লিখবে এবং দরিয়ায় পূর্ব দিকে করে একটার পর একটা নিক্ষেপ করবে। ইনশাআল্লাহ দরিয়ার তুফান হতে আমান পাবে।[২]

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা লুকমান***, ৩১:৩১-৩৪

[২] আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ৯৩, তিনি লিখেছেন,

**سکونِ طوفانِ دریا:** اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ ۝٣١ سے شَكُوْرٍ ۝٣١ تک (لقمان: ۳۱): طوفانِ دریا ساکن کرنے کے واسطے سات پرچوں پر لکھ کر دریامیں جانب مشرق میں یکے بعد دیگرے ایک ایک ڈال دیا جاوے۔

*আদ-দুররুন নাযীম* ও *কিতাবুল ফওয়ায়েদে*ও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[২]

'**সমুদ্রঝড়ের থেমে যাওয়া:** সূরা লুকমানের একত্রিংশ আয়াত: সমুদ্রঝড় থেমে যাওয়ার জন্য সাতটি কাগজের টুকরোয় লিখে সমুদ্রের পূর্ব দিকে একের পর এক নিক্ষেপ করবে।'—স. চৌ.

[১] আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৯০, তিনি বর্ণনা করেন,

**قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي ﴾ [لقمان: ٣١] إِلَىٰ ﴿ كَفُورٍ ﴾ [لقمان: ٣٢]، أَمَانٌ لِمَنْ يَرْكَبُ الْبَحْرَ هَيْجَانُهُ وَتُلَاطِمُ أَمْوَاجُهُ إِذَا كُتِبَتْ فِيْ سَبْعَةِ أَوْرَاقٍ وَرُمِيَتْ فِي الْبَحْرِ إِلَىٰ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ رَكَدَ وَسَكَنَ.**

'সূরা লুকমানের একত্রিংশ আয়াতসমূহ সমুদ্রে ভ্রমণকারীর সমুদ্রঝড় ও প্রবল ঢেউয়ে নিরাপত্তার জন্য, যখন সাতটি কাগজের টুকরোয় লিখে সমুদ্রের পূর্ব দিকে একের পর এক নিক্ষেপ করবে, তখন সমুদ্র স্থবির ও শান্ত হবে।'—স. চৌ.

[২] আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৬৫, তিনি বর্ণনা করেন,

**قَوْلُهُ: ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٣] الْآيَةُ، خَاصِيَتُهَا: إِذَا هَاجَ الْبَحْرَ وَتُلَاطِمُ بِالْأَمْوَاجِ، وَكُتِبَتْ فِيْ قِرْطَاسٍ وَرَمَىٰ بِهِ فِي الْبَحْرِ سَكَنَ بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ.**

'সূরা আল-আনআমের ত্রিষষ্টি আয়াত: এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যখন সমুদ্রে ঝড় ও প্রবল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তখন আয়াতটি কাগজে লিখে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতে সমুদ্র শান্ত হবে।'—স. চৌ.



## সূরা আহযাবের বিশেষ মোবারক গুণাবলি

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

**قَالَ ﷺ: «مَنْ كَتَبَهَا فِيْ رِقِ غَزَالٍ أَوْ وَرِقِ مَوْزٍ وَجَعَلَ فِيْ حُقٍّ، وَجَعَلَهَا فِيْ مَنْزِلِهِ كَثُرَ الْخُطَّابُ إِلَيْهِ فِيْ أَهْلِهِ».**

'কন্যাগণের বিয়ে-শাদির পয়গাম বেশি বেশি আসার জন্য সূরা আহযাবকে হরিণের ঝিল্লিক (পেটের মধ্যে যে জলাশয় থাকে তার চামড়াকে ঝিল্লি বলা হয়) ওপর লিখে একটি ডিব্বির ভেতর বন্ধ করে ঘরে রেখে দেবে।'[১]

আর হজরত রসুল ﷺ হতে ও ইমাম জাফর সাদিক ؒ হতে বর্ণিত আছে,

**قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَتَبَهَا فِيْ رَقِّ غَزَالٍ، وَتَرَكَهَا فِيْ حُقٍّ، وَعَلَّقَهَا فِيْ مَنْزِلِهِ كَثُرَتْ لَهُ الْخَطَّابُ لِحُرْمَتِهِ، وَرَغِبَ إِلَيْهِمْ كُلُّ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ».**

**قَالَ الصَّادِقُ ﵇: «مَنْ كَتَبَهَا فِيْ رَقِّ ظَبْيٍ، وَجَعَلَهَا فِيْ مَنْزِلِهِ جَاءَتْ إِلَيْهِ الْخُطَّابُ فِيْ مَنْزِلِهِ، وَطُلِبَ التَّزْوِيْجُ فِيْ بَنَاتِهِ، وَأَخَوَاتِهِ، وَجَمِيْعِ أَهْلِهِ وَأَقْرِبَائِهِ، بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ».**

'যে লোক সূরা আহযাবকে হরিণের চামড়ার ওপর লিখে একটি ডিব্বায় বন্ধ করে ঘরের মধ্যে লটকিয়ে রাখবে, লোকগণ তার সন্তানের বিয়ে-শাদির খাস্তগার হবে।'[২]

এছাড়া *মিসবাহে আল-কাফআমী*তে বর্ণিত আছে যে,

[১] আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৯১

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ৭৭; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৬, পৃ. ২১২, ক্র. ৩-৪

«مَنْ كَتَبَهَا فِيْ رَقِّ ظَبْيٍ وَجَعَلَهَا فِيْ حُقٍّ فِيْ مَنْزِلِهِ تَزَوَّجَتْ بَنَاتُهُ سَرِيْعًا».

‘যে ব্যক্তি উক্ত সূরাকে হরিণের চামড়ায় লিখে একটি ডিব্বায় বন্ধ করে ঘরে রাখবে, তার কন্যাগণের বিয়ে-শাদি শীঘ্রই হবে।’[১]

১ – هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

‘তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন—অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।’[২]

এ পবিত্র আয়াত তেলাওয়াত করে দোয়া করলে কবুল হওয়ার ও রহমত নাযিল হওয়ার আশা করা যায়।

২ – إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

‘আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।’[৩]

যদি কোনো ব্যক্তির ঠিক সময়ে নিদ্রা না আসে, সেই লোক উপরোক্ত আয়াত পাঠপূর্বক চোখে ও মাথায় হাত বুলাবে অথবা ফুঁ দেওয়াবে। আল্লাহর ফজলে নিদ্রা আসবে।[৪]

[১] আল-কাফআমী, *আল-মিসবাহ*, পৃ. ৪৫৬, ক্র. ১৬
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা লুকমান*, ৩৩:৪৩
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা লুকমান*, ৩৩:৫৬
[৪] আহসান বিহারী, *আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন*, পৃ. ১৭৭



## সূরা ফাতিরের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

১ – مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

‘আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরানোর কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।’[১]

পরকালের মুক্তি ও রহমতপ্রার্থী উপরোক্ত আয়াত বেশি বেশি পাঠ করবে। সমস্যা সমাধানের জন্য উক্ত আয়াত বহু পরীক্ষিত।

২ – إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

‘নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।’[২]

উপরোক্ত আয়াত মূত্রবদ্ধতা এবং বহুমূত্র রোগ উপশম করার জন্য, দাঁত শক্ত হওয়ার জন্য, ব্যথা-বেদনা দূরকরণার্থে, আহার-পানীয় ইত্যাদির বিষাক্ততার ক্ষতি হতে রক্ষার্থে এবং ক্ষতিকর বাদ-বাতাসের ক্ষতি ও যাতনা হতে মুক্ত থাকার জন্য বেশ উপকারী।

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ফাতির*, ৩৫:২
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ফাতির*, ৩৫:৪১

## পবিত্র সূরা মোবারকা সাফফাতের গুণাবলি

*ওয়াসায়িলুশ শীয়া* কিতাবে সুলায়মান ইবনে জাফর[১] ﷫ হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

**عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُوْلُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ: «قُمْ يَا بُنَيَّ! فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيْكَ ﴿وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١﴾ [الصافات: ١]، حَتّٰى تَسْتَتِمَّهَا»، فَقَرَأَ، فَلَمَّا بَلَغَ: ﴿اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۝١١﴾ [الصافات: ١١]، قَضَى الْفَتٰى، فَلَمَّا سُجِّيَ وَخَرَجُوْا، أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَعْقُوْبُ بْنُ جَعْفَرٍ، فَقَالَ لَهُ: كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ يُقْرَأُ عِنْدَهُ: ﴿يٰسٓ ۝١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢﴾ [يس: ١-٢]، فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ؟ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ! لَمْ تُقْرَأْ عِنْدَ مَكْرُوْبٍ مِنْ مَوْتٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللهُ رَاحَتَهُ».**

‘ইমাম মুসা কাযিম ﷫ স্বীয় পুত্র কাসিম[২] ﷫-কে বলেছিলেন, ‘হে আমার স্নেহের সন্তান! উঠ এবং তোমার ভাইয়ের শিরস্থানে সূরা ওয়াস সাফফাত (وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١)[৩] শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত কর।’ তখন তিনি পড়তে আরম্ভ করেন। যে সময় এ আয়াত اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا ۝١١ পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন রোগীর

[১] সুলায়মান আল-জা’ফরী। আবু মুহাম্মদ, সুলায়মান ইবনে জা’ফর ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আত-তাইয়ার ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী। তিনি হজরত আলী ﵁-এর ভাই হজরত জাফর আত-তাইয়ার ﵁-এর অধস্তন পুরুষ। প্রখ্যাত শিয়া বর্ণনাকারী, তিনি ইমাম মুসা আল-কাযিম ﷫ (মৃ. ১৮৩ হি.) ও ইমাম আলী আর-রিযা ﷫ (মৃ. ২০৩ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন বলে কথিত আছে।—স. চৌ.

[২] আল-কাসিম: আল-কাসিম ইবনে মুসা আল-কাযিম ইবনে জাফর আস-সাদিক ইবনে মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবিদীন ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী (১৫০-১৯২ হি. = ৭৬৭-৮০৭ খ্রি.)। ইমাম মুসা আল-কাযিম ﷫ (মৃ. ১৮৩ হি.)-এর সন্তান।—স. চৌ.

[৩] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের সপ্তত্রিংশ সূরা: ***সূরা আস-সাফ্ফাত***।—স. চৌ.



প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়। যখন মরহুমকে কাফন পরিধান করানো হল, সে সময় ইয়াকুব ইবনে জাফর[১] হজরত ইমাম মুসা কাযিম ﷫-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা এটিই জেনে এসেছি যে, মৃত্যুমুখী মুমিনের অন্তিম সময়ে তার নিকট সূরা ইয়াসীন পড়া উচিত। আর আজ আপনি সূরা সাফ্ফাত পাঠ করার আদেশ দিলেন। এর জবাবে হজরত ইরশাদ করেন, ‘মৃত্যুযাতনায় আক্রান্ত ব্যক্তির নিকট সূরা সাফ্ফাত তেলাওয়াত করা হলে আল্লাহ তাকে মৃত্যুযাতনা হতে তাড়াতাড়ি নাজাত দান করেন।”[২]

**আরও একটি তদবীর:** তাফসীরে *আল-বুরহানে* বর্ণিত যে,

**قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَتَبَهَا وَجَعَلَهَا فِيْ إِنَاءٍ زُجَاجٍ ضَيِّقِ الرَّأْسِ، وَعَلَّقَهَا فِيْ صُنْدُوْقٍ، رَأَى الْجِنَّ يُهْرَعُوْنَ إِلَيْهِ، وَيَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا، وَلَا يَضُرُّوْنَهُ».**

‘জনাবে রসুলুল্লাহ ﷺ ফরমালেন, ‘যে ব্যক্তি এ সূরা সাফ্ফাত লিখে সঙ্কীর্ণ মুখবিশিষ্ট একটি কাঁচের পাত্রের মধ্যে রেখে দেবে এবং তা কোনো সিন্দুকের মধ্যে লটকিয়ে রাখবে, সেই লোক দেখতে পাবে যে জিন্নাত দলে দলে আসছে এবং চলে যাচ্ছে। কিন্তু ঘরের কারও কোনো ক্ষতি করছে না বা কষ্ট দিচ্ছে না।”[৩]

হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﷫ হতে বর্ণিত যে,

**قَالَ عليه الصلاة والسلام: «... مَنْ كَتَبَهَا وَمَحَاهَا وَاغْتَسَلَ بِهَا زَالَتْ مِنْهُ الوَهْلَةُ وَالرَّجْفَةُ».**

‘অর্ধাশির শূল ও কম্পন রোগী উক্ত সূরা লিখে বা লিখিয়ে গরম পানি দ্বারা সেই লেখা ধুইয়ে সেই পানি দিয়ে গোসল করবে। এভাবে করতে করতে ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর আরোগ্য লাভ করবে।’[৪]

*মিসবাহে আল-কাফআমী*তে বর্ণিত যে,

‘সকল প্রকার রোগ উক্ত সূরার পানি দ্বারা গোসল করলে দূর হয়ে যাবে।’

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত যে,

‘সূরা সাফ্ফাতকে শুরু হতে شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠ পর্যন্ত[৫] পাঠ করে জিন্নাতের

[১] ইয়াকুব আল-জা’ফরী। তিনি পূর্বোক্ত সুলায়মান আল-জাফরীর সন্তান। একজন শিয়া বর্ণনাকারী, তিনি ইমাম মুসা আল-কাযিম ﷫ থেকে বর্ণনা করেছেন বলে কথিত আছে।—স. চৌ.

[২] (ক) হুর আল-আমিলী, ***ওয়াসায়িলুশ শীয়া,*** খ. ২, পৃ. ৬৭০, ক্র. ৪১/১; (খ) আল-কুলায়নী, ***আল-কাফী,*** খ. ৫, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬, ক্র. ৪৩০৪/৫

[৩] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ৯৩; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৬, পৃ. ৪০৮, ক্র. ৪

[৪] আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ৯৫, ইমাম জাফর আস-সাদিক ﷫ থেকে নয়, এটি উদ্ধৃত গ্রন্থে খোদ রসুলুল্লাহর ﷺ-এর হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।—স. চৌ.

[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আস-সাফফাত,*** ৩৭:১-১০: আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

আসরকৃতকে ফুঁ দিলে বেশ উপকার হয়।’[১]

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ﷺ ফরমায়েছেন,

**وَلِـمَنْ خَبَطَـهُ الشَّـيْطَانُ ... يُـؤَذِّنُ فِيْ أُذُنِـهِ سَـبْعَ مَـرَّاتٍ، وَيَقْـرَأُ «الْفَاتِحَـةَ»، وَ«الْـمُعَوَّذَاتِ»، وَ«آيَةَ الْكُرْسِيِّ»، وَ«الطَّارِقِ»، وَآخِرُ سُوْرَةِ «الْـحَشَرِ»، وَسُوْرَةَ «الصَّافَاتِ» كُلَّهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرُقُ.**

‘যে ব্যক্তির ওপর জিন্নাতের আসরের দোষ হয়, তার কানে সাতবার আযান দিয়ে সূরা সাফ্‌ফাত, সূরা ফাতিহা, সূরা কুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١)[২], সূরা কুল আঊযু বিরাব্বিন নাস (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١)[৩], আয়াতুল কুরসী, সূরা ওয়াস সামায়ি ওয়াত তারিক (وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١)[৪] এবং সূরা হাশরের শেষের আয়াতসমূহ অর্থাৎ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ ۝٢٢ হতে শেষ পর্যন্ত[৫] (এবং সূরা সাফ্‌ফাত পুরো)[১] পড়বে। ইনশাআল্লাহ তা’সীর জ্বলে

---

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝١ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝٣ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ اِۨلْكَوَاكِبِ ۝٦ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝٩ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠

‘শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের—নিশ্চয় তোমাদের মা’বুদ এক। তিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ওরা উর্ধ্বজগতের কোনো কিছু শুনতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। ওদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।’ —স. চৌ.

[১] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, *আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন*, পৃ. ৯৫; (খ) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী*, পৃ. ৯৫

[২] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত ত্রয়োদশ সূরা: *সূরা আল-ফালাক*—স. চৌ.

[৩] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত চতুর্দশ সূরা: *সূরা আন-নাস*—স. চৌ.

[৪] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের ষড়শীতি সূরা: *সূরা আত-তারিক*—স. চৌ.

[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হাশর*, ৫৯:২১-২৪, আয়াতসমূহ হচ্ছে,

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝٢٢ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٢٣ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٤

‘তিনিই আল্লাহ তাআলা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তাআলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।’—স. চৌ.



যাবে।’[২]

## একটি উপকারী তদবীর

যার মাড়িতে ব্যথা ও যন্ত্রণা হয় সেই দিকের গালের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ পড়তে থাকবে।[৩]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝٧٧

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ ‘মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাক্‌-বিতণ্ডাকারী।’[৪]

তারপর আয়াতুল কুরসী পড়বে। তারপর পড়বে,

**وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝١٣ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ ۝٩ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٢**

‘যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।’[৫] ‘অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রুহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ।’[৬] ‘আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।’[৭]

## আয়াতে সালাম

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুশমন হতে নফস ও ঈমানের নিরাপত্তা হাসিলের জন্য নিম্নলিখিত আয়াতে সালাম পড়বে ও লিখে গলায় লটকাবে, আল্লাহর ফজলে নিরাপদে থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ.**

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ ‘হে আল্লাহ!

---

[১] () চিহ্নিত অংশটুকু *বিশারাতুল ইখওয়ানে*র মূল গ্রন্থে ছিল না, এটি উদ্ধৃত গ্রন্থ থেকে সংযোজিত।—স. চৌ.

[২] শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, *আল-কাওলুল জমীল ফি বায়ানি সাওয়ায়িস সাবীল*, পৃ. ৯৮

[৩] আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী*, পৃ. ১১৪

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইয়াসীন*, ৩৬:৭৭

[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম*, ৬:১৩

[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাজদা*, ৩২:৯

[৭] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৮২

সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সাহাবীদের ওপর শান্তি ও সালাম প্রেরণ করুন।'

(১) سَلٰمٌ ۟ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

'করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।'[১]

(২) سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾

'বিশ্ববাসীর মধ্যে নুহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।'[২]

(৩) سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾

'ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।'[৩]

(৪) سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾

'মুসা ও হারুনের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।'[৪]

(৫) سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾

'ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।'[৫]

(৬) وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

'পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত।'[৬]

(৭) سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থেক। অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।'[৭]

(৮) سَلٰمٌ ۟ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

'এটি নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।'[৮]

**وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.**

'সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, নবীকুল শিরোমণি, হজরত মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার-

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইয়াসীন,* ৩৬:৫৮
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফ্ফাত,* ৩৭:৭৯
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফ্ফাত,* ৩৭:১০৯
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফ্ফাত,* ৩৭:১২০
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফ্ফাত,* ৩৭:১৩০
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফ্ফাত,* ৩৭:১৮১-১৮২
[৭] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আয-যুমার,* ৩৯:৭৩
[৮] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কদর,* ৯৭:৫



পরিজন ও তাঁর সাহাবী সকলের প্রতি অসীম রহমত বর্ষিত হোক। হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়! আপনার দয়ার দ্বারা আমাদের প্রার্থনা কবুল করে নিন।'

**নোট:** যেহেতু আয়াতে সালামের অধিকাংশ সূরা ওয়াফ্ফাতের ভেতরেই রয়েছে সেই যুক্তির ওপর সমস্ত আয়াতে সালাম এ সূরার বয়ানের ভেতর একত্রিত করে দেওয়া হল। উপরোক্ত আয়াতে সালাম ব্যতীত তাদের একই অর্থের বা কাছাকাছি অর্থের বহু আয়াত আছে যা বিভিন্ন মকসুদ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পঠিত হয়। সেসব আয়াতের কয়েকটি অর্থ হিসেবে মিলামিল থাকার কারণে নিম্নে একত্র করে দেওয়া হল:

(১) فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿٥٤﴾

'আপনি বলে দিন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন।'[১]

(২) بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ ﴿٤٨﴾

'আমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা এবং আপনার ওপর বরকত অবতীর্ণ হোক।'[২]

(৩) قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ﴿٦٩﴾

'তারা বলল, সালাম। তিনিও বললেন, সালাম।'[৩]

(৪) سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

'তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার।'[৪]

(৫) اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾

'বলা হবে, এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি-সহকারে প্রবেশ কর।'[৫]

(৬) يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

'ফেরেশতারা বলেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর।'[৬]

(৭) وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

'তার প্রতি শান্তি—যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে, যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।'[৭]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম,* ৬:৫৪
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হুদ,* ১১:৪৮
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হুদ,* ১১:৬৯
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রা'দ,* ১৩:২৪
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হাজর,* ১৫:৪৬
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নাহল,* ১৬:৩২
[৭] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নাহল,* ১৬:৩২

(৮) وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣

‘আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হবো।’[১]

(৯) قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝٦٩

‘আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের ওপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।’[২]

(১০) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۝٥٩

‘বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি।’[৩]

(১১) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۝٤٤

‘যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে; সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম।’[৪]

(১২) السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

‘সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দার কাছে তা পৌঁছে যাবে।’[৫]

এছাড়া আরও অনেক সালামের আয়াত আছে। তবে জ্ঞানী বুদ্ধিমানগণের পক্ষে এতটুকু যথেষ্ট।

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা মারয়াম,* ১৯:৩২
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া,* ২১:৬৯
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নামল,* ২৭:৫৯
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আহযাব,* ৩৩:৪৪
[৫] আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* খ. ১, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৮৩১, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত



# সূরা মুমিনের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

١– فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝٤٤

‘আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।’[১]

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত যে,

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۝٤٤﴾ [غافر: ٤] الْآيَةُ: مَنْ قَرَأَهَا وَرَاءَ ظَالِمٍ لَمْ يَخْشِ مِنْهُ ضَرَرًا أَبَدًا.

‘উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলে অত্যাচারী-অবিচারী শাসকের ক্ষতি সাধন হতে রক্ষা পাবে।’[২]

ফকীহ আবুল লায়স ﷺ-এর *বুস্তানুল আরিফীন* কিতাবে হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﷺ হতে বর্ণিত যে, তিনি ফরমায়েছেন, আমি সেই চার ব্যক্তির বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করি, যারা চার প্রকার বিপদে আক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও চারটি রক্ষা ব্যবস্থা হতে তারা অজ্ঞ ও গাফেল রয়েছে।

১. যে লোক কারও দাগাবাজি সম্পর্কে সদা ভীত, সে আয়াত وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ ۝٤٤ শেষ পর্যন্ত কেন পড়তে পারে না?
২. যে লোক সর্বদা মনের ভেতর কোনো কিছুর ভয়ে সন্ত্রস্ত, সে কেন حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়ে না?
৩. যে লোক ভীষণ বিষাদ ও মনোদুঃখে ভেঙে পড়ছে, সে কেন দোয়ায়ে ইউনুস:

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা গাফির,* ৪০:৪৪
[২] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, *আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,* পৃ. ৯৭; (খ) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী,* পৃ. ৯৫

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ[১] পড়ার অভ্যাস করে না?

৪. যে লোক বেহেশত পাওয়ার বাসনা রাখে, সে কেন مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করার অজিফা করেনি?[২]

২– لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

‘মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।’[৩]

*কিতাবুল ফতয়ায়েদে* বর্ণিত যে, ‘উপরোক্ত আয়াত এবং আয়াত فَارْجِعِ الْبَصَرَ হতে حَسِيْرٌ পর্যন্ত[৪] বদনজরের দোষ কাটানোর জন্য বেশ উপকারী। লিখে তাবিজ বানিয়ে

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৮৭
অর্থ: ‘তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।’—স. চৌ.

[২] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ১৮৮-১৮৯; (খ) আবুল লাইস আস-সমরকন্দী, ***বুস্তানুল আরিফীন,*** পৃ. ৪২৮; (গ) আবুল লাইস আস-সমরকন্দী, ***তাম্বীহুল গাফিলীন বি-আহাদীসি সাইয়িদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন,*** পৃ. ৫৪৮-৫৪৯, ক্র. ৮৮৯, তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেন যে,

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا، قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يُبْتَلَىٰ بِأَرْبَعٍ، كَيْفَ يَغْفُلُ عَنْ أَرْبَعٍ، عَجِبْتُ لِمَنْ يُبْتَلَىٰ بِالْهَمِّ كَيْفَ لَا يَقُوْلُ: ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِی الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ [الأنبياء: ٨٨]، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَخَافُ شَيْئًا كَيْفَ لَا يَقُوْلُ: «حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ»، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ: ﴿وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ ۝ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ یَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ﴾ [آل عمران: ١٧٣-١٧٤]، وَعَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ النَّاسَ كَيْفَ لَا يَقُوْلُ: ﴿وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ﴾ [غافر: ٤٤]، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ: ﴿فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَیِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا﴾ [غافر: ٤٥]، وَعَجِبْتُ لِمَنْ رَغِبَ فِي الْجَنَّةِ كَيْفَ لَا يَقُوْلُ: «مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ: ﴿فَعَسٰی رَبِّیْۤ اَنْ یُّؤْتِیَنِ خَیْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ۙ﴾ [الكهف: ٤٠].

‘হজরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সেই লোকের ওপর আশ্চর্যান্বিত হই, যে চারটা ব্যাপারে ফেঁসে আছে, অথচ অন্য চারটি বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অসচেতন। আমি আশ্চর্যান্বিত হই সেই লোকের ওপর, যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েও (দোয়ায়ে ইউনুস অর্থাৎ) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ (তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।)’ পড়ে না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এভাবেই বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।’ আমি সেই লোকের ওপর আশ্চর্যান্বিত হই, যে সাধারণ কোনো বিষয়েও ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে, কিন্তু حَسْبِیَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ (আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবি দানকারী) পড়ে না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবি দানকারী। অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তদের কিছুই অনিষ্ট হলো না।’ আমি সেই লোকের ওপর আশ্চর্যান্বিত হই, যে মানুষের ধোঁকাবাজিতে ভীত-সন্ত্রস্ত, কিন্তু وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْۤ اِلَی اللّٰهِ (আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি।) পড়ে না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন।’ আমি সেই লোকের ওপর আশ্চর্যান্বিত হই, যে জান্নাতের প্রতি আগ্রহ তো রাখে, কিন্তু مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (আল্লাহর যা ইচ্ছা করেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই) পড়ে না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আশা করি আমার পালকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন।’—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা গাফির,*** ৪০:৫৭

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-মুলক,*** ৬৭:৩-৪: আয়াতদুটোর পূর্ণরূপ হচ্ছে,



গলায় বাঁধবে অথবা কোনো লোক উক্ত আয়াত দুইটি পড়ে বদনজরের রোগীর মাথায় ও গায়ে ফুঁ দেবে, ইনশাআল্লাহ রোগী আরাম পাবে।’[১]

## প্রসব সহজ হওয়ার তদবীর

[২] *মাকারিমুল আখলাক* কিতাবে ইমাম জাফর সাদিক ﵀ হতে বর্ণিত যে,

عَنِ الصَّادِقِ ﵇، قَالَ: يُكْتَبُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا عَسُرَ عَلَيْهَا وِلَادَتُهَا فِيْ رَقٍّ أَوْ قِرْطَاسٍ:

‘কোনো মহিলার প্রসবকষ্ট হলে একখণ্ড কাগজে নিম্নবর্ণিত তাবিজ লিখবে,

«اللّٰهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ وَرَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَرَحِيْمَهُمَا إِرْحَمْ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانَةَ رَحْمَةً، تُغْنِيْهَا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ جَمِيْعِ خَلْقِكَ، تُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتَهَا، وَتَكْشِفُ بِهَا غَمَّهَا، وَتُيَسِّرُ وِلَادَتَهَا، ﴿وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِیْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾».

‘হে আল্লাহ! সমস্যার সমাধানকারী, দুশ্চিন্তা দূরকারী, দুনিয়া-আখিরাতের পরম করুণময় ও দয়ালু, অমুক মহিলার অমুক মেয়েকে দয়া করো। এমন অনুগ্রহ দ্বারা দয়া করো যা সৃষ্টির সবার অনুগ্রহ থেকে তাকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী করে দেবে। সেই দয়া দ্বারা তার কষ্টকে সহজ করো, তার থেকে দুর্দশা দূর করো এবং তার প্রসবকে সহজ করো। ‘তাদের সবার মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর।’[৩],[৪]

ইনশাআল্লাহ তার প্রসব সহজে হয়ে যাবে। (প্রথম فُلَانَةَ শব্দের জায়গায় সেই প্রসূতি মহিলার নাম লিখবে এবং দ্বিতীয় فُلَانَةَ শব্দের জায়গায় তার মাতার নাম লিখবে।)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِیْرٌ ۝

‘আবার দৃষ্টি ফেরাও; কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।’—স. চৌ.

[১] আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ২২৩

[২] *বিশারাতুল ইখওয়ানের* মূল পাঠে এখানে ‘دُرَّةٌ بَيْضَاءُ: চমৎকার মুক্তা’ একটি বাক্যাংশ ছিল। অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় তা বিলুপ্ত করা হল।—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আয-যুমার,*** ৩৯:৭৫

[৪] আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক,*** পৃ. ৪০৯, ক্র. ৬

## সূরা হা-মীম আস-সাজদার কতিপয় আয়াতের গুণাবলি

وَاِمَّا يَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۲۰۰﴾

‘আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।’[১]

সূরা আ’রাফের শেষভাগে এ ধরণের অপর আয়াতের বয়ানে এর গুণাবলিও বর্ণনা করা হয়েছে। এ আয়াতে করীমা ভীতি ও দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য বিশেষ ক্রিয়াশীল।

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ’রাফ*, ৭:২০০



## সূরা শূরা শরীফের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

১– وَهُوَ الَّذِىۡ يُنَزِّلُ الۡغَيۡثَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا قَنَطُوۡا وَيَنۡشُرُ رَحۡمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الۡوَلِىُّ الۡحَمِيۡدُ ﴿۲۸﴾

‘মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত।’[১]

রহমতের বৃষ্টি নাযিলের আর মানসিক শান্তি হাসিলের জন্য উপরোক্ত আয়াত বেশ উপকারী। তবে তার সাথে নিম্নলিখিত দোয়াও পড়া হয়। দোয়া:

**يَا حَمِيْدَ الْفِعَالِ ذَا الْـمَنِّ عَلَىٰ جَمِيْعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ يَا حَمِيْدُ.**

‘হে কর্মপ্রশংসিত, নিজের দয়ায় পুরো সৃষ্টিজগতের ওপর মেহেরবান, হে প্রশংসিত।’

এ দোয়া বেশি করে পড়তে থাকলে রহমত নাযিল হয়।

২– حٰمٓ ﴿۱﴾ عٓسٓقٓ ﴿۲﴾ كَذٰلِكَ يُوۡحِىۡۤ اِلَيۡكَ وَاِلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكَ ۙ اللّٰهُ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۳﴾

‘হা-মীম। আইন-সীন-কাফ। এভাবে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী প্রেরণ করেন।’[২]

ইমাম গাযালী রহ. ফরমায়েছেন, ‘এ আয়াতসমূহকে বিপদাপদের সময়ে পাঠ করলে বিপদাপদ ইত্যাদি দূর হয়।’[৩]

**رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «... مَنْ كَتَبَهَا بِمَاءِ الْـمَطَرِ، وَسَحَقَ بِذَلِكَ الْـمَاءِ كُحْلًا، وَاكْتَحَلَ بِهِ مَنْ بِعَيْنِهِ بَيَاضٌ قَلَعَهُ، وَزَالَ عَنْهُ كُلُّ مَا كَانَ عَارِضًا فِيْ**

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা*, ৪২:২৮
[২] (আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা*, ৪২:১-৩
[৩] (ক) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী*, পৃ. ১১০; (খ) আহসান বিহারী, *আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন*, পৃ. ১৯১-১৯২; (গ) আশ-শারজী, *আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ*, পৃ. ১৪; (ঘ) আল-গাযালী, *আয-যাহবুল আবরায*, পৃ. ২৭

عَيْنِهِ مِنَ الْآلَامِ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ».

‘যে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াতকে বৃষ্টির পানি দিয়ে লিখবে এবং সেই পানির সাথে সুরমা ঘেঁষে মিলাবে, এরপর তা চোখে লাগাতে থাকবে। তার চোখের সাদা পর্দা কেটে দৃষ্টিশক্তি কার্যকর হবে। এ সুরমা চোখের সকল প্রকার রোগের জন্য উপকারী।’[১]

হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﵀ ফরমায়েছেন,

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: «مَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ أَمِنَ مِنَ النَّاسِ، وَمَنْ شَرِبَهَا فِيْ سَفَرٍ أَمِنَ». وَفِي «الْمِصْبَاحِ»: «مَنْ كَتَبَهَا وَشَرِبَهَا فِيْ سَفَرِهِ قَلَّ عَطَشُهُ، وَإِنْ رُشَّ هَذَا الْمَاءِ عَلَىٰ مَصْرُوْعٍ احْتَرَقَ شَيْطَانُهُ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ».

‘এ আয়াত লিখে নিজের কাছে রাখলে আর গলায় তার তাবিজ ঝুলালে মানুষের ক্ষতি সাধন হতে নিরাপদে থাকবে। তা লিখে ধুয়ে পান করলে মুসাফিরিতে পিপাসা কম লাগবে।”[২] ‘তার পানি মৃগী রোগীর ওপর ছিটকালে মৃগী রোগীর শয়তান জ্বলে যায়।’[৩]

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১০০; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৭, পৃ. ৬৩, ক্র. ২

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১০০; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৭, পৃ. ৬৩, ক্র. ৪

[৩] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১০১; (খ) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ,*** পৃ. ৪৫৭, ক্র. ১৬



## সূরা যুখরুফের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾

‘অতএব আপনার প্রতি যে অহী নাযিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন। এটি আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে উল্লেখিত থাকবে এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন।’[১]

এ আয়াত লিখে সেই লেখা বৃষ্টির পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি কাশির রোগীকে পান করালে উপকার হয়, কাশি কমে যায়।[২]

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আয-যুখরুফ,*** ৪৩:৪৩-৪৪

[২] আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ৯৫

## সাত সূরা হা-মীমের বিশেষ গুণাবলি

খলীল ইবনে মুররা হতে বর্ণিত,

عَنِ الْـخَلِيْلِ بْـنِ مُـرَّةَ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ كَـانَ لَا يَنَـامُ حَتّٰى يَقْـرَأَ: تَبَـارَكَ، وَحـم السَّجْدَةِ، وَقَالَ: «الْـحَوَامِيْمُ سَبْعٌ، وَأَبْوَابُ جَهَنَّمَ سَبْعٌ تَجِيْءُ كُلُّ حم مِنْهَـا تَقِـفُ عَلٰى بَابٍ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ، فَتَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ لَا تُدْخِلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِيْ وَيَقْرَؤُنِيْ».

‘হজরত রসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, ‘হা-মীম সূরা সাতটি। আর দোজখের প্রবেশ দ্বারও সাতটা। প্রত্যেক হা-মীম দোজখের এক একটা দ্বারে অবস্থান করে বলবে, আয় আল্লাহ! যে লোক আমার ওপর ঈমান এনেছে আর আমাকে তেলাওয়াত করেছে তাকে দোজখে ঢুকাবেন না।’[১]

হা-মীমের সাত সূরা হচ্ছে, (১) সূরা মুমিন, (২) হা-মীম আস-সাজদা, (৩) সূরা শূরা, (৪) সূরা যুখরুফ, (৫) সূরা দোখান, (৬) সূরা জাসিয়া, (৭) সূরা আহকাফ।[২]

[১] আল-বায়হাকী, ***শুআবুল ঈমান***, খ. ৪, পৃ. ১০৫, হাদীস: ২২৫০

[২] আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ৩০



## সূরা ফাতহর বিশেষ গুণাবলি

হজরত ইমাম জাফর সাদিক رحمه الله ফরমায়েছেন,

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ عليه السلام، قَالَ: «حَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ التَّلَفِ بِقِرَاءَةِ ﴿ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ﴾».

‘তোমার ধন-দৌলত, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও দাস-দাসী ইত্যাদিকে ধ্বংস ও হরণ-পূরণ হতে রক্ষার জন্য সূরা ফাতাহ শরীফ তেলাওয়াত করবে।’[১]

*ইকবালুল আ’মাল*[২] কিতাবে ইমাম মুসা কাযিম رحمه الله হতে বর্ণিত যে,

عَنِ الْعَالِمِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلّٰى عِنْدَ دُخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا قَرَأَ فِيْ إِحْدَاهُمَا أُمَّ الْكِتَابِ وَ﴿ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ﴾ [الفتح]، وَالْأُخْرٰى مَا أَحَبَّ دَفَعَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ سُوْءَ سَنَتِهِ، وَلَمْ يَزَلْ فِيْ حِرْزِ اللهِ تَعَالٰى إِلٰى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ».

‘যে ব্যক্তি রমজান মাসের আগমণকালে দুই রকআত সুন্নতী নামাজ পড়বে; প্রথম রকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ পাঠ করবে আর দ্বিতীয় রকআতে যা ইচ্ছা হয় তাই পড়বে, সারা বছর আল্লাহ তাআলা সকল অশুভ, ক্ষতি, দুঃখ, দুর্দশা তাড়িয়ে তাকে রক্ষা করবেন। আগামী বছর পর্যন্ত

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ১০৯; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৭, পৃ. ২২৭, ক্র. ১; (গ) ইবনে বাবাওয়াইহ, ***সাওয়াবুল আ’মাল ওয়া ইকাবুল আ’মাল***, পৃ. ১১৫

[২] ইকবালুল আ’মাল: إِقْبَالُ الْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ فِيْمَا يُعْمَلُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ। শিয়া তীর্থযাত্রা, বিশেষ দোয়া ও বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক গ্রন্থ। এর রচয়িতা সাইয়েদ ইবনে তাঊস (মৃ. ৬৬৪ হি.), একজন প্রখ্যাত শিয়া আলেম, লেখক ও ধর্মীয় ব্যক্তি।—স. চৌ.

খোদায়ি হেফাজতে থাকবে।’[১]

আর মোল্লা মজলিসী ﵀ কিতাব *মিশকাতুল আনওয়ারে*[২] লিখেছেন যে,

و در بعضے روایات وارد شده است که: «ہر که در شب ماہ مبارک رمضان سورهٔ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا ۝١﴾ [الفتح] در نماز سنت بخواند در آن سال از بلاہا محفوظ باشد».

‘উক্ত হাদীসের কোনো রেওয়ায়তে বর্ণিত যে, যে লোক রমজান মাসের প্রথম রাতে নফল নামাজে সূরা ফাতিহা পড়বে, সে সম্পূর্ণ বছর সকল বালা-বিপদ হতে নিরাপদে থাকবে।’[৩]

তাফসীরে *আল-বুরহানে* বর্ণিত যে,

**وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَتَبَهَا وَجَعَلَهَا فِيْ فِرَاشِهِ أَمِنَ مِنَ اللُّصُوصِ؛ وَمَنْ كَتَبَهَا وَشَرِبَهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ، كَانَ عِنْدَ النَّاسِ مَسْمُوعَ الْقَوْلِ، وَكُلَّ شَيْءٍ سَمِعَهُ حَفِظَهُ».**

‘যে ব্যক্তি উক্ত সূরা লিখে রাখবে এবং ঘুমানোর সময় তা মাথার নিচে রাখবে, সে চোর-ডাকাত হতে নিরাপদে থাকবে। আর যে লোক উক্ত সূরা শরীফ কোনো বাসনে লিখে সেই লেখা জমজমের পানি দ্বারা ধুয়ে পান করবে গণসমাজে তার বাক্য শ্রবণীয় ও গ্রহণীয় হবে। আর স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে, সে যা শুনবে কণ্ঠস্ত করে নেবে।’[৪]

ইমাম জাফর সাদিক ﵀ বলেছেন,

[১] ইবনে তাঊস, ***ইকবালুল আ’মাল আল-হাসানা***, পৃ. ৮৭

[২] মিশকাতুল আনওয়ার: مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ در فضائل وآداب قراءت قرآن। শিয়া ঐতিহ্যে রচিত একটি পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও তেলাওয়াতের শিষ্টাচার বিষয়ক গ্রন্থ। এর রচয়িতা আল্লামা মাজলিসী (মৃ. ১১১১ হি.), একজন প্রখ্যাত শিয়া মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ধর্মীয় ব্যক্তি।—স. চৌ.

[৩] (ক) আল-মজলিসী, ***মিশকাতুল আনওয়ার***, পৃ. ৯৭-৯৮; (খ) ইবনে তাঊস, ***ইকবালুল আ’মাল আল-হাসানা***, পৃ. ৮৭, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الْمَسْعُوْدِيَّ يَذْكُرُ، قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۝١﴾ [الفتح] فِي التَّطَوُّعِ حُفِظَ ذَلِكَ الْعَامَ.**

‘ইয়াযীদ ইবনে হারুন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসউদীকে আলোচনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি যে, যে ব্যক্তি রমজান মাসের প্রতি রাতে নফল নামাজে সূরা আল-ফাতহ পাঠ করবে সে পুরো বছর নিরাপত্তা লাভ করবে।’

অবশ্য এখানে রমজানের প্রতিটি রাতের কথা এসেছে এবং সূরা আল-ফাতহ পাঠের কথা উল্লেখিত হয়েছে।—স. চৌ

[৪] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ১০৯; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৭, পৃ. ২২৭, ক্র. ৩



**وَقَالَ الصَّادِقُ ؑ: «مَنْ كَتَبَهَا وَجَعَلَهَا فِيْ وَقْتِ مُحَارَبَةٍ أَوْ خُصُوْمَةٍ؛ أَمِنَ مِنْ جَمِيْعِ ذَلِكَ، وَفُتِحَ عَلَيْهِ بَابُ الْخَيْرِ، وَمَنْ شَرِبَ مَاءَهَا لِلرَّجْفِ وَالرُّعْبِ، يُسْكِنُ الرَّجْفَ وَيُطْلِقُهُ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِيْ رُكُوْبِ الْبَحْرِ، أَمِنَ مِنَ الْغَرَقِ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ».**

‘যে লোক উক্ত সূরা লিখে যুদ্ধকালে নিজের কাছে রাখবে, সে সকল বিপদ হতে নিরাপদে থাকবে। আর তার জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি জ্বর, কম্পজ্বর ও ভীতির জন্য তা লিখে ও ধুয়ে পান করবে, তার জ্বর ও কাঁপনী দূর হবে এবং ভীতি সরে শান্তি আসবে। আর সমুদ্র ভ্রমণে জাহাজ-স্টিমারের সওয়ার হওয়ার সময়ে উক্ত সূরা পাঠ করলে সে সমুদ্র গর্ভে ডুবে যাওয়ার বিপদ হতে রক্ষা পাবে।”[১]

আর *মিসবাহে আল-কাফআমী* কিতাবে বর্ণিত যে,

**«مَنْ عَلَّقَهَا عَلَيْهِ أَمِنَ مِنَ السُّلْطَانِ، وَإِنْ عُلِّقَتْ عَلَىٰ حَائِطٍ أَوْ بَيْتٍ لَمْ يَقْرَبْهُ شَيْطَانٌ، وَإِنْ شَرِبَتِ الْمَرْأَةُ مَاءَهَا دَرَّ لَبَنُهَا».**

‘যে ব্যক্তি উক্ত সূরা লিখে তাবিজ করে নিজ দেহে ঝুলাবে সে শাসক গোষ্ঠীর মন্দ অভিপ্রায় ও অত্যাচার হতে রক্ষা পাবে। সেই তাবিজ কোনো বাড়িতে বা দেয়ালে ঝুলালে কোনো দৈত্য, দানব, শয়তান সেই বাড়ির নিকটেও ঘেঁষতে পারবে না। মহিলা উক্ত তাবিজ ধুয়ে পান করলে তার স্তনে দুধ বৃদ্ধি পাবে।’[২]

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ১০৯-১১০; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৭, পৃ. ২২৭, ক্র. ৪

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ১০১; (খ) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ***, পৃ. ৪৫৭, ক্র. ১৬

## সূরা কফের বিশেষ বরকতি গুণাবলি

*মাজমাউল বায়ান* কিতাবে হজরত উবাই ইবনে কা'ব ؓ হতে হাদীস বর্ণিত যে,

**عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ ﴿ قٓ ﴾ هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ تَارَاتِ الْمَوْتِ وَ سَكَرَاتِهِ».**

'হজরত রসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে লোক সূরা কফ পড়তে থাকবে আল্লাহ তাআলা তার মৃত্যুকালের যাতনা সহজ করে দেবেন।"[১]

হজরত ইমাম মুহাম্মদ বাকির ؒ ফরমায়েছেন,

**عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ ؑ، قَالَ: «مَنْ أَدْمَنَ فِيْ فَرَائِضِهِ وَنَوَافِلِهِ قِرَاءَةَ سُورَةِ ﴿ قٓ ﴾، وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ رِزْقِهِ، وَأَعْطَاهُ اللهُ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَحَاسَبَهُ حِسَابًا يَسِيْرًا».**

'যে ব্যক্তি এ সূরা ফরজ ও নফল নামাজসমূহে নিয়মিত পাঠ করতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার রিজিক ও রুজি-রোজগারে প্রশস্ততা দান করবেন।"[২]

তাফসীরে *আল-বুরহানের* বরাতে *খাওয়াসসুল কুরআনে* হজরত রসুলে ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করেন যে,

**رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّوْرَةَ، هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَمَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَىٰ مَصْرُوْعٍ أَفَاقَ مِنْ صَرْعَتِهِ وَأَمِنَ مِنْ شَيْطَانِهِ، وَإِنْ كُتِبَتْ وَشَرِبَتْهَا امْرَأَةٌ قَلِيْلَةُ اللَّبَنِ كَثُرَ لَبَنُهَا».**

'হজরত রসুলে করীম ফরমায়েছেন, 'যে ব্যক্তি এ সূরা তেলাওয়াত করবে,

[১] আবু আলী আত-তাবারসী, ***মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৯, পৃ. ১৭৮

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১১২; (খ) ইবনে বাবাওয়াইহ, ***সাওয়াবুল আ'মাল ওয়া ইকাবুল আ'মাল,*** পৃ. ১১৫



আল্লাহ তাআলা তার জন্য মৃত্যুর যন্ত্রণা সহজ করে দেবেন। আর তার তাবিজ মৃগী রোগীর গলায় ঝুলালে তার অসুখ সেরে যাবে ও শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে। আর তা লিখে ধুয়ে যে শিশুর মাতাকে পান করানো হয় যার স্তনে দুধ কম, তবে দুধ বৃদ্ধি পাবে।"[১]

*মিসবাহে আল-কাফআমী*তে বর্ণিত যে,

**«مَنْ كَتَبَهَا فِيْ صَحِيفَةٍ وَمَحَاهَا بِمَاءِ الْمَطَرِ وَشَرِبَهَا الْخَائِفُ وَالْوَلْهَانُ وَالشَّاكِيْ بَطْنَهُ وَفَمَهُ زَالَ أَلَمُهُ، وَإِذَا غُسِلَ بِمَائِهَا فَمُ الطِّفْلِ الصَّغِيْرِ خَرَجَتْ أَسْنَانُهُ بِغَيْرِ أَلَمٍ».**

'ভীত-সন্ত্রস্ত লোক, পেটশূলী লোক বা যার মুখমণ্ডলে কোনো প্রকার কষ্ট আছে, তারা উক্ত সূরা লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি সেবন করলে তাদের ভীতি, ব্যথা ও কষ্ট দূর হবে। উক্ত তাবিজ ধুয়ে পানি দ্বারা ছোট বাচ্চার মুখ ধুয়ে দিলে তাদের দাঁত সহজে বের হবে। সাধারণত দাঁত গজানোর সময়ে যন্ত্রণা হয়ে থাকে, তা হবে না।'[২]

### আরও একটি তদবীর

১ – قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۚ ﴿٢﴾
ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ
حَفِيْظٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ﴿٥﴾ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَ زَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ﴿٦﴾ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۙ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَّ ذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿٨﴾ وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا
بِهٖ جَنّٰتٍ وَّ حَبَّ الْحَصِيْدِ ۙ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۙ ﴿١٠﴾ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَ اَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً
مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴿١١﴾

'কাফ! সম্মানিত কুরআনের শপথ; বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেছে দেখে বিস্ময়বোধ করে। অতঃপর কাফিররা বলে, এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। আমরা মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করবে, তা আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১১২; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৭, পৃ. ২৭৭, ক্র. ২

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১১২; (খ) আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ,*** পৃ. ৪৫৭, ক্র. ১৬

সংরক্ষিত কিতাব। বরং তাদের কাছে সত্য আগমন করার পর তারা তাকে মিথ্যা বলছে। ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না—আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোনো ছিদ্রও নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদ্গত করেছি। এটি জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মতো ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য। আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা বাগান ও শস্য উদ্গত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়। এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।’[১]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি দন্তশূলের রোগীকে পান করালে দন্তশূল দূর হবে। পেটশূলীকে পান করালে আরোগ্য লাভ করবে। হৃদ-কম্প রোগীকে পান করালে শান্তি লাভ করবে। ছোট বাচ্চার দাঁত বের না হলে তাকে উক্ত পানি পান করালে তার দাঁত বিনাযন্ত্রণায় গজাবে।[২]

২- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾

‘সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।’[৩]

এ আয়াতে ব্যাখ্যা সম্পর্কে হজরত ইমাম হাসান বসরী ﷷ বর্ণিত যে,

قَالَ الْـحَسَنُ: إِنَّ الْـمَلَائِكَةَ يَجْتَنِبُوْنَ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ حَالَيْنِ: عِنْدُ غَائِطِهِ وَعِنْدَ جِمَاعِهِ.

‘রক্ষাকারী ও পাপ-পুণ্যের ফেরেশতাগণ মানবের নিকট হতে কোনো সময় পৃথক হয় না, শুধুমাত্র দুইটি কাজের সময় তাঁরা কিছু দূরত্বে সরে পড়েন। (১) স্ত্রী সঙ্গমকালে ও (২) পায়খানা-প্রস্রাবের সময়ে।’[৪]

হজরত মুজাহিদ ﷷ মতপ্রকাশ করেন যে,

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَكْتُبَانِ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ.

‘সেই ফেরেশতাগণ কোনো মুহূর্তেই মানব হতে পৃথক হয় না। তারা সর্বদাই

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা কাফ*, ৫০:১-৫০

[২] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ৯৭; (খ) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ১০৬

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা কাফ*, ৫০:১৮

[৪] (ক) আস-সা'লবী, ***আল-কাশফু ওয়াল বয়ান***, খ. ৯, পৃ. ৯৯; (খ) আল-বাগাভী, ***মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৪, পৃ. ২৭২



সঙ্গেই থাকেন।’[১]

হজরত আবু উমামা বাহিলী ﷷ হতে বর্ণিত যে,

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَا يَكْتُبَانِ إِلَّا مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ أَوْ يُؤْزَرُ فِيْهِ.

‘উক্ত ফেরেশতাগণ পুণ্য ও পাপসমূহ লিখেন অপর কিছু লেখার জন্য তাঁরা আদিষ্ট নন। যথা- বাজে কাজ, বাজে কথা, মুবাহ কাজ বা কথা, যেসবে কোনো পাপ বা পুণ্য নেই সেসব তাঁরা লিখেন না।’[২]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

‘বান্দা পাপকাজ করার পরও পাপ লেখক ফেরেশতা সাত ঘণ্টা পর্যন্ত তা লিপিবদ্ধ না করে অপেক্ষা করেন, যেন সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে।’[৩]

কোনো মনীষী বলেন যে, ‘সেই বান্দা রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এ আশায় যে, হয়তো সে ঘুমানোর সময়ে তওবা করবে।’

বস্তুত এ কারণেই وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٣١﴾ (হে মুমিনগণ! তোমরা সকলই আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়ে নিজ নিজ কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।)[৪] আয়াতের মর্মনুসারে পুণ্যবান মনীষীবৃন্দ বরেন, মানবের ঘুমানোর সময়ে নিম্নবর্ণিতরূপে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা অবশ্য কর্তব্য। যথা-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا بَغْتَةً، وَّلَا تُهْلِكْنَا فُجَاءَةً، وَّلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْـهَالِكِيْنَ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

‘আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অকস্মাৎ পাকড়াও করো না, আমাদেরকে একসাথে ধ্বংস করো না এবং আমাদেরকে

[১] (ক) আস-সা'লবী, ***আল-কাশফু ওয়াল বয়ান***, খ. ৯, পৃ. ৯৯; (খ) আল-বাগাভী, ***মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৪, পৃ. ২৭২

[২] (ক) আস-সা'লবী, ***আল-কাশফু ওয়াল বয়ান***, খ. ৯, পৃ. ৯৯; (খ) আল-বাগাভী, ***মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৪, পৃ. ২৭২, তবে এটি হজরত ইকরামা ﷷ থেকেই বর্ণিত।—স. চৌ.

[৩] আত-তাবারানী, ***মুসনাদুশ শামিয়িয়ীন***, খ. ১, পৃ. ৩০১, হাদীস: ৫২৬, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سَبْعَ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْـمُسْلِمِ إِذَا عَمِلَ الْـخَطِيْئَةَ، فَإِنْ نَدِمَ عَلَيْهَا وَاسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا عَنْهُ وَإِلَّا كَتَبَهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً».

‘হজরত আবু উমামা আল-বাহিলী ﷺ থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, ‘যখন কোনো মুসলিম বান্দা গুনাহ করে তখন বাম পাশের ফেরেশতা সাত ঘণ্টা পর্যন্ত সেটা কলমবদ্ধ করতে অপেক্ষা করেন। যদি বান্দা কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হয় ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তার থেকে তা সরিয়ে দেওয়া হয়। অন্যথায় তা একটা গুনাহ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।” —স. চৌ.

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নূর*, ২৪:৩১

তোমার স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো না।’

আমার মুরশিদ কেবলা رحمه الله এভাবেই ইরশাদ করেন।

## পায়খানা জারি হওয়ার তদবীর

যদি কোনো লোকের এমনি কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, যা দ্বারা মানবীয় প্রকৃতিগত অভ্যাস মতে তার পায়খানা হয় না, তাহলে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ পাঠপূর্বক সেই ব্যক্তির বাম কানে ফুঁ দেবে। ইনশাআল্লাহ সহজে পায়খানা জারি হবে।

(١) وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

‘পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসেপড়তে থাকে! আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।’[1]

(٢) فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۫ۖ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

‘তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে এবং ভুমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে।’[2]

এছাড়া আমাদের হজরত কেবলা رحمه الله-এর রোগক্রান্ত থাকাকালে কবজিয়ত ও কোষ্ঠকাঠিন্যের অবস্থায় নিম্নলিখিত আয়াত সমুদয় তাঁরই ইঙ্গিত অনুসারে শুভকামনাপূর্বক পায়খানা নিয়মিত হওয়ার জন্য আমরা প্রায় সময়েই পাঠ করতাম। ফলে আল্লাহর মর্জিতে সহজে পায়খানা হয়ে যেতো।

(٣) وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

‘এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে।’[3]

(٤) وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ

‘এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা সমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।’[4]

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:৭৪
[2] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কামার,* ৫৪:১১-১২
[3] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:১৬৪
[4] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হজ্জ,* ২২:৬৫



(٥) وَهُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا

‘তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি।’[1]

(٦) وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ

‘তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে।’[2]

(٧) اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ

‘তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করেন?’[3]

(৮) আসমায়ে হুসনা (আল্লাহর ৯৯ নাম) হতে يَا بَاسِطُ নামটি ১২ শতবার পাঠ করা যেকোনো কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য উপকারী।

(৯) يَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ (হে দ্বার উন্মোচনকারী)।

(١٠) سُبْحَانَكَ، يَا فَتَّاحُ بِلَا مِفْتَاحٍ بَحَقٍّ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ.

‘তোমার পবত্রিতা ঘোষণা করছি চাবি ছাড়াই সত্যের উন্মোচনকারী হে, তিনিই উন্মোচনকারী, সর্বজ্ঞ।’

(١١) اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَآلِهِ وَسَلِّمْ.

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ, যিনি বন্ধকে উন্মোচনকারী এবং পূর্ববর্তীদের পরিসমাপ্তি, তাঁর ওপর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর শান্তি, সালাম ও বরকত প্রেরণ করুন।’

এছাড়া আরও বহুসংখ্যক দোয়া আছে, যিনি যা চাইবেন তা পড়তে পারেন।

## পেশাব বন্ধ হলে ও কঙ্কর জমলে তার তদবীর

জনৈক লোক হজরত আবুদ দারদা رضي الله عنه-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার পিতার

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফুরকান,* ২৫:৪৮
[2] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রূম,* ৩০:৪৬
[3] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা লুকমান,* ৩১:৩১

পেশাব বন্ধ হয়েছে এবং কঙ্কর জমেছে। তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে সেই ঝাড়-ফুঁ শিক্ষা দেন, যা তিনি হজরত ﷺ হতে শুনেছিলেন,

«رَبَّنَا أَنْتَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ، فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلَىٰ هَـٰذَا الْوَجَعِ (وَقُوَّةً مِنْ قُوَّتِكَ الْعِنَايَةِ)».

‘আমাদের রব তুমি যিনি আসমানে আছেন। তোমার নাম পূত-পবিত্র। তোমার নির্দেশ আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানেই প্রযোজ্য। আকাশে যেভাবে তোমার অগণিত রহমত আছে, ঠিক সেভাবে তুমি পৃথিবীতেও তোমার অগণিত রহমত ছড়িয়ে দাও। তুমি আমাদের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও। তুমি পূত-পবিত্র লোকদের রব। তুমি তোমার তোমার শেফাসমূহ হতে বিশেষ শেফা, রহমতগুলো হতে বিশেষ রহমত ও তোমার শক্তি থেকে বিশেষ শক্তি দ্বারা এ ব্যথা-বেদনার নিরাময় পাঠিয়ে দাও।’

এ দোয়া পাঠপূর্বক ফুঁ দেওয়ায় সেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। এ দোয়া ইমাম আবু দাউদ ﵀ ও ইমাম নাসায়ী ﵀ রেওয়ায়ত করেছেন।[১]

## পেশাব বন্ধের আরেকটি তদবীর

ইস্পাহান দেশীয় এক ব্যক্তির পেশাব বন্ধ হয়ে যায়। সে নিম্নোক্ত আয়াত লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে পান করায় আল্লাহ পাক তার পেশাব সহজ করে দিলেন এবং পাথরও বের হয়ে গেল।

---

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ৫৭; (খ) আবু দাউদ, ***আস-সুনান,*** খ. ৪, পৃ. ১২, হাদীস: ৩৮৯২; (গ) আন-নাসায়ী, ***আস-সুনানুল কুবরা,*** খ. ৯, পৃ. ৩২১, হাদীস: ১০৮০৭, ইমাম আবু দাউদ ﵀ বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ اشْتَكَىٰ مِنْكُمْ شَيْئًا، أَوْ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجَعِ، فَيَبْرَأَ».

‘হজরত আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমাদের কেউ যদি পীড়িত হয় অথবা তোমাদের কোনো ভাই অসুখের কথা বলে, তবে বলবে, অর্থাৎ হে রব! তোমার নাম পূতঃ-পবিত্র। তোমার নির্দেশ আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানেই প্রযোজ্য। আকাশে যেভাবে তোমার অগণিত রহমত আছে, ঠিক সেভাবে তুমি পৃথিবীতেও তোমার অগণিত রহমত ছড়িয়ে দাও। তুমি আমাদের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও। তুমি পূতঃ-পবিত্র লোকদের রব। তুমি তোমার রহমতগুলো হতে বিশেষ রহমত ও তোমার শেফাসমূহ হতে বিশেষ শেফা দিয়ে এ ব্যথা-বেদনার নিরাময়ে পাঠিয়ে দাও। সে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে।”—স. চৌ.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝٦ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝١٤

‘এবং পর্বতমালা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।’[১] ‘এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।’[২]

কারও পেশাব বন্ধ হলে একটি বস্ত্রখণ্ডে নিম্নলিখিত আয়াত লিখে সেই রোগীর মূত্রাশয়ের ওপর উক্ত বস্ত্রখণ্ড বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ প্রসাব জারি হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(২) وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤

‘আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি।’[৩]

পাথর আটক ব্যতীত অন্য যেকোনো কারণে পেশাব বন্ধ হলেও নিম্নোক্ত আয়াত লিখে ধুয়ে সেই পানি পান করলে পেশাব চালু হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(৩) وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝٦٠

‘আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের ওপর। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল ১২টি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেয়া রিজিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বেড়িও না।’[৪]

فَسَهِّلْ يَا إِلٰهِيْ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَهِّلْ، سَهِّلْ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ.

‘হে আল্লাহ! নেক্কারগণের সরদারের (নবী করীম ﷺ) সম্মানার্থে আমার প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দাও। হে ক্ষমাশীল! তোমার দয়ায় সহজ করে দাও। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, নবীকুল শিরোমণি, হজরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি অসীম রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।’

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ওয়াকিয়া,* ৫৬:৫-৬
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হাক্কা,* ৬৯:১৪
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নাবা,* ৭৮:১৪
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:৬০

এ আয়াতগুলো লিখে ধুয়ে সেই পানি পান করলে পেশাব বন্ধ হওয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতার কারণে পায়খানায় কবজিয়ত ইত্যাদিতে উপকার হয়। তদ্রূপ সূরা কাওসারও উক্ত রোগে উপকারী।

### বহুমূত্র রোগের জন্য তদবীর

নিম্নআয়াতটি লিখে বাঁধবে। ইনশাআল্লাহ সকল রোগ করে যাবে। আর বহুমূত্র রোগের বিশেষভাবে কাজ করে।

وَقِيلَ يَٰٓأَرۡضُ ٱبۡلَعِي مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقۡلِعِي وَغِيضَ ٱلۡمَآءُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَٱسۡتَوَتۡ عَلَى ٱلۡجُودِيِّۖ

وَقِيلَ بُعۡدٗا لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝ قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَصۡبَحَ مَآؤُكُمۡ غَوۡرٗا فَمَن يَأۡتِيكُم بِمَآءٖ مَّعِينِۭ ۝

‘আর নির্দেশ দেওয়া হল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদি পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফিররা নিপাত যাক।’[১] ‘বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা?’[২]

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা হূদ,*** ১১:৪৪
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-মুলক,*** ৬৭:৩০



## সূরা হাশরের কতিপয় আয়াতের বিশেষ গুণাবলি

لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعٗا مُّتَصَدِّعٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ۝ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ۝ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ۝ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝

‘যদি আমি এ কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনিই আল্লাহ তাআলা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতিত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তাআলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।’[১]

হজরত জাবের ইবনে ইয়াযীদ[২] হতে বর্ণিত আছে যে,

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-হাশর,*** ৫৯:২১-২৪
[২] জাবির আল-জু’ফী: আবু আবদুল্লাহ, আবু ইয়াযীদ, আবু মুহাম্মদ, জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল হারিস ইবনে ইয়াগূস আল-জু’ফী আল-কূফী (৬০-১৩২ হি. = ৬৮০-৭৫০ খ্রি.)। বিখ্যাত শিয়া ফকীহ, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। অনেক সুন্নী মুহাদ্দিস তার থেকে হাদীস বর্ণনা করলেও তিনি একজন বিতর্কিত, দুর্বল ও প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী বলে সমালোচিত।—স. চৌ.

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ: قَالَ لِيْ: يَا جَابِرُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللهِ! قَالَ: اقْرَأْ عَلَىٰ كُلِّ وَرَمٍ آخِرَ سُوْرَةِ الْحَشْرِ: ﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ ﴾ [الحشر: ٢١] إِلَىٰ آخِرِ السُّوْرَةِ وَاتْفُلْ عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ يَسْكُنُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ.

‘তিনি বলেন, আমাকে জনাব ইমাম মুহাম্মদ বাকির  ফরমায়েছেন, হজরত রসুলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘উপরোক্ত আয়াতসমূহ যে ফুলার ওপর পাঠ করা যাবে আর পাঠপূর্বক সে ব্যথার স্থানে তিনবার থুথু দেবে, তবে ব্যথা ও ফুলা সেরে যাবে।’’[১]

*মাকারিমুল আখলাক* কিতাবে বর্ণিত যে,

لِلثُّؤْلُوْلِ: يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قِطْعَةَ مِلْحٍ وَيَمْسَحُ بِهَا الثُّؤْلُوْلَ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: ﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ ﴾ [الحشر: ٢١] إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ، وَيَطْرَحُهَا فِيْ تَنُّوْرٍ وَيَنْصَرِفُ سَرِيْعًا يَذْهَبُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

‘দাঁতের মাড়িতে ব্যথা হলে, একটুকরা সন্ধপ লবন নিয়ে ব্যথার স্থানে তা স্পর্শ করে তার ওপর উক্ত আয়াতসমূহ পাঠপূর্বক চুলার ভেতর ফেলে জ্বালিয়ে ফেলবে। ইনশাআল্লাহ রোগ চলে যাবে।’[২]

*তিব্বুল আয়িম্মা* কিতাবে বর্ণিত আছে যে,

‘জনৈক লোক হজরত  তাকে কানের ওপর হাত রেখে উপরোক্ত আয়াতসমূহে পড়ার জন্য আদেশ করলেন।’[৩]

*আদ-দুররুন নাযীম* কিতাবে বর্ণিত যে,

﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ ﴾ [الحشر: ٢١] الخ السُّوْرَةِ: ... إِذَا كُتِبَتْ فِيْ جَامٍ وَمُحِيَتْ بِمَاءِ الْمَطَرِ رُزِقَ الذَّكَاءُ.

[১] (ক) আল-মজলিসী, ***বিহারুল আনওয়ার***, খ. ৯২, পৃ. ৭০, ক্র. ৬৩/১; (খ) ইবনে বিসতাম, ***তিব্বুল আয়িম্মা আলায়হিমুস সালাম***, পৃ. ৩৪, ক্র. ৫

[২] আবু নসর আত-তাবারসী, ***মাকারিমুল আখলাক***, পৃ. ৩৮৫, ক্র. ১৬

[৩] ইবনে বিসতাম, ***তিব্বুল আয়িম্মা আলায়হিমুস সালাম***, পৃ. ২৩, ক্র. ৫, এটি মূলত ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির  থেকে বর্ণিত বলে কথিত আছে, এটি রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত বলে প্রমাণিত নয়। তিনি বর্ণনা করেন,
عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ، أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ صَمَمًا، فَقَالَ: امْسَحْ يَدَكَ عَلَيْهِ وَاقْرَأْ عَلَيْهِ: ﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ... ﴾ [الحشر: ٢١-٢٤].
‘জাবির (আল-জু’ফী) থেকে বর্ণিত, ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-বাকির  থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে বধিরতাগ্রস্ত হওয়ার কথা জানায়। এতে তিনি বলেন, তুমি তোমার হাত কানে রেখ এবং সূরা আল-হাশরের একবিংশ থেকে চতুর্বিংশ আয়াতসমূহ পড়।”—স. চৌ.



‘সাদা পেয়ালা বা বরতনে উক্ত আয়াতসমূহ লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি পান করলে মেধা বৃদ্ধি পায়।’[১]

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী  হতে বর্ণিত আছে যে,

وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ، كَانَ لَهُ مِرْبَدٌ مِنْ ثَمَرٍ، فَوَجَدَ أَثَرَ أَخْذٍ مِنْ ثَمَرِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ رَصَدَهُ، فَإِذَا هُوَ بِشَخْصٍ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ سُكْنَىٰ بِنَصِيْبِيْنَ، أَرَدْنَا أَنْ نَزُوْرَ هَذَا الْبَيْتَ، فَأَرْسَلْنَا فَانْقَطَعَ بِنَا، وَقَدْ كُنَّا نَصِيْبُ مِنْ ثَمَرِكُمْ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأَعْطِنِيْ يَدَكَ، فَإِذَا بِذِرَاعٍ كَذِرَاعِ الْكَلْبِ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَصَبْتَ مِنْ ثَمَرِيْ، فَهُوَ حِلٌّ، وَمَا طَلَبْتُ مِنْ حَاجَةٍ تَجِدُ أَلَّا تُخْبِرُنِيْ بِشَيْءٍ نَسْتَعِيْذُ بِهِ مِنْ مَرَدَةِ الْجِنِّ، فَقَالَ بِالْكَلِمَاتِ الَّتِيْ فِيْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ، وَهِيَ ﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ ﴾ [الحشر: ٢١] الخ السُّوْرَةِ.

‘তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে এক ব্যক্তির বাগানের ফলে খুবই ঘাটতি দেখল। যে পরিমাণ ফল ছিল তা হতে অনেক কম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কে নিয়ে গেল বা কি হল বুঝতে পারতেছে না। সে বেশ তাক লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, এ চোরীর কোনো আলামত বা সূত্র পায় কিনা। এ অবস্থায় দেখা গেল যে, এক দৈত্য আসল। তার বাসস্থান ছিল নসীবীনে। সে স্বীকার করল, হ্যাঁ আমিই তোমার বাগানের ফল নিয়ে যাই। তখন বাগানের মালিক বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তোমার হাত আমার দিকে বাড়াও। তারপর বাগানদার বলল, তুমি পূর্বে যেসব মেওয়া (ফল) নিয়ে গিয়েছো তা তোমার পক্ষে হালাল করে দিলাম আর ভবিষ্যতের জন্যও অনুমতি দিলাম। তবে তুমি আমাকে জিন্নাতের আসর ও অপরাপর বিপদাদি হতে নিরাপদে মুক্ত থাকার ও রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা শিক্ষা দাও। তখন সেই জিন তাকে উপরোক্ত আয়াতসমূহ পড়ার শিক্ষা দিল।’[২]

[১] (ক) আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ১০৮; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ৯৯

[২] আল-ইয়াফিয়ী, ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ১০৮

## সূরা তারিকের বিশেষ গুণাবলি

কারও শরীরে জখম হলে উপরোক্ত সূরা লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে সেই পানি দ্বারা জখমসমূহ ধুইলে সেসব জখমে ব্যথা হবে না এবং ফুলা আসবে না। আর তার ভেতরে পুঁজও পয়দা (সৃষ্টি) হবে না। আর যার ওপর উক্ত সূরা পাঠ করা হবে, সে ঘাটতি হতে মুক্ত থাকবে।[১]

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ﵀ ইরশাদ করেন যে, 'এ সূরা পড়ে ওষুধের ওপর ফুঁ দিলে সেই ওষুধ দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না।'

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১৬২; (খ) হাশিম আল-বাহরানী, ***আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** খ. ৮, পৃ. ২৫৬, ক্র. ৪

**وَقَالَ الصَّادِقُ ﵇: «مَنْ غَسَلَ بِمَائِهَا الْجِرَاحَ سَكَنَتْ وَلَمْ تَقِحْ، وَمَنْ قَرَأَهَا عَلَىٰ شَيْءٍ يَشْرَبُ دَوَاءً يَكُوْنُ فِيْهِ الشِّفَاءُ».**

'(ইমাম জাফর) আস-সাদিক ﵀ বলেন, যে ব্যক্তি এর পানিপড়া দ্বারা জখম ধুয়ে নেবে, এতে সে প্রশান্তি অনুভব করবে এবং তা ফুলবেও না। আর যে ব্যক্তি এটি পড়ে কোনো কিছুতে পড়ে সেটি ওষুধ হিসেবে পান করবে তাতে আরোগ্য লাভ করবে।'—স. চৌ.



## সূরা ওয়াদ দোহার বিশেষ গুণাবলি

কারও কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে, সে সাতবার সূরা ওয়াদ দোহা তেলাওয়াত করবে। তারপর সাতবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে।[১] অতঃপর হাতে তুলে উক্ত সূরাকে মাথার ওপর ঘুমাবে অথবা উক্ত সূরা পূর্ব হতে লিখে রাখবে এবং সেই সময় তা তুলে মাথার ওপর ঘুমাবে। তারপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে। দোয়াটি পড়ার পর হাত তালি দেবে। ইনশাআল্লাহ হারানো বস্তু ফিরে পাবে।

**أَصْبَحْتُ فِيْ أَمَانِ اللهِ، وَأَمْسَيْتُ فِيْ جَوَارِ اللهِ، وَأَمْسَيْتُ فِيْ أَمَانِ اللهِ، وَأَصْبَحْتُ فِيْ جَوَارِ اللهِ.**

'আমি সকাল করেছি আল্লাহর নিরাপত্তায়, সন্ধ্যা করেছি আল্লাহর হেফাজতে এবং সন্ধ্যা করেছি আল্লাহর নিরাপত্তায় ও সকাল করেছি আল্লাহর হেফাজতে।'[২]

আরও এই যে, কোনো জায়গায় অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সেই আগুন নিভানোর জন্য সাতটি কঙ্কর নিয়ে সেগুলোর ওপর উক্ত সূরা পড়ে ফুঁ দিয়ে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। ইনশাআল্লাহ আগুন নিভিয়ে যাবে।

[১] আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ১০৩

[২] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ২৪২-২৪৩; (খ) শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী, ***তাফসীরে ফাতহুল আযীয,*** খ. ৪, পৃ. ৪২৫, তিনি বলেন,

*واز خواص این سوره آن است که برائے گم شدن، ہفت بار این سوره راخوانده گرداگرد سر خود انگشت شہادت بگردانند وبعد از تمام ہفت بار: «أَصْبَحْتُ فِيْ أَمَانِ اللهِ، وَأَمْسَيْتُ فِيْ جَوَارِ اللهِ، وَأَمْسَيْتُ فِيْ أَمَانِ اللهِ، وَأَصْبَحْتُ فِيْ جَوَارِ اللهِ»، خوانده دستک زنند، آن گم شده یافته شود، وَاللهُ أَعْلَمُ۔*

'এ সূরার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, হারানো জিনিসের জন্য। সূরাটি সাতবার পড়ে নিজের মাথার ওপর শাহাদত অঙ্গুলি ঘুরাবে এবং দোয়াটি পড়ে হাত তালি দেবে। হারোনো জিনিস ফিরে পাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।"—স. চৌ.

তদ্রূপ সাতটি কঙ্করীর ওপর قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَٰمًا (আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।)[১] পড়ে ফুঁ দিয়ে সেগুলো আগুনে নিক্ষেপ করলে তা নিভে যাবে। (আমাদের মুরশিদ ﵀ এ রকম ইরশাদ করেছেন।)

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৬৯



## সূরা কদরের বিশেষ গুণাবলি

*সাওয়াবুল আ'মাল* ও *জামিউল আখবার* কিতাবে বর্ণিত যে,

'হজরত ইমাম আলী মুহাম্মদ বাকির[১] ﵀ ফরমায়েছেন, 'যে লোক সূরা কদর বেশি বেশি পড়ে এবং অধিক সময় পাপ মার্জনার জন্য তওবা ইস্তিগফার করে, সে হাশরের ময়দানে আমাদের সঙ্গেই উঠবে।"[২]

*আল-কাফী* কিতাবের বাবুন নাওয়াদেরে বর্ণিত যে,

**عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِيْ جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنِّيْ قَدْ لَزِمَنِيْ دَيْنٌ فَادِحٌ، فَكَتَبَ: «أَكْثِرْ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ، وَرَطِّبْ لِسَانَكَ بِقِرَاءَةِ: ﴿إِنَّآ أَنْزَلْنَٰهُ﴾** [القدر]».

'ইসমাইল ইবনে সাহল[৩] ইমাম মুহাম্মদ বাকির ﵀-এর নিকট পত্র লিখলেন

[১] এটি মূলত দ্বিতীয় আবু জাফর খ্যাত ইমাম মুহাম্মদ আল-জাওয়াদ ﵀ (মৃ. ২২০ হি.) থেকেই বর্ণিত বলে কথিত। এখানে গ্রন্থকারের নিকট বর্ণনাকারী তথ্যগতভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।—স. চৌ.

[২] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** পৃ. ১৭৬; (খ) আস-সাবযাওয়ারী, ***জামিউল আখবার,*** পৃ. ১৪৬, ক্র. ৩২০/৬; (গ) ইবনে বাবাওয়াইহ, ***সাওয়াবুল আ'মাল ওয়া ইকাবুল আ'মাল,*** পৃ. ১৬৫, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِيْ جَعْفَرٍ ؑ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا إِذَا أَنَا قُلْتُهُ كُنْتُ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ: فَكَتَبَ بِخَطٍّ أَعْرِفُهُ: أَكْثِرْ مِنْ تِلَاوَةِ: ﴿إِنَّآ أَنْزَلْنَٰهُ﴾ [القدر] وَرَطِّبْ شَفَتَيْكَ بِالْاسْتِغْفَارِ.**

'ইসমাইল ইবনে সাহল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু জাফর (দ্বিতীয়) ﵀-কে লিখি যে, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যেটি পাঠ করলে আমি আপনাদের সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে থাকবো। অতঃপর তিনি আমার কাছে পাঠানো এক পত্রে লিখেন যে, 'সূরা আল-কদর বেশি বেশি পাঠ করো এবং তোমার ঠোঁটকে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে ভিজিয়ে রেখ।"—স. চৌ.

[৩] ইসমাইল ইবনে সাহল: ইসমাইল ইবনে সাহল আদ-দিহকান (মৃ. ২০৯ হি.)। একজন শিয়া বর্ণনাকারী ও লেখক। তবে তিনি খোদ শিয়া জীবনচরিত সমালোকদের কাছেও সমালোচিত। শিয়া জীবনচরিতকার আহমদ আন-নাজ্জাশী বলেন, 'তাকে আমাদের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।' দ্র. (ক) ইবনে হাজর

এবং তাঁতে লিখলেন, আমি ঋণগ্রস্থ হয়েছি। হজরত ইমাম সাহেব উত্তরে লিখলেন, খুব বেশি বেশি আল্লাহর কাছে পাপ মার্জনা চাও ও আর সর্বদা সূরা কদর তেলাওয়াত কর।’[১]

কোনো কোনো কিতাবে আরও বর্ণিত যে, ‘উক্ত সূরা কদরকে কোনো অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ৩ শত ৬০ বার পড়লে ইনশাআল্লাহ সেই অভাব পূরণ হয়ে যাবে। রিজিক ফরাগত (প্রশস্ত) ও দারিদ্রতা দূর হওয়ার জন্য এ সূরার খতম উক্ত সংখ্যায় পাঠ করা বিশেষ উপকারী ও পরীক্ষিত।’

আল-আসকলানী, *লিসানুল মিযান*, খ. ৩, পৃ. ২২৭ ও (খ) আন-নাজ্জাশী, *রিজালুন নাজ্জাশী*, পৃ. ২৮, ক্র. ৫৬।—স. চৌ.

[১] (ক) যিয়াউদ্দীন আল-আ’লামী, *খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু*, পৃ. ১৭৭; (খ) আল-কুলায়নী, *আল-কাফী*, খ. ১০, পৃ. ৫৫১-৫৫২, ক্র. ৯৪১০/৫২



## সূরা ইযা যুলযিলাতের বিশেষ গুণাবলি

এ সূরাকে হজরত আনাস ﵁-এর হাদীসের মধ্যে কুরআনের চার ভাগের একভাগ আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১] এর এ ফযীলত এজন্য যে, এটি আখেরাতের অবস্থাকে শামিল করেছে। দুনিয়ার অবস্থা অনুসারে এ সূরাকে কুরআনের একার্দ্ধাও বলা হয়েছে।[২] এছাড়া এর ভেতরে এ মহা গুরুত্বপূর্ণ আয়াতও রয়েছে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

(‘যে বান্দা রেণু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তা সে দিন দেখতে পাবে। আর যে বান্দা রেণুকণা পরিমাণ মন্দ ও পাপ কাজ-কর্ম করবে সে তাও দেখতে

[১] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ২৪৬; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, ***আল-মুসনাদ***, খ. ১৯, পৃ. ৪৭২, হাদীস: ১২৪৮৮, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ۝﴾** [الكافرون] **رُبُعُ الْقُرْآنِ، ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ۝﴾** [الزلزلة] **رُبُعُ الْقُرْآنِ، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ۝﴾** [النصر] **رُبُعُ الْقُرْآنِ».**

‘হজরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ‘সূরা আল-কাফিরূন কুরআনের একচর্তুথাংশ, সূরা আয-যালযালা কুরআনের একচর্তুথাংশ এবং সূরা আন-নাসর কুরআনের একচর্তুথাংশ।”—স. চৌ.

[২] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ৩৩-৩৪; (খ) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ২৪৬; (গ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান***, খ. ৫, পৃ. ১৬৫-১৬৬, হাদীস: ২৮৯৩, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ۝﴾** [الزلزلة] **عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ۝﴾** [الكافرون] **عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۝﴾** [الإخلاص] **عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ».**

‘হজরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা আয-যালযালা পাঠ করবে অর্ধেক কুরআনের সমান তার সওয়াব হবে। যে ব্যক্তি সূরা আল-কাফিরূন পাঠ করবে তার জন্য কুরআনের এক-চতুর্থাংশ পাঠের সমান সওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি সূরা আল-ইখলাস পাঠ করবে তার জন্য কুরআনে এক-তৃতীয়াংশ পাঠের সমান সওয়াব হবে।”—স. চৌ.

পাবে।’’[১]

অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচার হবে। রেণুকণাও এদিক ওদিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।) আসল কথা এই যে এর গূঢ় রহস্য আল্লাহই জানেন। এ সূরা লকওয়া (মুখ বক্রতা চেহারা বা অর্ধব চেহারা বক্র হওয়া) রোগে উপকারী।

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আয-যালযালা***, ৯৯:৭-৮



## সূরা ইখলাসের ফযীলতসমূহ

এ সূরার ফযীলত মর্যাদা সম্পর্কে হজরত রসুলে করীম ﷺ-এর বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হজরত ﷺ-এর আসহাববৃন্দের একদল হতে যেসব হাদীস রেওয়ায়ত হয়েছে, তা দ্বারা এ সূরা ইখলাসকে সুলুসুল কুরআন (কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ) আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১]

হজরত আবু হুরায়রা ؓ হাদীস রেওয়ায়ত করছেন যে, হজরত ﷺ জনৈক লোককে সূরা ইখলাস শেষ পর্যন্ত পড়তে শুনে বললেন, «وَجَبَتْ» (নির্ধারিত হল নিশ্চিত হল)। তখন তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন (হুজুর) কি নির্ধারিত নিশ্চিত হল? হুজুর ﷺ উত্তর দিলেন, «الْجَنَّةُ» (বেহেশত)। ইমাম তিরমিযী ؒ এটি রেওয়ায়ত করেছেন।[২]

এ সূরায় আল্লাহ রহমানুর রহমতের গুণ নিহিত আছে। যে ব্যক্তি তা পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন। হজরত আনাস ؓ হাদীস বর্ণনা করেছেন, জনৈক লোক এ সূরাকে নামাজের প্রত্যেক রকআতে পাঠ করত। তাকে এর কারণ

[১] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ৩৪; (খ) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ২৫১-২৫২; (গ) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৬, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ৫০১৩, খ. ৮, পৃ. ১৩১, হাদীস: ৬৬৪৩ ও খ. ৯, পৃ. ১১৪-১১৫, হাদীস: ৭৩৭৪; (ঘ) আবু দাউদ, ***আস-সুনান***, খ. ২, পৃ. ৭২, হাদীস: ১৪৬১, হজরত আবু সাইদ আল-খুদরী ؓ থেকে বর্ণিত; (ঙ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান***, খ. ৫, পৃ. ১৬৫-১৬৬, হাদীস: ২৮৯৩, হজরত আনাস ইবনে মালিক ؓ থেকে বর্ণিত ও খ. ৫, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ২৮৯৯, হজরত আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, হাদীসটি সূরা আয-যালযালার আলোচনায় বিবৃত হয়েছে।—স. চৌ.

[২] আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান***, খ. ৫, পৃ. ১৬৭-১৬৮, হাদীস: ২৮৯৭, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝﴾ [الإخلاص]، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَجَبَتْ»، قُلْتُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «الْجَنَّةُ».**

‘হজরত আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসছিলাম। তখন তিনি শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি সূরা আল-ইখলাস পড়ছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘সে ওয়াজিব করে নিল।’ আমি বললাম, কি ওয়াজিব করে নিল? তিনি বললেন, ‘জান্নাত।’’—স. চৌ.

জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তর দিল, আমি এ সূরাকে মহব্বত করি। তখন হজরত নবী করীম ﷺ বললেন, «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ» (তুমি যে উক্ত সুরাকে মহব্বত কর, সেই মহব্বত তোমাকে বেহেশতের মধ্যে দাখিল করবে।) এ হাদীস ইমাম বুখারী رحمه الله রেওয়ায়ত করেছেন।[১]

এ সূরা এমনই গুণের যে তা ক্ষুধার্ত লোক তেলাওয়াত করলে তার উদরপূর্ণ হবে। পিপাসু পাঠ করলে তৃষ্ণা নিবারণ হবে। তাতে আল্লাহর নাম الصَّمَدُ বিদ্যমান। রিয়াযতকারীগণের পক্ষে সেই নামের প্রতি মনযোগ করা উচিত।

যে লোক উক্ত সূরা খরগোশের ঝিল্লির ওপর লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে রাখবে, আল্লাহর ফজলে সে সকল দংশনকারী প্রাণীদের ও মানব-দানবের ক্ষতি সাধন হতে আমানে (নিরাপদে) থাকবে।[২] আর যদি সর্বদা ঘরে যাওয়ার বেলায় উক্ত সূরা পাঠ করতে থাকে, তবে দারিদ্রতা ও অভাব দূর হয়ে রিজিক ফরাগত হবে।

ইমাম কুরতবী رحمه الله *কিতাবুত তাযকিরায়* লিখেছেন,

**عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴾ [الإخلاص] فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ يَمُوْتُ فِيْهِ لَمْ يُفْتَنْ فِيْ قَبْرِهِ، وَأَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، وَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَكُفِّهَا حَتّٰى تُجِيْزَهُ الصِّرَاطَ إِلَى الْجَنَّةِ».**

‘যে ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সে কবরে কষ্টে পড়বে না। আর কবরের কঠিন চাপ হতে রক্ষা পাবে এবং ফেরেশতাগণ তাকে নিজ বাহুতে তুলে পুলসিরাত পার করে দেবেন। তখন স্বর্গে গিয়ে পৌঁছবে।’[৩]

[১] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ,*** খ. ১, পৃ. ১৫৫; (খ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান,*** খ. ৫, পৃ. ১৭০, হাদীস: ২৯০১, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هَذِهِ السُّوْرَةَ: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴾ [الإخلاص]، فَقَالَ: «إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ».**

‘হজরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, ইয়া রসুলাল্লাহ, আমি এ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি পছন্দ করি। তিনি বললেন, ‘এর প্রতি তোমার ভালবাসাটাই তোমাকে জান্নাতে দাখিল করাবে।”—স. চৌ.

[২] আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** পৃ. ২৫৪

[৩] (ক) আল-কুরতুবী, ***আত-তাযকিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরা,*** পৃ. ৩৩০; (খ) আত-তাবারানী, ***আল-মু’জামুল আওসাত,*** খ. ৬, পৃ. ৫৭-৫৮, হাদীস: ৫৭৮৫; (গ) আবু নুআয়ম আল-আসবাহানী, ***হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া,*** খ. ২, পৃ. ২১৩, হাদীস: ১২০৩, আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখ্খীর থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন।—স. চৌ.



## সূরা ফালাক ও সূরা নাসের ফযীলত ও গুণাবলি

হজরত রসুল ﷺ হজরত আকবা ইবনে আমের رضي الله عنه-কে লক্ষ করে বললেন, ‘দেখছ না? এ কয়েকটি আয়াত যা আজ রাতে নাযিল করা হয়েছে। আর যাদের সমকক্ষ দৃষ্ট হয়নি। তা হতে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ (শেষ পর্যন্ত) এসব আয়াত হতে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আর ব্যাপকতর অপর কোনো আয়াত তুমি পাঠ করার জন্য কস্মিনকালেও পাবে না! যদি সেই আয়াতসমূহ পাঠ করতে সক্ষম হও, তবে তা করিও।’[১]

হজরত উকবা رضي الله عنه বলেন, আমাকে হুজুর ﷺ আদেশ করেছিলেন যে, ‘শোয়ার সময় ও শোয়া হতে উঠার সময়ে উক্ত সূরা পাঠ করতে থাকবে।’[২] ‘কোনো প্রার্থনাকারী

[১] (ক) মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** খ. ১, পৃ. ৫৫৮, হাদীস: ৮১৪; (খ) আন-নাসায়ী, ***আস-সুনানুল কুবরা,*** খ. ৭, পৃ. ১৯৬, হাদীস: ৭৭৯১, ইমাম মুসলিম رحمه الله বর্ণনা করেন,

**عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴾ [الفلق]، وَ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴾ [الناس]».**

‘হজরত উকবা ইবনে আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘সে আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ করেছ কি, যা আজ রাতে অবতীর্ণ হয়েছে। সেগুলোর সদৃশ আর কখনও দেখা যায়নি: সূরা আল-ফালাক" ও সূরা আন-নাস।”

আর ইমাম নাসায়ী رحمه الله বর্ণনা করেন,

**عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَقْرِئْنِيْ مِنْ سُوْرَةِ يُوْسُفَ أَوْ سُوْرَةِ هُوْدٍ؟ قَالَ: «يَا عُقْبَةُ، اقْرَأْ بِـ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴾ [الفلق]، فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُوْرَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ ﷻ وَأَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوْتَكَ فَافْعَلْ».**

‘হজরত উকবা ইবনে আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি (রসুলুল্লাহ ﷺ-কে) বললাম, হে আল্লাহর রসুল! (বিপদাপদে পড়লে) আমি কি সূরা হূদ পড়ব, না সূরা ইউসুফ? তিনি উত্তরে বললেন, ‘এ ক্ষেত্রে তুমি আল্লাহর কাছে সূরা আল-ফালাকের চেয়ে প্রিয় ও উত্তম কোনো সূরা পড়তে পারবে না। যদি তুমি তার পাঠ ছেড়ে না দিয়ে পার তবে অবশ্যই পাঠ করবে।”—স. চৌ.

[২] আবু দাউদ, ***আস-সুনান,*** খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: ১৫২৩, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ».**

‘হজরত উকবা ইবনে আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক নামাজের পর সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পাঠের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।”

আল্লাহর দরবারে এর চেয়ে উত্তম প্রার্থনা করেনি। আর কোনো আশ্রয় প্রার্থী এর চেয়ে উত্তম আশ্রয় প্রার্থনা করেনি।'[১]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْـخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْـجَانِّ وَمِنْ عَيْنِ الْإِنْسِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْـمُعَوِّذَتَيْنِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ».

'হজরত আবু সাইদ খুদরী ؓ (থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ) যতদিন উক্ত দুই সূরা নাযিল না হয়েছিল নিজ ভাষায় জিন্নাতের আসর ও বদনজর হতে পানাহ চাইতেন। পরে যখন উক্ত সূরাদ্বয় নাযিল হল, তখন হতে এ দুইটি গ্রহণ করেন বাকিগুলো ছেড়ে দিলেন।'[২]

তাতেই প্রমাণ হল যে জিন্নাত ও বদনজর সম্পর্কে উক্ত দুইটি সমকক্ষ অন্য কোনো আশ্রয় প্রার্থনা নেই। হজরত উবাই ইবনে কা'ব ؓ-এর হাদীসে বর্ণিত যে, হজরত ﷺ ফরমায়েছেন,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ الْـمُعَوِّذَاتِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ جَمِيْعَ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ».

'যে ব্যক্তি এ মুআউয়াযাত পাঠ করল, সে যেন মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ সমস্ত কিছুই পাঠ করল।'[৩]

(উক্ত সূরা দুইটির মর্যাদা সম্পর্কে এতটুকুই যথেষ্ট।)

এখানে অবশ্য শোয়ার সময় ও শোয়া থেকে উঠার পরিবর্তে প্রত্যেক নামাজের পর সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়া নির্দেশ এসেছে।—স. চৌ.

[১] ইবনে আবু শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ***, খ. ৬, পৃ. ৭৮, হাদীস: ২৯৬০৪, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا سَأَلَ سَائِلٌ وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهَا» يَعْنِي الْـمُعَوِّذَتَيْنِ.

'হজরত উকবা ইবনে আমির ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'এর অর্থাৎ সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাসের অনুরূপ কোনো প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা এবং কোনো আশ্রয় প্রার্থনাকারীর আশ্রয় প্রার্থনা নেই।"—স. চৌ.

[২] আল-বায়হাকী, ***শুআবুল ঈমান***, খ. ৪, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ২৩২৭

[৩] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ***আল-মাতালিবুল আলিয়া***, খ. ১৫, পৃ. ৪৮০, হাদীস: ৩৭৯৩



# দোয়া ও আমলিয়াত

## জালিম বাদশাহ ও অত্যাচারীর ভীতি সম্পর্কে দোয়া

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ سُلْطَانًا مَهِيْبًا تَخَافُ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيْكَ، فَقُلْ:

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, যখন কোনো মহা প্রতাপশালী বাদশাহর নিকট তোমার যেতে হয় যার ভয়ানক শৌর্য-বীর্য ও ক্ষমতার বিষয়ে তুমি ভীত। তবে তুমি উচ্চারণ কর:

«اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا، اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوْذُ بِاللهِ الَّـذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْـمُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُودِهِ، وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْـجِنِّ وَالْإِنْسِ، اللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

'আল্লাহ মহান, আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। আমি যার ভয়ে ভীত ও শঙ্কিত আল্লাহ তার চেয়েও অধিক সম্মানিত। আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি সাত আসমানকে তাঁর নির্দেশ ব্যতীত পৃথিবীর ওপর পতিত হওয়া থেকে সুস্থির রেখেছেন, তাঁর অমুক বান্দার, জিন ও মানুষের মধ্য থেকে তার বাহিনী, তার অনুসারী দলবল থেকে। হে আল্লাহ! তাদের অনিষ্টের মোকাবিলায় তুমি আমার প্রতিবেশী হও। তোমার প্রশংসা মহিমান্বিত, তোমার প্রতিবেশী মহিমান্বিত, তোমার নাম বরকতপূর্ণ এবং তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।' এ দোয়া তিনবার বলবে।'[১]

[১] (ক) ইবনে আবু শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ***, খ. ৬, পৃ. ২৩, হাদীস: ২৯১৭৭; (খ) আল-বুখারী, ***আল-আদাবুল মুফরাদ***, পৃ. ৩৭৩, হাদীস: ৭০৮; (গ) আত-তাবারানী, ***আল-মু'জামুল কবীর***, খ. ১০, পৃ. ২৫৮, হাদীস:

আর فُلَانٍ শব্দের স্থলে সেই লোকের নাম উচ্চারণ করবে, যাতে সম্পর্কে তুমি ভীত।

## জ্বর তাড়ানোর বিভিন্ন তদবীর

নিম্নে প্রথম ও দ্বিতীয় দুইটি দোয়া লিখিত হল। এ দুইটির যেকোনোটি কয়েকবার পড়ে জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে কয়েকটি ফুঁ দেবে। এভাবে কয়েকবার করলে ইনশাআল্লাহ্ জ্বর নেমে যাবে।

১– «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ».

‘আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি, সেসব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদনজর থেকে আল্লাহ আপনাকে শিফা দিন; আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।’[১]

২– بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ﴿٢٨﴾ يَاغَفُوْرُيَارَحِيْمُ ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴿١٧٨﴾ يَاغَفُوْرُ ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ﴿٦٦﴾ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ ○

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ ‘আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের ওপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।’[২] ‘পরম করুণাময়

১০৫৯৯; (ঘ) আত-তাবারানী, *আদ-দুআ,* পৃ. ৩২৪, হাদীস: ১০৬০; (ঙ) আল-বায়হাকী, *আদ-দা’ওয়াতুল কবীর,* খ. ২, পৃ. ৬৩, হাদীস: ৪৭৩

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ,* খ. ৪, পৃ. ১৭১৮-১৭১৯, হাদীস: ২১৮৬, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ».

‘হজরত আবু সাইদ (আল-খুদরী رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত জিবরীল (عليه السلام) নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ তিনি (জিবরীল) বললেন, ‘আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি, সেসব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদনজর থেকে আল্লাহ আপনাকে শেফা দিন; আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।”—স. চৌ.

[২] (ক) আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া,* ২১:৬৯; (খ) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী,* পৃ. ২৫, তিনি লিখেছেন,

**خاصیت:** جس کو گرمی سے بخار آتا ہو، اِس آیت کو لکھ کر تعویذ بنا کر اُس کے گلے میں ڈال دے اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰی بخار جاتا رہے گا۔

‘যে ব্যক্তির গরমের কারণে জ্বর আসে এ আয়াতটি লিখে তাবিজ বানিয়ে গলায় পরবে, ইনশাআল্লাহ জ্বর সেরে যাবে।’—স. চৌ.



মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ ‘আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান।’[১] ‘হে ক্ষমাশীল, হে দয়ালু।’ ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ ‘এটি তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ ও বিশেষ অনুগ্রহ।’[২] ‘হে ক্ষমাশীল।’ ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ ‘এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।’[৩] ‘হে ক্ষমাশীল, হে ক্ষমাশীল, হে ক্ষমাশীল, হে ক্ষমাশীল।’

## সকল রোগের তদবীর

নিম্নোক্ত দোয়ার আরম্ভে ও শেষে দরুদ শরীফ ও এরপর সূরা আল-হামদু শরীফ একবার পাঠ করবে,

يَا اللهُ إِشْفِ، يَا رَحْمٰنُ إِشْفِ، يَا رَحِيْمُ إِشْفِ، يَا كَرِيْمُ إِشْفِ، يَا غَفَّارُ إِشْفِ، يَا سَتَّارُ إِشْفِ، ﴿وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴿١٠٥﴾﴾ [الإسراء: ١٠٥] مِنْ جَمِيْعِ الدَّاءِ وَالْبَلَاءِ، بِفَضْلِكَ وَبِكَرَمِكَ، لَا بِعَمَلِنَا وَلَا بِعَمَلِهِ.

‘হে আল্লাহ আরোগ্য দিন, হে পরম করুণাময় আরোগ্য দিন, হে দয়ালু আরোগ্য দিন, হে সম্মানিত আরোগ্য দিন, হে ক্ষমাশীল আরোগ্য দিন, হে অতি গোপনকারী আরোগ্য দিন। ‘আমি সত্যসহ এ কুরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটি নাযিল হয়েছে।’[৪] সকল বলা-মসিবত থেকে, তোমার দয়া ও মেহেরবানিতে, আমাদের কর্মের জন্য, না তার কর্মের জন্য।’

## বিভিন্ন প্রকার জ্বর-রোগ (নিবারণার্থে)

**জ্বরের দোয়া:** নিম্নলিখিত দোয়া পড়ে রোগীকে দম করবে,

১– بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، بَرَاءَةٌ مِّنَ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، إِلَىٰ أُمِّ مِلْدَمٍ الَّتِيْ تَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَتَشْرَبُ الدَّمَ، وَتُهَشِّمُ الْعَظْمَ، أَمَّا بَعْدُ يَا أُمَّ مِلْدَمٍ! إِنْ كُنْتِ مُؤْمِنَةً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَإِنْ كُنْتِ يَهُوْدِيَّةً فَبِحَقِّ مُوْسَى الْكَلِيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ الْمَسِيْحِ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنْ لَّا أَكَلْتِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةٍ لَحْمًا، وَلَا شَرِبْتِ

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নিসা,* ৪:২৮

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:১৭৮

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনফাল,* ৮:৬৬

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইসরা,* ১৭:১০৫

لَهُ دَمًا، وَلَا هَشَّمْتِ لَهُ عَظْمًا، وَأَنْ تَتَحَوَّلِيْ عَنْهُ إِلَىٰ مَنِ اتَّخَذَ مَعَ الرَّحْمٰنِ إِلٰـهًا آخَرَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ، وَإِلَّا فَأَنْتِ بَرِيْئَةٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ مِنْكِ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো প্রতাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই জ্বর থেকে, যা মাংস খেয়ে ফেলে, রক্ত চুষে নেয় এবং হাড়কে গুড়ো করে দেয়। অতঃপর হে জ্বর! যদি তুমি মুমিন হয়ে থেক তাহলে তুমি হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর দোহাইয়ে, যদি তুমি ইহুদি হয়ে থেক তাহলে তুমি হজরত মুসা কলীমুল্লাহ ﷺ-এর দোহাইয়ে, আর যদি খ্রিস্টান হয়ে থেক তাহলে তুমি হজরত ঈসা মসীহ ﷺ-এর দোহাইয়ে অমুক মহিলার সন্তান অমুকের মাংস খেতে না, তার রক্ত চুষতে না এবং তার হাড় গুড়ো করতে না। আর তুমি তাকে ছেড়ে পরম করুণাময়ের সাথে অন্য উপাস্য বানিয়েছে তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে, তিনি প্রতাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। যদি তুমি এমনটি না কর তবে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্পর্কহীন এবং আল্লাহও তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবিদানকারী। গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত।’[১]

২– ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ۭ﴿۱۷۸﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ﴿۱۸۵﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿۲۸﴾ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۭ﴿۶۶﴾

“এটি তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ ও বিশেষ অনুগ্রহ।’[২] ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।’[৩] ‘আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল

[১] আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ২১, তিনি বর্ণনা করেন,

يَكْتُبُ وَيُعَلِّقُ عَلَىٰ عَضَدِ الْمَحْمُوْمِ، وَيَبْرَأُ سَرِيْعًا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، بَرَاءَةٌ مِّنَ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، إِلَىٰ أُمِّ مِلْدَمٍ الَّتِيْ تَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَتَشْرَبُ الدَّمَ، وَتُهَشِّمُ الْعَظْمَ، أَمَّا بَعْدُ يَا أُمَّ مِلْدَمٍ! إِنْ كُنْتِ مُؤْمِنَةً بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَإِنْ كُنْتِ يَهُوْدِيَّةً فَبِحَقِّ مُوْسَى الْكَلِيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ عِيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، أَنْ لَّا أَكَلْتِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةٍ لَحْمًا، وَلَا شَرِبْتِ لَهُ دَمًا، وَلَا هَشَّمْتِ لَهُ عَظْمًا، وَتَحَوَّلِيْ عَنْهُ إِلَىٰ مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ، وَإِلَّا فَأَنْتِ بَرِيْئَةٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَرِيْءٌ مِنْكِ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:১৭৮

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:১৮৫



সৃজিত হয়েছে।’[১] ‘এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দুর্বলতা রয়েছে।’[২,৩]

৩– قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۙ﴿۶۹﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۭ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۷﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۭ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۴﴾

“আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের ওপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।’[৪] ‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ওপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।’[৫] ‘আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’[৬] ‘যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।’[৭,৮]

৪– «لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»، «أُعِيْذُهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ وَبِأَسْمَائِهِ الْعَامَّةِ مِنْ السَّامَّةِ وَالْعَيْنِ اللَّامَّةِ، وَمِنْ شَرِّ أَبِيْ مُرَّةَ وَمَا وَلَدَ، ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾ ﴾ [الفلق: ٤-٥]»، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمْ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আন-নিসা,*** ৪:২৮

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনফাল,*** ৮:৬৬

[৩] আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ২১-২২, তাঁর বর্ণনায় يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿۱۸۵﴾ ও اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ﴿۶۶﴾ আয়াতদুটো নেই। শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ও শেষে দরুদ শরীফ লিখতে বলা হয়েছে এবং বর্ণিতব্য আয়াতগুলো (তৃতীয় দোয়া দ্রষ্টব্য) এর সাথে অতিরিক্ত যোগ করলে উত্তম হবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[৪] (ক) আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৬৯; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ২৫, তিনি লিখেছেন,

**خاصیت:** جس کو گرمی سے بخار آتا ہو، اِس آیت کو لکھ کر تعویذ بنا کر اُس کے گلے میں ڈال دے اِنْ شَآءَ اللّٰہُ تَعَالٰی بخار جاتا رہے گا۔

‘যে ব্যক্তির গরমের কারণে জ্বর আসে এ আয়াতটি লিখে তাবিজ বানিয়ে গলায় পরবে, ইনশাআল্লাহ জ্বর সেরে যাবে।’—স. চৌ.

[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আদ-দুখান,*** ৪৪:১২

[৬] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:১৭

[৭] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-মুলক,*** ৬৭:১৪

[৮] আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ২২, অবশ্য এতে اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۭ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۴﴾ আয়াতটির উল্লেখ নেই।

‘তোমার শেফা ব্যতীত অন্য কোনো শেফা নেই। এমন শেফা দান কর যা সামান্য রোগকেও অবশিষ্ট না রাখো।’[১] ‘আমি তাঁর কাছে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমা ও তাঁর নামসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ থেকে ও বদনজর থেকে এবং আবু মুররা তথা শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডার অনিষ্ট থেকে। ‘গ্রন্থিতে ফুঁ দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন যেস হিংসা করে।’[২,৩] ‘সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, নবীকুল শিরোমণি, হজরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি অসীম রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক।’[৪]

---

[১] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ,*** খ. ৭, পৃ. ১২১, হাদীস: ৫৬৭৫; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** খ. ৪, পৃ. ১৭২২, হাদীস: ২১৯১, ইমাম বুখারী ؒ বর্ণনা করেন,

**عَنْ عَائِشَةَ ؓ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَىٰ مَرِيْضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».**

‘হজরত আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোনো রোগীর কাছে আসতেন কিংবা তাঁর নিকট যখন কোনো রোগীকে আনা হত তখন তিনি বলতেন, ‘কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের রব, শেফা দান কর, তুমিই একমাত্র শেফাদানকারী। তোমার শেফা ব্যতীত অন্য কোনো শেফা নেই। এমন শেফা দান কর যা সামান্য রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে।”—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফালাক,*** ১১৩:৪-৫

[৩] (ক) আল-বাযযার, ***আল-মুসনাদ,*** খ. ১১, পৃ. ৩৪, হাদীস: ৪৭১৬; (খ) আদ-দায়লামী, ***আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিল খিতাব,*** খ. ৫, পৃ. ৫১৬, হাদীস: ৮৯৭৩, ইমাম আবু বকর আল-বাযযায ؒ বর্ণনা করেন,

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَ الْـحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّه قَالَ: «هَذِهِ الْكَلِمَاتُ وِقَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا عَامَّةٍ، مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ، وَشَرِّ الْعَيْنِ اللَّامَّةِ، ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ٥]، وَمِنْ شَرِّ ذِيْ شَرٍّ وَمَا وَلَدَ».**

‘হজরত (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, ‘এসব বাক্য সব ধরনের রোগের রক্ষাকবচ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালাম ও তাঁর সবগুলো নামের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের অনিষ্ট থেকে, বদনজরের অনিষ্ট থেকে, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে এবং অনিষ্টকারী ও তার চেলা-চামুণ্ডার অনিষ্ট থেকে।”

অন্য দিকে ইমাম আবু শুজা’ আদ-দায়লমী ؒ বর্ণনা করেন,

**عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللهِ ﷻ مِنَ الْـجُنُوْنِ وَالْـجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْعَيْنِ وَالْـحُمَّىٰ يَكْتُبُ: أَعُوَّذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْـهَامَّةِ، وَمِنْ شَرِّ الْعَيْنِ اللَّامَّةِ، ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ٥]، وَمِنْ شَرِّ أَبِي قِتْرَةَ وَمَا وَلَدَ».**

‘হজরত আবু উমামা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, ‘আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছে পাগলামি, কুষ্ট, চক্ষুশূল ও জ্বর ইত্যাদি থেকে উপকার পাওয়ার জন্য লিখেবে, ‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালাম ও তাঁর সবগুলো নামের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের অনিষ্ট থেকে, বদনজরের অনিষ্ট থেকে, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে এবং আবু কিতরা তথা শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডার অনিষ্ট থেকে।”—স. চৌ.

[৪] আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ,*** পৃ. ১১০-১১১, অবশ্য এর মধ্যে প্রথম দোয়া শেষে وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ অতিরিক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় দোয়ার আয়াতসমূহে يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ আয়াতটি



**হিরযে আবু দুজানা ؓ:** নিম্নোক্ত কালিমাসমূহ লিখে তাবিজ করে রোগীর গলায় বেঁধে দেবে। খুবই পরীক্ষিত। (এ তাবিজকে হিরযে আবু দুজানা[১] ؓ বলা হয়।)

**«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، هَذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَـمِيْنَ ﷺ، إِلَىٰ مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالصَّالِـحِيْنَ، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ، أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْـحَقِّ سَعَةً، فَإِنْ تَكُ عَاشِقًا مُّوْلَعًا، أَوْ فَاجِرًا مُّقْتَحِمًا، أَوْ رَاغِبًا حَقًّا أَوْ مُبْطِلًا، هَـذَا كِتَابُ اللهِ ﷻ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْـحَقِّ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ، وَرُسُلُنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ، اتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِيْ هَذَا، وَانْطَلِقُوْا إِلَىٰ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ، وَإِلَىٰ مَنْ يَّزْعُمُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلٰـهًا آخَرَ، ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۣ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۭ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝۸۸﴾ يُغْلَبُـــوْنَ، ﴿حٰمٓ ۝۱﴾ لَا يُنْصَرُوْنَ، ﴿حٰمٓ ۝۱ عٓسٓقٓ ۝۲﴾ تُفَرِّقَ أَعْدَاءَ اللهِ، وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ﴿فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝۱۳۷﴾».**

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এ পত্রটি আল্লাহ যিনি বিশ্বপ্রতিপালক তাঁর রসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে, সেই লোকের প্রতি যে রাতের বেলা কারও ঘরে গিয়ে থাকে। সে সেখানকার বসবাসকারী, সাক্ষাৎপ্রার্থী বা সৎলোক যেই হোক। হ্যাঁ, যে লোক কল্যাণ কামনায় করতে যায় সে ছাড়া। হে পরম করুণাময়! অতঃপর নিশ্চয়ই আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য সত্যের একটি পথ রয়েছে। অতএব হয়তো তুমি আমাকে

---

নেই এবং এর শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং শেষে দরুদ শরীফ লিখতে বলা হয়েছে। তৃতীয় দোয়ার আয়াতসমূহ দ্বিতীয় দোয়ার আয়াতসমূহের সাথে অতিরিক্ত যোগ করলে উত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অবশ্য এতে اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۭ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝۱۴ আয়াতটির উল্লেখ নেই। চতুর্থ দোয়টি সম্পূর্ণই অতিরিক্ত, যা উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহে নেই।—স. চৌ.

[১] আবু দুজানা: সিমাক ইবনে খারাশা আল-খাযরাজী আল-আনসারী ؓ (মৃ. ১১ হি. = ৬৩২ খ্রি.), আবু দুজানা উপনামে খ্যাত ছিলেন, খাজরাজ গোত্রের সায়িদা উপবংশের প্রখ্যাত আনসারী সাহাবা, মুসলিম বীর ও সাহসী যুদ্ধা; তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর, উহুদ, খায়বর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। পরবর্তীকালে হজরত আবু বকর আস-সিদ্দীক ؓ-এর খিলাফতামলে রিদ্দার যুদ্ধে কুখ্যাত মিথ্যুক মুসাইলামার বিরুদ্ধে ইয়ামার রণাঙ্গনে অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াইয়ে শাহাদতবরণ করেন।

হিরয (*আরবি:* حِرْزٌ): সুরক্ষিত স্থান, সংরক্ষিত স্থান, দূর্গ, নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। হজরত আবু দুজানা ؓ তাঁর বাড়িতে জিনদের বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্য ও আজব তৎপরতা করেছিলেন। কখনো আটা পেশার চাক্কির শব্দ শোনা যেত, কখনো মৌমাছির গুনগুনানি আর কখনো বিজলির মতো আলো চমকে উঠত। একসময় তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিনদের এসব অনিষ্টা ও দুষ্টুমির বিষয়ে অভিযোগ করেন। তখন রসুলুল্লাহ ﷺ এসব অনিষ্টাকারীদের উদ্দেশে একটি পত্র লিখেন। সেই পত্রটিই দোয়া হিসেবে ‘হিরযে আবু দুজানা ؓ’ নামে প্রসিদ্ধ এবং অত্যন্ত পরীক্ষিত আমল বলে বুজুর্গানে দীন অভিমত দিয়েছেন। যদিও এ ঘটনার সত্যতা ও সনদ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে এবং সনদে দুর্বল বলে হাদীসবিশারদগণ মত প্রকাশ করেছেন।—স. চৌ.

গভীর ভালোবাস অথবা তুমি নির্বিঘ্ন পাপিষ্ট বা সত্যের সন্ধানী বা মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট। (তুমি যেই হও) এ পত্রটি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে, যেটি আমাদের আর তোমাদের মধ্যে সত্যের ফয়সলা করবে। তাঁরই আদেশ হচ্ছে যে, তুমি যা করতে চাও আমরা তা শেষ করে দিতে পারি। আর আমাদের ফেরেশতারা তার সবকিছুই লিখেন যা তোমরা পরিকল্পনা করে থাক। এজন্য তোমরা সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও যার কাছে আমার এ পত্রটি রয়েছে। তোমরা মূর্তিপূজারিদের কাছে চলে যাও এবং তার কাছে চলে যাও যারা আল্লাহ ছাড়াও অন্যকে উপাস্য মনে করে। 'তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধানতাঁরই এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।'[১] আর তিনিই বিজয়ী। 'হা-মীম।'[২] তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। 'হা-মী, আইন-সীন-কফ।'[৩] আল্লাহর শত্রুরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা ফরমান পৌঁছে গেছে। গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই আল্লাহর তওফিক ব্যতীত। 'সুতরাং এখন তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।'[৪,৫]

উপরোক্ত তাবিজ জিন্নাতের আসর দূর করার জন্যও ভালো উপকারী।

**ইমাম আলী রেযা ﵀-এর তদবীর:** *মিসবাহে আল-কাফআমী*তে বর্ণিত যে,

**وَوُجِدَ بِخَطِّ الرِّضَا ؈، أَنَّهُ تُكْتَبُ لِلْحُمَّىٰ عَلَىٰ ثَلَاثِ قِطَعٍ مِنَ الْكَاغَذِ، يُكْتَبُ عَلَى الْأُوْلَىٰ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى ۝٦٨﴾ [طه: ٦٨]، وَعَلَى الثَّانِيْ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ: ﴿لَا تَخَفْ ۚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٢٥﴾ [القصص: ٢٥]، وَعَلَى الثَّالِثِ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٥٤﴾ [الأعراف: ٥٤]، ثُمَّ يَقْرَأُ عَلَىٰ كُلِّ قِطْعَةٍ التَّوْحِيْدَ ثَلَاثًا، وَيَبْلَعُهَا الْمَحْمُوْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاحِدَةً، يَبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.**

'জ্বর হতে আরোগ্য লাভের জন্য হজরত ইমাম রেযা[৬] ﵀-এর স্বহস্তে লিখিত

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাসাস,*** ২৮:৮৮
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা গাফির,*** ৪০:১
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আশ-শূরা,*** ৪২:১-২
[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:১৩৭
[৫] (ক) আল-বায়হাকী, ***দালায়িলুন নুবুওয়াত,*** খ. ৭, পৃ. ১১৯, হাদীস: ৩০৪৪; (খ) আল-কুরতুবী, ***আত-তাযকার ফী আফযালির আযকার,*** পৃ. ৩০৬-৩০৭
[৬] আলী আর-রিযা: আবুল হাসান, আবু ইবরাহীম, আবু বকর, আলী আর-রিযা ইবনে মুসা আল-কাযিম ইবনে জাফর আস-সাদিক ইবনে মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবিদীন ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশী (১৫৩-২০৩ হি. = ৭৭০-৮১৮ খ্রি.)। আহলে বায়তে



এক তদবীর পাওয়া গিয়েছে। তা হচ্ছে, তিন খণ্ড কাগজ নেবে প্রথম খণ্ডে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে পরে, لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى ۝٦٨[১] লিখবে। দ্বিতীয় খণ্ডেও বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ লিখে পরে لَا تَخَفْ ۚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٢٥[২] লিখবে। তৃতীয় খণ্ডেও বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ লিখে পরে أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٥٤[৩] লিখবে। তারপর প্রত্যেক খণ্ডের ওপর তিনবার করে সূরা ফাতিহা পড়বে। জ্বরাক্রান্ত রোগী প্রতিদিন এক খণ্ড তিন দিন তিন খণ্ড কাগজ গিলে ফেলবে। ইনশাআল্লাহ শেফা পাবে।'[৪]

**জ্বরের আরেকটি দোয়া:** জ্বরাক্রান্ত রোগীকে নিম্নলিখিত দোয়া পড়ে দম করবে,

**«بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ الْحُمَّىٰ»، وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ، وَمِن شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ، وَمِن شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ.**

'আল্লাহর নামে যিনি মহান; আমি মহামহিম আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি রক্ত চাপের আক্রমণ থেকে এবং জ্বরের অনিষ্ট থেকে।'[৫] তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, রাতে যা প্রবেশ করে তার অনিষ্ট থেকে, দিনে যা প্রবেশ করে তার অনিষ্ট থেকে এবং তার অনিষ্ট থেকে যার সাথে বাতা প্রবাহিত হয়।'[৬]

রসুল ﷺ-এর অন্যতম মর্যাদাশীল, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিত্ব। তিনি দ্বাদশ ইমাম মতাদর্শী শিয়াদের নিকট তাদের অষ্টম ইমাম।—স. চৌ.
[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা তাহা,*** ২০:৬৮, অর্থ: 'ভয় করো না, তুমি বিজয়ী হবে।'—স. চৌ.
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাসাস,*** ২৮:২৫
অর্থ: 'ভয় করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।'—স. চৌ.
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাসাস,*** ২৮:২৫, অর্থ: 'শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।'—স. চৌ.
[৪] আল-কাফআমী, ***আল-মিসবাহ,*** পৃ. ১৬১-১৬২, ক্র. ৮
[৫] আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান,*** খ. ৪, পৃ. ৪০৫, হাদীস: ২০৭৫, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّىٰ وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُوْلَ: «بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ».**

'হজরত (আবদুল্লাহ) ইবন আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ জ্বর ও সব ধরণের বেদনার ক্ষেত্রে এ বলতে শিখেয়েছেন, 'আল্লাহর নামে যিনি মহান; আমি মহামহিম আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি রক্ত চাপের আক্রমণ থেকে ও জাহান্নামাগ্নি উত্তাপ থেকে।"—স. চৌ.
[৬] ইবনে আবু শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ,*** খ. ৩, পৃ. ৩৮২, হাদীস: ১৫১৩৫, এটি মূলত পূর্ববর্তী কালের আম্বিয়ায়ে কেরামের আরাফার ময়দানে পঠিত দোয়ার অংশবিশেষ। বর্ণিত আছে,

**عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَكْبَرُ دُعَائِيْ وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ بِعَرَفَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١﴾ [التغابن: ١]، اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا،**

**হজরত কেবলা ﵀-এর তদবীর:** এছাড়া আমাদের হজরত কেবলা ﵀ শুভকামনারূপে নিম্নোক্ত পদ্য দ্বারা জ্বরাক্রান্ত রোগীকে দোয়া করতেন,

اَللّٰهُمَّ بَرِّدْ لَهُ حَرَّ الْحُمَىٰ الْحَاطِمَةِ

بِالْمُصْطَفَىٰ وَالْمُرْتَضَىٰ وَابْنَيْهِمَا وَالْفَاطِمَةِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ.

'হে আল্লাহ! তার জ্বরের উত্তাপকে ঠাণ্ডা করে দিন, (হজরত মুহাম্মদ) মুস্তফা ﷺ, (হজরত আলী) মুরতাযা ﵁ ও তাঁর দুই সন্তান (হজরত হাসান ও হজরত হুসাইন ﵄) এবং হজরত ফাতিমা ﵂-এর উসিলায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ও তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।'[১]

## নফস ও শয়তানের ধোঁকা এবং সকল বিপদাপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

হজরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ সাহেব থানভী নকশবন্দী ﵀ ফরমায়েছেন যে, দীনী হাজত বা দুনিয়াবি হাজত পূরণ হওয়ার জন্য সূরা ফাতিহা নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করবে। যদি হাজত দীনী হয় তাহলে কেবলামুখী হয়ে আর যদি হাজত দুনিয়াবি হয় তবে দক্ষিণমুখী হয়ে বসবে এবং এ আমল সাতদিন পর্যন্ত করবে। নিয়ম:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | রবিবার | اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ① | ৫০০ বার | آمِيْن | ১০০ বার |
| ২. | সোমবার | الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ② | ৫৫৬ বার | آمِيْن | ১০০ বার |
| ৩. | মঙ্গলবার | مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ③ | ২১১ বার | آمِيْن | ১০০ বার |
| ৪. | বুধবার | اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ④ | ৮৩৬ বার | آمِيْن | ১০০ বার |
| ৫. | বৃহস্পতিবার | اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑤ | ১০৪০ বার | آمِيْن | ১০০ বার |
| ৬. | শুক্রবার | صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ | ১১০০ বার | آمِيْن | ১০০ বার |
| ৭. | শনিবার | غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ⑦ [১] | ৪০৭০ বার | آمِيْن | ১০০ বার |

اللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ».

'হজরত আলী (ইবনে আবু তালিব ﵁) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আরাফার ময়দানে আমার ও আমার পূর্ববর্তী কালের আম্বিয়ায়ে কেরামের সচেয়ে বড় দোয়াটি হচ্ছে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। 'রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' হে আল্লাহ! তুমি আমার হৃদয়কে আলোকিত করো, আমার কানকে আলোকিত করো, আমার চোখকে আলোকিত করো। হে আল্লাহ! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। হে আল্লাহ! রাতে যা প্রবেশ করে তার অনিষ্ট থেকে, দিনে যা প্রবেশ করে তার অনিষ্ট থেকে এবং তার অনিষ্ট থেকে যার সাথে বাতা প্রবাহিত হয়।"—স. চৌ.

[১] আবুত তায়সীর, ***আল-আদলুশ শাহিদ ফী তাহকীকিল মাশাহিদ,*** পৃ. ১৪, অবশ্য এতে কবিতাটি এসেছে এভাবে:

لِيْ خَمْسَةٌ أَنْجُوْ بِهَا مِنْ شَرِّ نَارِ الْحَاطِمَةِ ❊ الْمُصْطَفَىٰ وَالْمُرْتَضَىٰ وَابْنَيْهِمَا وَالْفَاطِمَةُ

'আমার পাঁচ প্রিয় ব্যক্তিত্ব: (হজরত মুহাম্মদ) মুস্তফা ﷺ, (হজরত আলী) মুরতাযা ﵁ ও তাঁর দুই সন্তান (হজরত হাসান ও হজরত হুসাইন ﵄) এবং হজরত ফাতিমা ﵂-এর উসিলায় জাহান্নামের নরকাগ্নির অনিষ্ট থেকে মুক্তি দিন।'—স. চৌ.



এ আমল চাঁদের বাড়তিকালে করতে হবে এবং সেই চাঁদের পহেলা তারিখ রবিবার হতে হবে। ইনশাআল্লাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা কঠিন হাজত হলেও তা পূর্ণ হবে।

## রোগ হতে আরোগ্য লাভ ও স্বাস্থ্য বহালের উদ্দেশ্যে

নিম্নোক্ত খতম খুবই ফলদায়ক ও বহু পরীক্ষিত।

| | | |
|---|---|---|
| ১. | আস্তাগফিরুল্লাহ শেষ পর্যন্ত[২] | ১১ বার |
| ২. | দরুদ শরীফ | ১১ বার |
| ৩. | বিসমিল্লাহ পুরো পাঠ করা[৩] | ১০০০ বার |
| ৪. | সূরা আল-হামদু (اَلْحَمْدُ ①)[৪] | ৪১ বার |
| ৫. | وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ﴿١٠٧﴾[৫] | ১০০০ বার |
| ৬. | وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾[৬] | ১০০০ বার |
| ৭. | وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ﴿٥٧﴾[৭] | ১০০০ বার |

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফাতিহা,*** ১:১-৭, অর্থ: 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সেসব লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'—স. চৌ.

[২] পূর্ণরূপ হচ্ছে, أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ, অর্থ: 'আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।'—স. চৌ.

[৩] পূর্ণরূপ হচ্ছে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ, অর্‌থ: 'পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।'—স. চৌ.

[৪] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের প্রথম সূরা: ***সূরা আল-ফাতিহা।***—স. চৌ.

[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউনুস,*** ১০:১০৭, অর্থ: 'আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডানোর মতো তাঁকে ছাড়া।'—স. চৌ.

[৬] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আত-তাওবা,*** ৯:১৪
অর্থ: 'এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।'—স. চৌ.

[৭] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউনুস,*** ১০:৫৭, অর্থ: 'এবং অন্তরের রোগের নিরাময়।'—স. চৌ.

| | | |
|---|---|---|
| ৮. | يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ [১] | ১০০০ বার |
| ৯. | وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ [২] | ১০০০ বার |
| ১০. | وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ [৩] | ১০০০ বার |
| ১১. | قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ [৪] | ১০০০ বার |
| ১২. | اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ [৫] | ১০০০ বার |
| ১৩. | يَا أَحَدُ، يَا فَرْدُ، يَا صَمَدُ، يَا غَفُوْرُ [৬] | ১০০০ বার |
| ১৪. | يَا حَافِظُ، يَا نَاصِرُ [৭] | ১০০০ বার |
| ১৫. | لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ [৮] | ১০০০ বার |
| ১৬. | يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ، يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ [৯] | ১০০০ বার |
| ১৭. | يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ، يَا بَدِيْعُ [১০] | ১০০০ বার |
| ১৮. | يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ، يَا سَلَامُ [১১] | ১০০০ বার |

তারপর নিম্নোক্ত দরুদ শরীফ পাঠ করার পর সকলে মিলে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া-মুনাজাত করবে। দরুদ শরীফটি হচ্ছে,

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ، وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّقَبْضٍ وَّمَرْضٍ وَّشِفَاءٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

'হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আন-নাহল,*** ১৬:৬৯, অর্থ: 'তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার।'—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ইসরা,*** ১৭:৮২
অর্থ: 'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।'—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আশ-শুআরা,*** ২৬:৮০
অর্থ: 'যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।'—স. চৌ.

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ফুসসিলাত,*** ৪১:৪৪
অর্থ: 'বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়েত ও রোগের প্রতিকার।'—স. চৌ.

[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আন-নামল,*** ২৭:৬২
অর্থ: 'বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন।'—স. চৌ.

[৬] অর্থ: 'হে এক, হে একক, হে অমুখাপেক্ষী, হে ক্ষমাশীল।'—স. চৌ.

[৭] অর্থ: 'হে রক্ষাকারী, হে সাহায্যকারী।'—স. চৌ.

[৮] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৮৭
অর্থ: 'তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।'—স. চৌ.

[৯] অর্থ: 'হে হাজত পূর্ণকারী, হে দুর্দশা প্রতিরোধকারী।'—স. চৌ.

[১০] অর্থ: 'হে মানুষের কল্যাণের জন্য নিত্য-নতুন জিনিসের উদ্ভাবক, হে উদ্ভাবক।'—স. চৌ.

[১১] অর্থ: 'হে রোগ নিরাময়কারী, হে শান্তিদাতা।'—স. চৌ.



শান্তি ও সালাম প্রেরণ করুন যত অসুখ ও ওষুধ সেই পরিমাণ এবং যত উপসর্গ, কবজ, রোগ ও আরোগ্য সেই পরিমাণ।'

## যেকোনো প্রকার রোগ হতে মুক্তির জন্য খতমে আফলাতুন

কারও বিশেষ কঠিন রোগ-ব্যাধি হলে দাওয়াতে আফলাতুনী পড়ানো উচিত। উক্ত খতমের তা'সীর তীক্ষ্ণধার অসির চেয়েও অধিক কার্যকরী। প্রথমত কয়েকজন লোক নিয়ম অনুযায়ী অজু ইত্যাদি করে বসবেন এবং দরুদ শরীফ ও লা-হাওলা কয়েকবার পড়ে দাওয়াত আরম্ভ করবেন। দাওয়াতের তরতীব হচ্ছে,

| | | |
|---|---|---|
| ১. | সূরা কুল হুয়াল্লাহু (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ)[১] শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি | ১০০ বার |
| ২. | يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ، يَا بَدِيْعُ[২] সকলে মিলিত | ১০০০ বার |

হাজত মতে মাঝে মাঝে দ্বিতীয় দোয়া পড়তে পড়তে নিম্নলিখিত দোয়াও পড়বে,

يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالشِّفَاءِ بِدَفْعِ الْبَلَاءِ، وَالْبَلْوَاءِ بَدَفْعِ الْقَبْضِ، وَالْقَبْضِيَّةِ بَدَفْعِ كَثْرَةِ الْبَوْلِ وَمَرَضِ الْبَوْلِ، وَبِنُزُوْلِ مَطَرِ الرَّحْمَةِ مِنْ لَّدُنْكَ بِالْقُوَّةِ يَا بَدِيْعُ.

'হে নিত্য-নতুন জিনিসের উদ্ভাবক আরোগ্যতা দিয়ে দুঃখ-বেদনা দূর করে, মসিবত দিয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কবচ দিয়ে অতি মূত্র ও মূত্ররোগ দূর করে এবং শক্তি দিয়ে আপনার পক্ষ থেকে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে, হে উদ্ভাবক।'

| | | |
|---|---|---|
| ৩. | দোয়ায়ে ইউনুস: لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ [৩] | ১০০০ বার |
| ৪. | وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ [৪] | ৫০০০ বার |
| ৫. | يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ [৫] | ৫০০০ বার |
| ৬. | رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ [৬] | ১০০০ বার |
| ৭. | يَا لَطِيْفُ [৭] | ১০০০ বার |

[১] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত দ্বাদশ সূরা: ***সূরা আল-ইখলাস।***—স. চৌ.

[২] অর্থ: 'হে মানুষের কল্যাণের জন্য নিত্য-নতুন জিনিসের উদ্ভাবক, হে উদ্ভাবক।'—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৮৭
অর্থ: 'তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।'—স. চৌ.

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আশ-শুআরা,*** ২৬:৮০
অর্থ: 'যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।'—স. চৌ.

[৫] অর্থ: 'হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক, তোমার রহমতের দোহাইয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছি।'—স. চৌ.

[৬] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৮৩, অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।'—স. চৌ.

[৭] অর্থ: 'হে সূক্ষ্মদর্শী।'—স. চৌ.

এ ইসম এক হাজারবার জপার মাঝে মাঝে পড়বে,

يَا لَطِيْفُ، يَا لَطِيْفُ، يَا لَطِيْفُ، أُلْطُفْ بِهِ؛ أَيْ بِعَبْدِكَ الْـمَرِيْضِ فِيْ قَضَائِكَ وَقُدْرَتِكَ لُطْفًا يَلِيْقُ بِشَأْنِ كَرَمِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

'হে সূক্ষ্মদর্শী, হে সূক্ষ্মদর্শী, হে সূক্ষ্মদর্শী, তার প্রতি দৃষ্টি দিন; অর্থাৎ তোমার অসুস্থ বান্দর প্রতি তোমার ফয়সলায় ও তোমার শক্তিতে, তোমার দয়ার শান অনুযায়ী দয়া করুন, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।'

| | | |
|---|---|---|
| ৮. | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِهٖ نَسْتَعِيْنُ[১] | ১০০ বার |
| ৯. | وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾[২] | ১০০ বার |
| ১০. | وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾[৩] | ১০০০ বার |
| ১১. | وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾[৪] | ১২০০ বার |
| ১২. | اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ﴿٨٦﴾[৫] | ১২০০ বার |
| ১৩. | দরুদ শরীফ | ১১ বার |
| ১৪. | সূরা ফাতিহা | তিনবার |

অতঃপর দোয়া মুনাজাত করবে। ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

## অভাব পূরণ ও সমস্যার সমাধানের দাওয়াত

সকল প্রকার অভাব পূরণ ও সমস্যার সমাধানের দাওয়াত নিম্নলিখিত তরতীব মতে পড়বে,

| | | |
|---|---|---|
| ১. | সূরা ফাতিহা | ১০০ বার |
| ২. | দরুদ শরীফ | ১০০ বার |
| ৩. | لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ শেষ পর্যন্ত[১] | ১১ বার |

[১] অর্থ: 'পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি।' —স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:২৫৫, অর্থ: 'তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।'—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আত-তাওবা,*** ৯:১৪
অর্থ: 'এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।'—স. চৌ.

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:১১২, অর্থ: 'আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'—স. চৌ.

[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউসুফ,*** ১২:৮৬
অর্থ: 'আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি।'—স. চৌ.



এর পর দাওয়াত আরম্ভ করবে।

| | | |
|---|---|---|
| ৪. | يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ[২] | ৫০০০ বার |
| ৫. | يَا كَافِيَ الْـمُهِمَّاتِ[৩] | ৩০০০ বার |
| ৬. | يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ[৪] | ৫০০০ বার |
| ৭. | يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ[৫] | ৩০০০ বার |
| ৮. | يَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ[৬] | ২০০০ বার |
| ৯. | يَا حَلَّ الْـمُشْكِلَاتِ[৭] | ২০০০ বার |
| ১০. | يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ[৮] | ২০০০ বার |
| ১১. | يَا لَطِيْفُ، يَا فَرْدُ[৯] | ১০০০ বার |

১২. দরুদ শরীফ ও لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ[১০] পড়ে মুনাজাত করবে। খুবই পরীক্ষিত।

## চিকিৎসায় নিরাশ রোগীদের শেফার জন্য খতমে কাদেরী

কাদেরিয়া খান্দানের অধিকসংখ্যা পীর-বুজুর্গগণ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ খতমে কাদেরী বাড়তি চাঁদের সময়ের ভেতর তিনদিন পড়তে হবে এবং বৃহস্পতিবার আরম্ভ করতে হবে। তরতীব হচ্ছে,

| | | |
|---|---|---|
| ১. | বিসমিল্লাহর সাথে সূরা ফাতিহা | ১১১১ বার |
| ২. | কালিমায়ে তামজীদ | ১১১১ বার |

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نُوْرًا يَهْدِي اللهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَشَاءُ، مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ إِمَامُ الْـمُرْسَلِيْنَ خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ.

'তুমি (আল্লাহ) ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর নুর দিয়ে যাকে

[১] পূর্ণরূপ হচ্ছে, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ, অর্থ: 'গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত।'—স. চৌ.

[২] অর্থ: 'হে হাজত পূর্ণকারী।'—স. চৌ.

[৩] অর্থ: 'হে প্রয়োজনীতার জন্য যথেষ্ট।'—স. চৌ.

[৪] অর্থ: 'হে মর্যাদা বুলন্দকারী।'—স. চৌ.

[৫] অর্থ: 'হে দুর্দশা প্রতিরোধকারী।'—স. চৌ.

[৬] অর্থ: 'হে দ্বার উন্মোচনকারী।'—স. চৌ.

[৭] অর্থ: 'হে সমস্যার সমাধানকারী।'—স. চৌ.

[৮] অর্থ: 'হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক।'—স. চৌ.

[৯] অর্থ: 'হে সূক্ষ্মদর্শী, হে একক।'—স. চৌ.

[১০] অর্থ: 'গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই আল্লাহর তওফিক ব্যতীত।'—স. চৌ.

ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন এবং মুহাম্মদ ﷺ রসুলগণের ইমাম ও সর্বশেষ নবী।’

| | | |
|---|---|---|
| ৩. | দরুদ শরীফ | ১১১১ বার |
| ৪. | সূরা ইখলাস | ১১১১ বার |

তারপর মিঠাইয়ের ওপর ফাতিহাখানী করে হজরত রসুল ﷺ-এর রুহে পাকে হাদিয়া পাঠাবে এবং সকল তরিকার পীর-বুজুর্গানের রুহে সওয়াব পৌঁছাবে। অতঃপর এই মিঠাই বণ্টন করবে। তারপর মুনাজাত ও দোয়া করবে।

হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী رحمه الله-এর দোয়াটিও করবে। ইহকাল-পরকালের সকল হাজত পূরণের জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত দোয়া পড়া উচিত। দোয়াটি নিম্নরূপ:

لَا إِلٰـــــهَ إِلَّا اللهُ بزرگی وَجَبَّـــــارِيْ ❋ لَا إِلٰـــهَ إِلَّا اللهُ رَحِيْمِـــيْ وَغَفَّــارِيْ

لَا إِلٰـــــهَ إِلَّا اللهُ مرا به خلق نه گذاری ❋ لَا إِلٰـــهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّـــدٌ رَّسُـــوْلُ اللهِ

দয়াময় প্রভু হে! পবিত্র কুরআনের একশত ১৪টি সূরার বরকত ও মর্যাদার উসিলায়, প্রভু হে! পবিত্র কুরআনের ৬ হাজার ৬ শত ৬৬টি[1] আয়াত-সমুদয়ের বরকত ও মর্যাদার উসিলায়, হে আমার একক উপাস্য মা’বুদ! ৭৬ হাজার ৮৬টি কুরআনী কালিমাতের (শব্দসমূহের) মর্যাদা ও বরকতের উসিলায়, প্রভু হে! পবিত্র কুরআনের হুরূফে মুকাত্তিআতের বরকত ও মর্যাদা উসিলায়, হে পালনকর্তা! মহান কুরআনের ৩ লাখ ২১ হাজার ৬ শত ৯৯টি অক্ষরের বরকত ও মর্যাদার উসিলায়, হে প্রভু! আপনার মহান মহিয়মান ৯৯টি নামের বরকত ও মর্যাদার উসিলায়, হে প্রভু! আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণের মর্যাদা ও বরকতের উসিলায় হে আল্লাহ! আপনার প্রিয় নবী ﷺ-এর সাহাবাগণের মর্যাদার উসিলায়, হে মা’বুদ! আপনার প্রিয় নবীর ﷺ-এর বংশধর সাদাত رضي الله عنهم-এর মর্যাদা ও বরকতের মাধ্যমে, হে পালনকর্তা! আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের বিশেষ সম্মানের অধিকারী জামায়াত তিনশত নকীব পুরুষবৃন্দের মর্যাদা ও বরকতের উসিলায়, হে প্রভু! আপনার আরও উচ্চমর্তবার

[1] বস্তুত কুরআনের আয়াতসংখ্যা: ৬ হাজার ২ শত ৩৬টি মতান্তরে ৬ হাজার ২ শত ১৭ (প্রথম মাদানী গণনা), ৬ হাজার ২ শত ১০ ও ৬ হাজার ২ শত ১৪ (দ্বিতীয় মাদানী গণনা), ৬ হাজার ২ শত ১৯ (মক্কী গণনা), ৬ হাজার ২ শত ২৬ (শামী গণনা), ৬ হাজার ২ শত ৪ (বসরী গণনা) ও ৬ হাজার ২ শত ৩৬ (কুফী গণনা)। তবে অগ্রগণ্য ও প্রকৃত সংখ্যাটি হচ্ছে ৬ হাজার ২ শত ৩৬। উপমহাদেশে কুরআনের আয়াতসংখ্যা ও কিরআত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের মতামতের বাইরে দুটো সংখ্যা বেশ প্রচলিত। যথা- এক. ৬ হাজার ২ শত ১৬ ও দুই. ৬ হাজার ৬ শত ৬৬। যা পুরোপুরিই ভিত্তিহীন ও বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক, ***কুরআন মজীদের আয়াত-সংখ্যা: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা,*** সূত্র: ***মাসিক আল-কাওসার,*** ঢাকা, বাংলাদেশ (কুরআনুল করীম সংখ্যা: ১৪৩৭ হি. = ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৮৭-১৬১।—স. চৌ.



আউলিয়া ৭০ জন নজীবপুরুষবৃন্দের মর্যাদা ও বরকতের খাতিরে, হে মনিব! আপনার প্রিয় আউলিয়ায়ে কেরামের আরও উচ্চতর তবকার ৪০ জন আবদাল পুরুষবৃন্দের মর্যাদা ও বরকতের মাধ্যমে, ইয়া ইলাহী! আরও উচ্চতম মর্তবার ৭০ জন আওতাদ পুরুষদের মর্যাদা ও বরকতের মাধ্যমে, ইয়া মা’বুদ! আপনার দরবারে খাস নৈকট্য প্রাপ্ত এক গাউস পুরুষের মর্যাদা ও বরকতের উসিলায়, হে মহান রব! আপনার দরবারে মহান মর্তবাপ্রাপ্ত এক কুতুব পুরুষের বরকত ও মর্যাদার উসিলায়, হে রব! সমুদয় ওলামা-ফুকাহায়ে কেরামের মর্যাদা ও বরকতের উসিলায়, হে আল্লাহ! সমুদয় সংযমী পরহেজগার ও আবিদগণের মর্যাদার উসিলায়, হে পরম মা’বুদ! বিশ্বনবী ﷺ-এর উম্মতের সমুদয় শহীদবৃন্দের মর্যাদা ও বরকতের খাতিরে, হে মা’বুদ! আপনার প্রেমপথিকের মশালধারী, সেই পথের পথিক আপনার আশেক বান্দাগণকে শয়তানি কুহক হতে রক্ষাকারী সমুদয় মাশায়েখে তরীকত رحمهم الله-এর মর্যাদা ও বরকতের স্পর্শে, হে সর্বশক্তিমান! আমি অধম দাসের সমুদয় দীনী-দুনিয়াবি, পার্থিব ও আর্থিক সমস্যা ও হাজতসমূহ আপনার কৃপা ও রহমতে এবং দয়ার দৃষ্টিপাতপূর্বক যথাযথ সমাধান করে দিন। ঠিক তদ্রূপ সকল মুসলিমীন ভ্রাতৃত্ববৃন্দের জন্যও করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন, বি-রহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন।

## কজায়ে হাজতের নামাজ

তরীকতের (আল্লাহর প্রেমপথের) পীর-মুরশিদ ও বুজুর্গানে দীন হতে বর্ণিত হয়েছে, কখনো কারও হাজত ঘটলে বা কোনো প্রকার গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলে, তার উচিত রাতের বেলা যে সময় লোকজন নিদ্রিত সেই সময় উঠে ভালোভাবে অজু-তাহারাত করে পাক-পবিত্র পোশাক পরিধান করের এক পবিত্র কামরায় যাবে এবং সাচ্চা ঈমান-ই’তিকাদের সাথে দরুদ শরীফ ও ইস্তিগফার পড়ে নফল নিয়তের সাথে হোক বা নিম্নোক্ত নিয়ম-প্রণালীতে চার রকআত হাজতের নামাজ পড়বে। নামাজ শেষ করে নিজের হাজত ও সমস্যা সম্পর্কে খুবই কান্নাকাটি ও বিনয়-আহাজারির সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি পেশ করবে। ইনশাআল্লাহ সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কারণ দরবারে ইলাহীতে সত্যিকার বন্দেগি, বিনয় ও আহাজারির সাথে দোয়া করা হলে তা নিশ্চয় কবুল হয়।

**নামাজের নিয়ম-তরতীব:** প্রথমে নিয়ত করবে,

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالَىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلَاةِ قَضَاءِ الْـحَاجَةِ مُتَوَجِّهًا إِلَىٰ جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ «اللهُ أَكْبَرُ».

অর্থাৎ ‘আমি আল্লাহর প্রতি স্বীয় দাসত্ব প্রকাশার্থে পবিত্র কা’বা মুখী হয়ে চার রকআত কজায়ে হাজতের নামাজ পড়ার সংকল্প করলাম।’

তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে তকবীর তাহরীমা বেঁধে সানা[১], আউযু বিল্লাহ[২] ও বিসমিল্লাহ[৩] সম্পূর্ণ পড়ে তারপর প্রথম রকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর ১০০ বার পড়বে,

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٧ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٨

‘তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এভাবেই বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।’[৪]

অতঃপর রুকু-সাজদা করে দ্বিতীয় রকআতে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার পর ১০০ বার পড়বে,

رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝٨٣

‘হে আমার পালনকর্তা! আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।’[৫]

আর তৃতীয় রকআতে সূরা ফাতিহার পর ১০০ বার পড়বে,

وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

‘আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।’[৬]

চতুর্থ রকআতে সূরা ফাতিহার পর ১০০ বার পড়বে,

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝١٧٣ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝٤٠

‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবিদানকারী।’[১]

---

[১] সানা: «سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»। বর্ণিত আছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

‘হজরত আয়িশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন, ‘হে আল্লাহ, পবিত্রতা এবং প্রশংসা আপনারই; বরকতময় আপনার নাম; অতি উচ্চ আপনার মর্যাদা, আর কোনো ইলাহ নেই আপনি ছাড়া।” দ্র. (ক) আবু দাউদ, ***আস-সুনান***, খ. ১, পৃ. ২০৬, হাদীস: ৭৭৬; (খ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান***, খ. ২, পৃ. ১১, হাদীস: ২৪৩।—স. চৌ.

[২] পূর্ণরূপ হচ্ছে, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অর্থ: ‘আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’—স. চৌ.

[৩] পূর্ণরূপ হচ্ছে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ, অর্থ: ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’—স. চৌ.

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া***, ২১:৮৭-৮৮

[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া***, ২১:৮২

[৬] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা গাফির***, ৪০:৪৪

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান***, ৩:১৭৩



‘আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।’[১]

নামাজের সালাম ফিরিয়ে সাজদায় যাবে এবং ১০০ বার বলবে,

رَبِّ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝

‘হে আমার পালনকর্তা! আমি অক্ষম। অতএব তুমি প্রতিবিধান করো।’[২]

অতঃপর সাজদা হতে উঠে উভয় হাত সব অভাব মোচনকারী সর্বাধিপতি প্রভুর দরগাহে উঠিয়ে ভগ্নহৃদয়ে বিনয়-অনুনয় ও কায়মনোবাক্যে মুনাজাতে মশগুল হবে।[৩]

**মুনাজাত:**

١– اللّٰهُمَّ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَا دَفِعَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ، وَيَا دَفِعَ الْأَمْرَاضِ الظَّاهِرَةِ وَالْآلَامِ وَالْأَسْقَامِ، إِنِّ تَوَسَّلْتُ إِلَيْكَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ، فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، أَسْأَلُكَ.

‘হে আল্লাহ, হে দানশীল ও মহানুভব, হে দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা দূরকারী, হে প্রকাশ্য রোগ, ব্যথা ও বেদনা নিরাময়কারী। আমি তোমার কাছে এ নামাজের উসিলা ধরেছি। অতেএব আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করো, হে প্রয়োজনীয়তা পূরণকারী। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।’

এ দোয়া শেষ করে ১০০ বার দরুদ শরীফ পড়বে। কারণ যে দোয়ার আরম্ভে আর শেষে দরুদ শরীফ পড়া হয় অতি সত্বর দরবারে ইলাহীতে গৃহীত হয়।

٢– يَا اللهُ، يَا رَحْمٰنُ، يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَاقْضِ حَاجَتِيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلَىٰ أَعْدَائِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَارْزُقْنِي الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ، وَآتِنِيْ حَسَنَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

‘হে আল্লাহ, হে পরম করুণাময়, হে দয়াময়, হে দয়ালু, হে মহিমাময় ও মহানুভব, আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করো, আমার আহ্বানে সাড়া দাও, আমার প্রয়োজনীয়ত পূরণ করো, দুশমনদের ওপর আমাকে সাহায্য করো, আমার কাজকে সহজ করে দাও, আমাকে সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য দান করো,

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনফাল***, ৮:৪০

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কামার***, ৫৪:১০

[৩] (ক) ওয়ালিউল্লাহী, ***কামালাতে আযীযী***, পৃ. ৯২; (খ) যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু***, পৃ. ২৪১

আমাকে দুনিয়া-আখেরাতে কল্যাণ দান করো, হে দুনিয়া-আখেরাতের পরম করুণাময়। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, হজরত মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সকলের প্রতি অসীম রহমত বর্ষিত হোক। হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়।'

**নিরাপত্তা লাভের দোয়া:** যাদু ও দুশমনের ক্ষতি সাধন এবং মানব-দানবের অপকারিতা হতে নিরাপদে থাকার জন্য দোয়া:

**اللّٰهُمَّ يَا دَائِمَ الْأَبَدِ الْـمُحْصِيْ بِلَا عَـدَدِ الْـمُقَوِّي النُّفُوْسِ، بِلَا مَـدَدِ الْـمَوْلَىٰ، بِلَا وَلَدِ الْعَزِيْزِ، السَّيِّدُ السَّنَدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِيْ لَـمْ يَلِدْ وَلَـمْ يُوْلَـدُ، وَلَـمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، إِحْفِظْنَا وَنَجِّنَا مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَاءِ وَالْقَضَاءِ مَا أَهْلَكَ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ، وَيَهِيْجُ الْـحَمْرَاءُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، آمِيْنَ بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَمِنْ شَرِّ رِيَاحِ الضَّارَّةِ وَالْبَلَاءِ الْـجِهَاتِ السِّتَّةِ الْـخَارِجَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَالنَّازِلَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.**

'হে আল্লাহ! হে চিরস্থায়ী সত্তা! যিনি পরিসংখ্যান ছাড়াই হিসাব রক্ষণ করেন, যিনি অন্যান্য সকলকে কোনো মনিবের সাহায্য ছাড়াই ও কোনো পরাক্রমশালীর সন্তান ছাড়াই শক্তিশালী করেন। তিনি প্রভু, তিনি প্রমাণ্য, তিনি এক, একক ও অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি, না কেউ তাঁকে জন্ম দিয়েছে এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। আমাদেরকে সকল বিপদাপদ ও পরিণতি থেকে রক্ষা করুন এবং মুক্তি দিন, শত্রুদের অনিষ্টের মোকাবেলায় যা আপনার শান এবং জমিন-আসমানে সৃষ্টির মধ্যে যারা অনিষ্টের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তাদের থেকে। আমীন, হযরত সুলায়মান ইবনে দাউদ ﷺ-এর আংটির উসিলায়। আর ক্ষতিকর বাতাস, পৃথিবীতে উদ্ভুত ছয় দিক ও আকাশ থেকে অবতীর্ণ বিপদাপদ এবং আসমান-জমিনের বাইর-ভেতরের ফিতনা থেকে। নিশ্চিয়ই আপনি সবকিছুর ওপর সক্ষম।'

**হজরত হিযির ﷺ–এর শেখানো নিয়ম:**

**وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، قَالَ: رَأَيْتُ فِيْ كِتَابِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله بِخَطِّهِ صَلَاةَ الْـحَاجَةِ لِأَلْفِ حَاجَةٍ، عَلَّمَهَا الْـخَضِرُ عليه السلام لِبَعْضِ الْعِبَادِ؛ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ: يَقْرَأُ فِي الْأُوْلَىٰ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالْكَافِرُوْنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ**



**وَالْإِخْلَاصَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سُجُوْدِهِ عَشَرَاتٌ، وَيَقُوْلُ: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْـحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ» عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَيَقُوْلُ: ﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١] عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ حَاجَتَهُ، فَإِنَّهَا تُقْضَىٰ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.**

'সলফে সালিহীনের একজন মুহাম্মদ ইবনে দারাস্তাওয়াইহ রহ. ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর কিতাব হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করে সালাতুল হাজতের আরেক নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। তা হজরত খিযির[1] ﷺ-এর তালীম বলেও আখ্যায়িত করেছেন। তা হচ্ছে, কজায়ে হাজতের নিয়তে দুই রকআত নামাজ পড়বে। প্রথম রকআতের সূরা ফাতিহার পর ১০ বার قُلْ يَآيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ۝١ শেষ পর্যন্ত[2] পড়বে। দ্বিতীয় রকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১০ বার পড়বে। নামাজ শেষ করে সালাম ফেরানোর পর সাজদায় গিয়ে ১০ বার দরুদ শরীফ এবং ১০ বার পড়বে,

**سُبْحَانَ اللهِ، وَالْـحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، ﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝٢٠١﴾**

[البقرة: ٢٠١].

"আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ভিন্ন কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ মহান।'[1] গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো

---

[1] খাযির (*আরবি: الْخَضِرُ*): পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পুণ্যাত্মা বান্দা হিসেবে বিবৃত এক ব্যক্তিত্বের নাম। যিনি আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টিবোধ ও প্রজ্ঞাজ্ঞানে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে যদিও তাঁর নাম উল্লেখিত হয়নি, তাঁর খাযির নামকরণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

**عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ «إِنَّمَا سُمِّيَ الْـخَضِرَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ».**

'হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'খাযির (আ.)-কে খাযির নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে, একদিন তিনি ঘাস-পাতাবিহীন শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। সেখান থেকে তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ওই স্থানটি সবুজ হয়ে গেল। (এ ঘটনা থেকেই তাঁর নাম খাযির হয়ে যায়।)" দ্র. আল-বুখারী, ***আস-সহীহ,*** খ. ৪, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৩৪০২।—স. চৌ.

[2] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত নবম সূরা: ***সূরা আল-কাফিরূন***।—স. চৌ.

[1] মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** খ. ৩, পৃ. ১৬৮৫, হাদীস: ২১৩৭, তিনি বর্ণনা করেন,

শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত। 'হে পরওয়ারদেগার! আমাদেকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করো।"[১]

অতঃপর হাকীকী মওলা মনিবের দরবারে স্বীয় হাজত, অভাব ও সমস্যার বিষয়ে মনে-প্রাণে দোয়া করবে। ইনশাআল্লাহ মাকসুদ হাসিল হবে। (বেশ পরীক্ষিত)।'[২]

হজরত শায়খ হাকীম আবুল কাসিম ﵀ ফরমায়েছেন,

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ الْقَاسِمِ الْحَكِيْمُ: بَعَثْتُ إِلَى الْعَابِدِ رَسُوْلًا يُعَلِّمُنِيْ هٰذِهِ الصَّلَاةَ، فَعَلَّمَنِيْهَا فَصَلَّيْتُهَا، وَسَأَلْتُ اللهَ تَعَالَى الْحِكْمَةَ، فَأَعْطَانِيْهَا وَقَضٰى لِيْ أَلْفَ حَاجَةٍ، فَقَالَ الْحَكِيْمُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيْهَا، يَغْتَسِلُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَيَلْبَسُ ثِيَابًا طَاهِرَةً، وَيَأْتِيْ بِهَا عِنْدَ السَّحَرِ، وَيَنْوِيْ بِهَا قَضَاءَ الْحَاجَةِ، تُقْضٰى إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

'আমি এক আবেদ বুজুর্গ লোকের নিকট সালাতুল হাজত সম্পর্কে একজন কাসেদ পাঠালাম। তিনি আমাকে তা শিক্ষা দিলেন ও পড়ার অনুমতি দান করেন। এর পর আমার হাজার হাজার সমস্যা সমাধান হয়। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে বৃহস্পতিবারগত শেষরাতে গোসল করে পাক পোশাক পরে উপরোক্ত নিয়মে দুই রকআত নামাজ পড়বে আল্লাহর ফজলে সকল হাজত পূর্ণ হবে।"[১]

---

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ».

'হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব (﵁) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় কালাম চারটি: আল্লাহ নিষ্কলুষ পবিত্র, যাবতীয় হামদ আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।' এগুলোর যেকোনোটি দিয়ে তুমি শুরু করো, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই।"—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:২০১

[২] (ক) আয-যাবীদী, ***ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন,*** খ. ৩, পৃ. ৭৮০; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ৪৫ ও ৯০; (গ) জাহানাবাদী, ***মুরাক্কায়ে কলমী,*** পৃ. ৩০-৩২-৩৩, এটি তিনি ইমাম নাজমুদ্দীন আন-নাসাফী ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন; (ঘ) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ১২৫-১২৬; আর শায়খ আশ-শারজী ﵀ বলেছেন, وَفِي الثَّانِيَةِ: الْفَاتِحَةَ وَ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴾ [الإخلاص] إِحْدٰى عَشْرَةَ مَرَّةً অর্থাৎ দ্বিতীয় রকআতে সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-ইখলাস ১১ বার পড়বে বলে উল্লেখ করেছেন। —স. চৌ.

[১] (ক) মুরতাযা আয-যাবীদী, ***ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন,*** খ. ৩, পৃ. ৭৮০; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ৪৫ ও ৯০



**আরেকটি নিয়ম:**

হজরত আবুল কাসিম কুশাইরী ﵀-এর কিতাব *আদাবুল ফুকারা*'য় বর্ণিত আছে যে,

وَهٰذِهِ كَيْفِيَّةٌ أُخْرٰى؛ مَنْقُوْلَةٌ مِنْ كِتَابِ «آدَابِ الْفُقَرَاءِ» لِلشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ ﵀: يَتَوَضَّأُ لَهَا وُضُوْءًا جَدِيْدًا، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَسْلِيْمَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِي الْأُوْلٰى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: ﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۝١٠﴾ [الكهف: ١٠] الْآيَةَ عَشْرًا، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ۝٢٥ۙ﴾ [طه: ٢٥] الْآيَةَ عَشْرًا، وفي الثالثة بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: ﴿فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۝٤٤ؕ﴾ [غافر: ٤٤] الْآيَةَ عَشْرًا، وَفِي الرَّابِعِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: ﴿رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا ۝٨ۚ﴾ [التحريم: ٨] الْآيَةَ عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَيَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖۗ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٧ۚۖ﴾ [الأنبياء: ٨٧] إِلَى آخِرِهَا إِحْدٰى وَأَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ حَاجَتَهُ، تُقْضٰى بِإِذْنِ اللهِ تَعَالٰى.

'যে লোক সালাতুল হাজত পড়ার ইচ্ছা করে, সে নতুনভাবে অজু করবে। তারপর চার রকআত নামাজ দুই তাশাহ্‌হুদ ও দুই সালামের সাথে পড়বে এ নিয়মে: প্রথম রকআতে সূরা ফাতিহার পর ১০ বার পড়বে,

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন।'[২]

দ্বিতীয় রকআতে সূরা ফাতিহার পর ১০ বার পড়বে,

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ۝٢٥ۙ وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ۝٢٦ۙ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ۝٢٧ۙ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ۝٢٨ۖ

'হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।'[১]

---

[১] আদাবুল ফুকারা: গ্রন্থকারের নিকট কিতারটি নামটি উপেক্ষিত হয়েছে। তিনি *আদাবুল ফকীহ* উল্লেখ করেছেন। রচয়িতা প্রখ্যাত সুফি তাত্ত্বিক শায়খ আবদুল করীম আল-কুশাইরী (মৃ. ৪৬৫ হি.)।—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাহফ,*** ১৮:১০

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা তাহা,*** ২০:২৫-২৮, অবশ্য উদ্ধৃত গ্রন্থদুটোতে শুধু পঞ্চবিংশ আয়াতেরই উল্লেখিত হয়েছে, ষট্‌বিংশ-অষ্টাবিংশ আয়াতসমূহের উল্লেখ নেই সেখানে।—স. চৌ.

তৃতীয় রকআতে সূরা ফাতিহার পর ১০ বার পাঠ করবে,

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۗ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ

‘আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।’[১]

চতুর্থ রকআতে সূরা ফাতিহার পর ১০ বার পাঠ করবে,

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

‘আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।’[২]

নামাজ শেষ করে সালাম ফেরানোর পর সাজদায় গিয়ে ৪১ বার পড়বে,

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

‘তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এভাবেই বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।’[৩]

তারপর মহান রবের কাছে স্বীয় হাজত পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে। আল্লাহর মদদে সকল অভাব ও সমস্যা সমাধান হবে।’[৪]

অতএব এখানে সালাতুল হাজতের তিনটি নিয়ম বর্ণিত হল। এসবের মধ্যে সামান্য সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ সালাতুল হাজতের ভিত্তি সেই হাদীসকে স্থির করেছেন, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى».

‘হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সম্মুখে যখন কোনো গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হত অথবা কোনো আশঙ্কা দেখা দিত, তিনি তখনই নামাজ পড়ার দিকে ধাবিত

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা গাফির*, ৪০:৪৪

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আত-তাহরীম*, ৬৬:৮, অবশ্য আয়াতটি গ্রন্থকারের নিকট উপেক্ষিত থেকেছে। এটি উদ্ধৃত গ্রন্থ থেকে সংযোজিত।—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৮৭-৮৮, অবশ্য উদ্ধৃত গ্রন্থে অষ্টাশীতি আয়াতের কথা উল্লেখিত হয়নি, সেখানে শুধু সপ্তাশীতি আয়াতের উল্লেখ রয়েছে।—স. চৌ.

[৪] (ক) মুরতাযা আয-যাবীদী, *ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন*, খ. ৩, পৃ. ৭৮০; (খ) আশ-শারজী, *আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ*, পৃ. ৪৫ ও ৯০; (গ) জাহানাবাদী, *মুরাক্কায়ে কলমী*, পৃ. ৩০-৩১-৩২



হতেন।’[১]

এর দ্বারা দরবারে ইলাহীতে মদদ প্রার্থনা করতেন। সে বিষয়টি কুরআন পাকে পরিস্কার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থাৎ ‘হে মুমিন বান্দাগণ! তোমরা (তোমাদের প্রয়োজন মতে) ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা মদদ প্রার্থনা করো।’[২]

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৩৫, হাদীস: ১৩১৯, তিনি বর্ণনা করেন, ‘হজরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘...।”—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৫৩

## দিবারাত্রির অপরাপর নফল নামাজের বয়ান

এখানে পঞ্জেগানা ফরজ নামাজ ব্যতীত শুধু সেসব নামাজের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, যেসব নামাজে ইহকাল-পরকালের উপকার নিহিত রয়েছে।

### ১. ইশরাকের নামাজ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত মুহাম্মদ ﷺ ফরমায়েছেন,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ، حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ».

‘যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর সেখানেই বসে আল্লাহর যিকর ইত্যাদিতে মশগুল হয় এবং যখন সূর্যোদয় হয়ে চমৎকার কিছুটা উপরে বিরাজমান হয় তখন দুই রকআত নামাজ পড়ে, সে এক হজ্জ ও এক ওমরার সওয়াব পাবে।’[১]

চার রকআত পড়ার রেওয়ায়ত আছে।[২] শাহ কলীমুল্লাহ قدس سره হজরত শাহ আবদুল

[১] আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান***, খ. ২, পৃ. ৪৮১, হাদীস: ৫৮৬, হজরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ বলেছেন, ‘...।’ তিনি আরও বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ».

‘রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘ওই ব্যক্তির জন্য হজ ও ওমরার পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে।”—স. চৌ.

[২] আত-তাবারানী, ***আল-মু’জামুল আওসাত***, খ. ৬, পৃ. ১০৬, হাদীস: ৫৯৪০, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ، تَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ، وَقَعَدَ فِيْ مُصَلَّاهُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ».

‘হজরত আয়িশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ভোরের নামাজ পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাজস্থলে বসে অপেক্ষা করল, অতঃপর চার রকআত নামাজ পড়ল আল্লাহ তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন।”—স. চৌ.



আজীজ رحمه الله হতে বর্ণনা করেন যে,

نمازِ اشراق ورد دو رکعت؛ در اولیٰ: آیت الکرسی تا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾، در ثانیہ: اٰمَنَ الرَّسُوْلُ ﴿٢٨٥﴾ وآیت اللہ نور السماوات۔

‘ইশরাকের নামাজ দুই রকআত। প্রথম রকআতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾ পর্যন্ত[১] এবং দ্বিতীয় রকআতে সূরা ফাতিহার পর اٰمَنَ الرَّسُوْلُ ﴿٢٨٥﴾ হতে সূরা বাকারা শেষ পর্যন্ত[২] আর اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ ﴿٣٥﴾ হতে عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾ পর্যন্ত[১] পাঠ

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা***, ২:২৫৫-২৫৭, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾ لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়েত গুমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গুমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোজখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।’—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা***, ২:২৮৫-৩৮৬, আয়াতসমূহের পূর্ণরূপ হচ্ছে,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

‘রসুল বিশ্বাস রাখেন সেসব বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা সেই বোঝা বহন করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর।’—স. চৌ.

করবে।'[2]

এ নামাজের ফযীলত সম্পর্কে আরও বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[3]

## ২. চাশতের নামাজ

দিনের বেলা এক চতুর্থাংশ গত হয়ে গেলে সে সময় চাশতের নামাজ পড়বে। হজরত শাহ আবদুল আজীজ ﷫ চার রকআত পড়তেন। আর হজরত শাহ কলীমুল্লাহ ﷫ ১২ রকআত পড়তেন।

نمازِ چاشت (یعنی ضحی) دوازدہ رکعت است، واقل آں چہار؛ در چہار گانے اول: فتح، پس نوحؑ، پس قدر، پس کوثر۔ ودر چہار گانے دوم: دور اول وَالشَّمۡسِ ۝، پس وَالَّيۡلِ ۝، پس وَالضُّحٰى ۝، پس اَلَمۡ نَشۡرَحۡ ۝۔ ودر چہار گانے سوم: در اول كٰفِرُوۡنَ، پس نصر، پس تَبَّتۡ ۝، پس اخلاص۔

'চাশতের নামাজ ১২ রকআত, কমপক্ষে চার রকআত। প্রথম চার রকআতের প্রথম রকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইন্না ফাতাহনা (اِنَّا فَتَحۡنَا ۝)

---

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা সূরা আন-নুর***, ২৪:৩৫: আয়াতটির পূর্ণরূপ হচ্ছে,

اَللّٰهُ نُوۡرُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ مَثَلُ نُوۡرِهٖ كَمِشۡكٰوةٍ فِيۡهَا مِصۡبَاحٌ ؕ اَلۡمِصۡبَاحُ فِىۡ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوۡكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوۡقَدُ مِنۡ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيۡتُوۡنَةٍ لَّا شَرۡقِيَّةٍ وَّلَا غَرۡبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيۡتُهَا يُضِىۡٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٌ ؕ نُوۡرٌ عَلٰى نُوۡرٍ ؕ يَهۡدِى اللّٰهُ لِنُوۡرِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَيَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ۝۳۵

'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তেল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তেল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।'—স. চৌ.

[2] জাহানাবাদী, ***মুরাক্কায়ে কলমী***, পৃ. ১৫, অবশ্য তিনি এটি হজরত শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী ﷫ থেকে বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করেননি।—স. চৌ.

[3] (ক) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার***, পৃ. ৩৪; (খ) আত-তাবারানী, ***আল-মু'জামুল কবীর***, খ. ১২, পৃ. ৪০৭, হাদীস: ১৩৫০০; (গ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান***, খ. ২, পৃ. ৩৪০, হাদীস: ৪৭৫; ইমাম তাবারানী ﷫ বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ابْنَ آدَمَ اضْمَنْ لِيْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ».

'হজরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর (؆) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আদম-সন্তান! আমার জন্য দিনের প্রথমভাগে দুই রকআত নামাজের জামানত নাও, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।"

ইমাম তিরমিযী ﷫ বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِيْ ذَرٍّ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، عَنِ اللهِ ﷻ أَنَّهُ قَالَ: «ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ».

'হজরত আবুদ দারদা (؄) ও আবু যর (আল-গিফারী ؄) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ﷺ সূত্রে আল্লাহ ﷻ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকআত (নফল) আদায় করে নাও, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।"—স. চৌ.



শেষ পর্যন্ত[1], দ্বিতীয় রকআতে ফাতিহার পর সূরা নুহ, তৃতীয় রকআতে ফাতিহার পর সূরা ইন্না আনযালনাহু (اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ ۝) শেষ পর্যন্ত[2], চতুর্থ রকআতে ফাতিহার পর সূরা ইন্না আ'তায়নাকা (اِنَّاۤ اَعۡطَيۡنٰكَ ۝) শেষ পর্যন্ত[3]।

দ্বিতীয় চার রকআতের প্রথম রকআতে ফাতিহার পর সূরা ওয়াশ শামস (وَالشَّمۡسِ ۝)[4], দ্বিতীয় রকআতে ফাতিহার পর সূরা ওয়াল লায়ল (وَالَّيۡلِ ۝)[5], তৃতীয় রকআতে ফাতিহার পর সূরা ওয়ায যুহা (وَالضُّحٰى ۝)[6], চতুর্থ রকআতে ফাতিহার পর সূরা আলম নাশরাহ (اَلَمۡ نَشۡرَحۡ ۝)[7]।

তৃতীয় চার রকআতে প্রথম সূরা কাফিরূন (الۡكٰفِرُوۡنَ ۝)[8], দ্বিতীয় রকআতে সূরা ইযা জায়া (اِذَا جَآءَ ۝)[9], তৃতীয় রকআতে সূরা তাব্বাত ইয়াদা (تَبَّتۡ يَدَاۤ ۝)[10], চতুর্থ রকআতে সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝)[11] শেষ পর্যন্ত[12] পাঠ করবে।'[13]

হজরত আবু হুরায়রা ؄-এর মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত আছে যে,

**عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الضُّحَىٰ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَىٰ مُنَادٍ: أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُدِيْمُوْنَ عَلَىٰ صَلَاةِ الضُّحَىٰ؟ هَذَا بَابُكُمْ فَادْخُلُوْهُ بِرَحْمَةِ اللهِ».**

'বেহেশতের দ্বারসমূহের মধ্যে একটি দরজার নাম بَابُ الضُّحَىٰ আছে। কিয়ামতের দিনে সেই দ্বারে ফেরেশতাগণ আহ্বান করবেন, চাশতের নামাজ আদায়কারী মুমিনগণকে। কোথায় আছেন? আসুন আমরা তাঁদেরকে

---

[1] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের অষ্টচত্বারিংশ সূরা: ***সূরা আল-ফাতাহ***।—স. চৌ.

[2] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের সপ্তনবতি সূরা: ***সূরা আল-কাদর***।—স. চৌ.

[3] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত অষ্টম সূরা: ***সূরা আল-কাওসার***।—স. চৌ.

[4] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একনবতি সূরা: ***সূরা আশ-শামস***।—স. চৌ.

[5] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের দ্বিনবতি সূরা: ***সূরা আল-লায়ল***।—স. চৌ.

[6] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের ত্রিনবতি সূরা: ***সূরা আয-যুহা***। অবশ্য গ্রন্থকারের মূল বক্তব্যে وَالۡفَجۡرِ ۝-এর এসেছে। যা আল-কুরআনুল করীমের ঊননবতি সূরা: *আল-ফাজর*। নামাজে কুরআন তেলাওয়াতে ক্রমধারাবাহিকতা রক্ষা করা নিয়ম, সেই নিয়ম অনুযায়ী এটা অসংগত। অতএব এখানে وَالضُّحٰى ۝ হওয়াই যুক্তিযুক্ত, যা উদ্ধৃত গ্রন্থ থেকেও প্রমাণিত।—স. চৌ.

[7] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের চতুর্নবতি সূরা: ***সূরা আল-ইনশিরাহ***।—স. চৌ.

[8] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত নবম সূরা: ***সূরা আল-কাফিরূন***।—স. চৌ.

[9] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত দশম সূরা: ***সূরা আন-নাসর***।—স. চৌ.

[10] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত একাদশ সূরা: ***সূরা আল-মাসাদ***।—স. চৌ.

[11] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত দ্বাদশ সূরা: ***সূরা আল-ইখলাস***।—স. চৌ.

[12] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত দ্বাদশ সূরা: ***সূরা আল-ইখলাস***।—স. চৌ.

[13] জাহানাবাদী, ***মুরাক্কায়ে কলমী***, পৃ. ১৬

বেহেশতের মধ্যে দাখিল করবো।'[১]

কোনো কোনো বুজুর্গানে দীন এ রকমও বলেছেন যে, 'চাশতের নামাজের রকআতসমূহে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার এবং সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ)[২] তিনবার পড়বে। আর সালাম ফেরানোর পর ১০০ বার اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ[৩] পড়বে। আমলনামা (পাপ-পুণ্যের রিপোর্ট)-এর মধ্যে বহু নেক নেকি লিখিত হবে এবং ঠিক সে পরিমাণ পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।'

## صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ

## ৩. সালাতুল আওয়াবীন

আউওয়াবীনের নামাজ মাগরিবের নামাজের পরে পড়া হয়। এ নামাজ ২০ রকআত। কমপক্ষে ছয় রকআত। প্রত্যেক রকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ)[৪] তিনবার পড়বে।[৫]

নামাজান্তে ১০০ বার দরুদ শরীফ ও ১০০ বার أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ সম্পূর্ণ[৬] পড়বে। উক্ত নামাজির কবর আলোকময় হবে। উক্ত নামাজের রকআতসমূহের সংখ্যা অনুযায়ী তার জন্য বেহেশতের দ্বার খোলা হবে। প্রত্যেক দ্বার হতে নূরের ১০০ তবকা তার কবরে আসবে।

## صَلَاةُ التَّهَجُّدِ أَوْ صَلَاةُ الْوِصَالِ

## ৪. সালাতুল তাহাজ্জুদ বা সালাতুল ভিসাল

আমার মুরশিদ ﷺ এর নাম এ রকম ফরমায়েছেন। রাতের শেষাংশে উঠে অজু করে দুই রকআত তাহিয়াতুল অজু নামাজ পড়বে। তারপর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বে।

[১] (ক) আন-নাযিলী, *খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার*, পৃ. ৩৬; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৫, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ৫০৬০

[২] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত দ্বাদশ সূরা: *সূরা আল-ইখলাস*—স. চৌ.

[৩] অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।'—স. চৌ.

[৪] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত দ্বাদশ সূরা: *সূরা আল-ইখলাস*—স. চৌ.

[৫] জাহানাবাদী, *মুরাক্বায়ে কলমী*, পৃ. ১৭, তিনি বলেন,

نماز اوابین بعد صلوۃ المغرب، صلوۃ الاوابین بست رکعت آمدہ، در ہر رکعت بعد از فاتحہ اخلاص سہ بار، واقل آں شش۔

[৬] পূর্ণরূপ হচ্ছে, أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ, অর্থ: 'আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।'—স. চৌ.



হজরত আবদুল আজীজ ﷺ ফরমায়েছেন যে, 'তাহাজ্জুদের নামাজ ১২ রকআত। কমপক্ষে দুই রকআত এ নামাজ তারাবীহ নামাজের মতোই পড়বে। অর্থাৎ দুই রকআতের নিয়ত বাঁধবে প্রত্যেক চার রকআতের পর অল্পক্ষণ বসে থেকে দোয়া ইত্যাদিতে মশগুল হবে। চার রকআতের নিয়ত বেঁধে নামাজ পড়াও জায়েজ আছে।'

*কুওয়াতুল কুলূব* কিতাবে বর্ণিত আছে যে, 'তাহাজ্জুদের নামাজের ১২ রকআতের মধ্যে সূরা ফুরকান আর সূরা শুআরা ভাগ করে পড়বে। যদি তা কণ্ঠস্থ না থাকে, তা হলে সূরা ওয়াকিয়া, সূরা কলম, সূরা আল-হাক্কা, আর সূরা যারিয়া ও সূরা মুদ্দাসসির পড়বে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে সূরা ওয়াস সামায়ি ওয়াত তারিক (وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۙ)[১] হতে সূরা নাস পর্যন্ত পড়বে।'

এ নামাজ পড়ার আরও বহু নিয়ম-প্রণালী আছে। সংক্ষিপ্ততার খাতিরে সেসব উল্লেখ করা হল না। আমাদের হজরত কেবলা ﷺ ফরমায়েছেন, 'সূরা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যে যা চায় তা পড়তে পারে। শুধু সূরা কাওসার আর সূরা ইখলাস দ্বারাও কাজ সমাধান করা যেতে পারে।'

স্বীয় পীর-মুরশিদের হিদায়েত মতে যেই তরীকা সহজ তাই অবলম্বন করবে। অন্ততপক্ষে দুই রকআতও যেন হাত ছাড়া না হয়। এ তাহাজ্জুদের নামাজ সকল নওয়াফেলের মধ্যে উত্তম। এ নামাজ রিয়া হতে দূর আর ইখলাসের খুবই কাছাকাছি। যখন নামাজ হতে ফারেগ হবে তখন পড়বে, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝[২] ১০০ বার বা কম। আর একই পরিমাণ পড়বে,

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

> 'হে পরওয়ারদেগার! আমাদেকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করো।'[৩]

আর একই পরিমাণ পড়বে,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

> 'হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো। তুমিই সবকিছুর দাতা।'[৪]

অতঃপর একই পরিমাণ পড়বে,

[১] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের ষড়শীতি সূরা: *সূরা আত-তারিক*—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২৭

অর্থ: 'পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।'—স. চৌ.

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২০১

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:৮

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝۹

‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না।’[১]

এ চারটি আয়াত পড়ার পর ঘুমিয়ে পড়বে। যদি তাহাজ্জুদের নিদ্রার মধ্যে আম্বিয়া ও আউলিয়ার সাথে তার মুলাকাত ঘটবে। যদি তাহাজ্জুদের নামাজ ছুটে যায়, তবে দিনের বেলায় তা পূরণ করবে। হজরত রসুল ﷺ এ নামাজ কখনও ছাড়েননি। এ নামাজ পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কদাচ তা ছুটে গেলে দিনের বেলায় তিনি ১২ রকআত পূরণ করেছেন।

তাহাজ্জুদ নামাজের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত যে, হজরত নবী ﷺ ইরশাদ ফরমায়েছেন,

‘তাহাজ্জুদ নামাজের অভ্যস্ত লোক মারা গেলে তার কবর ৭০ গজ প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং কবর আলোকময় হবে।’[২]

তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যেন নিজের কবরকে রওশন করা। তাহাজ্জুদ নামাজের সময়টা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং দোয়া কবুলের মুহূর্তে বটে। যে দোয়া সে সময় করা হয় তা কবুল হয়। আল্লাহ সকল তরীকতের ভাইদেরকে বিশেষত এবং সমস্ত মুসলমান ভাইগণকে সাধারণত উক্ত নামাজের তওফিক দান করুন। আমীন।

## صَلَاةُ التَّسْبِيْحِ

## ৫. সালাতুল তাসবীহ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

صَلَاةُ التَّسَابِيْحِ ...: عَلَّمَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ.

‘জনাব রসুল ﷺ আপন চাচা হজরত আব্বাস ؓ-কে এ নামাজ শিক্ষা দিয়েছিলেন।’[৩]

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান***, ৩:৯

[২] ইবনে হিব্বান, ***আস-সহীহ***, খ. ৭, পৃ. ৩৯২, হাদীস: ৩১২২, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِيْ قَبْرِهِ لَفِيْ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَيُرْحَبُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ».

‘হজরত আবু হুরায়রা (ؓ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘মুমিন ব্যক্তি তাঁর কবরে সবুব উদ্যানে বসবাস করবেন, তাঁর কবরকে ৭০ গজ প্রশস্ত করে দেওয়া হবে, পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মতো সেটি আলোকোজ্জ্বল হবে।”

হাদীসটি সকল মুমিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ঠিক তাহাজ্জুদ নামাজিদের জন্য এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় না।—স. চৌ.

[৩] আস-সাভী, ***হাশিয়াতুস সাভী আলাশ শারহিস সাগীর***, খ. ৪, পৃ. ৭৮৮, এটি মূলত উদ্ধৃত গ্রন্থকারের বক্তব্য, হাদীস নয়।—স. চৌ.



ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার পাপ মার্জনার জন্য এ নামাজ পড়বে। এ নামাজ মোট চার রকআত। প্রত্যেক রকআতে কিরাআত শেষ করে ১৫ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে।[১] আর রুকু-এর মধ্যে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ[২] বলার পর ১০ বার পড়বে। রুকু হতে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ[৩] পর্যন্ত বলার পর ১০ বার। এরপর সাজদায় পৌঁছে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى[৪] বলার পর ১০ বার। আর প্রথম সাজদা হতে মাথা তুলে বসা অবস্থায় ১০ বার। আর দ্বিতীয় সাজদায় পূর্ব বর্ণিত নিয়মে তাসবীহ এর পর ১০ বার। আর সাজদা হতে উঠে বসবে এবং সেই অবস্থায় একবার। আর সাজদা হতে উঠে বসবে এবং সে অবস্থায় একবার। অতএব প্রত্যেক রকআতে তাসবীহ এর সংখ্যা হল ৭৫ বার। এ নিয়মে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ রকআতও পড়বে। তাতে চার রকআতে মোট তাসবীহ ৩০০ বার দাঁড়াবে।

এ নামাজের নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে, প্রতিদিন ইশরাকের নামাজের পর পড়বে। আর যদি কেউ সপ্তাহে একদিন পড়ে তবে তার জন্য শুক্রবার দিন পড়াই উত্তম। আর যে লোক একমাসে একদিন পড়বে তার জন্য বৃহস্পতিবার দিন ভালো। আর যদি কেউ বছরে একদিন পড়ে, তবে সে আশূরার দিন (মহরম চাঁদের ১০ তারিখ) পড়বে। যদি বছরে একদিনও না পারে তবে সারা জীবনেও একবার পড়বে।[৫]

---

[১] অর্থ: ‘আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ভিন্ন কোনো মা’বুদ নেই, আল্লাহ মহান।’—স. চৌ.

[২] অর্থ: ‘আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।’—স. চৌ.

[৩] অর্থ: ‘আমাদের প্রতিপালক! আপনারই জন্য সকল প্রশংসা।’—স. চৌ.

[৪] অর্থ: ‘আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।’—স. চৌ.

[৫] ইবনে মাজাহ, ***আস-সুনান***, খ. ১, পৃ. ৪৪২, হাদীস: ১৩৮৬, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَمِّ أَلَا أَحْبُوْكَ، أَلَا أَنْفَعُكَ، أَلَا أَصِلُكَ»؟ قَالَ: بَلَىٰ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ فِيْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللهُ لَكَ»، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُوْلُهَا فِيْ يَوْمٍ؟ قَالَ: «قُلْهَا فِيْ جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقُلْهَا فِيْ شَهْرٍ»، حَتَّىٰ قَالَ: «فَقُلْهَا فِيْ سَنَةٍ».

‘হজরত আবু রাফি (ؓ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ হজরত আব্বাস (ؓ)-কে বললেন, ‘হে চাচাজান! আমি কি আপনার অবাধ্য হতে বিরত থাকবো না, আমি কি আপনার উপকার করবো না, আমি কি আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো না?’ তিনি বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসুল! তিনি বলেন, ‘তাহলে আপনি চার রকআত নামাজ পড়ুন। আপনি প্রতি রকআতে সূরা আল-ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাও পড়ুন। আপনি কিরাআত পাঠ শেষে রুকূ করার আগে ১৫ বার বলুন, আল্লাহ পুত-পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান। অতঃপর রুকূতে গিয়ে ওই দোয়া ১০ বার পড়ুন, অতঃপর রুকূ থেকে আপনার মাথা তুলে ওই দোয়া ১০ বার পড়ুন, অতঃপর সাজদায় গিয়ে ওই দোয়া ১০ বার পড়ুন, অতঃপর আপনার মাথা তুলে ১০ বার ওই দোয়া পড়ুন, পুনরায় সাজদায় গিয়ে তা ১০ বার

কুরআন পাকে (১) সূরা বনি ইসরাইল, (২) সূরা হাদীদ, (৩) সূরা হাশর, (৪) সূরা সাফ, (৫) সূরা জুমুআ, (৬) সূরা তগাবুন ও (৭) সূরা সাব্বিহিসমা (سَبِّحِ اسْمَ)[১]—এ সাতটি সূরায়ে মুসাব্বাহাত[২] বলা হয়। কারণ এগুলোর প্রারম্ভে আল্লাহর তাসবীহর উল্লেখ রয়েছে। এখন জেনে নেওয়া উচিত যে, সালাতুল তাসবীহর চার রকআতের কিরাআতে উক্ত সাত মুসাব্বাহাত হতে যে কোন চার সূরাগুলো পড়া উত্তম?

কোনো কোনো কিতাবে বর্ণিত আছে যে, প্রথম রকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল-হাকুমুত তাকাসুর (اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ)[৩], দ্বিতীয় রকআতে সূরা ওয়াল আসর (وَالْعَصْرِ)[৪], আর তৃতীয় রকআতে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন (قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ)[৫] এবং চতুর্থ রকআতে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ)[৬] পাঠ করবে। আর সালাম ফিরিয়ে ইস্তিগফার ও দরুদ শরীফ পড়ে পরম দয়াময় আল্লাহর দরবারে আজেযি সহকারে দোয়া করবে। খোদার ফজলে কবুল হওয়ার পূর্ণ আশা।

যেসব নফল নামাজ বিষয়ে আলোচনা করা হল সেসব ছাড়া আরও বহু নফল নামাজ আছে। স্বীয় মুরশিদের ইরশাদ মতে হাজত ও প্রয়োজন অনুসারে পড়া যায়। যেহেতু উল্লিখিত নওয়াফেল প্রায়ই পড়া হয় সেহেতু এসব নামাজের বর্ণনা দিয়ে ক্ষান্ত থাকা হল।

---

পড়ুন, পুনরায় সাজদা থেকে আপনার মাথা তুলে উঠে দাঁড়ানোর আগে তা ১০ বার পড়ুন। এভাবে প্রতি রকআতে তা ৭৫ বার এবং চার রকআতে ৩০০ বার হবে। আপনার পাপরাশি বালুর স্তুপের সমপরিমাণ হলেও আল্লাহ তা মাফ করবেন। হজরত আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, হে আল্লাহর রসুল! প্রতিদিন এ নামাজ পড়ার সামর্থ্য কার আছে? তিনি বলেন, 'তাহলে প্রতি জুমার দিন তা পড়ুন। তাতেও সমর্থ না হলে প্রতিমাসে একবার পড়ুন।' অবশেষে তিনি বলেন, 'তাহলে অন্তত বছরে একবার তা পড়ুন।"—স. চৌ.

[১] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের সপ্তাশীতি সূরা: ***সূরা আল-আ'লা***।—স. চৌ.

[২] আল-মুসাব্বিহাত (*আরবি*: اَلْمُسَبِّحَاتُ): সেসব সূরাকে বলা হয় যার শুরুতে سُبْحٰنَ, سَبَّحَ, يُسَبِّحُ ও سَبِّحِ থাকে। এ ধরনের সূরা সাতটি। এগুলোকে একসাথে সাত মুসাব্বিহাত বলা হয়। যথা-
(ক) سُبْحٰنَ: (১) সূরা আল-ইসরা (আল-কুরআনের সপ্তদশ সূরা),
(খ) سَبَّحَ: (২) সূরা আল-হাদীদ (আল-কুরআনের সপ্তপঞ্চাশৎ সূরা), (৩) সূরা আল-হাশর (আল-কুরআনের ঊনষষ্টি সূরা) ও (৪) সূরা আস-সাফ (আল-কুরআনের একষষ্টি সূরা),
(গ) يُسَبِّحُ: (৫) সূরা আল-জুমুআ (আল-কুরআনের দ্বিষষ্টি সূরা) ও (৬) সূরা আত-তাগাবুন (আল-কুরআনের চতুঃষষ্টি সূরা) ও سَبِّحِ: (৭) সূরা আল-আ'লা (আল-কুরআনের সপ্তাশীতি সূরা)।—স. চৌ.

[৩] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত দ্বিতীয় সূরা: ***সূরা আত-তাকাসুর***।—স. চৌ.

[৪] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত তৃতীয় সূরা: ***সূরা আল-আসর***।—স. চৌ.

[৫] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত নবম সূরা: ***সূরা আল-কাফিরূন***।—স. চৌ.

[৬] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত দ্বাদশ সূরা: ***সূরা আল-ইখলাস***।—স. চৌ.



# বিশেষ দোয়া, দরুদ ও আয়াতসমূহ

چہل کاف

## চেহেল কাফ

তিন পঙতি পদ্যের এক কাব্য আকারে এ চেহেল কাফ হজরত পীরানে পীর মাহবূবে সুবহানি কুতুবে রব্বানী শায়খ সাইয়েদ আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের জীলানী ওয়াল গিলানী رحمه الله-এর বলে প্রসিদ্ধ। (এ কয়েকটি পঙতির শব্দগুলো মধ্যে ৪০টি ك (কাফ) অক্ষর আছে বলেই একে চেহেল কাফ বলা হয়।) বিপদাপদ, নফসের ধোঁকা, জিন্নাত ইত্যাদির আসিব (আসর) হতে রক্ষা ও সমস্যার সমাধান ও রোগ হতে আরোগ্য লাভের জন্য এ চেহেল কাফ অবশ্য অমোঘতুল্য। তা হচ্ছে,

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً ❋ كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنٍ كَانَ مِنْ لُّكَكٍ

تَكِرُّ كَرًّا كَكَرِّ الْكَرِّ فِيْ كَبَدٍ ❋ تَحْكِيْ مُشَكْشِكَةً كَلُكْلُكٍ لُّكَكٍ

كَفَاكَ مَابِيْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهُ ❋ يَا كَوْكَبًا كَانَ يَحْكِيْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ

'তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট, যিনি তোমার ভবিষ্যৎ বিপদাপদে বেশ সাহায্য করবেন। ভারি সেনাবাহিনী নিয়ে ওত পেতে শত্রুর ওপর আঘাত করতে অপেক্ষ করার মতো যে বিপদ আগমন করছে তা তিনি থামিয়ে দেন।
যা পুনঃপুন আঘাত করে যেন খুব মজবুত রশি দ্বারা বেশ শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দেখতে বর্শাধারী সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী এবং তেজোদীপ্ত ও শক্তিশালী উটের মতো।
হে তারা (হৃদয়জ্যোতি)! যা আকাশের তারা-নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল-জ্যোর্তিময়, (মনে রেখ,) এখনো তিনি তোমার জন্য যথেষ্ট, যেভাবে বিগত

সময় বিপদাপদে তিনি তোমাকে সাহায্য করেছেন।’

এটি পড়ে সরিষার তেল দম করে জিন্নাতের আসরে আক্রান্ত ব্যক্তির ঘাড়ের রগে ও তার চোখে ও পুরা শরীরে সেই তেল মালিশ করলে ইনশাআল্লাহ মুশকিল আসান হবে, রোগী আরাম পাবে।

## الصَّلَاةُ التَّفْرِيْجِيَّةُ الْقُرْطُبِيَّةُ

## সালাতে তাফরীজিয়া কুরতুবিয়া

এ দরুদ শরীফকে হিজায হতে পশ্চিম দেশীয় বুজুর্গানে দীন সালাতে নারিয়া (আগ্নেয় দরুদ) বলেন। কারণ এ দরুদ কোনো বিশেষ মকসুদ হাসিলের জন্য একই মজলিসে ৪ হাজার ৪ শত ৪৪ বার পড়বে, সেই উদ্দেশ্য তড়িৎ বেগে হাসিল হয়। এ কারণে একে আহলে আসরার (গোপন তত্ত্ববিদগণ) মিফতাহুল কানযিল মুহীত লি-নায়লি মুরাদিল আবীদ (مِفْتَاحُ الْكَنْزِ الْـمُحِيْطِ لِنَيْلِ مُرَادِ الْعَبِيْدِ) নামে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

ইমাম আহমদ ইবনে হাজর আসকালানী رحمه الله এ সংখ্যার বিশেষ ক্রিয়া ও গুণ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, إِكْسِيْرٌ فِيْ سَبَبِ التَّأْثِيْرِ (এটি ক্রিয়াশীলতা সৃষ্টির জন্য অমোঘ)।[২] এর সংখ্যা হচ্ছে, ৪ হাজার ৪ শত ৪৪। এই দরুদ শরীফের ভাষা-বিন্যাসের রূপ হচ্ছে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً، وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ، وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِيْمِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ.

‘হে আল্লাহ! তুমি পরিপূর্ণ রহমত বর্ষণ করো এবং পূর্ণাঙ্গ সালাম প্রেরণ করো

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৮১-১৮২; (খ) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার,*** পৃ. ২০২, তিনি বর্ণনা করেন,

الصَّلَاةُ التَّفْرِيْجِيَّةُ، وَيُقَالُ لَهَا عِنْدَ الْمُغْرِبِيَّةِ «الصَّلَاةُ النَّارِيَّةُ»، لِأَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوْا تَحْصِيْلَ الْمَطْلُوْبِ أَوْ دَفْعِ الْمَرْهُوْبِ، يَجْتَمِعُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَيَقْرَؤُوْنَ هَذِهِ الصَّلَاةَ النَّارِيَّةَ بِهَذَا الْعَدَدِ ٤٤٤٤، فَيَنَالُ مَطْلُوْبَهُ سَرِيْعًا كَالنَّارِ، وَيُقَالُ لَهَا عِنْدَ أَهْلِ الْأَسْرَارِ: «مِفْتَاحُ الْكَنْزِ الْمُحِيْطِ لِنَيْلِ مُرَادِ الْعَبِيْدِ».

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৮২; (খ) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার,*** পৃ. ২০৩, তিনি বর্ণনা করেন,

وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ: خَوَّاصُ هَذَا الْعَدَدِ، فَإِنَّهُ إِكْسِيْرٌ فِيْ سَبَبِ التَّأْثِيْرِ.



সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি। যাঁর উসিলায় সমস্যার সমধান হয়, দুশ্চিন্তা দূরিভূত হয়, প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়, উদ্দেশ্য হাসিল হয় ও শেষসমাপ্তি কল্যাণময় হয় এবং নবী করীম ﷺ-এর মোবাকর মুখমণ্ডলকে দেখে মেঘমালা তৃষ্ণা মেটায়। তাঁর ওপর এবং পরিবার-পরিচজন ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি নিঃশ্বাসে তোমার কাছে জ্ঞাত সংখ্যা অনুসারে দরুদ-সালাম প্রেরণ করো।’[১]

ইমাম কুরতুবী رحمه الله বলেন,

وَقَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ: مَنْ دَاوَمَ عَلٰى هَذِهِ الصَّلَاةِ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدٰى وَأَرْبَعِيْنَ مَرَّةً أَوْ مِائَةً أَوْ زِيَادَةً، فَرَّجَ اللهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ، وَكَشَفَ كُرَبَهُ وَضُرَّهُ، وَيَسَّرَ أَمْرَهُ، وَنَوَّرَ سِرَّه عَلٰى قَدْرِهِ، وَحَسَّنَ حَالَهُ، وَوَسَّعَ رِزْقَهُ، وَفَتَّحَ عَلَيْهِ أَبْوَابَ الْخَيْرَاتِ وَالْحَسَنَاتِ بِالزِّيَادَةِ، وَنَفَذَتْ كَلِمَتُهُ فِي الرَّاسِيَاتِ، وَآمَنَهُ مِنْ حَوَادِثِ الدَّهْرِ وَسِرِّ نَكَبَاتِ الْجُوْعِ وَالْفَقْرِ، وَأَلْقٰى لَهُ مَحَبَّةً فِي الْقُلُوْبِ، وَلَا يَسْأَلُ مِنَ اللهِ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ، فَلَا تَحْصُلُ هِذِهِ الْفَوَائِدُ إِلَّا بِالْمُدَاوَمَةِ.

‘যে লোক এ দরুদ শরীফ প্রতিদিন ৪১ বার বা ১০০ বার বা এর চেয়েও অধিক পড়বে, আল্লাহ পাক তার সকল দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর করবেন। রিজিক ফরাগত ও পূণ্যের দ্বারসমূহ খুলে দেবেন। উপবাস দারিদ্র হতে নিরাপদে থাকবে। জনগণের অন্তরে তার মহব্বত সৃষ্টি হবে।’[২]

শায়খ মুহাম্মদ তুনূসী[৩] رضي الله عنه বলেন যে,

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ التُّوْنُسِيُّ: مَنْ دَاوَمَ عَلٰى هَذِهِ الصَّلَاةِ النَّارِيَّةِ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدٰى عَشْرَةَ مَرَّةً كَأَنَّهَا تَنَزَّلُ الرِّزْقُ مِنَ السَّمَاءِ وَتُنْبِتُهُ مِنَ الْأَرْضِ.

‘ব্যক্তি এ দরুদ প্রতিদিন ১১ বার করে পড়বে, সে রিজিকের মধ্যে বরকত পাবে।’[৪]

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৮২; (খ) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার,*** পৃ. ২০৫

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৮২; (খ) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার,*** পৃ. ২০৫

[৩] মুহাম্মদ আত-তুনূসী: শায়খুল ইসলাম, কাযী, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কূমী আত-তুনূসী আল-মালিকী, মাগূশ (মৃ. ৯৪৭ হি. = ১৫৪০ খ্রি.)। মালিকী ফকীহ, মুহাদ্দিস, তৎকালীন তিউনেশিয়ার সামরিক বিচারপতি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক।—স. চৌ.

[৪] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৮২; (খ) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার,*** পৃ. ২০৩

ইমাম দীনাওয়ারী[১] ﵁ বলেন,

**وَقَالَ الْإِمَامُ الدِّينَوَرِيُّ: مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَيَتَّخِذُهَا وِرْدًا لَا يَنْقَطِعُ، فَإِنَّهُ يُنَالُ الْمَرَاتِبُ الْعَلِيَّةُ وَالدَّوْلَةُ الْغُنْيَةِ.**

‘প্রতিদিন ১১বার পড়লে উচ্চ মর্যাদা ও ধন দৌলত হাসিল হবে। গোপন রহস্যাদি দেখার বা জানার জন্য ৩১৩বার পড়লে যতদূর ইচ্ছা ছিল তা হতেও অধিক দেখবে। প্রতিদিন ১০০ বার পড়লে যা মকসুদ ছিল তা হতে অধিক পাবে।’[২]

আর এও বর্ণিত হয়েছে যে, কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার সিনিয়র মুদাররিস শামসুল ওলামা হজরত মাওলানা সফিউল্লাহ ﵀ হতে। চিকিৎসায় নৈরাশ ভীষণ যাতনায় আক্রান্ত রোগীর রোগ মুক্তির জন্য এ মোবারক দরুদ শরীফের খতম পড়া প্রমাণ আছে। ৪০ জন বা ১১ জন ধর্মভীরু মুত্তাকী-পরহেজগার লোক একই মজলিসে একই বৈঠকে অন্য কোনো প্রকার বাক্যালাপ ছাড়া খতম শেষ করবেন। যদি কেউ কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে দাওয়াতের মজলিস হতে উঠে পড়েন, তবে তিনি পুনরায় এসে মজলিসে যোগদান করবেন না। পাঁচ দিন বা সাত দিন ক্রমাগত নির্দিষ্ট সময়ে এ দাওয়াত জারি রাখবেন। মুনাজাতের জন্য পূর্ব হতেই একজন ইমাম তাঁদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট করে নেবেন। ইনশাআল্লাহ রোগী শেফা পাবে।

ফেনী মাদরাসা আলিয়ার প্রধান কর্মকর্তা আলহাজ হজরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব ﵀-এর নিকট আমরা এ রেওয়ায়ত পেয়েছি। কারণ তিনি হজরত মাওলানা মরহুমের বিশেষ খাস মুরীদানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমাদের পীর সাহেব কেবলা ﵀ রোগাক্রান্ত থাকাকালে তিনি তীমারদারির জন্য এসেছিলেন এবং আমাদেরকে হজরত কেবলার শিফার জন্য উক্ত খতমে দরুদের বিষয় হিদায়েত করেন।

## صَلَاةُ تُنَجِّيْنَا

## সালাতুল তুনজীনা

শায়খে আকবর[৩] ﵀ এ শব্দরূপের দরুদ শরীফকে আরশের ধনাগারসমূহের

[১] আদ-দীনাওয়ারী: কাযী, আবু বকর, আহমদ ইবনে মারওয়ান আদ-দীনাওয়ারী আল-মালিকী (মৃ. ৩৩৩ হি. = ৯১৫ খ্রি.)। হাদীসের ইমাম, মিসরের পুরোনো আল-কুলযুমের বিচারপতি ছিলেন, তিনি *আল-মাজালিস ওয়া জাওয়াহিরুল ইলমে*র রচয়িতা।—স. চৌ.

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ১৮২; (খ) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার***, পৃ. ২০৩

[৩] আশ-শায়খুল আকবর: মুহিউদ্দীন, আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী আল-হাতিমী আত-তায়ী আল-আন্দালুসী (৫৬০-৬৩৮ হি. = ১১৬৫-১২৪০ খ্রি.)। প্রখ্যাত সুফি দার্শনিক, মুফাসসির ও ফকীহ।—স. চৌ.



একটি ধন-ভাণ্ডার বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর বলেছেন,

**ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْأَكْبَرُ: أَنَّهُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْعَرْشِ، فَإِنْ دَعَا بِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ، لِأَيِّ حَاجَةٍ كَانَتْ مِنَ الْحَاجَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ قَضَى. اللهُ تَعَالَىٰ حَاجَتَهُ، فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِلْإِجَابَةِ مِنَ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَتِرْيَاقٌ جَسِيْمٌ.**

‘যে ব্যক্তি মধ্যরাতে এ দরুদ এক হাজারবার পড়বে, তার দীন-দুনিয়ার সকল হাজত অভাবাদি পূর্ণ হয়ে যাবে। এ দরুদ বিরাট বিশ পাথর ও মহা অমোঘ বটে।’[১]

কোনো কোনো বুজুর্গানে দীন ইরশাদ করেছেন,

بعض مشائخؒ نے کہاہے: جو کوئی اس درود شریف کو شب جمعہ میں ہزار بار پڑھے گا، وہ حضرت □ کو خواب میں دیکھے گا، اور اسکے سارے حوائج پورے ہونگے، بع کالفظ یہ ہے: **مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الصَّلَاةُ أَلْفَ مَرَّةٍ فَرَّجَ اللهُ هَمَّهُ وَبَلِيَّتُهُ بِبَرْكَةِ النَّبِيِّ ﷺ.**

‘যে লোক এ দরুদ জুমার রাতে এক হাজারবার পাঠ করবে সে নিদ্রাবস্থায় হজরত রসুল ﷺ-এর দিদার (দর্শন) হাসিল করবে এবং তার সকল হাজত পূরণ হবে।’[২]

আর তুনাজ্জীনা শব্দটিকে তুনজীনা পড়ার রেওয়ায়তেও আছে।[৩] যে রকম ইচ্ছা পড়তে পারে। কুরআন পাকে দোয়ায়ে ইউনুসে উক্ত শব্দটি উভয় আকারে এসেছে,

وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

‘এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এভাবেই বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।’[৪]

আমাদের পীর সাহেব কেবলা ﵀-এর দীর্ঘ রোগাক্রান্ত থাকাকালে নিম্নবর্ণিত শব্দরূপে দরুদে তুনজীনা পড়ে দোয়া করতেন। মুসলিম জনগণের উপকারের খাতিরে

[১] (ক) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার***, পৃ. ২০২; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ১৮০-১৮১

[২] সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ১৮১

[৩] সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ১৮১, তিনি বলেন,

لفظ تُنَجِّيْنَا بہ تخفیف وتشدید دونوں طرح پر مروی ہے، قرآن پاک میں یہ مادہ بذکر دعاے یونس علیہ السلام دونوں باب سے آیا ہے:

﴿ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ﴾ وَاللهُ أَعْلَمُ.

‘তুনাজ্জীনা শব্দটি সহজ ও কঠিন দুভাবেই বর্ণিত আছে। কুরআনে পাকে এই ধাতুটি দোয়ায়ে ইউনুস প্রসঙ্গে উভয় অধ্যায় থেকে এসেছে। وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।’—স. চৌ.

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া***, ২১:৮৮

তিনি অপরাপর দোয়াসমূহের সঙ্গে এটিও তরতীব দেওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। নিম্নসংখ্যায় এটি ৪১ বার, মধ্যম সংখ্যায় একশত ১১ বার এবং ঊর্ধ্ব সংখ্যায় এক হাজার ১০০ বার পড়বে। আল্লাহর হুকুমে দীনী-দুনিয়াবি হাজতসমূহ পূর্ণ হবে। এ দরুদ শরীফের শব্দরূপ হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً مَقْبُوْلَةً، صَلَاةً رَحْمَةً، صَلَاةً مَغْفِرَةً، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَمْرَاضِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ الْأَمْرَاضِ الْقَالِبِيَّةِ وَالْقَلْبِيَّةِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْـهُمُوْمِ وَالْغُمُوْمِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنَ الْقَبْضِ وَالْقَبْضِيَّةِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنَ الْـحَرَقِ وَالْغَرَقِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ وَسُوْءِ الْـخَاتِمَةِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ كَآْبَةِ السَّفَرِ وَمِنْ مَوْتِ السَّفَرِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَعْدَاءِ وَالنُّحُوْسَاتِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْـمَعْصِيَةِ وَالْغَوَايَا، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ مَرَضِ الْيُبُوْسَةِ وَالْبُرُوْدَةِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ سَبَبٍ مَانِعَةٍ الَّتِّيْ تَمْنَعُ لِـحُصُوْلِ الصِّـحَّةِ الْكَامِلَةِ وَالْقُوَّةِ الْـجَامِعَةِ، صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِيْ. لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْـحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِن جَمِيْعِ الْـخَيْرَاتِ فِي الْـحَيَاةِ وَبعدَ الْـمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيْرٌ، يَا نِعْمَ الْـمَوْلَىٰ وَيَا نِعْمَ النَّصِيْرُ.

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর ও সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের ওপর দরুদ পেশ করো। কবুল করা হয়েছে এমন দরুদ, রহমতের দরুদ, মাগফিরাতের দরুদ। যে দরুদের উসিলায় সকল প্রকার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য রোগ থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় আত্মিক ও আধ্যাত্মিক রোগ থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় সকল প্রকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় ফাঁদ ও ফন্দি থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব থেকে আমরা মুক্তি পাই, আগুনে পুড়ে ও পানিতে ডুবে



মরা থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় অকস্মাৎ মৃত্যু ও অশুভ পরিণতি থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় ভ্রমণের কষ্ট ও সফরের মৃত্যু থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় সব ধরনের শত্রু ও দুর্ভাগ্য থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় সকল প্রকার পাপ ও প্রলোভন থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় অন্ধকার থেকে আলোর পথে আগমনের দরুদ, যে দরুদের উসিলায় শুষ্ক ও ঠাণ্ডাজনিত রোগ থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় পরিপূর্ণ সুস্থতা ও সার্বিক শক্তি অর্জনে বাধা এমন সকল উপদান থেকে আমরা মুক্তি পাই, যে দরুদের উসিলায় সব ধরনের ভয় ও বিপদ থেকে আমরা মুক্তি পাই। যার উসিলায় আমাদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়, যার উসিলায় আমাদেরকে সব ধরনের পাপাচার থেকে পরিশুদ্ধ করা হয়, যারা উসিলায় আমাদের তোমার নিকট উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়, যার উসিলায় জীবনের সকল সৎকর্ম ও মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ উপকারিতা লাভ করি। নিশ্চয়ই তুমিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ এবং সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য। কতেই চমৎকার মনিব হে এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী হে।’[১]

## الصَّلَاةُ النُّوْرِيَّةُ تُقْرَأُ لِكُلِّ نَائِبَةٍ

## দরুদে নূরী

যা কোনো প্রকার দুর্ঘটনায় বা আপদ বিপদকালে মুক্তির উদ্দেশ্যে পঠিত হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهُ وَرَحْمَةً لِّلْعَالَـمِيْنَ ظُهُوْرُهُ، عَدَدَ مَنْ مَضَىٰ مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ، مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيْطُ بِالْـحَدِّ، صَلَاةً لَا غَايَةَ لَـهَا وَلَا إِنْتِهَاءَ، وَلَا أَمَدَ لَـهَا وَلَا إِنْقِضَاءَ،

[১] (ক) আল-ফাকিহানী, ***আল-ফাজরুল মুনীফ ফিস সালাতি আলাল বাশীর আন-নাযীর***, পৃ. ২১; (খ) আস-সাখাওয়ী, ***আল-কাওলুল বদী’ ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী’***, পৃ. ২২০; (গ) ইবনে তায়মিয়া, ***আদ-দুররুল মানযূদ***, পৃ. ২৩৩; (ঘ) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার***, পৃ. ২০২, তবে দরুদ শরীফটির তাঁদের ভাষ্য হচ্ছে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ؛ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْـحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِن جَمِيْعِ الْـخَيرَاتِ فِي الْـحَيَاةِ وَبَعدَ الْـمَمَاتِ.

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর দরুদ পেশ করো। যে দরুদের উসিলায় সব ধরনের ভয় ও বিপদ থেকে আমরা মুক্তি পাই। যার উসিলায় আমাদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়, যার উসিলায় আমাদেরকে সব ধরনের পাপাচার থেকে পরিশুদ্ধ করা হয়, যারা উসিলায় আমাদের তোমার নিকট উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়, যার উসিলায় জীবনের সকল সৎকর্ম ও মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ উপকারিতা লাভ করি।’—স. চৌ.

صَلَاتُكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَاةً مَفْرُوْضَةً عَلَيْهِ مَقْبُوْلَةً لَّدَيْهِ، صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهىٰ لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ، صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضىٰ بِهَا عَنَّا، صَلَاةً تَمْلَأُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ، صَلَاةً تُحِلُّ بِهَا الْعُقَدُ، وَتُفَرِّجُ بِهَا الْكُرَبَ، وَيَجْرِيْ بِهَا لُطْفُكَ فِيْ أَمْرِيْ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَبَارِكْ لَنَا عَلَى الدَّوَامِ، وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَاجْعَلْنَا آمِنِيْنَ، وَيَسِّرْ أُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِيْ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا، وَتَوَفَّنَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ يَسْبِقُ، وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرَ غَضْبَانِ، وَلَا تَمْكُرْ بِنَا، وَاخْتِمْ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ وَلَا مِحْنَةٍ، ﴿ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝١٨٠ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٨١ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٨٢ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর দরুদ-সালাম পেশ করুন। পূর্ববর্তী সৃষ্টির জন্য যিনি নুর, যার আবির্ভাব বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। সৃষ্টির মধ্যে যারা বিগত হয়েছে ও যারা অবশিষ্ট আছে এবং তাদের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান আর যারা দুর্ভাগা তাদের পরিমাণ। এমন দরুদ যা পরিসংখ্যাকে চেপে যায় এবং সীমারেখা ছেড়ে যায়, এমন দরুদ যার কোনো শেষ নেই ও সমাপ্তি নেই, যার কোনো দৈর্ঘ্য নেই ও মেয়াদ নেই। তোমার প্রেরিত দরুদ, যা আপনি তাঁর ওপর পাঠ করেছেন, আবশ্যক দরুদ, তাঁর উদ্দেশে পছন্দসই দরুদ। এমন দরুদ, যা আপনার স্থায়িত্বের সাথে স্থায়িত্ব লাভ করবে, আপনার অবশিষ্টিত্বের সাথে অবশিষ্ট থাকবে। যার কোনো শেষ নেই আপনার জ্ঞান ব্যতিরেকে। এমন দরুদ যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে, আপনি যেটি পছন্দ করেন এবং যা আমাদের প্রতি আপনাকে সন্তুষ্ট করে। এমন দরুদ যা জমিন-আসমানকে পূরণ করে, এমন দরুদ যার উসিলায় সমস্যার সমাধান হয়, দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয় এবং যার উসিলায় আমার ও মুসলমানদের কাজে আপনার দয়ার বারিধারা বর্ষিত হয়। আমাদের জন্য স্থায়ীভাবে বরকত নাযিল করুন, আমাদেরকে সুস্থতা দান করুন, আমাদেরকে হিদায়েত দিন, আমাদেরকে নিরাপত্তা দিন এবং দীন, দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের আত্মা ও দেহের প্রশান্তি, সুষ্ঠুতা ও সুস্থতার সাথে আমাদের কাজসমূহকে সহজ করে দিন, আর আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহর ওপর মৃত্যু দান করুন। জান্নাতে আমাদেরকে কোনো শাস্তি ব্যতিরেকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ নসিব করুন, আপনি আমাদের প্রতি কোনো রাগান্বিত না হয়ে সন্তুষ্ট থাকেন,



আপনি আমাদেরকে আশাহত করবেন না এবং আমাদের জন্য আপনি কোনো অগ্নিপরীক্ষা ছাড়াই কল্যাণ ও সুস্থতার সাথে শুভপরিণতির ব্যবস্থা করুন। ‘পবিত্র আপনার পরওয়ারদেগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত।”[১]

برائے فتوحات

## সববিষয়ে কল্যাণ ও মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য

আল্লামা দায়রবী ﵀ ইমাম গাযালী ﵀ হতে বর্ণনা করেছেন,

فَائِدَةٌ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ فِيْ «فُتُوْحِ الْقُرْآنِ»، وَقَالَ: مَا حَمَلَهَا أَحَدٌ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ خَيْرٍ، وَهِيَ هَذِهِ: ...

‘তিনি ফরমায়েছেন, যে লোক কুরআন পাকের আয়াতে ফুতূহ (যেসব আয়াতে ফাতহ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। আর ফাতহ শব্দের অর্থ হল খুলে দেওয়া, জয়যুক্ত করা) লিখে তাবিজ করে নিজের গলায় ঝুলাবে অথবা তা প্রতিদিন পড়ার নিয়ম করে নেবে, আল্লাহ পাক তার জন্য সকল প্রকার ভালো ও মঙ্গলের দরজা খুলে দেবেন। আয়াতে ফুতূহ হচ্ছে এই,

(١) فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ ۝٥٢

‘অতএব সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন।’[২]

(٢) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ۝٥٩

‘তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানেন না।’[৩]

(٣) رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝٨٩

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সলা করে ছিল যথার্থ ফয়সলা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফসলা ফয়সলাকারী।’[৪]

(٤) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۝٩٦

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফফাত,* ৩৭:১৮০-১৮২

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-মায়িদা,* ৫:৫২

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম,* ৬:৫৯

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ,* ৭:৮৯

‘আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেজগারি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।’[১]

(٥) إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ

‘তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌঁছে গেছে।’[২]

(٦) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ

‘এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেওয়া হয়েছে।’[৩]

(٧) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

‘পয়গম্বরগণ ফয়সলা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হল।’[৪]

(٨) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ

‘যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোনো দরজাও খুলে দিই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে।’[৫]

(٩) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

‘নূহ বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। অতএব আমার ও তাদের মধ্যে কোনো ফয়সলা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনগণকে রক্ষা করুন।’[৬]

(١٠) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

‘আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরানোর কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।’[৭]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ*, ৭:৯৬
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনফাল*, ৮:১৯
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউসুফ*, ১২:৬৫
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইবরাহীম*, ১৪:১৫
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হিজর*, ১৫:১৪
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শুআরা*, ২৬:১১৭-১১৮
[৭] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ফাতির*, ৩৫:২



(١١) حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

‘যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে।’[১]

(١٢) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

‘নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সলা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট।’[২]

(١٣) وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا

‘এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে।’[৩]

(١٤) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ

‘তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে।’[৪]

(١٥) نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

‘আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়।’[৫]

(١٦) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

‘আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে।’[৬]

(١٧) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

‘যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।’[৭,৮]

**اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِيْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ، وَعَلَىٰ آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ.**

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ, যিনি বন্ধকে উন্মোচনকারী এবং পূর্ববর্তীদের পরিসমাপ্তি, সত্য সত্তা (আল্লাহর) সাহায্যে সত্যকে সাহায্যকারী, তোমার সরল পথের পথপ্রদর্শক তাঁর ওপর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত বর্ষণ করো।’

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আয-যুমার*, ৩৯:৭৩
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফাতহ*, ৪৮:১
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফাতহ*, ৪৮:১৮-১৯
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কমর*, ৫৪:১১
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফ*, ৬১:১৩
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নাবা*, ৭৮:১৯
[৭] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নাসর*, ১১০:১
[৮] (ক) আদ-দায়রবী, *ফাতহুল মালিকিল মাজীদ*, পৃ. ৪৬-৪৭; (খ) আশ-শারজী, *আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ*, পৃ. ৪০

## إِكْسِيْرٌ عَظِيْمٌ

## অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৃহত্তম অমোঘ

إِلٰـــهِيْ بَابُــكَ مَفْتُــوْحٌ لِلسَّــائِلِ ❋ وَفَضْـــلُكَ مَبْـــذُوْلٌ لِلنَّائِـــلِ

‘হে মা’বুদ! আপনার (দানশীলতার) দ্বার ভিখারির জন্য (সর্বদা) উন্মুক্ত এবং আপনার (অফুরন্ত) দান-বৃষ্টি প্রার্থীগণের প্রতি অবিরাম বর্ষণরত।’[১]

যদি কোনো লোক কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় বা কেউ কোনো মহাবিপদে পতিত হয়, তবে সে নিম্নোক্ত দোয়া কণ্ঠস্থ করে নেবে। এরপর নতুনভাবে অজু করে বেশ মনোযোগের সাথে দুই রকআত নফল নামাজ পড়বে। তারপর অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে সাজদায় মাথা রেখে কায়মনোবাক্যে এ দোয়া পাঠ করবে। দোয়া:

سُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيْحَ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَالْفَضْلِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَالتَّكَرُّمِ، سُبْحَانَ ذِي الطَّوْلِ (وَالْحِكَمِ)، أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ عِزِّكَ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابَتِكَ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ، وَجَدِّكَ الْأَعْلَىٰ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

‘পবিত্র সেই সত্তা, যিনি সম্মানের পোশাক পরেছেন এবং তা দিয়ে কথা বলেন, পবিত্র সেই সত্তা, যিনি মাহাত্ম্যকে আপন চাদর করেছেন এবং তা দ্বারা মহৎ করেছেন, পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আপন জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করেছেন, পবিত্র সেই সত্তা, একমাত্র যাঁর জন্য তাসবীহ উপযুক্ত। পবিত্র, অনুগ্রহ ও কৃপাবিশিষ্ট সত্তা। পবিত্র ইজ্জত ও দানশীলতাবিশিষ্ট সত্তা। পবিত্র নিয়ামতবিশিষ্ট সত্তা। ইলাহী, আমি আপনার কাছে আপনার আরশের জন্য উপযুক্ত ইজ্জতের মাধ্যমে এবং আপনার কিতাবের চূড়ান্ত রহমতের মাধ্যমে, আপনার উচ্চ শানের মাধ্যমে এবং আপনার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে, যা কোনো সৎ ও অসৎ ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে না—এ প্রার্থনা করছি, হজরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত ও সালাম প্রেরণ করুন।’[১]

---

[১] আন-নাবাহানী, ***জামিউস সানা আল্লাহি তাআলা***, পৃ. ৮৫

[১] (ক) আবু নুআয়ম আল-আসবাহানী, ***হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া***, খ. ৮, পৃ. ১৫৮-১৫৯; (খ) আল-গাযালী, ***ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন***, খ. ১, পৃ. ২০৬-২০৭; (গ) যিয়াউদ্দিন আল-মাকদিসী, ***আল-ইদ্দা লিল-কারব ওয়াশ শিদ্দা***, পৃ. ৯০, হাদীস: ৪৬



এটি পাঠ করার পর মাথা তুলে খুবই আজেযি ও বিনয়ভাবে আল্লাহর দরবারে নিজের উদ্দেশ্য ও ঠেকার আরজি পেশ করবে এবং ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাথে শেষ করবে। ইনশাআল্লাহ মকসুদ হাসিল হবে।

مقالات حکمت

## কয়েকটি হিতকর শিক্ষা

**প্রথম হিকমত:** পাপ হতে মুক্ত ও নির্লিপ্ত থাকার জন্য নিম্নলিখিত ১০টি আয়াত বেশ উপকারীও এ বিষয়ে পরীক্ষিত। এগুলো সর্বদা গুনাহ হতে বাঁচার জন্য তেলাওয়াত করলে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রতিদিন সকালে প্রত্যেকটি আয়াত ১০ বার করে পড়বে।

- প্রথম আয়াত সূরা বাকারায়:

  اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

  ‘নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরষ্কার তাদের পালনকর্তার কছে রয়েছে। তাদের কোনো শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।’[১]

---

عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ، يَقُوْلُ: إِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ الَّذِيْ لَا يُرَدُّ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَبْدَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴾ [الإخلاص]، فَإِذَا فَرَغَ خَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيْحَ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَالْفَضْلِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَالتَّكَرُّمِ، سُبْحَانَ ذِي الطَّوْلِ، أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ عِزِّكَ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابَتِكَ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ، وَجَدِّكَ الْأَعْلَىٰ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ مَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، (فَيُجَابُ إِنْ شَاءَ اللهُ)، قَالَ وُهَيْبٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَا تُعَلِّمُوْهَا سُفَهَاءَكُمْ، فَيَتَعَاوَنُوْا عَلَىٰ مَعْصِيَةِ اللهِ ﷻ.

‘হজরত ওহায়ব ইবনুল ওয়ারদ (رحمه الله) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেসব দোয়া অগ্রাহ্য হয় না সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, বান্দা ১২ রকআত নামাজ পড়বে, প্রত্যেক রকআতে সূরা আল-ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী ও সূরা আল-ইখলাস পড়বে এর পর সাজদায় গিয়ে পড়বে, (দোয়ার অনুবাদ মূল পাঠে প্রদত্ত)। এর পর আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করবে, যদি তা কোনো গুনাহর বিষয় না হয়। (ইনশাআল্লাহ এ প্রার্থনা কবুল হবে।—*ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন* থেকে বৃদ্ধি)

হজরত উহায়ব (رحمه الله) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, পূরোনো লোকগণ বলতেন যে, এ দোয়া বোকাদেরকে শিখিয়ো না, নতুবা তারা এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-এর নাফরমানির কাজে সাহায্য নেবে।’

দোয়াটির পাঠে () দ্বারা চিহ্নিত অংশগুলো উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহের বিদ্যমান নয়।—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা***, ২:২৭৭

- দ্বিতীয় আয়াত সূরা ইউনুসে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

‘অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদেরকে হিদায়েত দান করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ঈমানের মাধ্যমে। এমন সুসময় কানন-কুঞ্জের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ।’[১]

- তৃতীয় আয়াত সূরা হূদে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾

‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনতি প্রকাশ করেছে তারাই বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।’[২]

- চতুর্থ আয়াত সূরা কাহফে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।’[৩]

- পঞ্চম আয়াত সূরা কাহফের শেষ ভাগে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।’[৪]

- ষষ্ঠ আয়াত সূরা মারয়ামের শেষ ভাগে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালোবাসা দেবেন।’[১]

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউনুস,*** ১০:৯
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা হূদ,*** ১১:২৩
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাহফ,*** ১৮:৩০
[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাহফ,*** ১৮:১০৭-১০৮
[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা মারয়াম,*** ১৯:৯৬



- সপ্তম আয়াত সূরা লোকমানে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

‘যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে ভরা জান্নাত।’[১]

- অষ্টম আয়াত সূরা হা-মীম আস-সাজদায়:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

‘নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।’[২]

- নমব আয়াত সূরা বুরূজে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটিই মহাসাফল্য।’[৩]

- দশম আয়াত সূরা লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١﴾)[৪]-এ:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।’[৫]

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ.

‘আল্লাহ পাকই সৎকর্মের শক্তিদাতা।’

**দ্বিতীয় হিকমত:** আল্লামা আমিলী ﷀ স্বীয় *আল-মুখাল্লাত*[৬] কিতাবে তাফসীরে *আল-কাশশাফ* হতে বর্ণনা করেছেন যে,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَشَرَةٌ تَمْنَعُ عَشَرَةً: سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ تَمْنَعُ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَسُوْرَةُ يٰسٓ تَمْنَعُ عَطَشَ الْقِيَامَةِ، وَسُوْرَةُ الدُّخَانِ تَمْنَعُ أَهْوَالَ الْقِيَامَةِ، وَسُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ تَمْنَعُ الْفَقْرَ، وَسُوْرَةُ الْمُلْكِ تَمْنَعُ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَسُوْرَةُ الْكَوْثَرِ تَمْنَعُ خُصُوْمَةَ الْخُصَمَاءِ، وَسُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ تَمْنَعُ الْكُفْرَ عِنْدَ النَّزْعِ، وَسُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ تَمْنَعُ النِّفَاقَ، وَسُوْرَةُ

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা লুকমান,*** ৩১:৮
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ফুসসিলাত,*** ৪১:৮
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বুরূজ,*** ৮৫:১১
[৪] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের অষ্টনবতি সূরা: ***সূরা আল-বাইয়িনা।***—স. চৌ.
[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাইয়িনা,*** ৯৮:৭
[৬] আল-মুখাল্লাত: একটি উপদেশ সাহিত্যের কিতাব। এর রচয়িতা বাহাউদ্দীন আল-আমিলী ওরফে শায়খে বাহায়ী (মৃ. ১০৩০ হি.) একজন শিয়া পণ্ডিত, ফকীহ, দার্শনিক, গণিতবিদ, স্থাপত্যবিদ ও সাহিত্যিক।—স. চৌ.

الْفَلَقِ تَمْنَعُ حَسَدَ الْحَاسِدِيْنَ، وَسُوْرَةُ النَّاسِ تَمْنَعُ الْوَسْوَاسَ»، صَدَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (نُقِلَ مِنَ الْكَشَّافِ).

'আঁ হজরত ﷺ ফরমায়েছেন যে, ১০টি জিনিস আছে, এগুলো দ্বারা আর ১০টি জিনিসকে বাধা দিয়ে রাখা যায়। অর্থাৎ সেই ১০টি দ্বারা এ ১০টি হতে রক্ষা পাওয়া যায় আল্লাহর ফজলে-করমে।

১. সূরা ফাতিহা দ্বারা কবরের সকল কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া যায়।
২. সূরা ইয়াসীন দ্বারা রোজ কিয়ামতের ভীষণ পিপাসা হতে রক্ষা হয়।
৩. সূরা দোখান দ্বারা কিয়ামতের ভয়ানক বিপদাপদ হতে রক্ষা হয়।
৪. পবিত্র সূরা ওয়াকিয়া দারিদ্র ও পরোমুখাপেক্ষিতাকে বাধা দেয়।
৫. সূরা মুলক কবর আজাবকে বাধা দেয়।
৬. সূরা কাওসার দুশমনগণের দুশমনিকে বাধা দেয়।
৭. সূরা কাফিরূন অন্তিম মুহূর্তের মৃত্যু-যাতনাকালের কুফরিকে বাধা দেয়।
৮. সূরা ইখলাস মুনাফিকীকে বাধা দেয়।
৯. সূরা ফালাক হিংসুকদের হিংসাকে বাধা দেয়।
১০. সূরা নাস মনের ভেতর শয়তানি ওয়াসওয়াসাকে বাধা দেয়।"[১]

---

[১] বাহাউদ্দীন আল-আমিলী, ***আল-মুখাল্লাত***, পৃ. ৪২, ক্র. ৫৫, তবে ইমাম জারুল্লাহ আয-যামাখশারীর তাফসীর *আল-কাশ্শাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীলে* এ ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

সূরা আল-ওয়াকিয়া দ্রারিদ্য দূর করে একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, বর্ণিত আছে যে,

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا».

'হজরত (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা আল-ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করবে সে কখনো অভাব-অনটনে পড়বে না।' দ্র. আল-বায়হাকী, ***শুআবুল ঈমান***, খ. ৪, পৃ. ১১৯, হাদীস: ২২৬৯ ও আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ৩১

সূরা আল-মুলক কবরের আজাবকে বাধা দেয় একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُوْنَ آيَةً: سُوْرَةُ الْمُلْكِ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَتُسَمَّىٰ فِي التَّوْرَاةِ: الْمَانِعَةُ».

'হজরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '৩০টি আয়াতের সূরা আল-মুলক, এটি কবরের আজাবকে বাধা দেয়। তওরাতে এটির বাধা হিসেবে নামকরণ হয়েছে।' দ্র. ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ***যাহরুল ফিরদাউস***, খ. ৪, পৃ. ৪২, হাদীস: ১৩০১ ও আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ৩২

অন্য দিকে সূরা ফালাক ও সূরা আন-নাস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ، وَالْأَبْوَاءِ، إِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ، وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِـ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١﴾ [الفلق]، وَ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١﴾ [الناس]، وَيَقُوْلُ: «يَا عُقْبَةُ، تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا».

'হজরত উকবা ইবনে আমির ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি এবং রসুলুল্লাহ ﷺ জুহফা ও আবওয়া নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে সফরে ছিলাম। ওই সময় হঠাৎ আমাদেরকে ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকার ও প্রবল বাতাস আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন তিনি আল্লাহর নিকট সূরা আল-ফালাক ও আন-নাস পাঠ করে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং আমাকে বলেন, হে উকবা! তুমিও এ দুটো দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এর চাইতে অধিক উত্তম তাবিজ আর কিছুই নেই।" দ্র. আবু দাউদ, ***আস-সুনান***, খ. ২, পৃ. ৭২, হাদীস: ১৪৬৩

অন্যান্য বিষয়গুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।—স. চৌ.



অর্থাৎ উল্লেখিত সূরাসমূহ আদব ও ভক্তির সাথে তেলাওয়াত করলে উপরোক্ত ইহ-পরকালীন বিপদাপদ হতে নাজাত পাওয়া যাবে।

**তৃতীয় হিকমত:** আল্লামা সুয়ূতী ﵀ তাঁর কিতাব *জামিউস সগীরে* উল্লেখ করেছেন যে,

«فِيْ كِتَابِ اللهِ ﷻ ثَمَانِ آيَاتٍ لِلْعَيْنِ، لَا يَقْرَؤُهَا عَبْدٌ فِيْ دَارٍ، فَتُصِيْبُهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَيْنُ إِنْسٍ أَوْ جِنٍّ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ آيَات، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ آيَةٌ».

'কুরআন পাকে আটটি আয়াত আছে, যা দ্বারা বদনজর হতে রক্ষা পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে, সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত আর একটি আয়াতুল কুরসী وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ পর্যন্ত।[১] উক্ত আয়াতসমূহ যে ঘরে পড়া যায় সেই ঘর মানব-দানবের বদনজর হতে সুরক্ষিত থাকে। উক্ত আয়তসমূহের বরকতে কোনো আপদ সেই ঘরে পৌঁছতে পারে না।'[২]

তাফসীরে *আল-খাযিনে* হজরত হাসান বসরী ﵀ হতে বর্ণিত আছে যে,

وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: دَوَاءُ مَنْ أَصَابَتْهُ الْعَيْنُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ.

'বদনজর হতে রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত আয়াত পড়তে থাকবে এবং যার বদনজর লেগেছে এ আয়াত পড়ে তাকে দম করবে। আয়াতটি হচ্ছে,

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

'কাফিররা যখন কুরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা***, ২:২৫৫, আয়াতটির পূর্ণরূপ হচ্ছে,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝۲۵۵

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।'—স. চৌ.

[২] (ক) আস-সুয়ূতী, ***আল-জামিউস সগীর ফী হাদীসিল বশীর আন-নযীর***, খ. ২, পৃ. ২২৮, হাদীস: ৫৯৫৬; (খ) আদ-দায়লামী, ***আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিল খিতাব***, খ. ৩, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ৪৩৭২, হাদীসটি হজরত ইবরান ইবনে হুসাইন ﵁ থেকে বর্ণিত।—স. চৌ.

আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে এবং তারা বলে, সে তো একজন পাগল। অথচ এ কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়।’[১,২]

আল্লামা দায়রবী ﷬ বলেন,

وَمِمَّا يَكْتُبُ لِلْعَيْنِ وَالنَّظْرَةِ وَيُعَلِّقُ عَلَى الرَّأْسِ هٰذِهِ السُّوَرِ الثَّلَاثُ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا «كَافٌ»، وَهِيَ سُوْرَةِ ﴿وَالْعَصْرِ ۝﴾ [العصر]، وَ﴿لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝﴾ [قريش]، وَ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝﴾ [الفلق].

‘বদনজর হতে বাঁচার নিমিত্ত সেই তিনটি সূরা পরীক্ষিত, যেসবের ভেতর কাফ (ك) অক্ষরটি নেই। তা হতে সূরা ওয়াল আসর (وَالْعَصْرِ ۝)[৩], সূরা লি-ঈলাফি কুরাইশ (لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝)[৪] ও সূরা ফালাক। এ তিনটি সূরা বদনজরে আক্রান্ত লোকের মাথার ওপর লটকিয়ে দেবে। খোদার ফজলে শিফা পাবে।’[৫]

**চতুর্থ হিকমত:** আশ্চর্য ফলপ্রসূ। কিতাব *নূরুল লুমআ ফী খাসায়িসিল জুমুআয়* হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷠ হতে বর্ণিত যে, হজরত রসুল ﷺ ফরমায়েছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّىٰ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً، وَ﴿اِذَا زُلْزِلَتِ ۝﴾ [الزلزلة] خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً، هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَأَعَاذَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَسَّرَ لَهُ الْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

‘জুমার রাতে যে লোক মাগরিবের নামাজ হতে ফারেগ হওয়ার পর দুই রকআত নামাজ নফল পড়বে, যার প্রথম রকআতে সূরা ফাতিহার পর ১৫ বার সূরা ইযা যুলযিলাত (اِذَا زُلْزِلَتِ ۝)[১] এবং দ্বিতীয় রকআতেও তদ্রূপ পড়বে, সেই ব্যক্তির ওপর মৃত্যুযাতনা সহজ হবে, কবর আজাব হতে মুক্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন সহজে পুলসিরাত পার হবে।”[২]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কলম*, ৬৮:৫১-৫২

[২] (ক) আল-খাযিন, *লুবাবুত তাওয়ীল ফী মা‘আনিত তানযীল*, খ. ৪, পৃ. ৩৩২; (খ) মুহাম্মদ আমীন আল-হিরভী, *তাফসীরু হাদায়িকির রূহ ওয়ার রায়হান*, খ. ৩০, পৃ. ১১৬; (গ) আশরফ আলী থানভী, *আ’মালে কুরআনী*, পৃ. ৩২

[৩] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত তৃতীয় সূরা: *সূরা আল-আসর*।—স. চৌ.

[৪] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের একশত ষষ্ঠ সূরা: *সূরা কুরাইশ*।—স. চৌ.

[৫] আদ-দায়রবী, *ফাতহুল মালিকিল মাজীদ*, পৃ. ১০০

[১] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের নবনবতি সূরা: *সূরা আয-যালযালা*।—স. চৌ.

[২] (ক) আস-সুয়ুতী, *নূরুল লুমআ ফী খাসায়িসিল জুমুআ*, পৃ. ১১৪, হাদীস: ২০৭; (খ) ইসমাইল আল-আসবাহানী, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ১, পৃ. ৫২২, হাদীস: ৯৪৬



## آيات قوت

## শক্তি হাসিল হওয়ার আয়াতসমূহ

নিম্নবর্ণিত কয়েকটি শক্তির আয়াত আমাদের পীর সাহেব হজরত কেবলা ﷬-এর রোগাক্রান্ত থাকাকালে সর্বাঙ্গীন শক্তি হাসিলের জন্য আমরা তাঁর ইরশাদ মতে পড়তাম। এর অধিকাংশ আয়াত ইলহামী নূরের সাথে তাঁর অন্তরে উদয় হয়েছিল। বেশ খালেস দিলে ভক্তি মিশ্রিত মহব্বতের সাথে এ আয়াতসমূহ পাঠ করলে অনাদি-অনন্ত হায়াতের অধিকারী অত্যন্দ্র حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ (হাইয়ুন, লা ইয়ামুত)[১]-এর কুওয়াত হতে শক্তি জারি হবে। প্রথমে দরুদ শরীফ অতঃপর আয়াতসমূহ পড়তে হবে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ, যিনি বন্ধকে উন্মোচনকারী এবং পূর্ববর্তীদের পরিসমাপ্তি, তাঁর ওপর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত ও বরকত নাযিল করো।’

١- اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

‘যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।’[২]

٢- وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ ۝

‘এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন।’[১]

٣- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝

‘নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনি সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী।’[২]

٤- قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝

‘লূত (﷤) বললেন, হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম।’[৩]

[১] অর্থ: চিরঞ্জীব, যার কোনো মৃত্যু নেই।—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৬৫

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ*, ১১:৫২

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ*, ১১:৬৬

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ*, ১১:৮০

৫– مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ

‘আল্লাহ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর দেয়া ব্যতীত কোনো শক্তি নেই।’[১]

৬– فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ

‘অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব।’[২]

৭– يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ

‘হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়তার সাথে এ গ্রন্থ ধারণ কর।’[৩]

৮– اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।’[৪]

৯– ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

‘অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন।’[৫]

১০– وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ

‘আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।’[৬]

১১– اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিজক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী।’[১]

১২– اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

‘আল্লাহ তাআলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।’[২]

১৩– اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

‘আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।’[৩]

অতঃপর পড়বে,

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কাহ্ফ,* ১৮:৩৯
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কাহ্ফ,* ১৮:৯৫
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা মারয়াম,* ১৯:১২
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হজ,* ২২:৪০
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রূম,* ৩০:৫৪
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আহযাব,* ৩৩:২৫
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:১৯
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আয-যারিয়াত,* ৫১:৫৮
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হাদীদ,* ৫৭:২৫ ও *সূরা আল-মুজাদালা,* ৫৮:২১



১. يَا قَوِيُّ، يَا مَتِيْنُ، يَا عَزِيْزُ، يَا اللهُ[১] — ১০০০ বার

২. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ[২] — ৫০০ বার

তারপর নিম্নবর্ণিত দরুদ শরীফ পাঠ করে দাওয়াত শেষ করবে এবং শক্তির জন্য দোয়া করবে। দরুদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ, যিনি বন্ধকে উন্মোচনকারী এবং পূর্ববর্তীদের পরিসমাপ্তি, তাঁর ওপর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত ও বরকত নাযিল করো।’

برائے دفعِ دردِ سر

**মাথা ব্যথা দূর করার জন্য**

১. নিম্নলিখিত আযীমত (মন্ত্র) লিপিবদ্ধ করে মাথার ওপর রাখবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، ﴿ كٓهٰيٰعٓصٓ ۚ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۚ ﴾، ﴿ حٰمٓ ۚ عٓسٓقٓ ۚ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، كَمْ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ شَاكِرٍ وَغَيْرِ شَاكِرٍ، فَكَمْ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ خَاشِعٍ وَغَيْرِ خَاشِعٍ، وَكَمْ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلٰى كُلِّ عِرْقٍ سَاكِنٍ وَغَيْرِ سَاكِنٍ، أُسْكُنْ أَيُّهَا الْوَجْعُ بِعِزَّةِ مَنْ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। ‘কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি।’[১] ‘হা-মীম। আইন-সীন ক-ফ। এমনিভাবে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী প্রেরণ করেন।’[২] পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। কৃতজ্ঞ ও

---

[১] অর্থ: ‘হে শক্তিধর, হে পরাক্রান্ত, হে পরাক্রমশালী, হে আল্লাহ।’—স. চৌ.
[২] অর্থ: ‘গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত।’—স. চৌ.
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা মারয়াম,* ১৯:১-২
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:১-৩

অকৃতজ্ঞ সকল বান্দার ওপর আল্লাহর কত অনুগ্রহ যে রয়েছে, নম্র ও কঠিন সকল হৃদয়ের ওপর আল্লাহর কত অনুগ্রহ যে রয়েছে, স্থির ও অস্থির প্রতিটি ঘামের ওপর আল্লাহর কত অনুগ্রহ যে রয়েছে। হে ব্যথা স্থির হও, সেই সত্তার ইজ্জতের দোহাই, যার রয়েছে যা কিছু রাতে ও দিনে স্থিতি লাভ করেছে। আর তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।'[১]

২. **মাথা ব্যথা দূর করার আরও একটি তদবীর:** রমজান মাসের শেষ শুক্রবার নিম্নোক্ত আযীমত লিখে যত্নের সাথে ঘরে রেখে দেবে। যার মাথা ব্যথা হয় তার মাথার ওপর রাখবে। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে। এটি পরীক্ষিত। (কাজ হয়ে গেলে আবার যত্ন করে রেখে দেবে।)[১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿۴۵﴾ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿۴۶﴾

[১] (ক) আস-সুয়ূতী, ***আর-রহমা ফিত তিব্ব ওয়াল হিকমা***, পৃ. ৩৮; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ৮৮; (গ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ২২; (ঘ) আল-ইতলীদী, ***নাওয়াদিরুল খুলাফা***, পৃ. ২৮৫, তিনি বর্ণনা করেন,

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ، أَيْضًا: وَيُكْتَبُ لِلصُّدَاعِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، ﴿ كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿۱﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿۲﴾ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿۳﴾ ﴾ [مريم: ١-٣]، ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ﴿۴۵﴾ ﴾ [الفرقان: ٤٥]، ﴿ حٰمٓ ﴿۱﴾ عٓسٓقٓ ﴿۲﴾ ﴾ [الشورى: ١-٢]، كَمْ للهِ مِنْ نِعْمَةٍ عَلَىٰ عَبْدٍ شَاكِرٍ وَغَيْرِ شَاكِرٍ، وَكَمْ للهِ مِنْ نِعْمَةٍ فِيْ قَلْبٍ خَاشِعٍ وَغَيْرِ خَاشِعٍ، وَكَمْ للهِ مِنْ نِعْمَةٍ فِيْ كُلِّ عِرْقٍ سَاكِنٍ وَغَيْرِ سَاكِنٍ، إِذْهَبْ أَيُّهَا الصُّدَاعُ! بِعِزِّ عَزَّ اللهِ بِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ، ﴿ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳﴾ ﴾ [الأنعام: ١٣]، وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، فَإِنَّهُ نَافِعٌ.

'হাফিয ইবনে আসাকির (رحمه الله) আরও বলেন, ব্যথা-বেদনার জন্য লিখবে, 'পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 'কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে।' 'তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন।' 'হা-মীম। আইন-সীন ক-ফ।' কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ বান্দার ওপর আল্লাহর কত অনুগ্রহ যে রয়েছে, নম্র ও কঠিন হৃদয়ের ওপর আল্লাহর কত অনুগ্রহ যে রয়েছে, স্থির ও অস্থির ঘামের ওপর আল্লাহর কত অনুগ্রহ যে রয়েছে। হে ব্যথা স্থির হও, আল্লাহর ইজ্জতের দোহাই, তাঁর চেহেরার নূরের দোহাই। যা কিছু রাতে ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। আর তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।' 'গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত। হে আল্লাহ! শেষনবী সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।' এটি উপকারী।'—স. চৌ.

[১] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ১৭০; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ৮৮; (গ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ২২; (ঘ) আস-সুয়ূতী, ***আর-রহমা ফিত তিব্ব ওয়াল হিকমা***, পৃ. ৩৮-৩৯



'পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।'

'তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।'[১]

৩. **মাথা ব্যথা দূর করার জন্য আরও একটি তদবীর:** আযীমত দাতা (বৈদ্য) মাথা ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার ওপর নিজের হাত রেখে নিম্নলিখিত আযীমত তিনবার অথবা সাতবার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করবে। আযীমতটি হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'সর্বশ্রেষ্ঠ নাম আল্লাহর নামে শুরু করছি, জমিন ও আসমানের প্রতিপালক আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাঁর নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বোজ্ঞ।'[২]

## অর্ধবশির শূলের জন্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ۬ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ۬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾

"পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।'

'জিজ্ঞাসা করুন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে? বলে দিন, আল্লাহ! বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফুরকান***, ২৫:৪৫-৪৬

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ৮৯; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ২২; (গ) আস-সুয়ূতী, ***আর-রহমা ফিত তিব্ব ওয়াল হিকমা***, পৃ. ৩৭, তিনি বর্ণনা করেন,

لِوَجْعِ الرَّأْسِ: يَضَعُ الْعَازِمُ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِ الْعَلِيْلِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: «بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، بِسْمِ اللهِ اسْمُهُ بَرَكَةٌ وَشِفَاءٌ، بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ»، يُكَرِّرُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ، يَبْرَأُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ.

করেছ, যারা নিজেদের ভালো-মন্দেরও মালিক নয়? বলুন, অন্ধ চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়। তবে কি তারা আল্লাহর জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এ ধরনের বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুন, আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী।’[১,২]

## দন্তশূলের তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত একটি ছোট কাগজখণ্ডে লিখে ব্যথার স্থানে দাঁত ও মাড়ির ওপর লাগিয়ে রাখবে। ইনশাআল্লাহ ব্যথা থেমে যাবে। এটি পরীক্ষিত।[৩] আয়াতটি হচ্ছে,

لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۖ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

‘প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নেবে।’[৪]

**একটি ঘটনা:** হজরত ইমাম গাযালী رحمه الله *খাওয়াসসুল কুরআন*[৫] কিতাবে লিখেছেন যে, ‘বসরায় একজন লোক দন্তশূল রোগে ঝাড়-ফুঁক করত। কিন্তু কার্পণ্যবশত ওই লোক দোয়াটি কাউকেও শিক্ষা দিত না। যখন তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল তখন বলল, দোয়াটি লিখে নাও। তাতে জনগণের উপকার হবে। আমিও (আল্লাহর সম্মুখে) হক গোপন করার দায় হতে রক্ষা পাবো। দোয়াটি হচ্ছে,

كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾ حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ وَ لَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾

‘কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ।’[২] ‘হা-মীম। আইন-সীন ক-ফ।’[৩] ‘তিনি ব্যতীত

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আর-রা’দ,*** ১৩:১৬

[২] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ১১৩; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ৮৯; (গ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ২২; (ঘ) আস-সুয়ুতী, ***আর-রহমা ফিত তিব্ব ওয়াল হিকমা,*** পৃ. ৩৯

[৩] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ১১৩; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ২২; (গ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ৮৯

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:৬৭

[১] গ্রন্থকারের নিকট কিতাবের নামটি উপেক্ষিত ছিল, মূলপাঠে *আগরায়ুল কুরআন* নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য *আসরারুল কুরআন*, যা গ্রন্থটির পূর্ণ নাম: *আয-যাহবুল আবরায ফী আসরারি খাওয়াসসি কিতাবিল্লাহিল আযীয*-এর সংক্ষেপন, পরে সেক্ষেত্রেও বিভ্রমের শিকার হন। অতএব উদ্ধৃত গ্রন্থের সূত্রে এটি সংশোধিত হল।’—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা মারয়াম,*** ১৯:১

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আশ-শূরা,*** ৪২:১-২



কোনো উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের মালিক।’[১] ‘যা কিছু রাতে ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। আর তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।’[২,৩]

## মনের শান্তি ও প্রকৃতিস্থিততার আয়াতসমূহ

মনের দুঃখ-পেরেশানি দুশ্চিন্তা প্রকৃতির উন্মতা ও উপসর্গিক অস্থিরতা দূর করণার্থে আমাদের পীর সাহেব হজরত কেবলা رحمه الله-এর অসুখের সময়ে তাঁরই ইরশাদ অনুসারে নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহ আমরা পড়ে দোয়া করতাম। এ উপলক্ষ্যে এসব আয়াত আল্লাহর তরফ হতে তাঁর মানসপটে উদয় হয়েছিল। অপর কোনো কিতাব হতে তা নকল করা হয়নি। মাননীয় পাঠকবৃন্দ কায়মনোবাক্যে পড়বেন। আয়াতসমূহ হচ্ছে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আন-নামল,*** ২৭:১২৬

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনআম,*** ৬:৬

[৩] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ৯০; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ৪২ ও ১১৪; (গ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ২৩; (ঘ) আল-গাযালী, ***আয-যাহবুল আবরায,*** পৃ. ২৮-২৯, তিনি বলেন,

قِيْلَ: كَانَ فِي الْبَصْرَةِ رَجُلٌ يَرْقِي الضِّرْسِ، وَكَانَ يَبْخَلُ أَنْ يُعَرِّفَ النَّاسَ رُقْيَتَهُ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: قَدِّمْ إِلَيَّ دَوَاةً وَقِرْطَاسًا، أَكْتُبُ فِيْهِ لَكَ مَا كُنْتُ أَرْقَىٰ بِهِ الضِّرْسَ لِيَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهِ وَأَتَخَلَّصُ مِنْ كِتْمَانِهِ، فَمَنْ كَتَمَ عِلْمًا عِنْدَ مَنْ أَصَابَهُ الْمَرَضُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ *، فَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ بِهِ مَرَضٌ فَأَرْقِ لَهُ بِهَذِهِ الْحُرُوْفِ: ﴿ الٓمٓصٓ ﴿١﴾ ﴾ [الأعراف: ١]، ﴿ طٰسٓمٓ ﴿١﴾ ﴾ [الشعراء والقصص: ١]، ﴿ كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾ ﴾ [مريم: ١]، ﴿ حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ ﴾ [الشورىٰ: ١-٢]، ﴿ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ ﴾ [النمل: ٢٦]، أُسْكُنْ بِالَّذِيْ ﴿ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ﴿٣٣﴾ ﴾ [الشورىٰ: ٣٣]، ﴿ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾ ﴾ [الأنعام: ١٣].

‘কথিত আছে, বাসরায় এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি কঠিন রোগের-ব্যথার ঝাড়ফুক করতেন। তবে তিনি তাঁর ঝাড়ফুকের মন্ত্র কি তা মানুষকে জানাতে কার্পণ্য করতেন। অতঃপর যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তাঁর কাছে আগত কাউকে বললেন, আমাকে একটি দোয়াত-কাগজ দাও, এতে আমি আমার কঠিন রোগ-ব্যথার ঝাড়ফুক করার মন্ত্রটি লিখে দিতে চাই এবং সেটি গোপন করার দায়মুক্ত হতে চাই। যে ব্যক্তি অসুস্থতার সময় তার কাছে জ্ঞানকে গোপন করল আল্লাহ তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।* অতএব তুমি যখন কোনো অসুস্থকে দেখবে এসব বাক্য দ্বারা তাকে ঝাড়ফুক করবে: ‘আলিফ-লাম-সোয়াদ’, ‘তোয়া-সীন-মীম’, ‘কাফ-হা-আইন-সোয়াদ’, ‘হা-মীম, আইন-সীন-কফ’ এবং সূরা আন-নামলের ষট্‌বিংশ, সূরা আশ-শূরার ত্রয়োত্রিংশ ও সূরা আল-আনআমের ত্রয়োদশ।’

* এখানে তিনি একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ، فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

‘হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যাকে কোনো ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে জানা সত্ত্বেও তা না বলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।” দ্র. আবু দাউদ, ***আস-সুনান,*** খ. ৩, পৃ. ৩২১, হাদীস: ৩৬৫৮।—স. চৌ.

١– وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

‘বনি ইসরাইলকে তাদের নবী আরও বললেন, তালূতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মুসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে।’[১]

٢– وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

‘যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।’[২]

٣– ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۝

‘তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রসুল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।’[৩]

٤– فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا ۝

‘অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি।’[১]

٥– وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۝

‘আর তুমি তাদের জন্য দোয়া করো, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ।’[২]

٦– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ۝

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।’[৩]

٧– وَلَوْ شَاۤءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۝

‘তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন।’[৪]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:২৪৮
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম,* ৬:১৩
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আত-তাওবা,* ৯:২৬
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আত-তাওবা,* ৯:৪০
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আত-তাওবা,* ৯:১০৩
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রা’দ,* ১৩:২৮
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফুরকান,* ২৫:৪৫



٨– اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۝

‘তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়।’[১]

٩– هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

‘তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়।’[২]

١٠– فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝

‘অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।’[৩]

١١– فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

‘অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসুল ও মুমিনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন।’[৪]

**اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وَسَلِّمْ.**

‘হে আল্লাহ! উম্মী নবী সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর শান্তি ও সালাম প্রেরণ করুন।’

## সকল প্রকার দরদ-ব্যথার জন্য

নিম্নোক্ত দোয়াসমূহ সকল দরদ-ব্যথা দূরকরণার্থে উপকারী। এসব দোয়া পাঠপূর্বক স্থানে ফুঁ দেবে। বুকের ভেতর ব্যথা হলে পানিতে দম করে তা পান করতে পারে বা ঘিয়ে দম করে তা বুকে মালিশ করতে পারে। শরীরের অন্যত্র ব্যথা হলে সরিষার তেলে দম করে তা মালিশ করতে পারে। ছিনার ভেতরের ব্যথা-দরদে এ দোয়া সমুদয় লিপিবদ্ধ করে তাবিজ বেঁধে গলায় এমনিভাবে ঝুলাবে যেন তাবিজটি বুকের ওপর ব্যথা স্থানের সোজা উপরে লাগিয়ে পড়ে। দোয়াসমূহ হচ্ছে,

﴿رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝﴾، **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَسَلِّمْ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ**

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:৩৩
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফাতহ,* ৪৮:৪
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফাতহ,* ৪৮:১৮
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফাতহ,* ৪৮:২৬

السَّمَاءِ، بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ اسْمُهُ بَرَكَةٌ وَشِفَاءٌ، بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ بِيَدِهِ شِفَاءٌ، بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ سَمٌّ وَلَا دَاءٌ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، أَحْصَنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَلَا يَفُوْتُ وَلَا يَزُوْلُ أَبَدًا، وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوْءَ بِأَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْهِ رَحْمَةً وَشِفَاءً، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّفِيْعِ الشَّأْنِ، وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۚ﴿٢٩﴾﴾، تَشَعْشَعَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ اللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، نَفَذَتْ كَلِمَةُ اللهِ، وَغَلَبَتْ حُجَّةُ اللهِ، وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ، وَتَفَرَّقَتْ أَعْدَاءُ اللهِ، وَبَقِيَ وَجْهُ اللهِ، أُخْرُجِ أَيُّهَا الْوَجْعُ لِلرَّأْسِ وَالصَّدَرِ وَالْبَطَنِ بِحَقِّ اللهِ وَبِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ وَبِمَا جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ اللهِ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ، أُسْكُنْ أَيُّهَا الْوَجْعُ بِحَقِّ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، كَمَا سَكَنَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ بِعِزَّةِ مَنْ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أُسْكُنْ أَيُّهَا الْوَجْعُ بِاللهِ الَّذِيْ ﴿اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ﴿٣٣﴾﴾، بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أَسْكَنْتُكَ أَيُّهَا الْوَجْعُ بِاللهِ الَّذِيْ ﴿يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾﴾، بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أُسْكُنْ أَيُّهَا الْوَجْعُ بِالَّذِيْ ﴿يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ۬ وَلَئِنْ زَالَتَاۤ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤١﴾﴾.

‘অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসুল ও মুমিনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন।’[১] হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর শান্তি ও সালাম প্রেরণ করুন। পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। ‘সর্বশ্রেষ্ঠ নাম আল্লাহর নামে শুরু করছি, জমিন ও আসমানের প্রতিপালক আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর নামে শুরু

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-মুমিনূন*, ২৩:৯৭-৯৮



করছি, যাঁর নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাঁর নামে রয়েছে বরকত ও নিরাময়। আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাঁর হাতে রয়েছে নিরাময়। আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাঁর নামের বরকতে কোনো বিষ বা ওষুধে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বোজ্ঞ।’ ‘আমি তোমাদেরকে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক, যার কোনো মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই, যিনি সার্বক্ষণিক অবিনশ্বর তাঁর মাধ্যমে সুরক্ষিত করছি এবং তোমাদের থেকে অকল্যাণকে প্রতিরোধ করছি সেই সত্তার সাহায্যে যে সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচার ও নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই।’[১] ‘হে আল্লাহ! এতে বরকত ও শিফা দান করুন।’[২] পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর নামে শুরু করছি যাঁর শান উচ্চ। ‘কোনো বিষয় তাঁকে অন্য কোনো বিষয় থেকে বিরত রাখতে পারে না।’[১] ‘তিনি সর্বদাই কোনো না কোনো কাজে রত আছেন।’[২] আল্লাহর নূরের জ্যোতিতে পৃথিবীতে আলো ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহর বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, আল্লাহর প্রমাণ্যতা বিজয়ী হয়েছে, আল্লাহর আদেশ প্রকাশিত হয়েছে, আল্লাহর শত্রুরা ছিন্নভিন্ন হয়েছে এবং আল্লাহর মুখমণ্ডলই স্থায়ী রয়েছে। মাথা, বুক ও পেটে হে পীড়া! আল্লাহর দোহাই, আল্লাহর মুখমণ্ডলের জ্যোতির দোহাই এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আল্লাহর রসুল হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কলম যা নিয়ে এসেছে তার দোহাই বের হয়ে যাও। হে ব্যথা! স্থির হও, পরম করুণাময় মহান দয়ালুর দোহাই। যেমন স্থির আছে পরম করুণাময়ের আরশ। সেই সত্তার ইজ্জতের সম্মানে, যার রয়েছে যা কিছু রাতে ও দিনে স্থিতি লাভ করেছে। আর তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। আল্লাহর নামে ও আল্লাহর সাহায্যে

[১] আন-নাওয়াওয়ী, ***আল-আযকারুন নাওয়াবিয়া***, পৃ. ৩২০, ক্র. ৩৭১, অবশ্য তাঁর বর্ণনায় وَلَا يَفُوْتُ وَلَا يَزُوْلُ শব্দগুলো নেই এবং بِأَلْفِ-এর স্থলে بِلَا এসেছে।

[২] (ক) আল-বুখারী, ***আত-তারীখুল কবীর***, খ. ৪, পৃ. ৮৫০, ক্র. ৪৬৭৯; (খ) আল-কাসতাল্লানী, ***আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া***, খ. ৩, পৃ. ৫৮, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُوْضَعُ طَعَامُهُ: «بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ، اجْعَلْ فِيْهِ رَحْمَةً وَشِفَاءً» —لَمْ يَضُرَّهُ مَا كَانَ.**

‘হজরত আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ ؓ) থেকে বর্ণিত, যখন খাবার সামনে রাখা হয় সেই সময় যে ব্যক্তি বলবে, ‘জমিন ও আসমানে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম আল্লাহর নামে শুরু করছি। যাঁর নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো ওষুধ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। হে আল্লাহ! এতে বরকত ও শিফা দান করো।’ তাকে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।’—স. চৌ.

[১] ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, ***তাওয়ীলু মুখতালি মুখতালিফিল হাদীস***, পৃ. ৩৯৩

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আর-রহমান***, ৫৫:২৯

শুরু করছি, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত। হে ব্যথা! স্থির হও, সেই সত্তার দোহাই, 'যিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়।'[১] আল্লাহর নামে ও আল্লাহর সাহায্যে শুরু করছি, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত। হে ব্যথা! স্থির হতে বলছি, সেই সত্তার দোহাই 'যিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান।'[২] আল্লাহর নামে ও আল্লাহর সাহায্যে শুরু করছি, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত। হে ব্যথা! স্থির হও, সেই সত্তার দোহাই 'যিনি আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।'[৩],[৪]

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আশ-শূরা,*** ৪২:৩৩

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-হজ,*** ২২:৫৮-৬৫

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ফাতির,*** ৩৫:৪১

[৪] আস-সানূসী, ***মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী,*** পৃ. ২১, তিনি বর্ণনা করেন,

**وِمِمَّا يُكْتَبُ لِلصُّدَاعِ، وَهُوَ مُجَرَّبٌ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ الْـمَنَّانِ، بِاسْمِ اللهِ الرَّفِيْعِ الْـمَكَانِ، بِاسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، تَشَعْشَعَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَنَفَذَتْ حُجَّةُ اللهِ، وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ، وَتَفَرَّقَ أَعْدَاءُ اللهِ، وَبَقِيَ وَجْهُ اللهِ، أُخْرُجِ أَيُّهَا الْوَجْعُ بِحَقِّ اللهِ وَبِنُوْرِ وَجْهِ اللهِ وَبِمَا جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِلٰى خَيْرِ خَلْقِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى آلِهِ، أُسْكُنْ يَا وَجْعُ كَمَا سَكَنَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ﴾ [الفرقان: ٤٥]، ﴿ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ ﴾ [الشورىٰ: ٣٣]، ﴿ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ ﴾ إِلٰى قَوْلِهِ: ﴿ اَمْتًا ﴾ [طه: ١٠٥-١٠٧]، وَيُعَلَّقُ عَلَى الرَّأْسِ، يُسْكِنُ وَجْعَهُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالٰى.**

'দরদ-ব্যথার জন্য লিখবে, এটি পরীক্ষিত। (অর্থ:) 'পরমকরুণাময় দয়াময় আল্লাহর নামে, মহান মহানুভবের নামে, উচ্চ মর্যাদাবানের নামে, সেই সত্তার নামে যাঁর কোনো বিষয়কে অন্য কোনো বিষয় থেকে বিরত রাখতে পারে না। 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই'য়ের নূরের জ্যোতিতে পৃথিবীতে আলো ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর প্রমাণ্যতা বিজয়ী হয়েছে, আল্লাহর আদেশ প্রকাশিত হয়েছে, আল্লাহর শত্রুরা ছিন্নভিন্ন হয়েছে এবং আল্লাহর মুখমণ্ডলই স্থায়ী রয়েছে। হে পীড়া! আল্লাহর দোহাই, আল্লাহর মুখমণ্ডলের জ্যোতির দোহাই এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আল্লাহর রসুল হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (তাঁর ওপর ও তার পরিবার-পরিজনের ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কলম যা নিয়ে এসেছে তার দোহাই বের হয়ে যাও। হে ব্যথা! স্থির হও, যেমন স্থির আছে পরম করুণাময়ের আরশ। সেই সত্তার ইজ্জতের সম্মানে, যার রয়েছে যা কিছু রাতে ও দিনে স্থিতি লাভ করেছে। আর তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। 'তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? 'যিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন।' 'তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। অতএব আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা পহাড়সমূহকে সমূলে



## হেফাজত ও রক্ষার আয়াতসমূহ

রক্ষার আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মত দৃষ্ট হয়।

১. দামেস্কের জামে মসজিদে যাকে জামে উমভীও বলা হয়, এর বুনিয়াদি (ভিত্তি) খোঁদার সময়ে মাটির ভেতর একটি ডিব্বা পাওয়া যায়। তা খুলে দেখা হলে তার ভেতর আয়াতে হিফয (রক্ষার আয়াতসমূহ) পাওয়া যায়। (আমার মুরশিদ ﷺ এ রকমই বর্ণনা করেছেন।)

২. বিশিষ্টি বুজুর্গ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'জঙ্গলে একটি বকরি এক নেকড়ে বাঘের সাথে খেলা করছিল। তিনি যখন তাদের নিকটে গমন করলেন নেকড়ে বাঘটা পালিয়ে গেল। তিনি বকরির গলায় একটি তাবিজ দেখে তা খুলে ফেললেন। তাতে আয়াতে হিফয ছিল। (সেই সময় আদল-সুবিচারের কারণে হরিণ ও ছাগল একই সঙ্গে চরতো আমার মুরশিদ ﷺ এভাবে বর্ণনা করেছেন)।[১]

৩. *খযীনাতুল আসরার* কিতাবে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ[১] নামক জনৈক ধর্মভীরু আলেম

---

উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না।" অতঃপর মাথায় বেঁধে দেবে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় ব্যথা সেরে যাবে।—স. চৌ.

[১] (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী,*** পৃ. ১০৯-১১০; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ১২; (গ) আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ,*** পৃ. ৪৬, তিনি বর্ণনা করেন,

**فَائِدَةٌ: مَنْقُوْلَةٌ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّةِ الصَّالِحِيْنَ، قَالَ: خَرَجْتُ يَوْمًا إِلَى الْبَرِّيَّةِ، فَوَجَدْتُ شَاةً وَعِنْدَهَا ذِئْبٌ يُلَاعِبُهَا وَلَا يَضُرُّهَا، فَلَمَّا تَقَرَّبْتُ مِنْهَا هَرَبَ الذِّئْبُ، فَأَمْسَكْتُ الشَّاةَ، فَوَجَدْتُ فِيْ عُنُقِهَا كِتَابًا مَرْبُوْطًا، فَأَخَذْتُهُ وَفَتَحْتُهُ، فَوَجَدْتُ مَكْتُوْبًا فِيْهِ هٰذِهِ الْآيَاتُ، وَهِيَ: ...، فَمَنْ كَتَبَ هٰذِهِ الْآيَاتِ وَعَلَّقَهَا عَلٰى رَأْسِهِ أَوْ فِيْ عُنُقِهِ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ وَحَفِظَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَوُقِيَ كُلَّ هَمٍّ وَضَمِيْرٍ بِإِذْنِ اللهِ.**

'ফায়েদা: এটি কোনো পুণ্যাত্মা ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন মরুভূমিতে বেরুই। আমি একটি ভেড়া দেখতে পাই, তার কাছেই একটা নেকড়ে ছিল, তার সাথে খেলছিল সে, তার কোনোই ক্ষতি করছিল না। আমি যখন ভেড়াটির কাছে গেলাম নেকড়েটা পালিয়ে গেল। আমি ভেড়াটিকে ধরে ফেলি, তার গলায় আমি একটি কাগজ বাঁধা দেখতে পাই। আমি সেটি নিয়ে খুলে দেখি। কাগজটিতে এ আয়াতগুলো লেখা আছে দেখতে পেলাম। সেগুলো হচ্ছে, ...। অতএব যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো লিখে মাথায় বা গলায় বাঁধবে তাকে কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। সে সব ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং যেকোনো দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকবে আল্লাহর ইচ্ছায়।'

পুণ্যাত্মা ব্যক্তিটি ছিলেন ফকীহ আবদুল্লাহ আস-সা'বী ﵀। শায়খ ওমর আল-জা'দী ﵀ বলেন,

**وَذُكِرِ أَنَّ الْفَقِيْهَ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَحْيٰى ... قَالَ: خَرَجْتُ يَوْمًا مَعَ جَمَاعَةٍ، فَرَأَيْنَا ذِئْبًا يُلَاعِبُ شَاةً عَجْفَاءَ وَلَا يَضُرُّهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا دَنُوْنَا مِنْهُ، نَفَرَ عَنْهَا الذِّئْبُ، فَوَجَدْنَا فِيْ رُقْبَةِ الشَّاةِ كِتَابًا مَرْبُوْطًا، فَحَلَلْنَاهُ وَقَرَأْنَاهُ، فَوَجَدْنَا فِيْهِ هٰذِهِ الْآيَاتِ.**

'স্মরণীয় যে, ফকীহ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ﵀ বলেন, আমরা একটি দল একদিন বেরুই। আমরা একটা নেকেড়েকে শীর্ণকায় এক ভেড়ার সাথে খেলতে দেখি, সে তার কোনো ক্ষতি করছে না। যখন ভেড়াটির কাছে গেলাম নেকড়েটা পালিয়ে গেল। আমরা ভেড়াটির গলায় আমি একটি কাগজ বাঁধা দেখতে পাই। আমরা সেটি খুলি এবং পড়ি। তাতে আমরা এ আয়াতসমূহ দেখতে পাই, ...।' দ্র. ওমর আল-জা'দী, ***তাবাকাতু ফুকাহায়িল ইয়ামান,*** পৃ. ১৬২ ও আন-নাবাহানী, ***জামিউ কারামাতিল আওলিয়া,*** খ. ২, পৃ. ২১৫-২১৬।—স. চৌ.

[১] আবদুল্লাহ আস-সা'বী: আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবুল হায়সাম ইবনে আবদুস সামী' আস-সা'বী (৪৭৫-৫৫৩ হি. = ১০৮২-১১৫৮ খ্রি.)। সেই সময়ের বরেণ্য আলেমে দীন,

লোক ছিলেন। একদিন কোনো কারণে বহু লোক একই সঙ্গে তাঁর ওপর তরবারির আঘাত হানল। কিন্তু তাঁর দেহে কোনো প্রকার জখম হল না। সবাই এ আশ্চর্য ব্যাপার দেখে এর হেতু জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, আমি প্রতিদিন আয়াতে হেফাজতের অজীফা পড়ে থাকি।[১]

আয়াতে হিফযের অজীফা হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا حَافِظُ، يَا حَفِيْظُ، يَا رَقِيْبُ، يَا وَكِيْلُ، يَا عَاصِمُ، يَا اللهُ، بِحُرْمَةِ اللهِ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’

‘হে হেফাজতকারী, হে রক্ষাকারী, হে তত্ত্বাবধায়ক, হে কামিয়াবি দানকারী, হে রক্ষাকারী, হে আল্লাহ, আল্লাহর সম্মানে তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।’

(١) وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

‘আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।’[১]

---

ফকীহ ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব। তিনি বাগ্মী বক্তা এবং বহু কারামাতের মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। গ্রন্থকার নাম ‘আবু আবদুল্লাহ’ বলে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃত তথ্য তাঁর কাছে উপেক্ষিত ছিল।—স. চৌ.

[১] ওমর আল-জা’দী, ***তাবাকাতু ফুকাহায়িল ইয়ামান***, পৃ. ১৬২, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنِ الْفَقِيْهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَىٰ، أَنَّهُ زَارَهُ مُهَنِّئًا بَعْدَ وَقْعَةِ سَهْفَنَةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْعَةِ بَنِيْ مُلَيْكَ، وَضَرَبَهُمْ لَهُ بِالسُّيُوْفِ، فَلَمْ تَقْطَعْ فِيْهِ، فَقَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ آيَاتِ الْحِفْظِ، هُنَّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ....

‘ফকীহ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, সাহফানা (ইয়েমেনের একটি গ্রাম)-এর দাঙ্গার পর এক শুভাকাঙ্ক্ষীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁকে মুলায়ক গোত্রের সেই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যারা তাঁকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে, অথচ আপনি এতে আহত হননি! তিনি বলেন, আমি নিয়মিত আয়াতে হিফয পড়তাম। আর সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহর বাণী: ...।’

সাহফানা দাঙ্গার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইমাম আবদুর রউফ আল-মুনাভী ﷺ বলেন,

وَكَانَ لَهُ كَرَامَاتٌ، مِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَهْلِ بَلَدِهِ وَبَلَدِةٍ أُخْرَىٰ عَدَاوَةٌ، فَقَصَدَ أُوْلَئِكَ بَلَدَ الشَّيْخِ وَنَهَبُوْهُمْ، وَقَتَلُوْا مِنْهُمْ جَمْعًا، وَضَرَبُوا الشَّيْخَ بِالسُّيُوْفِ، فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِيْهِ، فَسُئِلَ، فَقَالَ: كُنْتُ إِذْ ذَاكَ أَقْرَأُ آيَاتِ الْحِفْظِ، وَهُنَّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ....

‘তিনি (ফকীহ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ﷺ) কারামতসম্পন্ন ছিলেন, এর মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর গ্রাম (সাহফানা) ও অন্য এক গ্রামের মধ্যে শত্রুতা বিরাজ করছিল। একদিন ওরা (মুলায়ক গোত্র) শায়খের গ্রামে আক্রমণ করে বসে এবং তাদের সাথে নির্মম আচরণ করে। গ্রামবাসীদের বিশাল সংখ্যককে তারা হত্যা করে। এমনকি তারা শায়খকেও তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে। অবশ্য এতে তাঁর কোনো সমস্যা হয়নি। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি নিয়মিত আয়াতে হিফয পড়তাম। আর সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহর বাণী: ...।’ দ্র. আল-মুনাভী, ***তাবাকাতুস সুফিয়া***, খ. ৪, পৃ. ৩৯৩, ক্র. ৩৭২ ও আন-নাবাহানী, ***জামিউ কারামাতিল আওলিয়া***, খ. ২, পৃ. ২১৫-২১৬।—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২৫৫



(٢) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴿۶۱﴾

‘তিনিই স্বীয় বান্দাদের ওপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী।’[১]

(٣) اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۵۷﴾

‘নিশ্চয়ই আমাদের পরওয়ারদেগার প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী।’[২]

(٤) فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۶۴﴾

‘অতএব আল্লাহই উত্তম হেফাজতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।’[৩]

(٥) لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ﴿۱۱﴾

‘তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফাজত করে।’[৪]

(٦) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۹﴾

‘আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।’[১]

(٧) وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿۱۷﴾

‘আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি।’[২]

(٨) وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۲۱﴾

‘এবং আপনার পালনকর্তা সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।’[৩]

(٩) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿۷﴾

‘এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে।’[৪]

(١٠) وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۲﴾

‘ও সংরক্ষিত করেছি। এটি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।’[৫]

(١١) اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿۶﴾

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম*, ৬:৬১
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ*, ১১:৫৭
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউসুফ*, ১২:৬৪
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রা’দ*, ১৩:১১
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হিজর*, ১৫:৯
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হিজর*, ১৫:১৭
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা সাবা*, ৩৪:২১
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফফাত*, ৩৭:৭
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ফুসসিলাত*, ৪১:১২

‘আল্লাহ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আপনার ওপর নয় তাদের দায়-দায়িত্ব।’[1]

(১২) وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝

‘এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব।’[2]

(১৩) لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۝

‘প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে।’[3]

(১৪) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝

‘অবশ্যই তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে।’[4]

(১৫) اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

‘নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; মহান আরশের অধিকারী। তিনি যা চান, তাই করেন। আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি? ফেরাউনের এবং সামূদের? বরং যারা কাফির তারা মিথ্যারোপে রত আছে। আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। বরং এটি মহান কুরআন, লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।’[1]

(১৬) اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

‘প্রত্যেকের ওপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।’[2,3]

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:৬

[2] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা কাফ,* ৫০:৪

[3] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা কাফ,* ৫০:৩২

[4] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইনফিতার,* ৮২:১০

[1] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বুরূজ,* ৮৫:১২-২২, উদ্ধৃত গ্রন্থের সবগুলোয় এ আয়াতসমূ পূর্ণাঙ্গ এসেছে। এখানে গ্রন্থকার একবিংশ-দ্বাবিংশ আয়াতদুটোই শুধু উল্লেখ করেছেন। অতিরিক্ত আয়াতসমূহ উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহের বরাতে সংযোজিত হল।—স. চৌ.

[2] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আত-তারিক,* ৮৬:৪

[3] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ২০৭-২০৮; (খ) আদ-দায়রবী, *ফাতহুল মালিকিল মাজীদ,* পৃ. ৪৬

উল্লেখ্য যে,গ্রন্থকার আয়াতসমূহকে কুরআনের ক্রমধারাবাহিকতায় সাজিয়ে করেছেন। তবে শায়খ আহমদ আদ-দায়রবী ﷬-এর ধারাভাষ্য হচ্ছে এভাবে: (১) *সূরা আল-বাকারা,* ২:২৫৫, (২) *সূরা ইউসুফ,* ১২:৬৪, (৩) *সূরা আস-সাফফাত,* ৩৭:৭, (৪) *সূরা আল-হিজর,* ১৫:১৭, (৫) *সূরা ফুসসিলাত,* ৪১:১২, (৬) *সূরা আত-তারিক,* ৮৬:৪, (৭) *সূরা আল-বুরূজ,* ৮৫:১২-২২, (৮) *সূরা আল-আনআম,* ৬:৬১, (৯) *সূরা আন-নিসা,* ৪:৮০ ও *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:৪৮, (১০) *সূরা আল-আনআম,* ৬:১০৪ ও *সূরা হূদ,*



اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضٰى بِهَا عَنَّا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

‘হে আল্লাহ! সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর রহমত প্রেরণ করুন। যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে, নবীজিকে সন্তুষ্ট করে এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।’

## সকল প্রকার বেদনা দূর করণার্থে

নিম্নলিখিত আযীমত দ্বারা ব্যথা-বেদনার স্থান ও অবস্থা মতে তদবীর করতে হবে। পড়ে ফুঁ দেবে অথবা পরের দ্বারা পড়িয়ে ফুঁ দেওয়াবে। পানি পড়িয়ে ফুঁ দিয়ে তা পান করবে। তেল বা ঘিয়ে পড়িয়ে ফুঁ দিয়ে ব্যথার স্থানে মালিশ করবে। লিখিয়ে তাবিজ করে ব্যথার স্থানে লটকাবে।

১- بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ، نَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، ﴿الٓمٓصٓ ۝﴾، ﴿طٰسٓمٓ ۝﴾، ﴿كٓهٰيٰعٓصٓ ۝﴾، ﴿حٰمٓ ۝ عٓسٓقٓ ۝﴾، ﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝﴾، أُسْكُنْ أُسْكُنْ يَا أَيُّهَا الْوَجْعُ بِـ ﴿كٓهٰيٰعٓصٓ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝﴾، أُسْكُنْ بِالَّذِيْ ﴿اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۝﴾، أُسْكُنْ بِالَّذِيْ

১১:৮৬, (১১) *সূরা হূদ,* ১১:৫৭, (১২) *সূরা আর-রা’দ,* ১৩:১১, (১৩) *সূরা আল-হিজর,* ১৫:৯, (১৪) *সূরা আল-আম্বিয়া,* ২১:৮২, (১৫) *সূরা সাবা,* ৩৪:২১, (১৬) *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:৬, (১৭) *সূরা কাফ,* ৫০:৪, (১৮) *সূরা কাফ,* ৫০:৩২, (১৯) *সূরা আল-ইনফিতার,* ৮২:১০।

গ্রন্থকার সর্বমোট ১৬ সংখ্যার আয়াতের কথা বর্ণনা করেছেন, শায়খ আহমদ আদ-দায়রবী ﷬-এর মতে সেই সংখ্যাটি ১৯। তিনি অতিরিক্ত আরও তিনটি আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন, আর সেগুলো হচ্ছে,

(৭) فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

‘আমি আপনাকে (হে নবী) তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।’ (*সূরা আন-নিসা,* ৪:৮০ ও *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:৪৮)

(১০) وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

‘আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।’ (*সূরা আল-আনআম,* ৬:১০৪ ও *সূরা হূদ,* ১১:৮৬)

(১৪) وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۝

‘আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।’ (*সূরা আল-আম্বিয়া,* ২১:৮২)

অন্যান্য উদ্ধৃত গ্রন্থে আয়াতর সংখ্যাতালিকা আরও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা- (১) *সূরা আল-বাকারা,* ২:২৫৫, (২) *সূরা ইউসুফ,* ১২:৬৪, (৩) *সূরা আস-সাফফাত,* ৩৭:৭, (৪) *সূরা আল-হিজর,* ১৫:১৭, (৫) *সূরা ফুসসিলাত,* ৪১:১২, (৬) *সূরা আত-তারিক,* ৮৬:৪, (৭) *সূরা আল-বুরূজ,* ৮৫:১২-২২, মোট সাত সংখ্যার। দ্র. ওমর আল-জা’দী, *তাবাকাতু ফুকাহায়িল ইয়ামান,* পৃ. ১৬২; (গ) আল-মুনাভী, *তাবাকাতুস সুফিয়া,* খ. ৪, পৃ. ৩৯৩; (ঘ) আন-নাবাহানী, *জামিউ কারামাতিল আওলিয়া,* খ. ২, পৃ. ২১৫-২১৬।—স. চৌ.

﴿ لَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ۝١٣ ﴾، ﴿ اَلَمۡ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيۡفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوۡ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلۡنَا الشَّمۡسَ عَلَيۡهِ دَلِيۡلًا ۝٤٥ ثُمَّ قَبَضۡنٰهُ اِلَيۡنَا قَبۡضًا يَّسِيۡرًا ۝٤٦ ﴾.

'মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি, মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 'আলিফ-লাম-সোয়াদ।'[১] 'তোয়া-সীন-মীম।'[২], কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ।'[৩] 'হা-মীম। আইন-সীন ক-ফ।'[৪] 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের মালিক।'[৫] হে ব্যথা! স্থির হও, স্থির হও, সেই সত্তার দোহাই, 'কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি।'[৬] স্থির হও, সেই সত্তার দোহাই 'যিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়।'[১] স্থির হও, সেই সত্তার দোহাই, যিনি 'যা কিছু রাতে ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। আর তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।'[২] 'তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।'[৩]

২– بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، ﴿ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ۝١٣ ﴾، ﴿ وَبِالۡحَـقِّ اَنۡزَلۡنٰهُ وَبِالۡحَـقِّ نَزَلَ ؕ وَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيۡرًا ۝١٠٥ ﴾، ﴿ وَاِنۡ يَّمۡسَسۡكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنۡ يُّرِدۡكَ بِخَيۡرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهٖ ۝١٠٧ ﴾، ﴿ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ۝٢ هُوَ الۡاَوَّلُ وَالۡاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالۡبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ۝٣ ﴾، ﴿ سَلٰمٌ قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ رَّحِيۡمٍ ۝٥٨ ﴾، ﴿ وَسَلٰمٌ عَلَى الۡمُرۡسَلِيۡنَ ۝١٨١ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝١٨٢ ﴾، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ*, ৭:১
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শুআরা*, ২৬:১ ও *সূরা আল-কাসাস*, ২৮:১
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা মারয়াম*, ১৯:১
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা*, ৪২:১-২
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নামল*, ২৭:১২৬
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা মারয়াম*, ১৯:১-২
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা*, ৪২:৩৩
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম*, ৬:৬
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফুরকান*, ২৫:৪৫-৪৬



'আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাঁর নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বোজ্ঞ।' 'যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী।'[১] 'আমি সত্যসহ এ কুরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটি নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি।'[২] 'আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডানোর মতো তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানিতে রহিত করার মতোও কেউ নেই।'[৩] 'তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।'[১] 'করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।'[২] 'সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, হজরত মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবী সকলের প্রতি অসীম রহমত বর্ষিত হোক। হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়! আপনার দয়ার দ্বারা আমাদের প্রার্থনা কবুল করে নিন।'

## ঈমান ধর্মে স্থিরতা ও অটুট স্থিতিশীলতার আয়াতসমূহ

শুভ কামনা ও কল্যাণ সাধনা অনুসারে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা ঈমান ধর্মে অন্তরের দৃঢ়তা ও স্থিরতা এবং অটুট স্থিতিশীলতা হাসিলের জন্য দোয়া করা যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে আয়াতসমূহ পাঠ করবে এবং শেষে দরুদ শরীফ পড়ে দোয়া করবে। আয়াতসমূহ হচ্ছে,

١– صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ۬ ۝

'আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।'[৩]

٢– رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا ۝٢٥٠

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ।'[৪]

٣– وَلِيَرۡبِطَ عَلٰى قُلُوۡبِكُمۡ وَيُثَبِّتَ بِهِ الۡاَقۡدَامَ ۝١١

'আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআম*, ৬:১৩
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:১০৫
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইউনুস*, ১০:১০৭
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হাদীদ*, ৫৭:২-৩
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইয়াসীন*, ৩৬:৫৮
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফাতিহা*, ১:৬
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২৫০

তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পাগুলো।'[১]

৪– هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

'তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে।'[২]

৫– فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ۝

'অতএব তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও—যেমন তোমায় হুকুম দেওয়া হয়েছে।'[৩]

৬– وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۝

'আর আমি রসুলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলেছি, যা দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করেছি।'[১]

৭– يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۝

'আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন পার্থিব জীবনে ও পরকালে।'[২]

৮– كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝

'আমি এভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্যে।'[৩]

৯– اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا ۝

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে।'[৪]

১০– اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।'[৫]

১১– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝

'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমার আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনফাল,*** ৮:১১
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনফাল,*** ৮:৬২
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা হূদ,*** ১১:১১২
[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা হূদ,*** ১১:১২০
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইবরাহীম,*** ১৪:২৭
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফুরকান,*** ২৫:৩২
[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ফুসসিলাত,*** ৪১:৩০
[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আহকাফ,*** ৪৬:১৩



সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।'[১]

১২– وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

'এবং আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।'[২]

অতঃপর দরুদ শরীফ পড়বে।

## রক্ষা ও অবরোধের জন্য

ইমাম ইবনে আবুস সায়ফ[৩] ﷫ বলেন, এটি সেই হিরয ও হিজাব যা হজরত মুহাম্মদ ﷺ আহযাবের যুদ্ধের দিনে পড়েছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে কাফিরগণের ক্ষতি সাধন হতে রক্ষা করেছিলেন আর তাঁরা অকৃতকার্য হয়ে মনের ক্রোধ মনেই হজম করে ফিরে যায়। ইমাম শাফিয়ী ﷫ বাদশাহ হারুনুর রশীদের দরবারে প্রবেশকালে এটি পড়েছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে বাদশাহর কুদৃষ্টি হতে রক্ষা করেন।[১]

এ আযীমতকে ইমাম মালিক ﷫ না'ফি ﷫ হতে এবং তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﵄ হতে রেওয়ায়ত করেছেন যে, হজরত নবী ﷺ জঙ্গে আহযাবের দিন বলেছিলেন[২],

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۝

'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা মুহাম্মদ,*** ৪৭:৭
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ফাতহ,*** ৪৮:২
[৩] ইবনে আবুস সায়ফ: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ইসমাইল ইবনে আবুস সায়ফ আল-ইয়ামানী আশ-শাফিয়ী (মৃ. ৬০৯ হি. = ১২১৩ খ্রি.)। ফিকহে শাফিয়ীর বিশিষ্ট ফকীহ, হাদীস বিশারদ ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব। নবাব সিদ্দীক হাসান খান ﷫ তাঁর নাম 'ইবনে আবুয যায়ফ' বলে উল্লেখ করেছেন। আর গ্রন্থকার তাঁর অনুসরণে 'ইবনে আবুয যারফ' লিখেছেন। বস্তুত এটি উভয়ের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে।—স. চৌ.
[১] (ক) আশ-শাফিয়ী, ***তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম,*** খ. ১, পৃ. ২৬৪-২৬৫; (খ) আল-বায়হাকী, ***মানাকিবুশ শাফিয়ী,*** খ. ১, পৃ. ১৩৯, তিনি বর্ণনা করেন,
وَقَدْ رُوِيَ فِيْ أَخْبَارِ دُخُوْلِ الشَّافِعِيِّ عَلَى الرَّشِيْدِ: أَنَّهُ دَعَا عِنْدَ دُخُوْلِهِ عَلَيْهِ بِدُعَاءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيْعِ، فَعَلَّمَهُ إِيَّاهُ، وَهُوَ أَنَّهُ قَرَأَ أَوَّلًا: ﴿ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۝ ﴾ [ آل عمران: ١٨-١٩]، ثُمَّ قَالَ: . . . .
[২] সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৩০-১৩১, তিনি লিখেন,
امام ابن آبی الضیف ؒ کہتی ہیں: یہ وہ حرز و حجاب ہے، جو آنحضرت ﷺ نے دن احزاب کے پڑہا تھا، اللہ نے اُنکو شر کفر سے کفایت کی اور وہ اپنے غیظ میں پہر کر چلے گئے۔ امام شافعی ؒ نے وقت دخول کے ہارون رشید پر پڑھا تھا، اللہ نے اُنکو شر ہارون سے بچا لیا، اسکو مالک ؒ نے نافع ؒ سے، نافع ؒ نے ابن عمر ؓ سے روایت کیا ہے، کہ حضرت ؐ نے دن احزاب کے کہا: . . . .

কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম।'[১]

আঁ হজরত মহানবী ﷺ তারপর বললেন,

«وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللهُ بِهِ، وَأَسْتَوْدِعُ اللهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ، وَهِيَ وَدِيْعَةٌ لِّيْ عِنْدَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِنُوْرِ قُدُسِكَ، وَعَظِيْمِ رُكْنِكَ، وَعَظْمَةِ طَهَارَتِكَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَاهَةٍ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، إِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا اللهُ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ غِيَاثِيْ بِكَ أَسْتَغِيْثُ، وَأَنْتَ مَلَاذِيْ بِكَ أَلُوْذُ، وَأَنْتَ عِيَاذِيْ بِكَ أَعُوْذُ، يَا مَنْ ذَلَّتْ لَهُ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَخَضَعَتْ لَهُ أَعْنَاقُ الْفَرَاعِنَةِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ كَشْفِ سِتْرِكَ، وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ، وَالْانْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ، أَنَا فِيْ حِرْزِكَ لَيْلِيْ وَنَهَارِيْ، وَنَوْمِيْ وَقَرَارِيْ، وَظَعْنِيْ وَأَسْفَارِيْ، وَحَيَاتِيْ وَمَمَاتِيْ، ذِكْرُكَ شِعَارِيْ، وَثَنَاؤُكَ دِثَارِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَشْرِيْفًا لِعَظَمَتِكَ وَتَكْرِيْمًا لِّنَفَحَاتِ رَحْمَتِكَ، أَجِرْنِيْ مِنْ خِزْيِكَ، وَاضْرِبْ سُرَادِقَاتِ حِفْظِكَ، وَأَدْخِلْنِيْ فِيْ حِفْظِ عِنَايَتِكَ، وَجُدْ عَلَيَّ بِخَيْرٍ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ».

'আল্লাহ যে বিষয়ে যা সাক্ষ্য দিয়েছেন আমিও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি এ সাক্ষ্য আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করছি, সেটি তাঁর কাছে কিয়ামত দিবেসর জন্য আমানত হিসেবে গচ্ছিত থাকবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতার নূর, তোমার মহান বিধান ও পুত-পবিত্রতার মহানতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি রাত-দিনের সকল আঁধার মেঘমালা থেকে। শুধু সেই মেঘমালা যা কল্যাণ বয়ে আনে হে আল্লাহ। হে আল্লাহ, তুমি আমার সাহায্যকারী, সাহায্য করো। তুমি আমার আশ্রয়ের ঠিকানা, আমাকে আশ্রয় দিন। তুমি আমার আশ্রয়স্থল, আমাকে আশ্রয় দিন। হে সেই সত্তা, যার সামনে বড় বড় দাম্ভিকদের ঘাড়ও ঝুকে যায় এবং ফেরউনদের গর্দানও বশ্যতা স্বীকার করে। আমি তোমার কাছে তোমার রাগের মুখোমুখি হওয়া, তোমার স্মরণ বিস্মৃত হওয়া ও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছেড়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিরাপত্তা জিম্মায়; আমার দিন, রাত, ঘুম, অবস্থান, বাসস্থান, সফর, জীবন ও মৃত্যু। তোমার স্মরণ আমার নীতি, তোমার প্রশংসা আমার ঢাল, তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করছি, তোমার প্রশংসা জ্ঞাপন

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান,*** ৩:১৮-১৯



করছি, তোমার মহানতার সম্মানে, তোমার রহমতের সম্মানে। আমাকে তোমার ধনভাণ্ডার থেকে দান করো, আমার ওপর তোমার নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রেখ এবং আমাকে তোমার দয়ার হেফাজতে বেষ্টন করে রেখ। আমাকে কল্যাণ দান করো হে মহান দয়াবান।'[১]

## রক্ষা ও অবরোধের জন্য

তাফসীরে *ফাতহুল আযীযে* বর্ণিত আছে যে,

وابو الشیخؒ در «كِتَابُ الثَّوَابِ» آورده است: که ہر که را حاجتے باشد می باید که فاتحۃ الکتاب بخواند وبعد از ختم، حاجتِ خود بخواہد اِنْ شَآءَ اللّٰہُ تَعَالٰی آں حاجت بر آید۔

[১] আবু নুআয়ম আল-আসবাহানী, ***হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া,*** খ. ৯, পৃ. ৭৯-৮০, তিনি বর্ণনা করেন, ফজল ইবনুর রবী' বলেন,

حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ﴾ [آل عمران: ١٨] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟﴾ [آل عمران: ١٩]»، ثُمَّ قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللهُ بِهِ وَأَسْتَوْدِعُ اللهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَدِيْعَةً لِيْ عِنْدَ اللهِ، يُؤَدِّيْهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِنُوْرِ قُدُسِكَ، وَعَظِيْمِ بَرَكَتِكَ، وَعَظْمَةِ طَهَارَتِكَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَاهَةٍ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ غِيَاثِيْ بِكَ أَسْتَغِيْثُ، وَأَنْتَ مَلَاذِيْ بِكَ أَلُوْذُ، وَأَنْتَ عِيَاذِيْ، بِكَ أَعُوْذُ، يَا مَنْ ذَلَّتْ لَهُ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَخَضَعَتْ لَهُ أَعْنَاقُ الْفَرَاعِنَةِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ خِزْيِكَ، وَمِنْ كَشْفِ سِتْرِكَ، وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ، وَالْانْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ، أَنَا فِيْ حِرْزِكَ لَيْلِيْ وَنَهَارِيْ، وَنَوْمِيْ وَقَرَارِيْ، وَظَعْنِيْ وَأَسْفَارِيْ، وَحَيَاتِيْ وَمَمَاتِيْ، ذِكْرُكَ شِعَارِيْ، وَثَنَاؤُكَ دِثَارِيْ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَشْرِيفًا لِعَظَمَتِكَ وَتَكْرِيْمًا لِسَبَحَاتِ وَجْهِكَ، أَجِرْنِيْ مِنْ خِزْيِكَ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِكَ، وَاضْرِبْ عَلَيَّ سُرَادِقَاتِ حِفْظِكَ، وَأَدْخِلْنِيْ فِيْ حِفْظِ عِنَايَتِكَ، وَجُدْ عَلَيَّ مِنْكَ بِخَيْرٍ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ».

'ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি নাফি' (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত (আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ﷺ আহযাবের দিন সূরা আলে ইমরানের অষ্টাদশ-ঊনবিংশ আয়াতদুটো পাঠ করেন, অতঃপর ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ যে বিষয়ে যা সাক্ষ্য দিয়েছেন আমিও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি এ সাক্ষ্য আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করছি, সেটি তাঁর কাছে কিয়ামত দিবেসর জন্য আমানত হিসেবে গচ্ছিত থাকবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতার নূর, তোমার মহান বরকত ও পুত-পবিত্রতার মহানতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি রাত-দিনের সকল আঁধার মেঘমালা থেকে। শুধু সেই মেঘমালা যা কল্যাণ বয়ে আনে। হে আল্লাহ, তুমি আমার সাহায্যকারী, সাহায্য করো। তুমি আমার আশ্রয়ের ঠিকানা, আমাকে আশ্রয় দিন। তুমি আমার আশ্রয়স্থল, আমাকে আশ্রয় দিন। হে সেই সত্তা, যার সামনে বড় বড় দাম্ভিকদের ঘাড়ও ঝুকে যায় এবং ফেরউনদের গর্দানও বশ্যতা স্বীকার করে। আমি তোমার কাছে তোমার সামনে লজ্জিত হওয়া, তোমার রাগের মুখোমুখি হওয়া, তোমার স্মরণ বিস্মৃত হওয়া ও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছেড়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিরাপত্তা জিম্মায়; আমার রাত, দিন, ঘুম, অবস্থান, বাসস্থান, সফর, জীবন ও মৃত্যু। তোমার স্মরণ আমার নীতি, তোমার প্রশংসা আমার ঢাল, তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করছি, তোমার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, তোমার মহানতার সম্মানে, তোমার রহমতের সম্মানে। আমাকে তোমার ধনভাণ্ডার থেকে দান করো, আমার ওপর তোমার নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রেখ এবং আমাকে তোমার দয়ার হেফাজতে বেষ্টন করে রেখ। আমাকে কল্যাণ দান করো হে মহান দয়াবান।"
—স. চৌ.

‘যে ব্যক্তি কোনো অভাব, কোনো ঠেকা বা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, সে যেন সূরা ফাতিহা শরীফ তেলাওয়াতপূর্বক দরবারে ইলাহীতে স্বীয় মতলব ভিক্ষা করে। ইনশাআল্লাহ তার হাজত পূর্ণ হবে।’[১]

## মদদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ

শত্রুগণের ওপর জয়লাভ বা দীনী-দুনিয়াবি হাজতসমূহ পূরণের জন্য এসব আয়াত পাঠ করে খোদার কাছে মদদ চাইবে। বিশেষত বিভিন্ন রোগ হতে আরোগ্যের জন্য ও নফসে আম্মারা দমনে এ আয়াতেরর মাধ্যমে দোয়া সর্বাধিক ক্রিয়াশীল চিকিৎসাই বটে। আমরা প্রায়ই আমাদের পীর সাহেব কেবলা ﷺ-এর রোগাক্রান্ত থাকাকালে তাঁরই ইঙ্গিত অনুসারে এ আয়াত সমুদয় পড়ে আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর শিফার জন্য ও স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত দোয়া করতাম। আয়াতসমূহ হচ্ছে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’

১– وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

‘আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।’[১]

২– اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

‘আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।’[২]

৩– وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

‘আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন।’[৩]

৪– وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

‘বস্তুত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৩৪; (খ) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৯৩; (গ) শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী, ***তাফসীরে ফাতহুল আযীয***, খ. ১, পৃ. ২১৯; (ঘ) আস-সাখাওয়ী, ***আল-মাকাসিদুল হাসানা***, পৃ. ৪৭৭, হাদীস: ৭৩৪; (ঙ) ইবনুল মিবরাদ, ***আল-ইস্তিআনা বিল-ফাতিহা ফী নাজাহিল উমূর***, পৃ. ৩৭১, হাদীস: ১; (চ) আস-সুয়ুতী, ***আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মা’সুর***, খ. ১, পৃ. ১৭, তিনি বর্ণনা করেন,

وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ فِي «الثَّوَابِ»: عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً، فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّىٰ تَخْتِمَهَا، تُقْضَىٰ. إِنْ شَاءَ اللهُ».

‘হজরত আতা (ইবনে আবু রাবাহ ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যদি কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে সূরা আল-ফাতিহ পড়, সেটি খতম করবে। ইনশাআল্লাহ তোমার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হবে।”—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা***, ২:১০৭

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা***, ২:২১৪

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান***, ৩:১৩



দুর্বল।’[১]

৫– وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

‘আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে।’[২]

৬– بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ

‘বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।’[৩]

৭– وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

‘আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।’[১]

৮– وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

‘আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী, হেকমতঅলা।’[২]

৯– فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

‘তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।’[৩]

১০– هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ

‘তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে।’[৪]

১১– لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ

‘আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে।’[৫]

১২– وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

‘দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।’[৬]

১৩– وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান***, ৩:১২৩

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান***, ৩:১২৬

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান***, ৩:১৫০

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আন-নিসা***, ৪:৭৫

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনফাল***, ৮:১০

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনফাল***, ৮:৪০

[৪] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আনফাল***, ৮:৬২

[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আত-তাওবা***, ৯:২৫

[৬] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ইসরা***, ১৭:৮০

‘আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।’[১]

১৪– وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

‘আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।’[২]

১৫– هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

‘তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।’[৩]

১৬– وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

‘সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।’[১]

১৭– وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

‘মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।’[২]

১৮– اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝

‘যদি তোমার আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।’[৩]

১৯– وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝

‘এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।’[৪]

২০– فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝

‘অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল, আমি অক্ষম। অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।’[৫]

২১– وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۝

‘এটি এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নেবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসুলগণকে সাহায্য করে।’[৬]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হজ*, ২২:৩৯
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হজ*, ২২:৪০
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হজ*, ২২:৭৮
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রূম*, ৩০:৪-৫
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রূম*, ৩০:৪৭
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা মুহাম্মদ*, ৪৭:৭
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফাতহ*, ৪৮:৩
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কামার*, ৫৪:১০
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হাদীদ*, ৫৭:২৫



২২– نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۝

‘আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়।’[১]

২৩– اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝

‘যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।’[২]

অতঃপর দরুদ শরীফ পড়ে দোয়া করবে।

## মেধা ও বুদ্ধির প্রশস্ততা এবং বিদ্যায় উন্নতির দোয়া

اللّٰهُمَّ أَخْرِجْنِيْ مِنْ ظُلُماتِ الْوَهْمِ، وَأَكْرِمْنِيْ بِنُوْرِ الْفَهْمِ، وَافْتَحْ عَلَيْنا أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَيَسِّرْ عَلَيْنا خَزَائِنَ عِلْمِكَ، ﴿ سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ ﴾.

‘হে আল্লাহ! আমাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ধাঁধা থেকে বের করে এন, অনুধাবনের নূরে সম্মানিত করো আমাকে, আমাদের ওপর তোমার দয়ার দ্বার খুলে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার জ্ঞানভাণ্ডারকে সহজ করে দাও। ‘তুমি পবিত্র! আমরা কোনো কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদেরকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতঅলা।’[১]

## বদনজর কাটানোর দোয়া

এ দোয়া পড়ে বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ফুঁ দিতে থাকবে। পানিতে ফুঁ দিয়ে সেই পানি পান করাবে এবং সেই পানি দ্বারা তাকে গোসল করাবে। এটি লিখে তাবিজ করে গলায় ঝুলাবে।[২] দোয়াটি হচ্ছে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’

‘কাফিররা যখন কুরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আস-সাফ*, ৬১:১৩
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নাসর*, ১১০:১
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা*, ২:৩২
[২] (ক) আল-খাযিন, *লুবাবুত তাওয়ীল ফী মা‘আনিত তানযীল*, খ. ৪, পৃ. ৩৩২; (খ) মুহাম্মদ আমীন আল-হিরভী, *তাফসীরু হাদায়িকির রূহ ওয়ার রায়হান*, খ. ৩০, পৃ. ১১৬; (গ) আশরফ আলী থানভী, *আ‘মালে কুরআনী*, পৃ. ৩২

আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে এবং তারা বলে, সে তো একজন পাগল। অথচ এ কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়।’[১]

## কর্জশোধ হওয়ার জন্য দোয়া

নামাজের পর বা অন্য অবসর সময়ে কয়েকবার করে এ দোয়া পড়তে থাকলে ইনশাআল্লাহ কর্জের বোঝা নেমে যাবে। দোয়াটি হচ্ছে,

«اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»، «اللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ، كَاشِفَ الْغَمِّ، مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ، رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِيْ، فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

‘হে আল্লাহ! হারাম থেকে মুক্ত রেখে তোমার প্রদত্ত হালাল বস্তুই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও।’[১] ‘হে আল্লাহ! সমস্যার সমাধানকারী, দুশ্চিন্তা দূরকারী, অনুগত বান্দাদের ডাকে সাড়াদানকারী, দুনিয়া-আখিরাতের পরম করুণময় ও দয়ালু। তুমি আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে এমন অনুগ্রহ দ্বারা দয়া করুন যা তুমি ছাড়া অন্য সবার অনুগ্রহ থেকে আমাকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী করে দেবে।’[২]

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কলম,*** ৬৮:৫১-৫২

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ৪৯; (খ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান,*** খ. ৫, পৃ. ৫৬০, হাদীস: ৩৫৬৩, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّيْ قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِيْ فَأَعِنِّيْ، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ، قَالَ: «قُلْ: ...».

‘হজরত আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, জনৈক মুকাতিব (বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে মালিকের সঙ্গে আজাদির চুক্তি করা) গোলাম তাঁর কাছে এসে বলল, আমি আমার চুক্তি অনুসারে বিনিময়মূল্য দিতে অপারগ হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন। তিনি বললেন, তোমাকে এমন কিছু কালিমা আমি শিখিয়ে দেব কি যেগুলো রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিখিয়েছিলেন? তোমার জিম্মায় যদি সীর পাহাড় (তায় কাবীলায় অবস্থিত আরবের একটি বড় পাহাড়) ঋণও থাকে, তবে এতে আল্লাহ তাআলা তাও আদায় করার ব্যবস্থা করে দেবেন। তুমি বলবে, ‘...।”—স. চৌ.

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ৫০; (খ) আল-হাকিম, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,*** খ. ১, পৃ. ৬৯৬, হাদীস: ১৮৯৮, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ دُعَاءً عَلَّمَنِيْهِ؟ قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: كَانَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُعَلِّمُهُ أَصْحَابَهُ، قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَبَلُ ذَهَبٍ دَيْنًا، فَدَعَا اللهَ بِذَلِكَ لَقَضَاهُ اللهُ عَنْهُ: «...».

‘হজরত আয়িশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) আমার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে দোয়াটি শুনেছ যা তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন? তিনি (হজরত আয়িশা رضي الله عنها) বললেন, সেটি কোনটি? তিনি (হজরত আবু বকর رضي الله عنه) বলেন, দোয়াটি হজরত ঈসা ইবনে মালয়াম (عليه السلام)



**সমস্যার সমাধান ও হাজত পূরণের নামাজের আরেক নিয়ম:** যদি কোনো লোক কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে সে অজু করে দুই রকআত নফল পড়বে। আর সূরা ফাতিহা ও দরুদ শরীফের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا ضُرًّا إِلَّا كَشَفْتَهُ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا يَسَّرْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ».

‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অতি সহিষ্ণু ও দয়ালু, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র তিনি, মহান আরশের প্রভু। সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সারা জাহানের রব। আপনার কাছেই আমরা যাঞ্ছা করি, আপনার রহমত আকর্ষণকারী সকল পুণ্যকর্মের উসিলায়, আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাত আকর্ষণকারী সকল ক্রিয়াকাণ্ডের বরকত, সকল নেক কাজ সাফল্য লাভের এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে নিরাপত্তা লাভের। আমার কোনো গুনাহ যেন মাফ ছাড়া না থাকে। কোনো সমস্যা যেন সমাধান ছাড়া না যায়। কোনো কষ্ট যেন লাঘব হওয়া ছাড়া না থাকে। কোনো কর্জ যেন পরিশোধ ছাড়া না থাকে। আর আমার দুনিয়া-আখেরাতের এমন প্রয়োজন যাতে রয়েছে আপনার সন্তুষ্টি তা যেন অপূরণ না থাকে, হে হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’[১]

---

তাঁর সাথীদের শিখিয়েছিলেন। তিনি (রসুলুল্লাহ ﷺ) বলেন, ‘যদি তোমাদের ওপর সোনার পাহাড়ও দেনা থাকে এটি দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ দায় মেটানোর ব্যবস্থা করে দেবেন, ...।”—স. চৌ.

[১] (ক) আল-হাকিম, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,*** খ. ১, পৃ. ৪৬৬, হাদীস: ১১৯৯; (খ) আত-তাবারানী, ***আদ-দুআ,*** পৃ. ২০২, হাদীস: ৬৩২; (গ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান,*** খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ৪৭৯, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَىٰ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ، أَوْ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ بَنِيْ آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ»

‘হজরত ইবনে আবু আওফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, ‘আল্লাহর কাছে বা কোনো আদম-সন্তানের কাছে যদি কারো কোনো প্রয়োজন হয় তবে সে যেন অজু করে এবং খুব সুন্দরভাবে যেন তা করে। পরে যেন দুই রাকআত নামাজ আদায় করে, এরপর যেন আল্লাহর হামদ করে ও নবী করীম ﷺ -এর ওপর দরূদ সালামের পর এ দোয়াটি পড়ে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অতি সহিষ্ণু ও দয়ালু,

**কর্জশোধের নিমিত্ত আরেক দোয়া:** দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রত্যেক নামাজের পর নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়বে। ইনশাআল্লাহ ঋণ শোধ হয়ে যাবে। দোয়াটি হচ্ছে,

«اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْـهَمِّ وَالْـحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْـجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ».

‘ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট দুর্বলতা ও অলসতা হতে আশ্রয় কামনা করছি, তোমার নিকট কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে নাজাত কামানা করছি এবং আমি তোমার নিকট ঋণভার ও মানুষের দুষ্ট প্রভাব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি।’[১]

## রহমতের আয়াতসমূহ

বাস্তবিক সম্পূর্ণ কুরআন অদ্যোপান্ত রহমত, কুরআনের বাণী:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

‘আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।’[২]

---

সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র তিনি, মহান আরশের প্রভু। সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সারা জাহানের রব। আপনার কাছেই আমরা যাঞ্চা করি, আপনার রহমত আকর্ষণকারী সকল পূণ্যকর্মের ওয়াসীলায়, আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাত আকর্ষণকারী সকল ক্রিয়াকাণ্ডের বরকত, সকল নেক কাজ সাফল্য লাভের এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে নিরাপত্তা লাভের। আমার কোনো গুনাহ যেন মাফ ছাড়া না থাকে। কোনো সমস্যা যেন সমাধান ছাড়া না যায় আর আমার এমন প্রয়োজন যাতে রয়েছে আপনার সন্তুষ্টি তা যেন অপূরণ না থাকে, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।”—স. চৌ.

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ৫২; (খ) আবু দাউদ, ***আস-সুনান,*** খ. ২, পৃ. ৯৩, হাদীস: ১৫৫৫, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْـخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْـمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ أُمَامَةَ، فَقَالَ: «يَا أُمَامَةَ، مَا لِيْ أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْـمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ»؟ قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِيْ، وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ ﷻ هَمَّكَ، وَقَضَىٰ عَنْكَ دَيْنَكَ»؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُوْلَ، قَالَ: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ: ...»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ ﷻ هَمِّيْ، وَقَضَىٰ عَنِّيْ دَيْنِيْ.

‘হজরত আবু সাইদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে আবু উমামা (রা.) নামক জনৈক আনসার সাহাবীকে দেখতে পান। তিনি তাঁকে (আনসারীকে) জিজ্ঞাসা করেন, ‘হে আবু উমামা! আমি তোমাকে নামাযের সময় ব্যতীত মসজিদে উপবিষ্ট কেন দেখেছি?’ তিনি বলেন, সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণভার জর্জরিত হাওয়ার কারণে, ইয়া রসুলাল্লাহ! (আমি এ অসময়ে মসজিদে উপনীত হয়ে তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করছি)। তিনি বলেন, ‘আমি কি তোমাকে এমন বাক্য শিক্ষা দেব না তুমি তা উচ্চারণ করলে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করবেন এবং তোমার কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। তা শুনে আমি বলি, হ্যাঁ, ইয়া রসুলাল্লাহ। তিনি বলেন, ‘তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় এভাবে বলবে, ‘...।’ হজরত আবু উমামা (রা.) বলেন, অতঃপর সেভাবে আমল করি, যার ফলে আল্লাহ তাআলা আমার চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।’—স. চৌ.

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইসরা,* ১৭:৮২



অর্থাৎ আমি কুরআন মারফত তা নাযিল করি, যা মুমিনগণের পক্ষে (তাদের আত্মিক দৈহিক রোগের) শিফা ও তাদের (ইহ-পরকালীন জীবনের) জন্য রহমত দ্বারা প্রমাণিত।’ তা সত্ত্বেও তালিববৃন্দের সুবিধার্থে যেসব রহমতের আয়াতসমূহ আমাদের পীর সাহেব হজরত কেবলা (রহ.)-এর রোগাক্রান্ত থাকাকালে রহমত নাযিল হওয়ার ও তাঁর আরোগ্য লাভের জন্য প্রায় সময়েই আমরা পড়তাম, তা এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। যথা-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَارْحَمْنَا بِبَرَكَتِهِ، وَافْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الشِّفَاءِ وَالْعِنَايَاتِ بِحُرْمَتِهِ ﷺ.

‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’

‘হে আল্লাহ! রহমতের সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর রহমত নাযিল করো, তাঁর বরকতে আমাদের ওপর দয়া করুন এবং তাঁরই সম্মানে শিফা ও সাহায্যের দ্বার উন্মুক্ত করো।’

١– وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা।’[১]

٢– اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়।’[২]

٣– اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

‘তারা সেসব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে।’[৩]

٤– لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

‘তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।’[৪]

٥– ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

‘এটি তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ।’[৫]

٦– وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:১০৫

[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:১৪৩ ও *সূরা আল-হজ,* ২২:৬৫

[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:১৫৭

[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:১৬৩

[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:১৭৮

'আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো।'[১]

٧– إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল।'[১]

٨– دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

'এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।'[২]

٩– فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

'তখন আপনি বলে দিন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'[৩]

١٠– وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

'আপনার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, করুণাময়।'[৪]

١١– قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।'[৫]

١٢– إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।'[৬]

١٣– قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

'মুসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়।'[৭]

١٤– أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

'তুমি যে আমাদের রক্ষক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা,* ২:২৮৬
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নিসা,* ৪:৪৩
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নিসা,* ৪:৯৬
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআ,* ৬:৫৪
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আনআ,* ৬:১৩৩
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ,* ৭:২৩
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ,* ৭:৫৬
[৭] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ,* ৭:১৫১



আমাদের উপর করুনা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী।'[১]

١٥– وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

'আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।'[১]

١٦– إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

'নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতিস্নেহময়।'[২]

١٧– نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।'[৩]

١٨– رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

'হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ট রহমকারী।'[৪]

١٩– فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

'অতএব আল্লাহর রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন।'[৫]

٢٠– لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন।'[৬]

٢١– أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।'[৭]

٢٢– وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ

'মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন।'[৮]

অতঃপর দরুদে রহমত পড়ে মুনাজাত করবে, ইনশাআল্লাহ মকসুদ পূর্ণ হবে।

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ,* ৭:১৫৫
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ,* ৭:১৫৬
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা হূদ,* ১১:৯০
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-হিজর,* ১৫:৪৯
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-মুমিনূন,* ২৩:১১৮
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আর-রূম,* ৩০:৫০
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আয-যুমার,* ৩৯:৫৩
[৭] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:৫
[৮] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:২৮

## ভীতি-বিহবলতা, দুশ্চিন্তা, দুঃখ ও মনোবেদনা দূর করণার্থে

প্রথমে বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ, তারপর দরুদ শরীফ, তারপর প্রথমত সূরা আলে ইমরানের এ আয়াতটি লিখবে। এ নিয়মে:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾

'পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।'

'হে আল্লাহ! উম্মী সাইয়েদুনা হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রহমত ও শান্তি প্রেরণ করুন।'

'অতঃপর তোমাদের ওপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মতো। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মতো। তারা বলছিল, আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে—তোমার নিকট প্রকাশ করে না সে সবও। তারা বলে, আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন।'[১]

অতঃপর দ্বিতীয়ত সূরা ফাতহর এ আয়াতটি লিখবে,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ؗ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛ۫ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১৫৪



'মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সাজদার চিহ্ন। তওরাতে তাঁদের অবস্থা এ ধরনের এবং ইঞ্জিলে তাঁদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে—চাষীকে আনন্দে অভিভুত করে—যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাঁদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।'[১]

(আয়াতদুটো) লিখে তা নিজের কাছে রাখবে, সকল অবস্থায় বরকত হবে, শত্রুগণের ওপর জয়লাভ হবে, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর হবে, সকল অভ্যন্তরীণ রোগব্যাধি ও দৈহিক দরদ-ব্যথা রোগ ইত্যাদিতেও উপকারী।[২]

## বিপদ-মসিবত কাটানোর জন্য

কোনো লোক কোনো প্রকার বিপদ-মসিবতের সম্মুখীন হলে তা হতে রেহাই পাওয়ার জন্য মধ্যরাতে উঠে অজু করে দুই রকআত নফল নামাজ পড়বে এবং কেবলামুখী বসে এ দরুদ শরীফ ১ হাজারবার পাঠ করবে।

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تَحِلُّ بِهَا عُقْدَتِيْ، وَتُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِيْ، وَتُنْقِذُ بِهَا مِنْ وَّجْلَتِيْ، وَتُقِيْلُ بِهَا عِشْرَتِيْ، وَتَقْضِيْ بِهَا حَاجَتِيْ.

'হে আল্লাহ আমাদের সরদার ও মনিব হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওপর দরুদ প্রেরণ করো। যার বরকতে আমার সমস্যার গিঁট খুলে যায়, আমার কষ্ট লাঘব হয়, সমস্যায় ফেঁসে যাওয়া থেকে মুক্তি মেলে, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা হয় এবং আমার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়।'

এটি এক হাজারবার পড়ার পর কায়মনোবাক্যে খুবই আজেযি ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে রেহাই ভিক্ষা করবে। আল্লাহ পাক সেই আগত মসিবত দূর করে দেবেন।[৩]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ফাতহ*, ৪৮:২৯

[২] (ক) আশরফ আলী থানভী, *আ'মালে কুরআনী*, পৃ. ১১৭; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ২১০-২১১; (গ) আদ-দায়রবী, *ফাতহুল মালিকিল মাজীদ*, পৃ. ৪৭; আস-সানূসী, *মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী*, পৃ. ২১

[৩] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ২১২; (খ) আদ-দায়রবী, *ফাতহুল মালিকিল মাজীদ*, পৃ. ৪৮-৪৯; (গ) আস-সানূসী, *মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী*, পৃ. ২, তিনি বর্ণনা করেন,
اعْلَمْ: أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ أَوْ كَانَ فِيْ هَمٍّ وَكُرْبَةٍ أَوْ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيْبَةٌ، فَلْيُقِمْ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ، وَلْيَتَوَضَّأْ،

## সঙ্গম শক্তির জন্য

পুদিনার সবুজ পাতা নিয়ে সাদা চিনির সাথে চাটনি বানিয়ে ক্রমাগত কয়েকদিন খাবে। পরীক্ষিত।[১]

## দোয়ায়ে হিযবুল বাহর

এ দোয়া হজরত শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল্লাহ ﵀-এর সাথে সম্পর্কিত। এ দোয়া স্বপ্নের মধ্যে তাঁর প্রতি ইলহাম হয়েছিল। ইমাম শা'রানী ﵀ *আল-মিনানুল কুবরা* কিতাবে এ দোয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[২]

আলেম সমাজ ও তরীকতের পীর-বুজুর্গগণ বহুল অভিজ্ঞতার কারণে এ দোয়া ফলপ্রসূ হওয়া সম্পর্কে একমত। এ দোয়ায় আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণবাচক নাম এবং আল্লাহর কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে। এ দোয়া সকল নিয়ামত ও কল্যাণ আকর্ষণ করে ও সকল দুঃখ কষ্ট প্রতিরোধ করে।

এ দোয়া শর্ত পালনের সাথে পাঠ করা হলে তবে রিজিক ফরাগত, স্বামী-স্ত্রী

وَلْيُحْسِنْ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَسْلَمَ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَلْيَقُلْ: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةً تَحِلُّ بِهَا عُقْدَتِيْ، وَتُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِيْ، وَتُنْقِذُنِيْ بِهَا مِنْ رِّحْلَتِيْ، وَتَقْبَلُ عِثْرَتِيْ، وَتَقْضِيْ بِهَا حَاجَتِيْ»، يُكَرِّرُهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، فَإِنَّ اللهَ يُفَرِّجُ مَا نَزَلَ بِهِ، فَشَدِيْدُكَ عَلٰى هٰذِهِ الذَّخِيْرَةِ، لِأَنَّ مَنَافِعُهَا كَثِيْرَةً.

'জেনে রেখ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো অভাবের ফরিয়াদ জানাতে চায় অথবা কোনো দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে রয়েছে কিংবা কোনো বিপদ আপতিত হয়েছে তার ওপর, সে গভীর রাতে ওঠে ভালো করে অজু করবে। অতঃপর তার জন্য যা সহজ তা দিয়ে দুই রকআত নামাজ পড়বে। সালাম ফিরিয়ে কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং বলবে, (অর্থ:) 'হে আল্লাহ আমাদের সরদার ও মনিব হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর দরুদ প্রেরণ করো। যার বরকতে আমার সমস্যার গিঁট খুলে যায়, আমার কষ্ট লাঘব হয়, সমস্যায় ফেঁসে যাওয়া থেকে মুক্তি মেলে, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা হয় এবং আমার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়।' এটি এক হাজারবার পড়বে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ওপর আপতিত বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেবেন। এটি তোমার জন্য কঠিন হবে, তবে এর উপকারিতা অনেক।'—স. চৌ.

[১] সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ২২০

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া*, পৃ. ২১৭-২১৮; (খ) আশ-শা'রানী, *আল-মিনানুল কুবরা*, পৃ. ৩৬১, তিনি বর্ণনা করেন,

سَمِعْتُ سَيِّدِيْ عَلِيًّا الْخَوَّاصَ يَقُوْلُ: إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَدِعَ لَكَ وِرْدًا! فَإِنَّ الْحَقَّ ﷻ لَا يُجَالِسُ عَبْدَهُ إِلَّا فِيْمَا شَرَعَهُ نَبِيُّهُ ﷺ، وَلَمَّا اعْتَرَضَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ عَلٰى حِزْبِ سَيِّدِيْ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ الْمُسَمّٰى بـ «حِزْبِ الْبَحْرِ»، قَالَ الشَّيْخُ: وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَرْفًا بِحَرْفٍ، انْتَهٰى.

'আমার উস্তায শায়খ আলী আল-খাওয়াস (আল-বুরুল্লুসী ﵀, মৃ. ৯৪৯) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, তুমি নিজের জন্য একটি অজিফা উদ্ভাবন করতে পার! নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ এমন কোনো কাজে তাঁর বান্দার সঙ্গ দেন না যা তাঁর ﷺ অনুমোদন করেন না। যখন কতিপয় ফকীরদের পক্ষ থেকে উস্তাদ শায়খ আবুল হাসান আশ-শাযিলী ﵀-এর হিযবুল বাহর নামক হিযবের ওপর আপত্তি করা হয় তখন শায়খ বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি এর প্রতি বর্ণ বর্ণ রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি।'—স. চৌ.



মহব্বত, দুশমনগণের মুখ বন্ধ, রোগীর শিফা, বাদশাহ ও আমীরগণের বশীভূত হওয়া, নৌকা জাহাজের বিপদ হতে রক্ষা, ঋণশোধ, ঈমান সালামতি ও অদৃশ্য পথে অর্থ সাহায্য, চোর হতে নিরাপত্তা, বিশ ও বেদনা দমন, দারিদ্র্য ও সর্বস্বহীনতা দূরকরণ, ইমারত-বাগান ও ঘরবাড়ি ইত্যাদির নিরাপত্তা, বন্দি অবস্থা হতে মুক্তিলাভ, দুশমনের পরাজয়, প্রজাবৃন্দের মনে প্রভাব, দুষ্কর্ম ও অপকর্ম হতে মুক্ত থাকা, আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা দূরিভূত হওয়া, সম্ভাব্য বিপদাপদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, আপদ-বিপদ দূর হওয়া, বদনজর কেটে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বৃহৎ অমোঘ ও পরীক্ষিত বিশপাথরের ন্যায় তড়িৎ কাজ করে।

নামাজের বৈঠকের মতো কেবলামুখী বসে পড়বে। নিজ মুরশিদের এজাজত নিয়ে পড়াতে অধিক বরকত। মাগরিবের নামাজের পর প্রতিদিন পড়া ভালো। হিযবুল বাহর পড়ার পূর্বে দোয়া ও আয়াতসমূহ যথানিয়মে পড়বে। তার দ্বারা এর তা'সীর, গুণ ও ফায়েদা পূর্ণতার সাথে হাসিল হবে।

# কুরআন মজীদ: তেলাওয়াত, ফযীলত ও আ'মাল

## কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের ফযীলত ও সওয়াব

হজরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ﵀ বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: رَأَيْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ ﷿ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ مَا أَفْضَلُ مَا تَقَرَّبَ الْـمُتَقَرِّبُوْنَ بِهِ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: «كَلَامِيْ يَا أَحْمَدُ»، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ بِفَهْمٍ أَوْ بِغَيْرِ فَهْمٍ؟ قَالَ «بِفَهْمٍ وَبِغَيْرِ فَهْمٍ».

'আমি স্বপ্নের মধ্যে রব্বুল ইজ্জতের দর্শন লাভ করে অতি আদব ও বিনয়ের সাথে আরজ করলাম, প্রভু হে! আপনার নৈকট্যপ্রার্থী প্রেমিকগণ কোন পুণ্য দ্বারা নৈকট্য প্রার্থনা করে থাকেন? উত্তরে ফরমালেন, 'হে আহমদ! আমার বাণী (কুরআন) দ্বারা মানবের জন্য আমার নৈকট্য লাভ সহজ সাধ্য হয়।' আমি পুনরায় আরজ করলাম, হে মা'বুদ! না বুঝে (পাঠ করলেও)? উত্তরে ফরমালেন, 'হ্যাঁ বুঝে এবং না বুঝেও (তেলাওয়াত দ্বারা নৈকট্য লাভ হয়)।"[১]

ইমাম বায়হাকী ﵀ রেওয়ায়ত করেছেন,

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ رَجُلًا شَكَىٰ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَجَعَ حَلْقِهِ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ».

'জনৈক লোক রসুলে ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে স্বীয় গলদেশের অভ্যন্তরে ব্যথা-বেদনার দুঃখ জানাল। হুজুর ﷺ উত্তরে বললেন, 'কুরআন মজীদ

[১] আল-খাল্লাল, ***আল-মাজালিসুল আশারা আল-আমালী,*** পৃ. ৫০-৫১, হাদীস: ৫০, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (হজরত আহমদ ইবনে হাম্বল ﵀)-কে বলতে শুনেছি।—স. চৌ.



তেলাওয়াত করতে থাকবে।"[১]

ইমাম নববী ﵀ *আত-তিবয়ান* কিতাবে লিখেছেন যে,

الدُّعَاءُ مُسْتَحَبٌّ عَقِيْبَ الْـخَتْمِ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكَّدًا ... وَرَوَى الدَّارِمِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ دَعَا، أَمَّنَ عَلَىٰ دُعَائِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ».

'কুরআন শরীফ খতম করার সময়ে দোয়া করা মুস্তাহাব। সেই মুহূর্তে যে দোয়া করে, তার দোয়ায় ৪ হাজার ফেরেশতা আমীন বলেন।'[২]

*কানযুল উম্মাল* কিতাবে একটি ব্যাপক হাদীস এয়েছে,

«الْقُرْآنُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دُوْنَ اللهِ وَفَضْلُ الْقُرآنِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، فَمَنْ وَقَّرَ الْقُرْآن فَقَدْ وَقَّرَ اللهِ، وَمَنْ لَمْ يُوَقِّرْ الْقُرآنَ فَقَدْ اسْتَخَفَ بِحَقِّ اللهِ، وَحُرْمَةُ الْقُرآن عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ كَحُرْمَةِ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ، الْقُرآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَماحِلٌ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ شُفِّعَ، وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرآنُ صُدِّقَ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْـجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ».

এর অনুবাদ হচ্ছে, 'কুরআন আল্লাহ পাক ব্যতীত সবকিছুর চেয়ে আফজল ও উত্তম। সকল প্রকার কালাম ও বাক্য-বাণীর ওপর কুরআন বাণীর মর্যাদা এমন ধারা অধিক; যেমন ধারা আল্লাহ পাকের ফযীলত ও মর্যাদা যাবতীয় সৃষ্টির ওপর। অতএব যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের তাজিম করল সে আল্লাহরই তাজিম করল। আর যে লোক কুরআনের প্রতি ভক্তি-তাজিম করল না, নিশ্চয়ই সে আল্লাহর হককে হালকা মনে করল। আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুর ওপর কুরআনের মর্যাদা এমনই, যেমন পিতার মর্যাদা পুত্রের ওপর। পবিত্র কুরআন (হাশরের দিনের) সুপারিশকারী এবং কুরআনের সুপারিশ দরবারে ইলাহীতে গৃহিত হবে। কুরআন যার সত্যতা ঘোষণা করেছে তা সত্যই। যে ব্যক্তি কুরআনকে আদর্শ করে তার অনুসারী হয়েছে, নিশ্চয়ই কুরআন তাকে বেহেশতের মধ্যে নিয়ে যাবে। আর যারা কুরআনকে পেঁছনের দিকে ফেলে রেখেছে, সে তাদেরকে দোজখে পাঠাবে।'[৩]

[১] আল-বায়হাকী, ***শুআবুল ঈমান,*** খ. ৪, পৃ. ১৭১, হাদীস: ২৩৪৪, হজরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' ﵁ থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আন-নাওয়াওয়ী, ***আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন,*** পৃ. ১৬০; (খ) আদ-দারিমী, ***আস-সুনান,*** খ. ৪, পৃ. ২১৮৪, হাদীস: ৩৫২৪, হজরত হুমায়দ ইবনে কায়স আল-আ'রাজ ﵀ থেকে বর্ণিত

[৩] (ক) আলী আল-মুত্তাকী, ***কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল,*** খ. ১, পৃ. ৫২৭, হাদীস: ২৩৬২; (খ) আস-সুয়ুতী, ***আল-জামিউল কবীর,*** খ. ৪, পৃ. ৯৪-৯৫, হাদীস: ২৬/১১৫৬৯, হজরত

হজরত ইবনুস সালাহ ﵀ বর্ণনা করেন যে,

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ: وَقَدْ وَرَدَ الْـمَلَائِكَةُ لَـمْ يُعْطُوْا فَضِيْلَةَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَهِـيَ حَرِيْصَـةٌ لِذَلِكَ عَلَىٰ اسْتِمَاعِهِ مِنَ الْإِنْسِ، فَإِذَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ كَرَامَةٌ أَكْرَمَ اللهُ بِهَا الْإِنْسَ.

‘কুরআন তেলাওয়াত মানবজাতির বিশেষ খাস কারামত ও মর্যাদা বটে। কারণ ফেরেশতাগণের মাঝে এ গুণ নেই। সেই কারণে মানবের কুরআন তেলাওয়াত করার সময়ে তারা শোনার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে থাকেন।’[১]

কুরআন পড়ার বা কণ্ঠস্থ করার পর ভুলে যাওয়া গুনাহে কবীরা। *সুনানে আবু দাউদ* গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত যে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنَ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ ﷻ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ».

‘যে ব্যক্তি কুরআন ভুলে যাবে, খোদা পাক তাকে হাশরের দিন খায়র-বরকত (মঙ্গল-কল্যাণ) হতে খালি উঠাবেন।’[২]

## হাজত পূরণের জন্য কুরআনের খতম ও তেলাওয়াতের নিয়ম

হাজত পূরণ ও মকসুদ হাসিলের জন্য কুরআন শরীফ খতম করা বহু পরীক্ষিত। এর সাফল্যে কোনো সন্দেহ নেই। তবে নিম্নোক্ত তরতীব মতে কুরআন খতম করলে তার সাফল্য অতিতাড়িত ক্রিয়ার সাথে হয়। তরতীব হচ্ছে,

- শুক্রবার : সূরা বাকারার শুরু হতে সূরা মায়িদার শেষ পর্যন্ত।
- শনিবার : সূরা আনআম হতে সূরা তাওবার শেষ পর্যন্ত।
- রবিবার : সূরা ইউনুস হতে সূরা মারয়াম শেষ পর্যন্ত।
- সোমবার : সূরা তাহা হতে সূরা কাসাস শেষ পর্যন্ত।
- মঙ্গলবার : সূরা আনকাবূত হতে সূরা সুয়াদ শেষ পর্যন্ত।
- বুধবার : সূরা যুমর হতে সূরা রহমান শেষ পর্যন্ত।
- বৃহস্পতিবার : সূরা ওয়াকিয়া হতে কুরআন পাকের শেষ পর্যন্ত।

অতঃপর খতমের সময় সাজদা করে আল্লাহ পাকের কাছে স্বীয় হাজত ও সমস্যা

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত; (গ) আল-হাকীম আত-তিরমিযী, ***নাওয়াদিরুল উসূল ফী আহাদীসির রসূল*** ﷺ, খ. ৩, পৃ. ২৬০, হজরত মুহাম্মদ (ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব) ইবনুল হানাফিয়া ﵀ থেকে বর্ণিত

[১] ইবনুস সালাহ, ***ফাতাওয়া ইবনিস সালাহ,*** খ. ১, পৃ. ২৩৪, ফতওয়া: ৮২

[২] আবু দাউদ, ***আস-সুনান,*** খ. ২, পৃ. ৭৫, হাদীস: ১৪৭৪, হজরত সা’দ ইবনে উবাদা ﵁ থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘...।’



সম্পর্কে দোয়া চাইবে। ইনশাআল্লাহ পূরণ হবে।[১] শাহ আহলুল্লাহ দেহলভী[২] ﵀ উপরোক্ত তরতীব পছন্দ করতেন এবং বলেছেন,

تمام خواندان قرآن در ہفت روز بریں ترتیب اسرع در اجابت ست۔

‘এ তরতীব মতে সাত দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ কবুলিয়তের পর্যায়ে সর্বাধিক অগ্রগণ্য।’[৩]

আমাদের হজরত পীর সাহেব হজরত কেবলা ﵀ বলেছেন যে, কুরআন খতম করার সময় সূরা ওয়ায যুহা (وَالضُّحٰىۙ۝۱)[৪] হতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সূরা পড়ে শেষ করে মনে মনে رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّاؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۝۱۲۷।[৫] বলবে এবং মুখে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ পড়বে।[৬] তারপর এরপরের সূরা পড়তে আরম্ভ করবে অথবা সূরা ইকরা (اِقْرَاْ۝۱)[৭] পড়ার সময়ে বিসমিল্লাহ প্রকাশ্যভাবে পাঠ করবে। সূরা নাস খতম করে সাজদায় মাথা রেখে রব্বুল আলামীনের সাথে মহব্বতের গোপন রহস্য ও স্বীয় দুঃখ-ক্লেশ, অভাব সমস্যা ও বিপদাপদসমূহের বিষয়ে আলাপ করবে। অতঃপর বেশ মনোযোগ সহকারে পড়বে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْـحَمْدُ، وَالْـحَمْدُ لله، أَوَّلًا وَّآخِـرًا، سِرًّا وَّعَلَانِيَّةً، ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا.

‘আল্লাহ ভিন্ন কোনো মা’বুদ নেই, আল্লাহ মহান এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। আদি-অন্ত, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রশংসা আল্লাহর।’

তারপর এ দোয়ায়ে মাসুরা পড়বে,

[১] (ক) ওয়ালিউল্লাহী, ***কামালাতে আযীযী,*** পৃ. ১০১; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী,*** পৃ. ১৩১; (গ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১২২-১২৩

[২] শাহ আহলুল্লাহ ভালতী: শাহ আহলুল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম ইবনে শহীদ ওয়াজীহুদ্দীন ইবনে মুয়াযযম ইবনে মনসুর আল-ভালতী আল-ওমরী ﵀ (মৃ. ১১৮৭ হি.)। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ﵀-এর ভাই, সেই সময়ের একজন বরেণ্য আলেমে দীন ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রন্থকার তাঁকে তথ্যগত উপেক্ষাবশত ‘শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ﵀’ উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি উদ্ধৃতগ্রন্থ অবলম্বনে সংশোধিত হল। দ্র. সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১২৩ এবং তাঁর জীবনচরিত দেখুন: হিফযুর রহমান কুমিল্লায়ী, ***আল-বুদূরুল মাযিয়া ফী তারাজিমিল হানাফিয়া,*** খ. ৫, পৃ. ১৩১, ক্র. ১০৬০।—স. চৌ.

[৩] সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১২৩, এটি তিনি শাহ আহলুল্লাহ ﵀-এর *নেই চার বাব* পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।—স. চৌ.

[৪] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের ত্রিনবতি সূরা: ***সূরা আয-যুহা***।—স. চৌ.

[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:২৭

অর্থ: ‘পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।’—স. চৌ.

[৬] অর্থ: ‘আল্লাহ ভিন্ন কোনো মা’বুদ নেই, আল্লাহ মহান এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।’—স. চৌ.

[৭] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের ষন্নবতি সূরা: ***সূরা আল-আলাক***।—স. চৌ.

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا خَتْمَ الْقُرْآنِ، وَتَجَاوَزْ مَنَّا فِيْ خَتْمِ الْقُرْآنِ، آمِيْنَ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾ ﴾، «اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا وَنُوْرَ أَبْصَارِنَا وَجِلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُوْمِنَا وَغُمُوْمِنَا»، اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُّقِيْمَ حُدُوْدَهُ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يُّقِيْمَ حُرُوْفَهُ وَيُضِيْعَ حُدُوْدَهُ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِمَا جَاءَ بِهِ الَّذِيْنَ أَهْلُكَ وَخَاصَّتُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَبَارِكْ لَنَا وَإِيَّاهُمْ فِيْ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، مَا أَبْقَيْتَهُمْ وَاجْعَلَهُمْ شَاكِرِيْنَ فَرِحِيْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ بِنِعْمَتِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ مَا فِيْ جَمِيْعِ الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا وَبِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ أَلْفًا أَلْفًا، آمِيْنَ.

'হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু, আমাদের পক্ষ থেকে খতমে কুরআন কবুল করো, খতমে কুরআনের ক্ষেত্রে আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করো। আমীন, পবিত্র কুরআনের সম্মানে। 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা সেই বোঝা বহন করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর।'[১] 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের উসিলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছ, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছ, অথবা তুমি

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-বাকারা*, ২:৩৮৬



তোমার বান্দাদের ওপর ইলহাম করেছ (অদৃশ্য অবস্থায় থেকে অন্তরে কথা বসিয়ে দিয়েছ), অথবা তুমি গায়বের জ্ঞানে তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছ। তুমি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে আমাদের অন্তরের বসন্তকাল স্বরূপ, দৃষ্টির জ্যোতিস্বরূপ ও আমাদের চিন্তা-ফিকির দূর করার উপায় স্বরূপ গঠন করো।'[১] হে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো যারা আপনার বিধিবিধান কায়েম করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করো না যারা আপনার বিধিবিধান লঙ্ঘন করে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে কুরআনের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করো, যাঁরা এই কুরআন নিয়ে এসেছেন আপনার প্রিয় ও বিশিষ্টদের মধ্য থেকে, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়। আমাদের জন্য বরকত নাযিল করুন, বিশেষত আমাদের শ্রবণে, দৃষ্টিতে ও স্ত্রীদের মধ্যে। যাদেরকে জীবিত রেখেছ এবং কৃতজ্ঞ, খুশি ও আপনার নিয়ামত ও প্রশস্ত রহমতের সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত করেছ। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও দয়াময়। হে আল্লাহ! আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাদের প্রতি পুরো কুরআনে যত বর্ণ রয়েছে সেই পরিমাণ এবং প্রতিটি বর্ণে হাজার হাজার দরুদ প্রেরণ করুন। আমীন।

## এক বিশেষ হিতকর বিষয়

ওলামা ও আউলিয়ায়ে কেরাম ব্যথা-বেদনা বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি দূর করণার্থে পবিত্র কুরআন হতে যেসব আয়াত প্রকাশ করেছেন, সেসব যে সেসব বিষয়ে নির্ঘাত উপকারী ও পরীক্ষিত, তাতে কোনো মতানৈক্য বা বাদ-প্রতিবাদ নেই। কারণ স্বয়ং আল্লাহ পাক কুরআনকে শিফা ও রহমত নামে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব সকল

[১] ইবনে আবু শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ***, খ. ১, পৃ. ২২৩, হাদীস: ৩২৯, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا قَالَ أَحَدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حَزَنٌ: اللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَجَلَاءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا».

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে বেশি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র। আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে। তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর, তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের উসিলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছ, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছ, অথবা তুমি তোমার বান্দাদের ওপর ইলহাম করেছ (অদৃশ্য অবস্থায় থেকে অন্তরে কথা বসিয়ে দিয়েছ), অথবা তুমি গায়বের জ্ঞানে তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছ। তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল স্বরূপ চিন্তা-ফিকির দূর করার উপায় স্বরূপ গঠন করো। যে বান্দা যখনই তা পড়বে আল্লাহ তার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে মনে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্তি) দান করবেন।"—স. চৌ.

প্রকার শারীরিক বা আত্মিক, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ব্যাধি-রোগ, বালা-বিপদসমূহ হতে রক্ষা ও মুক্তি লাভের জন্য পবিত্র কুরআন যথেষ্টই বটে। কিন্তু এর জন্য মনের দৃঢ় ভক্তি-বিশ্বাস ও সেই অনুযায়ী কর্মতৎপরতা চাই।

কথিত আছে, ইতিকাদ ও সেই অনুযায়ী কর্মতৎপরতা মানবকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে থাকে। একথা সত্য যে, কুরআন তেলাওয়াত রহমত নাযিল এবং বরকত ও সওয়াব হাসিলের কারণ বটে। কিন্তু দিল আর জবানে জাহেরি ও বাতেনি আদব তরীকাসমূহের প্রতি পূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। নচেৎ নেকি বরবাদ গুনাহ লাযিম হওয়ার আশঙ্কা।

ধর্মীয় মনীষীগণ হতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের বিভিন্ন আদব-কায়দা বর্ণিত হয়েছে। এখানে বরকতের জন্য খাতিমুল মুফাসসিরীন হজরত শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী ﵀-এর কতিপয় ভাষ্য উদ্ধৃত করা হল। তিনি ফরমায়েছেন,

آدابِ تلاوتِ قرآن تہذیب وستقبالِ قبلہ حتی الامکان وحروف را بخوبی ادا کردن ومد وشد فرونہ گذاشتن و در مقامِ وقف وقف کردن، ایں ست آدابِ ظاہری، واما آداب باطنی پس مبتدی را تصور کردن گویا کہ بحضورِ رب العزت تلاوت می کنم، واو تعالیٰ در مقام استاد نشستہ می شنود، ومنتہی را تصور کردن کہ ایں کلام را بلا وسطہ از زبان حضرت رب العزت می شنوم، وفرق در میان مقامین ایں ست کہ در صورتِ اول زبان از خودش وگوش از حضرت رب العزت، ودر صورتِ دوم زبان از حضرت رب العزت وگوش از خود، بایں چنین مقام ارشاد فرمودہ است حضرت امام جعفر صادق □، چنانچہ شیخ الشیوخؒ در عوارف ازیشاں نقل کردہ اند: «إِنِّيْ لَا أَقْرَأُ الْآيَةَ حَتّٰى نَسْتَمِعَهَا مِنْ قَائِلِهَا»، بعدہ در عوارف فرمودہ کہ: امام صادقؒ دریں وقت بمنزلہ شجرہ موسیؑ می شد: ﴿ اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ می گفت، انتہیٰ۔

‘পাক কুরআন তেলাওয়াতের নিয়মাবলি এই যে, সভ্য-শায়েস্তাভাবে যথাসম্ভব কেবলামুখী হয়ে তেলাওয়াত করা, অক্ষরকে যথাস্থান হতে বের করে প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ করা এবং মদ্দা ও তাশদীদকে সঠিক আদায় করা, ছেড়ে না যাওয়া আর ওয়াকফের জায়গায় ওয়াকফ করা। এসব হচ্ছে পবিত্র কুরআন পাঠের জাহেরি আদাব।

আর বাতেনি আদাবের মধ্যে অবশ্য তেলাওয়াতকারীর শ্রেণি হিসেবে পার্থক্য বিদ্যমান। যদি তিনি তরীকত মারেফাতের প্রাথমিক শ্রেণির লোক হন, তবে তার তেলাওয়াতের বাতেনি আদব এই যে, তিনি মনে প্রাণে এ রকম ধারণা নেবেন যে, আমি আল্লাহ পাকের সম্মুখে তেলাওয়াত করছি এবং তিনি স্বয়ং উস্তাদের জায়গায় বসে আমার তেলাওয়াত শুনছেন।

আর যারা মারেফাতের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করেছেন, তাদের তেলাওয়াতের



বাতেনি আদব এই যে, যখন তিনি পড়ছেন যদিও নিজ মুখে পাঠ করছেন, কিন্তু তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলে এ খেয়ালের বশীভূত হয়ে যাবেন যে, আল্লাহর বাণী আল্লাহরই দরবার হতে প্রচার হচ্ছে অথবা আল্লাহর বাণীর আল্লাহর তরফ হতে এবং শোনার কর্তব্য আমার কান দ্বারা আনজাম হচ্ছে।

হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﵀ এ মকামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন তিনি *আওয়ারিফুল মাআরিফ* কিতাবে তাঁর বাক্য বর্ণনা করেছেন,

**إِنِّيْ لَا أَقْرَأُ الْآيَةَ حَتّٰى نَسْتَمِعَهَا مِنْ قَائِلِهَا.**

অর্থাৎ ‘অবশ্য আমি (তেলাওয়াতকালে) সে পর্যন্ত কোনো আয়াত পাঠ করি না, যে পর্যন্ত সেই আয়াত তার ভাষ্যকার হতে আমি না শুনি।’

অতঃপর *আওয়ারিফুল মাআরিফ* কিতাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তেলাওয়াতের সময় হজরত ইমাম জাফর সাদিক ﵀ হজরত মুসা ﵇-এর সে বৃক্ষের পর্যায়ে হতেন যা হতে বাণী প্রচার হয়েছিল,

اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

‘নিশ্চয় আমি আল্লাহ সর্ববিশ্বের প্রভু পালনকর্তা।’[১]

(হজরত মুসা ﵇) যদিও উক্ত বাণী বৃক্ষ হতে শুনেছেন, কিন্তু আসলে প্রচার হচ্ছিল আল্লাহর তরফ হতে।[২] উচ্চপর্যায়ের আউলিয়ায়ে কেরাম কুরআন তেলাওয়াত-কালে সেই বৃক্ষের মতোই হয়ে যান।’[৩]

এ সম্পর্কিত সকল গ্রন্থ হতে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, সারা জীবন খালেস নিয়তে সাচ্চা অন্তরে, কায়মনোবাক্যে, পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুধু কুরআন তেলাওয়াত

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কাসাস*, ২৮:৩০

[২] আস-সুহরাওয়ারদী, ***আওয়ারিফুল মাআরিফ***, পৃ. ৩৪-৩৫, তিনি বর্ণনা করেন,

**وَقَدْ نَقَلَ عَنْ جَعْفَرَ الصَّادِقِ أَيْضًا، أَنَّهُ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا زَلْتُ أُرَدِّدُ الْآيَةَ حَتّٰى سَمِعْتُهَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا. فَالصُّوْفِيْ لَمَّا لَاحَ لَهُ نُوْرُ نَاصِيَةِ التَّوْحِيْدِ، وَأَلْقٰى سَمْعُهُ عِنْدَ سَمَاعِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ، وَقَلْبُهُ بِالتَّخَلُّصِ عَمَّا سِوَى اللهِ تَعَالَىٰ صَارَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ حَاضِرًا شَهِيْدًا، يَرٰى لِسَانَهُ أَوْ لِسَانَ غَيْرِهِ فِي التِّلَاوَةِ كَشَجَرَةِ مُوْسٰى ﵇، حَيْثُ أَسْمَعَهُ اللهُ مِنْهَا خِطَابَهُ إِيَّاهُ بِأَنِّيْ أَنَا اللهُ.**

‘হজরত জাফর আস-সাদিক (﵀) হতে বর্ণিত, একবার তিনি নামাজে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি একটি আয়াত বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলাম, এমনকি আমি সেটি খোদ এর কথক থেকেই শুনেছি। অতএব সুফি ব্যক্তির জন্য যখন একত্ববাদের ললাটের জ্যোতি যখন চমকিত হয়, প্রতিশ্রুতি ও ধমকির কথা গভীরভাবে শুনেন এবং তাঁর হৃদয় আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যকিছু থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহরই দরবারে উপস্থিত ও স্থিত হয়, তখন তিনি তেলাওয়াতে তাঁর নিজের বা অন্যের জিহ্বাকে হজরত মুসা ﵇-এর বৃক্ষের ভূমিকায় দেখতে পায়। সেই বৃক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা এ বক্তব্য তাঁকে শুনিয়েছিলেন যে, ‘নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ।”—স. চৌ.

[৩] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১২৯-১৩০; (খ) ওয়ালিউল্লাহী, ***কামালাতে আযীযী***, পৃ. ১০১-১০৩

করতে থাকলে (অন্য কোনো নফল ইবাদত না করলেও) আল্লাহর রহমতে আশা করা যায় যে, তার সকল মকসুদ পূর্ণ করে দেবেন। আর তা আল্লাহর জন্য কোনো ভারি কাজ নয়। যথা আমাদের পীর সাহেব কেবলা ﷺ স্বীয় দীর্ঘ রোগাক্রান্ত থাকাকালে এক মুহূর্তের জন্য কুরআনী চিকিৎসা ত্যাগ করেননি।

## কুরআন মজীদ খতম করার আরও একটি নিয়ম

কুরআন মজীদ খতম করার জন্য আরেক নিয়মের নাম: فَمِيْ بِشَوْقٍ। এ সাতটি অক্ষর দ্বারা খতমে কুরআনের তরতীব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ তরতীব হজরত আলী মুরতাযা ؓ-এর সাথে সম্পর্কিত। উক্ত সাত অক্ষর দ্বারা সাতটি সূরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ

১. আ ف অক্ষর দ্বারা সূরা ফাতিহা হতে م অক্ষর সূরা মায়িদা পর্যন্ত একদিন।
২. তারপর সেখান থেকে ي পর্যন্ত অর্থাৎ সূরা ইউনুস পর্যন্ত একদিন।
৩. আর সেখান সেখান ب পর্যন্ত অর্থাৎ সূরা বনি ইসরাইল পর্যন্ত একদিন।
৪. আবার সেখান থেকে ش অর্থাৎ সূরা শুআরা পর্যন্ত একদিন।
৫. আর সেখান থেকে و অর্থাৎ সূরা ওয়াস সাফফাত (وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا)[১] পর্যন্ত একদিন।
৬. আর সেখান থেকে ق অর্থাৎ সূরা কাফ পর্যন্ত একদিন।
৭. আবার সেখান থেকে পবিত্র কুরআন শেষ পর্যন্ত একদিন।

মোট সাত দিনে এ তরতীব মতে কুরআন তেলাওয়াত করলে এক খতম পূর্ণ হবে। ইমাম বুখারী ؒ ও ইমাম মুসলিম ؒ রেওয়ায়ত করেছেন যে, হজরত রসুলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ؓ-কে ফরমায়েছেন, «اِقْرَأْ فِيْ سَبْعٍ، وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ» অর্থাৎ 'সাত দিনে এক খতম কুরআন পড়। এর ওপর বৃদ্ধি করো না।'[২] এটিকে 'খতমে আহযাব' বলা হয়।[৩]

[১] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের সপ্তত্রিংশ সূরা: ***সূরা আস-সাফ্ফাত***—স. চৌ.

[২] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ,*** খ. ৬, পৃ. ১৯৭, হাদীস: ৫০৫৪; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** খ. ২, পৃ. ৮১৪, হাদীস: ১১৫৯, ইমাম বুখারী ؒ বর্ণনা করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِيْ شَهْرٍ، قُلْتُ: إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً، حَتّٰى قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِيْ سَبْعٍ، وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ».

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (ؓ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'এক মাসে কুরআন খতম করো।' আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার শক্তি রাখি। তখন রসুল ﷺ বললেন, 'তাহলে প্রতিসাত দিনে একবার খতম করো এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে খতম করো না।"—স. চৌ.

[৩] মোল্লা আলী আল-কারী, ***মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ,*** খ. ৪, পৃ. ১৫০২, তিনি বলেন,

وَآخَرُوْنَ فِيْ كُلِّ سَبْعٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُهُمْ، وَرَوَى الشَّيْخَانِ: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: «اقْرَأْهُ فِيْ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ»، وَيُسَمّٰى خَتْمُ الْأَحْزَابِ، وَتَرْتِيْبُهُ الْأَصَحُّ؛ بَلِ الْوَارِدُ فِي الْأَثَرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلٍ مَنْسُوْبٍ إِلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ



ইমাম আবু হানিফা ؒ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ؒ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، فَقَدْ أَدّٰى حَقَّهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ عَلٰى جِبْرِيْلَ فِي السَّنَةِ الَّتِيْ تُوُفِّيَ فِيْهَا مَرَّتَيْنِ».

'যে ব্যক্তি প্রতি বছর কুরআন দুইবার খতম করল, সেই হক আদায় করল। কারণ হজরত নবী করীম ﷺ তাঁর ওফাতের বছর দুইবারই খতম করেছিলেন।'[১]

হজরত আলী ؓ বলেন,

قَالَ عَلِيٌّ ؓ: «لَا خَيْرَ فِيْ عِبَادَةٍ لَا فِقْهَ فِيْهَا، وَلَا فِيْ قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيْهَا».

'সেই ইবাদতে কোনো কল্যাণ নেই, যার ভেতর মনোযোগ ও হৃদয়ঙ্গমতা নেই এবং সেই কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যেও কোনো সাফল্য নেই, যার মধ্যে চিন্তা গবেষণা নেই।'[২]

ইমাম গাযালী ؒ বলেন, 'হে প্রিয়! তোমার উচিত যে, কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে খতমের সংখ্যা গণনার প্রতি যেমন তুমি লালায়িত না হও। নিশ্চয় জেনে রেখ, মাত্র একটি আয়াতকে গভীর মনোযোগ ও গবেষণার সাথে পাঠ করা, এক রাতে (উপরাপরি) দুই খতম পড়ার চেয়েও উত্তম।'[৩]

وَيَرْوِيْ: «أَنَّهُ ﷺ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَرَدَّدَهَا عِشْرِيْنَ مَرَّةً».

اللهُ وَجْهَهُ: «فَمِيْ بِشَوْقٍ» أَشَارَ بِالْفَاءِ إِلَى الْفَاتِحَةِ الْمَفْتُوحَةِ بِهَا الْجُمُعَةُ، وَإِلٰى مِيْمِ الْمَائِدَةِ، ثُمَّ إِلٰى يَاءِ يُوْنُسَ، ثُمَّ إِلٰى بَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، ثُمَّ إِلٰى شِيْنِ الشُّعَرَاءِ، ثُمَّ إِلٰى قَ، ثُمَّ إِلٰى آخِرِ الْقُرْآنِ.

[১] (ক) আয-যারকাশী, ***আল-বুরহান ফী উলূমিল হাদীস,*** খ. ১, পৃ. ৪৭১; (খ) আবুল লাইস আস-সমরকন্দী, ***বুস্তানুল আরিফীন,*** পৃ. ৩১৬; (গ) আবুল লাইস আস-সমরকন্দী, ***তাম্বীহুল গাফিলীন বি-আহাদীসি সাইয়িদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন,*** পৃ. ৪২৫, ক্র. ৬৬৪

[২] (ক) আল-গাযালী, ***ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন,*** খ. ১, পৃ. ২৮২; (খ) আদ-দারিমী, ***আস-সুনান,*** খ. ১, পৃ. ৩৩৯, হাদীস: ৩০৬, অনেকটা একই অর্থে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الْفَقِيْهُ حَقُّ الْفَقِيْهِ الَّذِيْ لَا يُقَنِّطُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَا يُؤَمِّنُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَلَا يُرَخِّصُ لَهُمْ فِيْ مَعَاصِي اللهِ، إِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيْ عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيْهَا، وَلَا خَيْرَ فِيْ عِلْمٍ لَا فَهْمَ فِيْهِ، وَلَا خَيْرَ فِيْ قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيْهَا».

'হজরত ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ (ؒ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত আলী (ؓ) বলেছেন যে, 'নিশ্চয়ই প্রকৃত আলিম হলেন সেই আলিম যিনি লোকদেরকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করেন না এবং আল্লাহর অবাধ্যতার অনুমতিও লোকদেরকে দেন না; আর আল্লাহর আযাব হতে লোকদেরকে নির্ভীকও করেন না। আবার অন্য কোনো কিছুর আশায় কুরআনকে ছেড়ে দেন না। নিশ্চয়ই ইলমবিহীন (জ্ঞানহীন) ইবাদাতের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, আর উপলব্ধি বা অনুধাবন ব্যতীত কোনো ইলম নেই এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত কুরআন তেলাওয়াত নেই (তেলাওয়াত করে কোন কল্যাণ অর্জন করা যাবে না)।"—স. চৌ.

[৩] আল-গাযালী, ***ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন,*** খ. ৪, পৃ. ৪৩১

‘হজরত রসুলে করীম ﷺ বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম[১] পড়লেন। তিনি তা ২০ বার পুনরাবৃত্তি করলেন।’[২]

হজরত আবু যর ؓ বলেন,

وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ: «قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِنَا لَيْلَةً، فَقَامَ بِآيَةٍ يُرَدِّدُهَا، وَهِيَ: ﴿ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ۝١١٨ ﴾ [المائدة: ١١٨] الْآيَةُ».

‘একবার হজরত রসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে দাঁড়ালেন। তখন তিনি এ আয়াত اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ শেষ পর্যন্ত[৩] অনেক্ষণ পড়তে থাকলেন।’[৪]

কোনো কোনো মারেফাত মনীষী বলেছেন,

‘আমাদের জন্য সপ্তাহে এক খতম ও প্রতিবছর এক খতম পড়া উচিত।’[৫]

## সূরা ফাতিহা বিশেষ গুণাবলি ও ফযীলত

এই মোবারক সূরার ওপর ও ফায়েদা অগণিত। বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে

---

১ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থ: ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’—স. চৌ.

২ (ক) আবু তালিব আল-মক্কী, ***কুয়াতুল কুলূব***, খ. ১, পৃ. ৮৭; (খ) আল-গাযালী, ***ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন***, খ. ১, পৃ. ২৮২; (খ) আল-ইরাকী, ***আল-মুগনী আন হামলিল আসফার***, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ১, তিনি বলেন,

حَدِيْثُ: «أَنَّهُ ﷺ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَرَدَّدَهَا عِشْرِيْنَ مَرَّةً»، رَوَاهُ أَبُوْ ذَر الْـهَرَوِيِّ فِيْ «مُعْجَمِهِ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ.

‘হাদীস: বর্ণিত আছে যে, ‘...।’ হাদীসটি আবু যার (আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ) আল-হিরভী (মৃ. ৪৩৫ হি.) তাঁর *মু’জামুশ শুয়ূখ* গ্রন্থে হজরত আবু হুরায়রা (ؓ) থেকে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।”—স. চৌ.

৩ আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-মায়িদা***, ৫:১১৮

৪ (ক) আল-গাযালী, ***ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন***, খ. ১, পৃ. ২৮২; (খ) ইবনে মাজাহ, ***আস-সুনান***, খ. ১, পৃ. ৪২৯, হাদীস: ১৩৫০, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُوْلُ: «قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ حَتَّىٰ أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا» وَالْآيَةُ: ﴿ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١١٨ ﴾ [المائدة: ١١٨]».

‘হজরত জাসরা বিনতে দাজাজা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত আবু যর (আল-গিফারী ؓ)-কে বলতে শুনেছি, একদিন নবী করীম ﷺ নামাজে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত একটি আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন, ‘আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”—স. চৌ.

৫ (ক) আবু তালিব আল-মক্কী, ***কুয়াতুল কুলূব***, খ. ১, পৃ. ৯২; (খ) আল-গাযালী, ***ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন***, খ. ১, পৃ. ২৮২, তাঁরা বলেন,

وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ: لِيْ فِيْ كُلِّ جُمْعَةٍ خَتْمَةٌ، وَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ خَتْمَةٌ، وَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ خَتْمَةٌ، وَلِيْ خَتْمَةٌ مُنْذُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً مَا فَرَغْتُ مِنْهَا بَعْدُ.

‘আমার জন্য প্রতি জুমায় এক খতম, প্রতিমাসে এক খতম এবং প্রতিবছরে এক খতম। এভাবে বিগত ৩০ বছর থেকে আমার খতম বিরতিহীনভাবে অব্যাহত।’—স. চৌ.



হাদীস বর্ণিত,

«وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»؟

‘তুমি কিভাবে জানলে যে, এটি একটি দোয়া?’[১]

হাদীসে মারফুয়ে এসেছে,

«الْفَاتِحَةُ: أَعْظَمُ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، ... هِيَ السَّبْعُ الْـمَثَانِيْ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ».

‘সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের মহান মর্যাদা সম্পন্ন সূরা। তা সাত আয়াতের সূরা যা (নামাজে) বারবার পঠিত হয়। তা মহান কুরআন।’[২]

ফজরের সুন্নত ও ফজরের মধ্যকার সময়ে সূরা ফাতিহা ৪১ বার পাঠ করে চক্ষুশূলের ওপর ফুঁ দিলে আল্লাহর হুকুমে তখনই আরাম হয়। অন্যান্য ব্যথা-বেদনায়ও উপকার করে।[৩]

এভাবে কোনো জেলখানায় আটক ব্যক্তি এ সূরা ফাতিহা ১ শত ১১ বার পাঠ করলে এবং প্রত্যেক ১০ বার স্বীয় বন্ধনী শেকলের ওপর ফুঁ দিলে ইনশাআল্লাহ তার সেই শেকল তার দেহ হতে পৃথক হয়ে যাবে।[৪]

যদি কোনো লোক কোনো স্থানে পানির অভাবে পিপাসায় কষ্ট পাবার আশঙ্কা করে, তবে সে সকালে বিসমিল্লাহর সাথে সূরা ফাতিহা পাঠ করে উভয় হাত তালুতে ফুঁ দিয়ে মুখমণ্ডল ও পেটের ওপর সেই হাত বুলায়ে নেবে। ইনশাআল্লাহ সেই দিনের মতো তার পিপাসা হবে না।[৫]

রাতের শেষাংশে সেহরীর সময়ে সূরা ফাতিহা ৪১ বার করে পড়তে থাকলে বিনাক্লেশে আল্লাহ তার রিজিক পৌঁছাবেন।[৬] কারণ এটি যেন شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ (সকল রোগের

---

১ (ক) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৩-৪; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৩; (গ) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৩, পৃ. ৯৩, হাদীস: ২২৭৬ ও খ. ৭, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ৫৭৪৯; (ঘ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ১৭২৭, হাদীস: ২২০১, হজরত আবু সাইদ আল-খুদরী ؓ থেকে বর্ণিত

২ (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৩; (খ) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৬, পৃ. ১৮৭, হাদীস: ৫০০৬, হজরত আবু সাইদ আল-মুআল্লা ؓ থেকে বর্ণিত

৩ (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৪; (খ) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ১০৬; (গ) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৯২; (ঘ) আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ***, পৃ. ৯; (ঙ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৪

৪ (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ১০৭; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৪; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৪ ও ৩২

৫ (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ১০৭; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৪; (গ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৪

৬ (ক) আশরফ আলী থানভী, ***আ’মালে কুরআনী***, পৃ. ১০৭; (খ) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৪

শিফা)।[১]

তদ্রূপ এটি সকল প্রকার কল্যাণের কারণও বটে (سَبَبٌ لِكُلِّ خَيْرٍ)। প্লেগ রোগীর ওপর বিসমিল্লাহর সাথে ৪১ বার সূরা ফাতিহা পড়া এবং তাকে ফুঁ দেওয়া অবশ্যই আরোগ্য লাভের কারণ বটে।[২] কিন্তু এতে কোনো বুজুর্গ হতে বিশেষ ইজাজত হাসিল করা দরকার। যেকোনো রোগ যেকোনো দৈহিক বা মানসিক যাতনায় সূরা ফাতিহার তদবীর কাজ না করে যায় না। আল-হামদু লিল্লাহি আলা যালিকা।

সুলতানুল হিন্দ খাজায়ে খাজাগান গরীবে নেওয়াজ হজরত আজমীরী ؒ ফরমায়েছেন যে,

خواجہ ادام اللہ بقاءہ بر لفظ مبارک راند کہ: سورہ فاتحہ جملہ درد ہارا و بیمار یہارا شفاست، ہر بیماریکہ نہ ہیچ علاج نیکو نشود، این سورہ میانِ سنت و فریضہ نماز باید او بِسْمِ اللّٰہِ چہل و یکبار بخواند، و بر روے بدمد، حق تعالیٰ اورا شفا بدہد و صحت بہ بخشد از برکت ایں سورہ۔

‘সূরা ফাতিহা সকল রোগের শিফা। যদি কোনো রোগী কোনো প্রকার চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত না হয়, তবে সাচ্চা দিলে সরল প্রাণে ফজরের সুন্নত নামাজ ও ফরজ নামাজের মধ্যকার সময়ে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-[৩]-এর সাথে ৪১ বার সূরা ফাতিহা পড়ে রোগীর ওপর দম করবে। ইনশাআল্লাহ পূর্ণভাবে সে আরোগ্য লাভ করবে।’[৪]

در خبر ست از رسول اللہ ☐: «ہر کرا مہمے و یا کارے مشکل پیش آید فاتحۃ الکتاب بریں طریق بخواند: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ۝١ یعنی میم الرَّحِيْمِ را در لامِ اَلْحَمْدُ ادخال کند، وقتِ آمین سہ بار آمین بگوید، حق تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ آں مہم را بہ کفایت رساند»۔

‘এ সূরা ফাতিহা অভাব পূরণেও গুরুতর সমস্যা সমাধানের অতীব ফলদায়ক। এর তরতীব এই যে, বিসমিল্লাহ পড়ার সময় এর শেষ শব্দ الرَّحِيْمِ-এর শেষাক্ষর م-কে সূরা ফাতিহার ۙ۝١ اَلْحَمْدُ শব্দের ل-কে ধরে পড়তে হবে। অর্থাৎ মিসমিল্লাহির রহমানির রহীমিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আর

---

[১] (ক) বখতিয়ার কাকী, ***দলীলুল আরিফীন***, পৃ. ৩৭, মজলিস: ৭; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৪; (গ) আদ-দারিমী, ***আস-সুনান***, খ. ৪, পৃ. ২১২২, হাদীস: ৩৪১৩,

عَنْ عَبْدِ الْـمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ».

‘হজরত আবদুল মালিক ইবনে উমাইর (ؒ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘ফাতিহাতুল কিতাব (সুরা ফাতিহা) সকল রোগের ওষুধ।”—স. চৌ.

[২] সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৪-১৫

[৩] অর্থ: ‘পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’—স. চৌ.

[৪] বখতিয়ার কাকী, ***দলীলুল আরিফীন***, পৃ. ৩৭, মজলিস: ৭



ফাতিহা পড়া শেষ হলে নিম্নরবে ধীরভাবে তিনবার আমীন বলবে।’[১]

সূরা ফাতিহা গুরুতর ব্যাপার খতম করা, হাজতসমূহের পূরণ সমস্যার সমাধানের জন্য অত্যন্তনই সাফল্যজনক ও পরীক্ষিত তদবীর। তবে ইতিকাদ ও ভক্তি শর্ত।[২] হজরত খাজা সাহেব এ বিষয়ে এ পর্যন্ত বর্ণনা দিয়েছেন যে,

‘আমি আমার মুরশিদের সঙ্গে পাঁচবার সূরা ফাতিহা পড়ে পানির ওপর কদম রেখে পদব্রজে দরিয়াও পার হয়েছি।’[৩] ‘সূরা ফাতিহার সাতটি নাম আছে এবং এ সূরায় সাতটা অক্ষর নেই, যেগুলো এ সূরার তেলাওয়াতকারীকে সাতটা ভীষণ বস্তু হতে রক্ষা করে। তা হচ্ছে, প্রথম সাবুর (ধ্বংশ, ধিক্কার, লানত), দ্বিতীয় জাহান্নাম (নরক), তৃতীয় যাক্কুম (থোর বৃক্ষ, দোজখের এক প্রকার মারাত্মক কাঁটাদার বৃক্ষ), চতুর্থ শাকাওয়াত (অভিশপ্ততা, হতাদৃষ্টতা), পঞ্চম যুলমত (অন্ধকার), ষষ্ঠ ফিরাক (প্রিয়মাত্র বা প্রিয় বস্তু হতে বিচ্ছেদ) ও সপ্তম খাওয়ারী (মানহীনতা বেইজ্জতী)। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, তার সপ্তাঙ্গ দোজখ হতে মুক্তি পাবে।’[৪]

---

[১] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৯৪; (খ) বখতিয়ার কাকী, ***দলীলুল আরিফীন***, পৃ. ৩৬, মজলিস: ৭

[২] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৯৪; (খ) বখতিয়ার কাকী, ***দলীলুল আরিফীন***, পৃ. ৩৭-৩৮, মজলিস: ৭, হজরত খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী ؒ বলেন, بود کہ مردم راہر کاری کہ باشد صدق می باید و عقیدہ نیک می باید۔

[৩] (ক) আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন***, পৃ. ৯৩-৯৪; (খ) বখতিয়ার কাকী, ***দলীলুল আরিফীন***, পৃ. ৪০, মজলিস: ৭, হজরত খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী ؒ বলেন,

بعد از آں ہمدریں محل فرمود کہ: وقتی برابر شیخ عثمان ہرونیؒ در سفرے بودم، در کنارہ دجلہ رسیدم، آنجا کشتی نبود کہ بگذریم، و ما بہ تعجیل می رفتیم، خواجہ فرود کہ: کہ چشم پیش کن، چوں چشم پیش کردم، خود را و شیخ را در کنارہ دجلہ ایستادہ دیدم، دعا گوی بخدمت عرض داشت کرد کہ: چوں گذشتیم؟ فرمود کہ: پنج بار فاتحۃ الکتاب خوانم پائے در آب نہادم بگذشتم، پس ہر کہ فاتحۃ الکتاب بصدق بخواند برائے حاجت و مہم را اگر آں مہم و حاجت روا نشود چنگ او بدامن من باشد۔

‘এরপর তিনি (হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী আজমীরী ؒ) এ প্রসঙ্গে বলেন, একবার আমি আমার পীর হজরত উসমান হারওয়ানী (ؒ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা দজলা (টাইগ্রিস) নদীর কিনারে পৌঁছুলাম। সেখানে কোনো নৌকো ছিল না যে, আমরা নদী পার হই। আর আমাদের তাড়া ছিল। হজরত খাজা (উসমান হারওয়ানী ؒ) বললেন, চোখ বন্ধ করো। যখন চোখ বন্ধ করি নিজেকে ও পীর সাহেবকে দজলা নদীর ওপারে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। বিনয়ের সাথে আবেদন করি যে, কিভাবে আমরা এখানে পৌঁছুলাম? তিনি বললেন, পাঁচবার সূরা ফাতিহা পড়ে পানিতে পা দিয়েছি, এপারে চলে এসেছি। অতএব যে ব্যক্তি ঐকান্তিকতার সাথে কোনো প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সূরা ফাতিহা পড়ে, যদি সেই কাজ ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ না হয় তবে সে আমার জামার হাতা ধরে রাখতে পারে।’

হজরত আবদুল মালিক ইবনে উমাইর (ؒ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘ফাতিহাতুল কিতাব (সুরা ফাতিহা) সকল রোগের ওষুধ।”—স. চৌ.

[৪] (ক) বখতিয়ার কাকী, ***দলীলুল আরিফীন***, পৃ. ৩৭-৩৮, মজলিস: ৭; (খ) নাজমুদ্দীন আন-নাসাফী, ***আত-তায়সীর ফিত তাফসীর***, খ. ১, পৃ. ৭২, হজরত খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী ؒ বলেন,

## মহা উপকারের কথা

হজরত ইমাম আযম ﵀ হতে বর্ণিত যে,

عَنْ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت رَبَّ الْعِزَّةِ فِي الْمَنَامِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ مَرَّةً، فَقُلْت فِيْ نَفْسِيْ: إِنْ رَأَيْته تَمَامَ الْمِائَةِ لَأَسْأَلَنَّهُ بِمَ يَنْجُو الْخَلَائِقُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: فَرَأَيْته فَقُلْت: يَا رَبُّ عَزَّ جَارُك وَجَلَّ ثَنَاؤُك، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُك بِمَ يَنْجُو عِبَادُك يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَذَابِك؟ فَقَالَ ﷻ: «مَنْ قَالَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ: ... نَجَا مِنْ عَذَابِيْ».

‘তিনি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতকে ৯৯ বার নিদ্রিত অবস্থায় দর্শন করার পর মনে মনে আরজু করলেন। যদি আমি পূর্ণ ১০০ বার খোদায়ি জমালের দর্শন লাভ করি, তবে আমি দরবারে ইলাহীতে কিয়ামতের ভয়ংকর সংকট ও ভীষণ যাতনাসমূহ হতে আল্লাহর বান্দাগণের রেহায়ী কিসের দ্বারা পারে সে বিষয় অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর তাঁর মনোবাসনা অনুসারে তিনি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দর্শন ১০০ বার লাভ করেন। তিনি খোদায়ি মহান মহানত্বের প্রতি লক্ষ রেখে সর্বশেষ আদবের সাথে উক্ত বিষয়ে আরজ করেন। মহান আযীমুশ শান দরবার হতে উত্তর আসল, ‘হে আবু হানিফা! যে ব্যক্তি সর্বদা

---

بعد از آں بر لفظ مبارک راند کہ: در تفسیر آمدہ ست کہ: خدائے تعالیٰ ہمہ سورہ رایک نام خواہند، سورہ فاتحہ راہفت نام خواند؛ اول: فاتحۃ الکتاب، دویم: سبع المثانی، سویم: ام الکتاب، چہارم: ام القرآن، پنجم: سورہ مغفرت، ششم: سورہ الثانیہ۔ وہمدریں سورہ ہفت حرف نیست وینامدہ است؛ اول: حرف ث، زیرا چہ اول: حروف ثُبُوْرٌ ست، خوانندہ اَلْحَمْدُ راباثبور کارے نیست، دویم: حرف جیم کہ جیم از جَهَنَّمُ ست، خوانندہ اَلْحَمْدُ باجہنم کارے نیست، سویم: حرف زی نیست کہ زی از زَقُّوْمُ ست، خوانندہ اَلْحَمْدُ با زقوم کارے نیست، چہارم: ش نیست کہ شین از شَقَاوَةٌ ست، خوانندہ اَلْحَمْدُ راباشقاوت کارے نیست، پنجم: حرف ظ نیست کہ ظ از ظُلْمَةٌ ست، خوانندہ اَلْحَمْدُ راباتاریکی کارے نیست، ششم: فاء نیست کہ فاء از فِرَاقٌ ست، خوانندہ اَلْحَمْدُ رابافراق کارے نیست، ہفتم: خ نیست کہ خ از خواری ست، خوانندہ اَلْحَمْدُ راباخوری کارے نیست۔ ودریں سورہ ہفت آیت است، امام ناصر بستی﵀ می نویسد: کہ دریں سورہ ہفت آیت ست ودر تن ہفت اندام آفریدہ اند، ہر آں بندہ کہ ایں ہفت آیت بخواند حق سبحانہ وتعالیٰ ہر اندمی ہر اندامی راازہفت دوزخ نگاہدارد۔

ইমাম নাজমুদ্দীন আন-নাসাফী ﵀ বলেন,

وَلَيْسَتْ فِيْهَا سَبْعَةُ أَحْرُفٍ: الثَّاءُ وَالْجِيْمُ وَالْخاءُ وَالزَّايُ وَالشِّيْنُ وَالظَّاءُ وَالْفَاءُ، وَفِيْ بَعْضِ الْآثَارِ: أَنَّ الْحِكْمَةَ فِيْهَا: أَنَّ الثَّاءَ مِنَ الثُّبُوْرِ، وَالْجِيْمَ مِنَ الْجَحِيْمِ، وَالْخَاءَ مِنَ الْخَوْفِ، وَالزَّايَ مِن الزَّقُّوْمِ، وَالشِّيْنَ مِن الشَّقَاوَةِ، وَالظَّاءَ مِنَ الظُّلْمَةِ، وَالْفَاءَ مِنَ الْفِرَاقِ، ومُعتَقِدُ هَذِهِ السُّوْرَةِ وَقَارِئُهَا عَلَى التَّعْظِيْمِ وَالْحُرْمَةِ آمِنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ السَّبْعَةِ.



ঘুমানোর সময় এবং ঘুম হতে জেগে উঠলে এ দোয়া পড়বে অবশ্য সে কিয়ামতের ভয়ানক যাতনাসমূহ হতে রক্ষা পাবে।’ দোয়াটি হচ্ছে,

«سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدْ، سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدْ، سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدْ، سُبْحَانَ مَنْ رَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدْ، سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَىٰ مَاءٍ جَمَدْ، سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ وَأَحْصَاهُمْ عَدَدْ، سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدْ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدْ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا».

‘পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি শাশ্বত-চিরন্তন সত্তার, পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি একমাত্র-একক সত্তার, পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি স্বতন্ত্র-অমুখাপেক্ষী সত্তার, পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি কোনো স্তম্ভ ছাড়াই আকাশকে উপরে স্থাপনকারী সত্তার, পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি সেই সত্তার যিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন হিমায়িত পানির ওপর, পবিত্র জ্ঞাপন করছি সেই সত্তার যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং গণনা করেছেন তাদেরকে সংখ্যায়, পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি সেই সত্তার যিনি রিজিক বণ্টন করেছেন এবং কাউকে ভুলে যাননি, পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি সেই সত্তার যিনি সঙ্গিণী গ্রহণ করেননি, না কোনো সন্তান নিয়েছেন, পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি সেই সত্তার যিনি কাউকে জন্ম দেননি, না কেউ তাঁকে জন্ম দিয়েছে এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।’[১]

## সূরা বাকারার বিশেষ গুণাবলি

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ».

‘যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘর হতে শয়তান পলায়ন করে।’[২]

---

[১] (ক) শামসুদ্দীন আল-ওয়াসিতী, ***মাজাউল আহবাব***, খ. ২, পৃ. ৩১১; (খ) আল-বুজায়রমী, ***তুহফাতুল হাবীব আলা শারহিল খতীব***, খ. ১, পৃ. ৪৩১-৪৩২; (খ) ইবনে আবিদীন, ***রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার***, খ. ১, পৃ. ৫১, অবশ্য গ্রন্থকারের বর্ণনায় سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ وَأَحْصَاهُمْ عَدَدْ বাক্যটি ছিল না, এটি উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ থেকে সংযোজিত।—স. চৌ.

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৫; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ১, পৃ. ৫৩৯, হাদীস: ৭৮০, হজরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ বলেছেন, ‘তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিয়ো না। ...।’—স. চৌ.

অপর এক রেওয়ায়তে আছে যে,

‘পলায়নের পর তিন দিন পর্যন্ত সেই ঘরে আসে না। রাত হোক বা দিন।’[১]

হাদীসে মরফূয়ে (এসেছে),

«اقْرَؤُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ».

‘নিশ্চয়ই সেটি (সূরা বাকারাকে) গ্রহণ করা বরকত এবং সেটি ত্যাগ করা হাসরত (আফসোস ও অনুশোচনার)। আর সেটিকে যাদুকরগণ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।’[২]

মোদ্দা কথা হচ্ছে, এর তেলাওয়াত দ্বারা খোদ শয়তানের ক্রিয়া, যাদু ইত্যাদি ঘর হতে ঘর হতে দূর হয়ে যায়। অতএব কমপক্ষে দৈনিক একবার পড়া উত্তম। (গ্রন্থকারের পক্ষ হতে)।

## সূরা বাকারার শেষ দিকের আয়াতের ফযীলত

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

‘রসুল বিশ্বাস রাখেন সেসব বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৫; (খ) ইবনে হিব্বান, ***আস-সহীহ,*** খ. ১, পৃ. ৩৩৫, হাদীস: ৪১৯, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِيْ بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

‘হজরত সাহল ইবনে সা’দ (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘প্রত্যেক বস্তুরই একটি চূড় আছে। কুরআনের চূড়া হচ্ছে সূরা আল-বাকারা। যে ব্যক্তি তার ঘরে এটি রাতে তেলাওয়াত করে তিন রাত তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি এটি দিনে তেলাওয়াত করে তিন দিন তার শয়তান প্রবেশ করবে না।”—স. চৌ.

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৬; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** খ. ১, পৃ. ৫৫৩, হাদীস: ৮০৪, হজরত আবু উমামা আল-বাহিলী ﷺ থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ বলেছেন, ‘...।’—স. চৌ.



তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা সেই বোঝা বহন করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর।’[১]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ কোনো ঘরে তিন রাত পড়া হলে সেই ঘরে শয়তান আসতে সক্ষম হয় না।[২] হজরত আবু মাসউদ ﷺ হতে হাদীসে মারফূয়ে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

‘যে লোক রাতে এ আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, তা তার সর্ববিষয় সম্পন্ন করে দেয়।’[৩]

হজরত আবু যর ﷺ-এর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيْهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَعَلَّمُوهُنَّ، وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ، فَإِنَّهَا صَلَاةٌ، وَقُرْآنٌ، وَدُعَاءٌ».

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:২৮৫-৩৮৬

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৮; (খ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান,*** খ. ৫, পৃ. ১৫৯-১৬০, হাদীস: ২৮৮২, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِيْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ».

‘হজরত নুমান ইবন বাশীর (ﷺ) থেকে বর্ণিত যে নবী করীম ﷺ বলেছেন, ‘আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ২ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তাআলা একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। এর থেকে তিনি দুটো আয়াত নাযিল করেছেন। যে দুটোর মাধ্যমেই তিনি সূরা বাকারা খতম করেছেন। যে বাড়িতে তিন রাত তা পাঠ করা হবে শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হয় না।”—স. চৌ.

[৩] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৮; (খ) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ,*** খ. ৬, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ৫০০৯ ও পৃ. ১৯৬, হাদীস: ৫০৫১; (গ) মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** খ. ১, পৃ. ৫৫৫, হাদীস: ৮০৮, হজরত আবু আবু মাসউদ আল-আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত, বিষয়টি গ্রন্থকারের কাছে উপেক্ষিত ছিল। তিনি এটিকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ-এর সম্পর্কিত করেছেন। বিষয়টি সংশোধিত।—স. চৌ.

‘হজরত রসুলে করীম ﷺ ফরমায়েছেন, ‘আমি সেই ধনাগার হতে এ আয়াতসমূহ পেয়েছি, যা আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থিত। তোমরা তা শেখ এবং তোমাদের স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাগণকেও শিক্ষা দাও। কারণ এটি কুরআন ও নামাজ এবং দোয়া অর্থাৎ নামাজি নামাজে এবং তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াতের মধ্যে প্রার্থনাকারী দোয়ায় তা পাঠ করবে।”[১]

## কষ্ট-মসিবত, দুঃখ-দুর্দশার সময়ের দোয়া

হজরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন যে, হজরত নবী ﷺ ফরমায়েছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا كَرَبَنِيْ أَمْرٌ إِلَّا تَمَثَّلَ لِيْ جِبْرِيْلُ ﵇، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْ: ...

‘যখনই আমি মসিবত-দুর্দশায় আক্রান্ত হয়েছি, জিবরাইল ﵇ মানবাকৃতি ধারণপূর্বক উপস্থিত হয়ে আমাকে এ দোয়া পড়তে বলেছেন। দোয়া:

«تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا»».

‘সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর ভরসা রাখি যাঁর মৃত্যু নেই। প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁরা ক্ষমতায়-রাজত্বে কোনো শরীক নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না। যে কারণে তাঁর অভিভাবকের বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।’[২]

হজরত আবু বাকরা ﵁ হাদীসে মারফু বর্ণনা করেন যে, বিপদগ্রস্তের দোয়া হচ্ছে,

«اللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَىٰ نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ».

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের প্রত্যাশী, তুমি আমাকে আমার প্রবৃত্তির হাতে সমর্পণ কর না এক মুহূর্তের জন্য। আর তুমি আমার সব ব্যাপার সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।’[৩]

---

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ১৮; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,* খ. ১, পৃ. ৭৫০, হাদীস: ২০৬৬

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ৩৩; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,* খ. ১, পৃ. ৬৮৯, হাদীস: ১৮৭৬

[৩] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ৩৩; (খ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ,* খ. ৩, পৃ. ২৫০, হাদীস: ৯৭০, তিনি বর্ণনা করেন,



**আরও একটি দোয়া:** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, হজরত নবী করীম ﷺ যখনই কোনো দুঃখ দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হতেন, তখনই বলতেন,

«يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ».

‘হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক, তোমার রহমতের দোহাইয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছি।’[১]

হজরত আলী ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَـمَّا كَانَ يَومُ بَدْرٍ قَاتَلْتُ شَيْئًا مِنْ قِتَالٍ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْظُرُ مَا صَنَعَ، فَجِئْتُ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ»، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ جِئْتُ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ لَا يَزِيْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ جِئْتُ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ ذَلِكَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

‘বদর যুদ্ধের দিন আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর আসলাম। দেখি হুজুর ﷺ কি করছেন? দেখলাম, তিনি সাজদায় অবস্থায় يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ বলছেন। আমি ফিরে চললাম। কিছুক্ষণ পর আবার আসলাম। তখনও হুজুর ﷺ সাজদায় বলছেন, يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ। এর বদদৌলত আল্লাহ তাঁকে জয়যুক্ত করেন।’[২]

(ইমাম নাসায়ী ﵀ কর্তৃক বর্ণিত)। এতে আল্লাহর ইসমে আযম আছে।[৩]

---

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «دَعَوَاتُ الْـمَكْرُوْبِ: اللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَىٰ نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ».

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ৩৩; (খ) আত-তিরমিযী, *আস-সুনান,* খ. ৫, পৃ. ৫৩৯, হাদীস: ৩৫২৪; (গ) আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা,* খ. ৯, পৃ. ২১২, হাদীস: ১০৩৩০, হজরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ হতে বর্ণিত; (ঘ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,* খ. ১, পৃ. ৬৮৯, হাদীস: ১৮৭৫, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ بِهِ هَمٌّ أَوْ غُمٌّ قَالَ: «يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ».

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ৩৩; (খ) আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা,* খ. ৯, পৃ. ২২৬, হাদীস: ১০৩৭২; (গ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,* খ. ১, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ৮০৯, বর্ণিত ভাষ্য ইমাম নাসায়ী ﵀-এর।—স. চৌ.

[৩] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ৩৩-৩৪; (খ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান,* খ. ২, পৃ. ৫২, হাদীস: ১৩০০, তিনি বর্ণনা করেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ جَالِسًا يَعْنِيْ: وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّيْ، فَلَمَّا رَكَعَ، وَسَجَدَ، وَتَشَهَّدَ دَعَا، فَقَالَ فِيْ دُعَائِهِ: اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ

## আয়াতুল কুরসীর ফযীলতসমূহ

হজরত আবু হুরায়রা ؓ-এর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এ আয়াতকে سَيِّدُ آيَاتِ الْقُرْآنِ (পবিত্র কুরআনের আয়াত সমুদয়ের সরদার) বলা হয়েছে। তাঁর মারফত হাদীসে মারফূয়ে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، لَا تُقْرَأُ فِيْ بَيْتٍ وَفِيْهِ شَيْطَانٌ، إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ».**

‘সূরা বাকারায় একটি আয়াত বিদ্যমান, যা সকল আয়াতে কুরআনীর সরদার। তা যে বাড়িতে তেলাওয়াত করা হয়, শয়তান সেই ঘর হতে বের হয়ে যায়। তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী।’[১]

*সহীহ মুসলিম* শরীফে বর্ণিত, হজরত রসুলে করীম ﷺ ফরমায়েছেন,

**«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ».**

‘সেই মনিবের কসম! যার অধিকারে আমার জান-প্রাণ রয়েছে, এ আয়াতুল কুরসীর এক জবান আর দুই ঠোঁট বিদ্যমান। সেই জবান আল্লাহর আরশের পায়ার নিকটে আল্লাহর তাসবীহ তকদীস পড়ে।’[২]

---

**وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، إِنِّيْ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «تَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا»؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيْمِ، الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ».**

‘হজরত আনাস ইবনে মালিক (ؓ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম অর্থাৎ তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল। যখন সে রুকূ-সাজদা এবং তাশাহহুদ পড়ে দোয়া করতে শুরু করল তখন সে তার দোয়ায় বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এ উসিলায় যে, সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তুমি পরম অনুগ্রহদাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। হে মহিমাময় এবং মহানুভব, হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তখন নবী (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, ‘তোমরা কি জান সে কিসের দ্বারা দোয়া করল?’ তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, ‘যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! সে আল্লাহর সেই মহান নাম দ্বারা দআ করেছে যা দ্বারা দোয়া করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন, আর যা দ্বারা কোনো কিছু চাওয়া হলে তা তিনি দান করেন।”—স. চৌ.

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৬; (খ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান,*** খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২৮৭৮; (গ) আল-হাকিম, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,*** খ. ২, পৃ. ২৮৫-২৮৬, হাদীস: ৩০২৬ ও ৩০৩০, বর্ণিত ভাষ্য ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিমের ؒ-এর।—স. চৌ.

[২] (ক) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ৫; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৬; (গ) মুসলিম, ***আস-সহীহ,*** খ. ১, পৃ. ৫৫৬, হাদীস: ৭১০; (ঘ) আবু দাউদ, ***আস-সুনান,*** খ. ২, পৃ. ৭২, হাদীস: ১৪৬০; (ঙ) আহমদ ইবনে হাম্বল, ***আল-মুসনাদ,*** খ. ৩৫, পৃ. ২০০, হাদীস: ২১২৭৮, গ্রন্থকারের বর্ণিত ভাষ্য মূলত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ؒ-এর। তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ أُبَيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ: «أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ»؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قَالَ: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ».**



সহীহ হাদীসে আরও বর্ণিত যে, ‘শয়তান উক্ত আয়াতের তেলাওয়াতকারীর নিকট ঘেঁষতে সক্ষম হয় না। এ সূরা বাকারা লিপিবদ্ধ করে কোনো মাল-মাত্তা বা কোনো সন্তানের ওপর স্থাপন করলে শয়তান তার নিকটে ঘেঁষতে পারে না।’[১]

হজরত আবু হুরায়রা ؓ-এর হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

**إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ».**

‘শয়তান স্বয়ং তাঁকে বলেছেন, তুমি উক্ত সূরা পড়তে থাক, তবে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত থাকবে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এ ব্যাপারে হজরত নবী করীম ﷺ শুনে আবু হুরায়রা ؓ-কে বললেন, ‘সে সত্যই বলেছে যদিও বা সে জঘন্য মিথ্যাবাদী।”[২]

হজরত নবী ﷺ আরও ফরমায়েছেন,

**عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ».**

‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের সময়ে বা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার বেহেশত দাখিল হওয়ার বাধা একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আর কিছু নেই। (মৃত্যু ঘটামাত্রই বেহেশতের নিয়ামত ভোগ করতে আরম্ভ

---

‘হজরত উবাই ইবনে কা’ব (ؓ) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আল্লাহর কিতাবে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড়?’ তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। কথাটি তিনি কয়েবার পুনরাবৃত্তি করেন। অতঃপর বললেন, আয়াতুল কুরসী। তিনি (নবী করীম ﷺ) বলেন, ‘হে আবুল মুনযির! মোবারক হোক তোমার ইলম। …।”

ইমাম মুসলিম ؒ ও আবু দাউদ ؒ উপর্যুক্ত বর্ণনার শুধু এতটুকু ভাষ্য বর্ণনা করেছেন।—স. চৌ.

[১] সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৬-১৭

[২] (ক) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** পৃ. ৫; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ১৭; (গ) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ,*** খ. ৪, পৃ. ১২৩, হাদীস: ৩২৭৫ ও খ. ৬, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ৫০১০, তিনি বর্ণনা করেন,

**عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ، قَالَ: «وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِيْ آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُوْلِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ».**

‘হজরত হুরায়রা (ؓ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমজানে প্রাপ্ত যাকাতের হেফাজতের দায়িত্ব দিয়েছেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি এসে খাদ্য-দ্রব্য উঠিয়ে নিতে উদ্যত হল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করে। তখন লোকটা বলল, …।’—স. চৌ.

করবে)।'[1]

ইমাম বূনী ﵀ এ আয়াতের ফযীলতের বর্ণনায় বলেন,

وَقَدْ صَنَّفَ الْإِمَامُ الْبُوْنِيُّ فِيْ فَضَائِلِهَا وَمَنَافِعِهَا مُصَنَّفًا مُفِيْدًا، ذَكَرَ فِيْهِ: أَنَّ مَنْ قَرَأَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِيْ مَوْضِعٍ خَالٍ، وَجَدَ فِيْ قَلْبِهِ حَالَةً لَمْ يَعْهَدْهَا، فَإِذَا دَعَا فِيْ تِلْكَ الْحَالَةِ اسْتُجِيْبَ لَهُ، قَالَ: وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَلَاثَ عَشْرَةِ مَرَّةً حَصَلَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ وَقَرَءُوْا هَذَا الْعَدَدَ فِيْ حَرْبٍ إِلَا غَلَبُوْا.

'যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন আসরের নামাজের পর নির্জন স্থানে এ আয়াতটি ১৭ বার পড়বে। সে নিজের অন্তরে এমন এক অবস্থা অনুভব করবে, যা আর কোনো সময়ে করেনি। ঠিক সেই অবস্থায় সে যা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে তা কবুল হবে। আর যে ব্যক্তি ৩ শত ১৩ পাঠ করবে। সে অগণিত কল্যাণ ও বেশুমার কল্যাণ হাসিল করবে। আর যে যুদ্ধে উক্ত সংখ্যায় পঠিত হবে তাতে তারই জয়ী হবে।'[2]

হজরত শারজী ﵀ ইরশাদ করেন যে,

إِعْلَمْ: أَنَّ لِهَذَا الْعَدَدِ سِرًّا عَظِيْمًا، وَهُوَ عَدَدُ الْمُرْسَلِيْنَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ، وَعَدَدُ أَصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْهِمْ: ﴿ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وَعَدَدُ أَهْلِ بَدْرٍ ﵃؛ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا أَضْعَافُهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ.

'এ সংখ্যার ভেতর এক মহান রহস্য বিদ্যমান। নবীয়ে মুরসালগণ (যারা শরীয়ত ও কিতাবসহ নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন)। আর যারা পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক পয়গাম্বারের কিতাব ও শরীয়তকে খাঁটিভাবে চালু রাখার জন্য প্রেরিত তাঁরা নবীয়ে গায়রে মুরসাল, তাঁরা ছিলেন ৩১৩ জন। আসহাবে

[1] (ক) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৫; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দাওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৭; (গ) আন-নাসায়ী, ***আস-সুনানুল কুবরা***, খ. ৯, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৯৮৪৮, হজরত আবু উমামা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ...।—স. চৌ.

[2] (ক) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৫; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দাওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৭; (খ) আল-বূনী, ***ফাযায়িলু খাওয়াসসি আয়াতিল কুরসী***, পৃ. ৫, ইমাম (আবুল আব্বাস) আল-বুনী (﵀) এর মাহাত্ম্য ও উপকারিতা বিষয়ে একটি উপকারী পুস্তিকা রচনা করেছেন, এতে তিনি বলেছেন যে, '...।' গ্রন্থকার সংখ্যাটি ৭০ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে উদ্ধৃত গ্রন্থের সবটিতে সেটি ১৭ বার বলেই উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই সংখ্যাটি সংশোধিত হয়েছে।—স. চৌ.



তালুত ছিলেন ৩১৩ জন, যাঁদের সম্পর্কে হক তাআলা ফরমায়েছেন, 'কত কত ক্ষুদ্র সংখ্যার সেনাবাহিনী বড় সংখ্যার সেনাবাহিনীর ওপর আল্লাহর হুকুমে জয়লাভ করেছে।'[1] হজরত ﷺ-এর আসহাব বদর ছিলেন ৩১৩ জন। তাঁরা তাঁদের কয়গুণ অধিক কাফির শত্রু সেনার ওপর জয়লাভ করেছিলেন।'[2]

তরীকতের পীর-মাশায়েখবৃন্দ হতে এ আয়াতুল কুরসীর বিশেষ তরতীব বর্ণিত আছে, যা নাঙ্গা অসির ন্যায় তা'সীর করে থাকে। তা হচ্ছে, একটা সময় নির্দিষ্ট করে ঠিক সেই নির্ধারিত সময়ে ৩৬০ বার পড়বে। তবে পড়া শুরু করার পূর্বে দরুদ শরীফ ১১ বার এবং নিম্নবর্ণিত দোয়া ১১ বার পড়বে। দোয়াটি হচ্ছে,

اللهُ الْكَافِيْ، وَقَصَدْتُّ الْكَافِيْ، وَوَجَدْتُّ الْكَافِيْ لِكُلِّ الْكَافِيْ، كَفَانِيْ، وَنِعْمَ الْكَافِيْ، وَللهِ الْحَمْدُ.

'আল্লাহই যথেষ্ট, তাঁর যথেষ্টতা আমার উদ্দেশ্য, প্রত্যেকর জন্য যিনি যথেষ্ট, তাঁর যথেষ্টতা আমি পেয়েছি। আর তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, কত চমৎকার যথেষ্টতা তাঁর, সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

অতঃপর আয়াতুল কুরসী পড়বে। আর সেটি শেষ করে নিম্নোক্ত দোয়া ১১ বার পড়বে,

يَا قَاهِرُ، ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيْدِ، أَنْتَ الَّذِيْ لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ.

'হে সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রম, তুমি সেই সত্তা যার প্রতিশোধ হবে অসহনীয়।'[3]

অতঃপর দরুদ শরীফ ১১ বার। আল্লাহর ফজলে এ তরতীবকে সকল উদ্দেশ্যের নিমিত্ত যথেষ্ট বলে ফরমায়েছেন। এ তরতীব আদায়ের কাজে বসবে কারও সাথে বাক্যালাপ করবে না। এ আয়াতুল কুরসীর সাথে আসমানের মঞ্জিলসমূহের বিশেষ সম্পর্ক নিহিত আছে। যেহেতু আসমানি মঞ্জিলের সংখ্যা যাতে সূর্য ভ্রমণ হয়েছে। (এছাড়া আরও বহু গভীর রহস্য এতে রয়েছে, যা আল্লাহঅলাগণ জানেন।)

## আয়াতুল কুরসীর উপকারিতা

হজরত কেবলা ﵀ ফরমায়েছেন যে, আয়াতুল কুরসীকে এ নিয়মে পড়া হলে

[1] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা***, ২:২৪৯

[2] (ক) আশ-শারজী, ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ***, পৃ. ৫; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দাওয়াদ দাওয়া***, পৃ. ১৭-১৮

[3] (ক) আবু তালিব আল-মক্কী, ***কুয়াতুল কুলূব***, খ. ১, পৃ. ১২৯; (খ) আস-সুয়ুতী, ***আল-হাওয়ী লিল ফতওয়া***, খ. ১, পৃ. ৪৪০

সকল রোগ ও মকসুদ সম্পর্কে যাদুর মতো তা'সীর করবে। নিয়ম হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِيْ ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۵۝٢٥٥﴾، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، ﴿لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ ۝٢٥٥﴾، حَاضِرٌ، نَاظِرٌ، ﴿وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ ۝٢٥٥﴾، قَادِرٌ، قَدِيْرٌ عَلَىٰ كُلِّ مَخْلُوْقٍ، ﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ ۝٢٥٥﴾، كَرِيْمٌ، رَحِيْمٌ، ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ ۝٢٥٥﴾، لَا خِلَافَ، وَلَا كَذِبَ، جَبَّارٌ، قَهَّارٌ، سَتَّارٌ، ﴿وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ ۝٢٥٥﴾، الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝٢٥٥﴾، حَافِظٌ، حَفِيْظٌ، رَقِيْبٌ، وَكِيْلٌ، نَاصِرٌ، نَصِيْرٌ، آمِيْنَ بِحَقِّ نَبِيِّ اللهِ، حَبِيْبِ اللهِ، مَحْبُوْبِ اللهِ؛ اسْمُهُ حَامِدٌ، أَحْمَدُ، مَحْمُوْدٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقَانِ، سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقَانِ، سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَبِحَقِّ أَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ، وَبِحَقِّ شَيْخِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِيْرِ مُحِيِّ الدِّيْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيِّ قدس سره، آمِيْنَ، آمِيْنَ، آمِيْنَ، أَغِثْنَا، يَا غِيَاثُ.

'পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।' আমি আশ্রয় প্রার্থনা আল্লাহর কাছে, 'যিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক।' যিনি শাশ্বত, চিরন্তন, 'তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না।' তিনি বিরাজমান, তিনি পর্যবেক্ষক 'এবং নিদ্রাও (তাঁকে স্পর্শ করতে পারে) না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর।' তিনি সক্ষম, তিনি সকল সৃষ্টির ওপর ক্ষমতাশীল। 'কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?' তিনি সম্মানিত, তিনি দয়াময়। 'দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন।' তাঁর বিরোধিতা চলে না, কোনো মিথ্যা নেই। তিনি পরাক্রান্ত, পরাক্রমশালী, তিনি অতি গোপনকারী। 'তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।' তিনি হেফাজতকারী, তিনি রক্ষাকারী, তিনি তত্ত্বাবধায়ক, তিনি কামিয়াবি দানকারী, তিনি সাহায্যকারী, তিনি ত্রাণকর্তা। আমীন, আল্লাহর নবী,



আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি, তাঁর নাম তওরাত, ইনজীল, যবুর ও ফুরকানে প্রশংসাকারী, প্রশংসিত, আমাদের সরদার যিনি তওরাত, ইনজীল, যবুর ও ফুরকানে মুহাম্মদ নামে খ্যাত, আমাদের সরদার হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উসিলায়, হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলী رضي الله عنهم-এর উসিলায় এবং নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলের শায়খ মীর মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির আল-জিলানী قدس سره-এর উসিলায়, আমিন, আমিন, আমিন, হে সাহায্যকারী, সাহায্য করুন।'

## বন্দির রেহায়ি সম্পর্ক

যদি কোনো ব্যক্তি বিনাদোষে বন্দি হয়ে পড়ে, তবে এ আয়াতে করীমাকে প্রতিদিন একশত ১৯ বার করে পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর রেহায়ি পাবে। আয়াতটি হচ্ছে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝١٠٠

'পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।' 'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[১]

**আরেকটি তদবীর:** কেউ না-হক বিনাদোষে কয়েদ হয়ে পড়লে, সে এ আয়াতসমূহ পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ সহসা মুক্তি লাভ করবে।[২] আয়াতসমূহ হচ্ছে,

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ؕ ۝٩٩ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ؗ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝١٠٠

'অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ চান তো শান্তিচিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের ওপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সাজদাবনত হল। তিনি বললেন, পিতা এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার স্বপ্নের বর্ণনা আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৩]

---

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউসুফ***, ১২:১০০

[২] আশরফ আলী থানভী, ***আ'মালে কুরআনী***, পৃ. ৭৯

[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউসুফ***, ১২:৯৯-১০০

## পলাতকের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে

জনৈক লোক এসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁-কে বলল, আমার দাস পালিয়েছে। আমাকে কোনো দোয়া শিক্ষা দিন যেন সেই পলাতক উপস্থিত হয়। তখন তিনি একটি আয়াত তাকে পাঠ করার জন্য শিক্ষা দিলেন। তা হচ্ছে,

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ
اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿۴۰﴾

‘অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার ওপর ঘন কালো মেঘ আছে। একের ওপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।’[১]

আর কেউ কেউ বলেন যে, এ আয়াতকে একটি গোলাকার বস্ত্রখণ্ডে দরুদ শরীফ পড়ার পর লিখবে এবং গোলকের মধ্যস্থলে পলাতকের নাম লিখবে। তারপর লিখিত সেই বস্ত্রখণ্ড এক পাক-পবিত্র জায়গার ওপর রেখে তার ওপর এক টুকরা লোহার বল্টুর খিল এমনিভাবে ঠুকবে, যাতে সেই বস্ত্রখণ্ড মাটির ভেতর ঢুকে যায়। কিন্তু এ কাজ এমন আঁধার জায়গায় হতে হবে যেখানে আলো যায় না আর মানুষ যাতায়ত করে না।

সে দাস বা দাসীর পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস থাকে, নিম্নে অঙ্কিত নকশাটি রুটির ওপর লিখে তাকে খাওয়াবে। সে পালাবে না। নকশাটি হচ্ছে,

| | | | |
|---|---|---|---|
| ق | ي | ب | ر |
| ب | ر | ق | ي |
| ب | ر | ي | ق |
| ق | ي | ر | ب |

**আরও একটি তদবীর:** যার দাস বা দাসী পালিয়ে যায়, সে প্রতিদিন সূরা শুআরা সাতবার সাতদিন পর্যন্ত পড়বে। ইনশাআল্লাহ পলাতক ফিরে আসবে।

**আরও একটি তদবীর:** কারও দাস বা দাসী পালিয়ে গেলে, সে দুইটি তাবিজ লিখবে। একটি ঘরের দরজায় ঝুলাবে, আরেকটি যেখানে সে থাকবে সেখানে একটি ভারি পাথরের তলে চাপা দেবে। তাবিজটি হচ্ছে,

اللّٰهُمَّ يَا رَادَّ الضَّالَّةِ، وَيَا هَادِيَ الْـمُضِلَّةِ أُرْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ، بِحَقِّ ﴿وَالضُّحٰى ﴿۱﴾

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নূর,* ২৪:৪০



وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿۲﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿۳﴾ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿۴﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ
فَتَرْضٰى ﴿۵﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿۶﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿۷﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿۸﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ
فَلَا تَقْهَرْ ﴿۹﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾﴾.

‘হে আল্লাহ! হে হারানো বস্তু প্রত্যাবর্তনকারী, হে হারানো বস্তু পথপ্রদর্শক। আমার হারানো বস্তু আমাকে ফেরত দিন।’ ‘শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাতের যখন তা গভীর হয়, আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কি আপনাকে এতিম হিসেবে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না; সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না। এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।’[১]

## মৃগীরোগ নিবারণ সম্পর্কে

যে ব্যক্তির মৃগী রোগ হয়, নিম্নোক্ত কালিমাগুলো পড়ে তার কানে ফুঁ দেবে। ইনশাআল্লাহ তখনই আরাম হবে। কালিমাগুলো হচ্ছে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ الٓمّٓصٓ ﴿۱﴾ طٰسٓمّٓ ﴿۱﴾ كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿۱﴾ يٰسٓ ﴿۱﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿۲﴾ حٰمٓ ﴿۱﴾
عٓسٓقٓ ﴿۲﴾ نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿۱﴾

‘মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি, মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ‘আলিফ-লাম-সোয়াদ।’[২] ‘তোয়া-সীন-মীম।’[৩], কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ।’[৪] ‘ইয়াসীন, প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম।’[৫] ‘হা-মীম। আইন-সীন ক-ফ।’[৬] ‘নূন। শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে।’[৭,৮]

**আরও একটি তদবীর:** যে ব্যক্তি মৃগীর পালা হয়, সে নিজেই প্রতিদিন নিজের মাথার ওপর হাত রেখে ১১ বার করে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। রোগ দূর হবে।

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আয-যুহা,* ৯৩:১-১১
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আ'রাফ,* ৭:১
[৩] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শুআরা,* ২৬:১ ও *সূরা আল-কাসাস,* ২৮:১
[৪] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা মারয়াম,* ১৯:১
[৫] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ইয়াসীন,* ৩৬:১-২
[৬] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আশ-শূরা,* ৪২:১-২
[৭] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-কলম,* ৬৮:১
[৮] আশরফ আলী থানভী, *আ'মালে কুরআনী,* পৃ. ৪১-৪১

**আরও একটি তদবীর:** কারও মৃগী রোগ হলে তার কপালের ওপর পবিত্র নাম يَا نُوْرُ-কে এ আকৃতিতে (نَ وَ رَ) পাঁচবার লিখবে। মৃগী রোগ আরোগ্য হয়ে যাবে।

## আশ্চর্যজনক তদবীর চক্ষুশূল সম্পর্কে

চক্ষুশূল দূর করার জন্য নিম্নলিখিত তাবিজ লিখে চোখে লাগাবে। আরেকটি লিখে তাবিজ বেঁধে দেহে লটকাবে। তাবিজটি হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ﴿۳۵﴾ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ حَسْبِىَ اللّٰهُ الصَّمَدُ ○ يَا غِيَاثِيْ فِي الشَّدَائِدِ ○ حَسْبِىَ اللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الرَّمَدُ الْمَرْمُوْدُ الْمُتَمَسِّكُ بِعُرُوْقِ الرَّأْسِ وَالْجُلُوْدِ، فَإِنِّيْ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِيُوْسُفَ بْنِ يَعْقُوْبَ، وَبِقَمِيْعِهِ الْمَقْدُوْدِ، وَبِحَقِّ تَوَرَاةَ مُوْسٰى وَإِنْجِيْلَ عِيْسٰى وَزَبُوْرَ دَاوُدَ، وَبِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ سِرَاجُ الْوُجُوْدِ وَسِرَاجُ الرَّبِ الْمَعْبُوْدِ، إِذْهَبْ أَيُّهَا الرَّمَدُ عَنْ حَامِلِ كِتَابِيْ هٰذَا، بِحَقِّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَبِأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

'মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি, মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' 'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তেল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তেল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।'[১] 'বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।'[১] অমুখাপেক্ষী আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। কঠিন অবস্থায় হে

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আন-নূর*, ২৪:৩৫
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইখলাস*, ১১২:১



সাহায্যকারী। অমুখাপেক্ষী আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।'[১] 'আমি তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি, মাথা ও চামড়ার শিরার সাথে আঁকড়ে থাকা পীড়াদায়ক হে চক্ষুশূল, আমি তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি হজরত ইউসুফ ইবনে ইয়াকব (ﷺ)-এর, তার ছেঁড়া কুর্তার, হজরত মুসা (ﷺ)-এর তাওরাত, হজরত ঈসা (ﷺ)-এর ইনজীল, হজরত দাউদ (ﷺ)-এর যবুর ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের উসিলায় এবং সৃষ্টিজগতের সূর্য ও মহাউপাস্য রাজাধিরাজের সূর্য হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উসিলায়। হে চক্ষুশূল, চলে যাও এ পত্রের বহনহারী থেকে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই—একথার দোহাই, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত—একথার হাজার হাজার দোহাই। হে আল্লাহ, আমাদের সরদার হজরত মুহাম্মদ (ﷺ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর সালাম ও শান্তি প্রেরণ করুন।'[২]

## শিশুদের নিরাপত্তার জন্য

বদনজর দূর করতে এবং শিশুকে অন্যান্য আপদ হতে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নে অঙ্কিত তাবিজ গলায় ঝুলাবে। ইনশাআল্লাহ হেফাজতে থাকবে। তাবিজটি হচ্ছে,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| رَحِيْمِ | الرَّ | الرَّحْمٰنِ | اللهِ | بِسْمِ |
| الْعَظِيْمُ | الْعَلِيُّ | وَهُوَ | حِفْظُهُمَا | وَلَا يَئُوْدُهٗ |
| الْعَظِيْمِ | الْعَلِيِّ | اِلَّا بِاللهِ | وَلَا قُوَّةَ | لَا حَوْلَ |
| الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ | اِلَّا بِاللهِ | لَا قُوَّةَ | اللهُ | مَا شَآءَ |

## মকদ্দমায় জয়যুক্ত হওয়ার বর্ণনা

মকদ্দমায় জয়লাভের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত ১১ দিন পর্যন্ত মাগরিবের নামাজের পর পূর্ণ মনোযোগ সহকারে এ আয়াত করীমা ৩৪০ বার করে পড়বে, ইনশাআল্লাহ মকদ্দমায় জয়লাভ হবে। আয়াতে করীমাটি হচ্ছে,

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ﴿۸۷﴾

'তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।'[১]

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-ইখলাস*, ১১২:৩-৪
[২] আল-বূনী, ***শামসুল মাআরিফ আল-কুবরা***, পৃ. ২৩৯
[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:৮৭

**আরও একটি তদবীর:** মকদ্দমায় জয়লাভের জন্য এ দোয়াও বেশ কার্যকর ও পরীক্ষিত। দোয়াটি হচ্ছে,

نَجَاةٌ مِنْكَ سَيِّدِ الْكَرِيْمِ، خَلِّصْنَا بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

‘পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি—একথার উসিলায় আমাকে মুক্তি দিন, নাজাত দিন হে দয়াময়ের সরদার।’

**আরও একটি তদবীর:** কেউ কোনো বিপদে পড়লে বা কোনো প্রকার দায়ের হলে, তবে এ আমলটি ক্রমাগত তিনদিন পর্যন্ত করবে। এর নিয়ম হচ্ছে: জোহরের নামাজের পর তিনজন বা পাঁচজন বা সাতজন বেজোড় সংখ্যক লোক বসে প্রতিদিন ১২ হাজারবার করে তিনদিন পর্যন্ত পড়বে, খতম করার পর মিষ্টান্ন বণ্টন করবে এবং যারা পড়েছে, তাদেরকে নগদ টাকা-পয়সা দেবে। আর যথাসম্ভব দান-খায়রাত করতে অবহেলা না করবে। এ আমল বেশ কার্যকর ও পরীক্ষিত। সেই আমল হচ্ছে,

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْٓ إِلَى اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

‘আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।’[১]

উপরোক্ত আমল দৈনিক ১২ হাজার পড়ে নিম্নোক্ত দোয়া অজুর সাথে যতবার সম্ভব হয় পাঠ করবে। দোয়াটি হচ্ছে,

يَا حَيُّ، يَا عَلِيْمُ، يَا عَزِيْزُ، يَا كَرِيْمُ، سُبْحَانَكَ يَا كَرِيْمُ، توكنى كَانَ صعب را سليم،

بِحَقِّ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ ﴾.

‘হে চিরঞ্জীব, হে জ্ঞানী, হে পরাক্রমশালী, হে দয়াময়, তোমারই পবিত্রতা প্রকাশ করছি দয়াময়। তুমিই পার কঠিন সমস্যার সমধান করতে। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি[২]—একথার উসিলায়।’

## খতমে খাজেগানের দাওয়াত

হজরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী ﷺ, খাজা আবদুল খালেক গজওয়ানী ﷺ, খাজা ইউসুফ হামদানী ﷺ, খাজা আলী রামীতানী ﷺ, খাজা আরিফ আবু বকরী ﷺ, খাজা আবুল হাসান খারাকানী ﷺ ও খাজা বায়েজীদ বোস্তামী ﷺ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি এ খতম বরাবর তিনদিন পড়বে, আল্লাহ পাক তার এক হাজার হাজত পূরণ করবেন। নিম্নবর্ণিত তরতীব মতে এ খতমে খাজেগান পড়বে এবং দরুদ ব্যতীত বাকি

[১] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা গাফির,* ৪০:৪৪
[২] আল-কুরআনুল করীম, *সূরা ফাতিহা,* ২:৪



সবগুলো বিসমিল্লাহর সাথে পড়বে।[১]

**খতমে খাজেগানের তরতীব:**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | সূরা ফাতিহা | ৮ বার |
| ২. | দরুদ শরীফ | ১০০ বার |
| ৩. | সূরা আলাম নাশরাহ লাক (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ)[২] | ৬৯ বার |
| ৪. | সূরা ইখলাস | ১০০১ বার |

অতঃপর পুনরায় সূরা ফাতিহা সাতবার, দরুদ শরীফ ১০০ বার এবং কিছু পরিমাণ মিঠাই এনে ফাতিহা পাঠ করে উপরোক্ত বুজুর্গানে খাজেগানের প্রতি ইসালে সওয়াব করে মিষ্টান্ন বণ্টন করবে।[৩] এ আমলের ওপর সমুদয় পীর-মাশায়েখ একমত। হজরত শাহ আবদুল আজীজ ﷺ ও এ খতমকে ক্রিয়াশীল এবং পরীক্ষিত বলেছেন।[৪]

## দীনী ও দুনিয়াবি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার জন্য আরেক প্রকার খতমে খাজেগান:

প্রাচীন সালিহীন বুজুর্গানে দীন হতে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি এ খতম পড়বে তার সকল প্রকার দীনী ও দুনিয়াবি হাজত ও অভাব পূরণ হবে। তরতীব হচ্ছে,

| | | |
|---|---|---|
| ১. | সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ | ৮ বার |
| ২. | দরুদ শরীফ | ১০০ বার |
| ৩. | সূরা আলাম নাশরাহ লাক (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ)[৫] | ৭৯ বার |
| ৪. | সূরা ইখলাস | ১০০০ বার |
| ৫. | পুনরায় সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ | ৮ বার |
| ৬. | দরুদ শরীফ | ১০০ বার |
| ৭. | يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ[৬] | ১০০ বার |
| ৮. | يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ[৭] | ১০০ বার |
| ৯. | يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ[৮] | ১০০ বার |

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ১৬৬; (খ) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার,*** পৃ. ২১২-২১৩
[২] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের চতুর্নবতি সূরা: *সূরা আল-ইনশিরাহ*—স. চৌ.
[৩] (ক) আন-নাযিলী, ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার,*** পৃ. ২১৩; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ১৬৫-১৬৬
[৪] সিদ্দীক হাসান খান, *আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* পৃ. ১৬৭-১৬৮
[৫] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের চতুর্নবতি সূরা: *সূরা আল-ইনশিরাহ*—স. চৌ.
[৬] অর্থ: ‘হে হাজত পূর্ণকারী।’—স. চৌ.
[৭] অর্থ: ‘হে প্রয়োজনীতার জন্য যথেষ্ট।’—স. চৌ.
[৮] অর্থ: ‘হে রোগ নিরাময়কারী।’—স. চৌ.

| | | |
|---|---|---|
| ১০. | يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ[1] | ১০০ বার |
| ১১. | يَا حَلَّ الْمُشْكِلَاتِ[2] | ১০০ বার |
| ১২. | يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ[3] | ১০০ বার |

এটিকেও খতমে খাজেগান বলা হয়।

**আরও একপ্রকার খতমে খাজেগান:** আমাদের হজরত কেবলা ﷺ-এর সুদীর্ঘ সময় রোগাক্রান্ত থাকাকালে এবং অন্যান্য বিপদ-মসিবতের সময়ে আমরা তাঁরই আদেশ অনুযায়ী সর্বদা দাওয়াতে খাজেগান নিম্নবর্ণিত নিয়মে পড়তাম। নিয়ম-তরতীব হচ্ছে,

| | | |
|---|---|---|
| ১. | আস্তগফিরুল্লাহ (أَسْتَغْفِرُ اللهَ) সম্পূর্ণ[4] | ৭ বার |
| ২. | দরুদ শরীফ | ১০ বার |
| ৩. | لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ[5] | ৩৬০ বার |
| ৪. | সূরা আলাম নাশরাহ লাক (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ)[6] | ৩৬০ বার |
| ৫. | لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ[7] | ৩৬০ বার |
| ৬. | সূরা ইখলাস | ১০০০ বার |
| ৭. | يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ[8] | ১০০ বার |
| ৮. | يَا كَفِيَ الْمُهِمَّاتِ[9] | ১০০ বার |
| ৯. | يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ[1] | ১০০ বার |
| ১০. | يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ[2] | ১০০ বার |

[1] অর্থ: 'হে দুর্দশা প্রতিরোধকারী।'—স. চৌ.
[2] অর্থ: 'হে সমস্যার সমাধানকারী।'—স. চৌ.
[3] অর্থ: 'হে মর্যাদা বুলন্দকারী।'—স. চৌ.
[4] পূর্ণরূপ হচ্ছে, أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ, অর্থ: 'আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।'—স. চৌ.
[5] (ক) আল-বাযযার, *আল-মুসনাদ*, খ. ১৭, পৃ. ৯২, হাদীস: ৯৬৩৫; (খ) আত-তাবারানী, *আদ-দুআ*, পৃ. ২১২, হাদীস: ৬৬৬; (গ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন*, খ. ১, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ১৯০১, অর্থ: 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, কোনো পরিত্রাণ নেই।'—স. চৌ.
[6] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের চতুর্নবতি সূরা: *সূরা আল-ইনশিরাহ*—স. চৌ.
[7] (ক) আল-বাযযার, *আল-মুসনাদ*, খ. ১৭, পৃ. ৯২, হাদীস: ৯৬৩৫; (খ) আত-তাবারানী, *আদ-দুআ*, পৃ. ২১২, হাদীস: ৬৬৬; (গ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন*, খ. ১, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ১৯০১, অর্থ: 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, কোনো পরিত্রাণ নেই।'—স. চৌ.
[8] অর্থ: 'হে হাজত পূর্ণকারী।'—স. চৌ.
[9] অর্থ: 'হে প্রয়োজনীতার জন্য যথেষ্ট।'—স. চৌ.
[1] অর্থ: 'হে দুর্দশা প্রতিরোধকারী।'—স. চৌ.
[2] অর্থ: 'হে রোগ নিরাময়কারী।'—স. চৌ.



| | | |
|---|---|---|
| ১১. | يَا حَلَّ الْمُشْكِلَاتِ[1] | ১০০ বার |
| ১২. | يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ[2] | ১০০ বার |
| ১৩. | يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ[3] | ১০০ বার |

এখানে মাঝে মাঝে নিজের মকসুদের খেয়াল করে এভাবে পড়বে, يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ هَيِّئْ لَنَا سَبَبًا مَا لَا نَسْتَطِيْعُ لَهُ طَلَبًا (আমার মুরশিদ ﷺ এভাবে ফরমায়েছেন।)

| | | |
|---|---|---|
| ১৪. | يَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ[4] | ১০০ বার |
| ১৫. | يَا مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ[5] | ১০০ বার |
| ১৬. | يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ[6] | ১০০ বার |
| ১৭. | দরুদ শরীফ | ১১ বার |

আমাদের হজরত কেবলা ﷺ ফরমায়েছেন, উপরোক্ত দোয়াসমূহের মধ্যে প্রত্যেকটি বহু পরীক্ষিত বিষপাথরের মতোই ক্রিয়াবিশিষ্ট। প্রার্থী নিজের হাজতের প্রতি লক্ষ করে এর মধ্যে কোনো কোনোটির সংখ্যা বাড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন আমরা অনেক সময়ে يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-কে ৫০০ বার পড়ে থাকি।

**আরও একটি তদবীর:** কোনো গুরুতর সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হলে এ দোয়া ক্রমাগত ১০ দিন প্রতিদিন ১০ বার করে পড়বে। ইনশাআল্লাহ হাজত পূরণ হবে। দোয়াটি হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، يَا قَدِيْمُ، يَا دَائِمُ، يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ، يَا فَرْدُ، يَا وِتْرُ، يَا وَاحِدُ، يَا أَحَدُ، يَا صَمَدُ، يَا ﴿لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝﴾، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ.

'পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।' হে আল্লাহ হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ও হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত ও শান্তি প্রেরণ করো। হে শাশ্বত, হে চিরন্তন, হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক, হে স্বতন্ত্র, হে বেজুড়, হে এক, হে একক, হে অমুখাপেক্ষী, হে সেই সত্তা 'যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং

[1] অর্থ: 'হে সমস্যার সমাধানকারী।'—স. চৌ.
[2] অর্থ: 'হে মর্যাদা বুলন্দকারী।'—স. চৌ.
[3] অর্থ: 'হে বস্তুসমগ্রের কার্যকারণ।'—স. চৌ.
[4] অর্থ: 'হে দ্বার উন্মোচনকারী।'—স. চৌ.
[5] অর্থ: 'হে ডাকে সাড়াদানকারী।'—স. চৌ.
[6] অর্থ: 'হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়।'—স. চৌ.

তার সমতুল্য কেউ নেই।'[১] হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ও হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত প্রেরণ করো।'

## শিশুদের অতিরিক্ত কান্না নিবারণ

শিশু যদি খুব বেশি কাঁদে, তবে (১) আল-হামদুলিল্লাহ শেষ পর্যন্ত তিনবার, (২) সূরা কাফিরূন সম্পূর্ণ তিনবার, (৩) সূরা ইখলাস সম্পূর্ণ তিনবার, (৪) সূরা ফালাক সম্পূর্ণ তিনবার, (৫) সূরা নাস তিনবার পড়ে শিশুর গায়ে মাথায় ফুঁ দেবে। শিশু খুব কম কাঁদবে এবং সকল বালা-বিপদ হতে সুরক্ষিত থাকবে।

**আরও একটি তদবীর:** সূরা ফাতিহা আর সূরা ইখলাস ও সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তারপর এ দোয়াটি وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾[২] লিখে তাবিজ করে শিশুর গলায় দেবে।

**আরও একটি তদবীর:** এ তাবিজ লিখে বাচ্চার গলায় বেঁধে দেবে। আল্লাহর ফজলে বদনজর ভীতি নিদ্রাবস্থায় ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে, কেঁপে উঠা ইত্যাদি হতে নিরাপদে থাকবে। তাবিজটি হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ، تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ أَلْفِ أَلْفٍ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، يَا اللهُ، يَا حَافِظُ، يَا نَاصِرُ، يَا شَافِيُ، يَا كَافِيُ، وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ○ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾ بِحَقِّ رَسُوْلِ كَوْنَيْنِ ﷺ.

'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহ দ্বারা তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, শয়তান, প্রভাবশালী ও অশুভ দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আমি গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত—একথার হাজার হাজার নিরাপত্তা কবচে তোমার কাছে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ, হে হেফাজতকারী, হে সাহায্যকারী, হে নিরাময়কারী, হে যথেষ্ট সত্তাধিকারী। 'তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।'[১] 'তোমরা যে খয়রাত বা

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-ইখলাস,*** ১১২:৩-৪
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউসুফ,*** ১২:২১
অর্থ: 'আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'—স. চৌ.
[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:২৫৫



সদ্বায় কর কিংবা কোনো মানত কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই সেসব কিছুই জানেন। অন্যায়কারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[১] 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবিদানকারী।'[২] আমি গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই আল্লাহর তওফিক ব্যতীত। 'আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'[৩] দোজাহানের রসুল হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উসিলায়।'

**আরও একটি তদবীর:** যে শিশু নিদ্রাতাবস্থায় চমকে উঠে, ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে, এ আয়াতে মুআউয়াযাতায়ন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস)সহ লিখে বাচ্চার গলায় বাঁধবে।[৪] আয়াতটি হচ্ছে,

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

'যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের ওপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দিই।'[৫] 'দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না।'[৬]

ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।

## খতমে জালালী

খতমে জালালী এমন অবস্থায় পড়া যায়, যখন কোনো মারাত্মক বালা-মসিবত মাথার ওপর এসে পড়ে। যেমন কেউ বিনাকসুরে ফাঁসিতে চড়ার উপক্রম হয়েছে বা কোনো শত্রু সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে। মূলকথা হচ্ছে, এ রকম বিপদের জন্য পড়াতে হবে, যা টলানোর জন্য মানুষের তদবীর খাটছে না। অতএব এ দাওয়াত পাঠের জন্য যতজন লোক সালেহ (ধর্মভীরু ও সৎকর্মি) ও বিশ্বস্ত পাওয়া যায় নিযুক্ত করবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, তারা মিথ্যাবাদী, দুষ্কর্মি, পাপী, বেনামাজি জেনে শুনে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হতে পারবে না। আর বসার জন্য এমন স্থান নির্ণয় করবে, যা লোক চলাচলের পথ হতে পৃথক এবং এক কিনারায় হয়।

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-বাকারা,*** ২:২৭০
[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান,*** ৩:১৭৩
[৩] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইউসুফ,*** ১২:২১
[৪] আদ-দায়রবী, ***ফাতহুল মালিকিল মাজীদ,*** পৃ. ১৩২
[৫] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-কাহফ,*** ১৮:১০-১১
[৬] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা তহা,*** ২০:১০৮

**নিয়মাবলি:** ﷲ শব্দ ইসমে জাতকে এক লক্ষ ২৫ হাজারবার তত সংখ্যক কাগজ খণ্ডের ওপর লিখতে হবে। গমের আটা মলে রাখবে। লিখিত প্রত্যেক খণ্ড কাগজকে আটার ভেতর দিয়ে এক একটি গুলি (বটি) বানাবে। সেই গুলি সমুদয়ের ওপর দোয়ায়ে ইউনুস পড়ে সমস্ত বটি স্রোতশীল নদীতে মাছের আহারের জন্য ঢেলে দেবে।

শর্ত অনুযায়ী যোগ্য লোক বেশি সংখ্যায় পাওয়া গেলে সাতদিন পড়বে। নচেৎ ১২ দিন বা ১৫ দিনও পড়তে পারে। কিন্তু সাতদিনের কম সময়ে পড়া নিষিদ্ধ লেখা আছে। সম্ভব হলে সেই দাওয়াত পড়ার দিনগুলোতে তাদের আহার্য তরকারি সম্পর্কে লেহাজ রাখতে হবে। তাদের জন্য মাছ-গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ, বরং কোনো কোনো কিতাবে ডিম খাওয়াও নিষিদ্ধ লিখেছে।

আমরা এ মোবারক দাওয়াত আমাদের হজরত কেবলা ﵀-এর রোগাক্রান্ত থাকাকালে তাঁর তড়িৎ রোগের ও পাকিজা জীবনের এবং শক্তি ও স্বাস্থ্যযুক্ত দীর্ঘজীবনের জন্য একাধিকবার তাঁরই ইরশাদ অনুসারে পড়েছিলাম। নিম্নবর্ণিত তরতীব মতে। তা হচ্ছে,

ইসমে জাত ﷲ শব্দের ওপর বিসমিল্লাহ শরীফের সংখ্যা ৭৮৬ (ﷲ বা ٨٦) লিখে পূর্ণ বিসমিল্লাহর সাথে সূরা ইখলাস পাঠ করে আটার ভেতরে গুটি (বটি) বানিয়ে পূর্ণ সোয়া লাখ, বরং সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে ১০-১৫ হাজার গুলি বৃদ্ধি করে এসবের ওপর একদফা সূরা ইখলাস পাঠ করে পুনর্বার দোয়ায়ে ইউনুস ব্যাপকভাবে আদায় করে এক সুদীর্ঘ সব বিষয় সন্নিবেশিত মুনাজাতের পর পুণ্যবান আধ্যাত্মিক প্রেমপন্থিগণের এক জামাতসহ সেগুলোকে প্রবাহমান নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মাছের আহার হওয়ার জন্য নদী গর্ভে ঢেলে দিয়ে নদীর পাশে নৌকার ওপর কান্নাকাটি ও আহাজারির সাথে আবার মুনাজাত করা হয়।

**নোট:** এ দাওয়াত শরীফ পড়ার জন্য ২০ গজ সাদা কাপড়ের প্রয়োজন।

## খতবে বুখারী শরীফ

*সহীহ বুখারী* শরীফের সর্বগ্রহণীয়তা বিশ্বব্যাপক। পূর্বেকার আল্লাহভীরু মনীষীদের দস্তুর ছিল যে, কোনো এমন সমস্যা দেখা দিলে যার সমাধানের পথ দেখা যাচ্ছে না বা কেউ এমন রোগে আক্রান্ত হয়েছে, যার জন্য বহু চিকিৎসা করার পর নিরাশ হয়ে পড়েছে তখন বুখারী শরীফের খতম পড়ায়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া-মুনাজাত ও আহাজারি করতেন।

যেমন আমাদের হজরত কেবলা ﵀ রোগাক্রান্ত থাকাকালে সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত ১৩ নং বড় হাতিয়া ইউনিয়নের কুমিরাঘোনা গ্রামের এক নিরাপদ শান্তিময় স্থানের খানকা শরীফে যা বর্তমানে আমাদের জ্যোতির্ময় হৃদয় পীর সাহেব কেবলা[১] ﵀-

[১] অর্থাৎ বায়তুশ শরফের রূপকার ও হাদিয়ে জমান হজরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ﵀ (মৃ. ১৪০৮ হি.) উদ্দেশ্য।—স. চৌ.



এর পদার্পণের মহিমায় দীনী বাগান ও ইরম পুষ্পকুঞ্জের ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শহর চট্টগ্রামের ধনিয়ালাপাড়ায় ঢাকা ট্রাংক রোডের দক্ষিণাংশে অবস্থিত আমাদের হজরত কেবলা ﵀-এর আজিমুশ শান জ্বলন্ত স্মৃতিবাহক বায়তুশ শরফ নামক মনোরম দ্বিতল মসজিদে বহুবার এই খতমে বুখারী শরীফ পড়া হয়েছে।

আর এখনও বহু সরলপ্রাণ ধার্মিক ধনবান ভদ্র মহোদয় নিজগুণে এ বিষাদময় কালচক্রের মসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা নিবারণ ও শান্তি নিরাপত্তা স্থাপনার্থে সর্বদা এ খতম শরীফ পড়ে দরবারে ইলাহীতে দোয়া মুনাজাত ও আহাজারি করতেন।

এ খতম শরীফ এক বৃহত্তম অমোঘ ও বহু পরীক্ষিত তড়িৎ ক্রিয়া বিষপাথরই বটে। এতে অগণিত বিশেষ গুণাবলি বিদ্যমান। এর মধ্যে এটিও এক বিশেষত্ব যে, বুখারী শরীফের গ্রন্থকার হজরত আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী ﵀ এ গ্রন্থকে পবিত্র কুরআনের মতো ৩০ ভাগে (পারায়) বিভক্ত করে তাতে নবীবাণী সন্নিবেশিত করেছেন।

এ খতম শরীফ যুগের যোগ্যতম ফাজিল-কামিল ওলামা ব্যতীত অন্য আলেম দ্বারা পড়ানো সম্ভব নয়। বিশিষ্ট বাছাই করা সর্বজনস্বীকৃত বুখারী ও অপরাপর সিহাহ গ্রন্থের শিক্ষাপ্রাপ্ত মুত্তাকী খোদাভীরু ৩০ জন ওলামায়ে কেরাম দ্বারা খতম পড়ানো হয়। আল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে আমাদেরকে সকল কালচক্র ও ফিতনা-মসিবত হতে রক্ষা করুন।

## দাওয়াতে গাউসিয়া

সর্বপ্রথম বিশেষ মনোযোগের সাথে দুই রকআত নামাজ পড়বে। অতঃপর এ মোবারক দাওয়াত ১১ জন বা ১৩ জন বেজোড় সংখ্যায় লোক নির্বাচিত করে পড়বে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে যে উদ্দেশ্যে পড়া হয় তা হাসিল হবে। এতে পরীক্ষিত। তরতীব হচ্ছে,

| | | |
|---|---|---|
| ১. | ইস্তিগফার | ৩৬০ বার |
| ২. | সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহর সাথে | ৪১ বার |
| ৩. | সূরা ইয়াসীন শরীফ | ৪১ বার |
| ৪. | সূরা আলাম নাশরাহ লাক (اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ)[১] | ৫০০ বার |
| ৫. | দরুদে তুনজীনা পুরা | ১০০০ বার |
| ৬. | সূরা ইখলাস | ১০০০ বার |
| ৭. | সূরা ফাতিহা | ৭ বার |

[১] অর্থাৎ আল-কুরআনুল করীমের চতুর্নবতি সূরা: ***সূরা আল-ইনশিরাহ***—স. চৌ.

| | | |
|---|---|---|
| ৮. | يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ فِيْ دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ، يَا حَيُّ[১] | ৪১ বার |
| ৯. | কালিমায়ে তামজীদ[২] | ৪১ বার |
| ১০. | وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ[৩] | ৪১ বার |
| ১১. | لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ[৪] | ৩৬০ বার |
| ১২. | بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.[৫] | ৪১ বার |
| ১৩. | لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ[৬] | ৪১ বার |
| ১৪. | দোয়ায়ে ইউনুস[৭] | ৫০০ বার |
| ১৫. | দরুদ শরীফ | ১০০ বার |
| ১৬. | اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝٣٩[৮] | ১৯ বার |
| ১৭. | قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۝٢٦ শেষ পর্যন্ত[১] | ১৯ বার |

[১] (ক) আবু তালিব আল-মক্কী, ***কুয়াতুল কুলূব,*** খ. ১, পৃ. ১২৯; (খ) আস-সুয়ূতী, ***আল-হাওয়ী লিল ফতওয়া,*** খ. ১, পৃ. ৪৪০, অর্থ: 'হে চিরঞ্জীব, যখন কেউ জীবিত ছিল না তাঁর রাজত্বের দীর্ঘতায় ও স্থায়িত্বে, হে চিরঞ্জীব।'—স. চৌ.

[২] কালিমায়ে তামজীদ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ نُوْرًا يَهْدِي اللهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ، مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ إِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ।

অর্থ: 'তুমি (আল্লাহ) ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর নুর দিয়ে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন এবং মুহাম্মদ ﷺ রসুলগণের ইমাম ও সর্বশেষ নবী।'—স. চৌ.

[৩] অর্থ: 'আমার জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে তার অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন।'—স. চৌ.

[৪] (ক) আল-বাযযার, ***আল-মুসনাদ,*** খ. ১৭, পৃ. ৯২, হাদীস: ৯৬৩৫; (খ) আত-তাবারানী, ***আদ-দুআ,*** পৃ. ২১২, হাদীস: ৬৬৬; (গ) আল-হাকিম, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,*** খ. ১, পৃ. ৬৯৮, হাদীস: ১৯০১, অর্থ: 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, কোনো পরিত্রাণ নেই।'—স. চৌ.

[৫] অর্থ: 'আল্লাহর নামে শুরু করছি, যাঁর নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বোজ্ঞ।'—স. চৌ.

[৬] অর্থ: 'গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই সমুন্নত ও মহান আল্লাহর তওফিক ব্যতীত।'—স. চৌ.

[৭] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আম্বিয়া,*** ২১:৮৭, দোয়ায়ে ইউনুস হচ্ছে,

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٧

অর্থ: 'তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।'—স. চৌ.

[৮] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা ইবরাহীম,*** ১৪:৩৯, অর্থ: 'নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শুনেন।'—স. চৌ.

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আলে ইমরান,*** ৩:২৬, আয়াতটির পূর্ণরূপ হচ্ছে,

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢٦

অর্থ: 'বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।'—স. চৌ.



| | | |
|---|---|---|
| ১৮. | وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝[১] | ৪১ বার |

**নোট:** দাওয়াতে যে দোয়াগুলো বেশি সংখ্যায় পড়তে হয় সেসব দোয়া যোগদানকারীগণ বণ্টনপূর্বক পড়বেন।

## হৃদ-কম্পন দূর করার দোয়া

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ বলেন যে, হজরত নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে হৃদ-কম্পন দূর করার নিমিত্ত নিম্নে বর্ণিত কালিমাসমূহ শিক্ষা দিতেন,

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ عِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنَ».

'আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের উসিলায় আমি পানাহ চাইছি তাঁর গজব, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, (আরও পানাহ চাই) শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও উপস্থিতি থেকে।'

এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ﷺ ও ইমাম তিরমিযী ﷺ রেওয়ায়ত এনেছেন এবং ইমাম তিরমিযী ﷺ এটিকে হাদীসের মধ্যে হাসান গরীবের পর্যায়ভুক্ত এবং ইমাম হাকিম ﷺ ও এ হাদীসটি সংকলন করেছেন।[২]

## ইমাম জাফর সাদিক ﷺ-এর ফাতিহার মুস্তাহাব তরীকা

যার দ্বারা যে পরিমাণ সম্ভব আহার পাকাবে এবং এক পাক-সাফ জায়গায় রাখবে। তারপর তিন, পাঁচ, সাত বা ১১ বার, শুরুতে ও আখেরিতে দরুদ শরীফ পড়বে। তারপর চার কুল ও আর যে সূরা কুরআনের কণ্ঠস্থ আছে তা তেলাওয়াত করবে। অতঃপর দোয়ার জন্য হাত তুলে এভাবে ইসালে সওয়াব করবে,

ইয়া ইলাহী! এ পবিত্র কালাম এবং দরুদ শরীফ যা পড়েছি, এর সওয়াব এবং আহার-খানার সওয়াব আপনি আমাকে আমার কর্ম অনুসারে না দেবেন, বরং আপনার

[১] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আস-সাফ্‌ফাত,*** ৩৭:১৮১-১৮২, অর্থ: 'পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত।'—স. চৌ.

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, ***আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,*** পৃ. ৪৪; (খ) আবু দাউদ, ***আস-সুনান,*** খ. ৪, পৃ. ১২, হাদীস: ৩৮৯৩; (গ) আত-তিরমিযী, ***আস-সুনান,*** খ. ৫, পৃ. ৫৪১-৫৪২, হাদীস: ৩৫২৮; (ঘ) আল-হাকিম, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,*** খ. ১, পৃ. ৭৩৩, হাদীস: ২০১০, ইমাম আবু দাউদ ﷺ বর্ণনা করেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ: «أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ».

'হযরত আমর ইবন শুআইব ﷺ তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণিত করেন যে, রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বিপদের সময় এ দোয়া পড়তে বলতেন, '(অর্থ:) আল্লাহর পূর্ণ কালেমাসমূহের দ্বারা তাঁর গজব, তাঁর বান্দাদের খারাবি, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আমার নিকট তার উপস্থিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"—স. চৌ.

ফজল ও করমের যোগ্য মতে দেবেন। এ সওয়াব যা আপনার ফজল কর্ম অনুসারে দিচ্ছেন তা এক নগণ্য তোহফা হিসেবে আমি আপনার হাবীব মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর পাক আওলাদ এবং কারবালার সমস্ত শহীদের খেদমতে পেশ করছি যেন তা কবুল ফরমানো হয়।

হে আমার প্রভু! আপনার পরম প্রিয় নবী ﷺ ও তাঁর আওলাদে আতহার এবং শুহাদায়ে কারবালার মাধ্যমে এর সওয়াব সকল আম্বিয়ায়ে মুরসালীন ও সমুদয় আউলিয়া কেরামের খেদমতে বিশেষ করে হজরত ইমাম জাফর সাদিক ؓ-এর খেদমতে আর সকল মুমিন নর-নারী এবং আমার সকল সম্পর্কীয় বৃন্দের কাছে পৌঁছে দিন। আর আপনার এই সকল প্রিয় বান্দাগণের সদকায় বিশেষত হজরত ইমাম জাফর সাদিক ؓ-এর ইবাদত-রিয়াজতের সদকায় আমাদের দিলের মকসুদ সমুদয় হাসিল করে দিন। আর আমাদের সকলকেই ঈমানের দৃঢ়তা ও উভয় জগতের কৃতকার্যতা ও কামিয়াবি দান করুন।

**নোট:** ফাতিহার আহারীয় যিনি পাক করবেন, তার বস্ত্র পোশাকও পাক করার স্থান এবং অপরাপর সরঞ্জাম যা দ্বারা খানা পাকানো হচ্ছে সবকিছুই পাক-পরিস্কার হতে হবে এবং সে জায়গায় খুশবু ইত্যাদি জ্বালানো চাই। আর এ ফাতেহ রজব চাঁদের ২২ তারিখ ফজরের নামাজের পূর্বে হওয়া চাই।[১]

[১] মুনশী জমিল আহমদ জমিল, ***দাস্তানে আজীব***, পৃ. ১৫, তিনি লিখেছেন,

**فاتحہ کا مستحب طریقہ**

فاتحہ کا کھانا جو جس سے بن پڑے حسب مقدرت پکائے اور پاک وصاف جگہ میں رکھ کر تین، پانچ، سات یا گیارہ مرتبہ، اول وآخر درود شریف، الحمد شریف، چاروں قل اور سورتیں جو کچھ یاد ہوں پڑھ کر دعا کیواسطے ہاتھ اُٹھاوے اور ایصال ثواب اسطرح کرے:

الٰہی یہ کلام پاک اور درود شریف جو میں نے پڑھا ہے اسکا ثواب اور اس کہانے کا ثواب تو مجھ کو میرے عمل کے موافق نہ دے، بلکہ اپنے فضل وکرم کے موافق عطا فرما، یہ ثواب جو تو مجھے اپنے فضل وکرم سے عطا فرماتا ہے اُسکو بطور ایک ناچیز تحفہ کے اور بصور ایک حقیر ہدیہ کے تیرے حبیب مکرم محمدؐ رسول اللہ ﷺ اور اُنکی آل واصحاب وجملہ شہداء کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ: یہ قبول فرمایا جاوے۔ یا الٰہی بطفیل اپنے حبیب مکرم ﷺ اور اُنکی آل واصحاب وجملہ شہداء کربلا اسکا ثواب خدمت میں جملہ انبیاء مرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام والیاء کرام علیہم وجملہ اُمت واقارب اور خاص کر خدمت میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہونچا اور اِن سب کے صدقہ میں جو تیرے مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں اور خصوصاً حضرت امام جعفر صادقؓ کی عبادت وریاضت کی صدقہ میں ہماری دلی مقاصد برنا اور ہم سب کو درستی ایمان وفلاحِ دارین عطا فرما، آمین۔

**نوٹ:** فاتحہ کا کھانا پکانے والا، اسکے کپڑے اور جگہ جہاں کھانا پکایا جاوے یا فاتحہ ہوں اور سامان جس سے فاتحہ کا کھانا پکایا جاوے پاک وصاف ہوں۔



# উপসংহার

আমি এই উত্তম কিতাবটি এক চিত্তাকর্ষক আলোনায় বর্ণনার ওপর খতম করছি। মনোযোগের সাথে অধ্যায়ন করুন।

**লতীফা:** বর্ণিত আছে যে, চারজন দরবারে ইলাহীর নৈকট্যপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক মনীষী হজরত বায়েজীদ বোস্তামী ؓ-এর কাছে উপস্থিত হন। তখন মেহমানদারি হিসেবে তিনি তাদের সম্মুখে মধুর একটি পেয়ালা পেশ করেন, যার ওপর একটি চুল পড়েছিল। তখন মনীষীদের মধ্য হতে একজন বললেন, খোদাপ্রদত্ত নিয়ামত অর্থাৎ এ মধুর পেয়ালার চেয়েও পরিস্কার আর ইলম (বিদ্যা) মধুর চেয়েও অধিক মিষ্ট। সত্যবাদিতা ও সততা এ চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম।

আরেকজন বললেন, বেহেশত পরিস্কার কাঁচ ও পেয়ালার চেয়েও অধিক পরিস্কার। বেহেশতের নিয়ামতসমূহ মধুর চেয়েও মিষ্ট। আর পুলসিরাত এ চুলের চেয়েও চিকন। তখন তৃতীয়জন বললেন, মুমিনের দিল পেয়ালার চেয়েও পরিস্কার। আল্লাহর বাণী (কুরআন) মধুর চেয়েও অধিক মিষ্ট। আর হক কথা চুলের চেয়েও চিকন।

চতুর্থজন বললেন, ইসলাম নির্মল পেয়ালার চেয়েও উজ্জ্বল। নির্জন স্থানের ইবাদত মধুর চেয়েও অধিক মিষ্ট। আর পরহেজগারি চুলের চেয়েও সরু। তখন হজরত বায়েজীদ বোস্তামী ؓ বললেন, আল্লাহর মারেফাত এ পেয়ালার চেয়েও নির্মল। আর আল্লাহর মহব্বত মধুর চেয়েও মিষ্ট। আর আল্লাহর ভয় চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম।

**চমকপ্রদ:** কথিত আছে যে,

**وَكَانَ اسْمُهُ فِيْ سَمَاءِ الدُّنْيَا: الْعَابِدُ، وَفِيْ الثَّانِيَةِ: الرَّاكِعُ، وَفِي الثَّالِثَةِ: السَّاجِدُ، وَفِي الرَّابِعَةِ: الْخَاشِعُ، وَفِي الْخَامِسَةِ: الْقَانِتُ، وَفِي السَّادِسَةِ: الْمُجْتَهِدُ، وَفِي السَّابِعَةِ: الزَّاهِدُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ سُمِّيَ إِبْلِيْسٌ، لِأَنَّهُ أُبْلِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.**

‘মরদুদ ইবলিসের নাম প্রথম আসমানে عَابِدٌ (আবেদ) ছিল। দ্বিতীয় আসমানে رَاكِعٌ (রাকি’), তৃতীয় আসমানে سَاجِدٌ (সাজিদ), চতুর্থ আসমানে خَاشِعٌ (খাশি’), পঞ্চম আসমানে قَانِتٌ (কানিত), ষষ্ঠ আসমানে مُجْتَهِدٌ (মুজতাহিদ) ও সপ্তম আসমানে زَاهِدٌ (যাহিদ) ছিল। তারপর ইবলিস নামে আখ্যায়িত হল। কারণ (আত্মগরিমায় বিভোর হয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করাতে আল্লাহর নৈকট্য হতে বিতাড়িত হয়ে) সে আল্লাহর রহমত হতে সম্পূর্ণ নিরাশ এবং চিরবঞ্চিত হয়েছে।’[১]

সে আদেশ অমান্য করার কারণ দর্শিয়ে ছিল যে,

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

‘আমি আদম হতে উত্তম।’[২]

কাজেই আমি তাকে সাজদা করতে পারি না। শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার ﷺ সে বিষয়ে বলেন,

گفت شیطان من ز آدم بهترم ❋ تا قیامت گشت ملعون لا جرم

‘শয়তান বলল, আমি আদম হতে উত্তম। কাজেই চিরকালের জন্য মালউন হল।’[৩]

**শেষ বাক্য:** একথা ধ্রুব সত্য যে, কুরআনের ফযীলত ও মর্যাদা, বিশেষ গুণাবলি ও আমল কুরআন সম্পর্কে সহস্র কিতাব ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। আর সেসব সহীহ এবং সর্বজন স্বীকৃতও বটে। এ কারণে আমরা আমাদের এ কিতাবে সন্নিবেশিত বিষয়কে না বাড়িয়ে শুধু সেসব আয়াত ও দোআসমূহের ওপর সংক্ষিপ্ত করেছি, যেসব দোআ ও আয়াতে কুরআনী আমাদের হজরত কেবলা ﷺ-এর রোগাক্রান্ত থাকাকালে তাঁর জন্য আমরা পড়তাম।

মাননীয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ যে, সংকলনকারীর বিদ্যার অল্পতা বা অযোগ্যতার প্রতি লক্ষ না করে কিতাবে সন্নিবেশিত অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য একত্রিত ও বিস্তৃত মযমুন ও বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে মর্জি করবেন।

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ ❋ لَعَلَّ اللهُ يَرْزُقُنِي صَلَاحَا

[১] (ক) আস-সাফূরী, ***নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতাখাবুন নাফায়িস***, খ. ২, পৃ. ৩২; (খ) আস-সাফীরী, ***আল-মাজালিসুল ওয়া’যিয়া ফী শারহি আহাদীসি খায়রিল বারিয়া***, খ. ১, পৃ. ৩০১

[২] আল-কুরআনুল করীম, ***সূরা আল-আ’রাফ***, ৭:১২

[৩] ফরিদুদ্দীন আত্তার, ***ফন্দনামা***, পৃ. ৩০



‘আল্লাহ প্রেমিকগণকে মনে-প্রাণে ভক্তি মহব্বত করি। এ আশায় যে, (তাঁদের বুজুর্গির) আল্লাহ আমাকে স্বীয় প্রেম ও ধর্মভীরুতা দান করবেন।’[১]

সমাপ্ত

[১] আল-মুসতা’সিমী, ***আদ-দুররুল ফারীদ ওয়া বায়তুল কাসীদ***, খ. ২, পৃ. ১৭২, ক্র. ৫২৪

# গ্রন্থপঞ্জি


**॥আ॥**

১. *আল-কুরআনুল করীম*

২. আল-আইয়াশী : আবুন নাযর, মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ আল-আইয়াশী আস-সুলামী আস-সামারকন্দী (০০০-৩২০ হি. = ০০০-৯৩২ খ্রি.), ***তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,*** মুআস্‌সাসাতুল আ'লামী লিল-মাতবূআত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৩. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী: মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ ইবনে মুআযযম শাহ আল-কাশ্মীরী (১২৯২-১৮৭৫ হি. = ১৩৫৩-১৯৩৪ খ্রি.), ***ফয়যুল বারী আলা সহীহ আল-বুখারী,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

৪. আবু আলী আত-তাবারসী: আবু আলী, আমীনুদ্দীন, ফযল ইবনুল হাসান ইবনুল ফযল আত-তাবারসী (০০০-৫৪৮ হি. = ০০০-১১৫৩ খ্রি.), ***মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন,*** দারুল মুরতাযা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৫. আবু তালিব আল-মক্কী: মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আতিয়া আল-হারিসী (০০০-৩৮৬ হি. = ০০০-৯৯৬ খ্রি.), ***কুয়াতুল কুলুব ফী মুআমিলাতিল মাহবুব ওয়া ওয়াসফি তারীকিল মুরীদ ইলা মাকামিত তাওহীদ,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

৬. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), ***আস-সুনান,*** আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর সায়দা, বয়রুত, লেবনান

৭. আবু নসর আত-তাবারসী: রযিউদ্দীন, আবু নসর, হাসান ইবনুল ফযল ইবনুল হাসান ইবনুল ফযল আত-তাবারসী (০০০-৫৬০ হি. = ০০০-১১৬৪ খ্রি.), ***মাকারিমুল আখলাক,*** মুওয়াস্‌সাতুল আ'লামী লিল-মাতবূআত, বয়রুত, লেবনান (ষষ্ঠ সংস্করণ: ১৩৯২ হি. = ১৯৭২ খ্রি.)

৮. আবু নুআয়ম আল-আসবাহানী: আবু নুআয়ম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩-৪৩০ হি. = ৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.):
—***দালায়িলুন নুবুওয়াত,*** দারুন নাফায়িস লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)
—***হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া,*** দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)





৯. আবুত তায়সীর : সাইয়েদ, ওসমান ইবনে মুদ্দূখ ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ আল-হুসাইনী আশ-শাফিয়ী (০০০-১৩১৬ হি. = ০০০-১৮৯৯ খ্রি.), ***আল-আদলুশ শাহিদ ফী তাহকীকিল মাশাহিদ,*** আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়া লিত-তুরাস ও আল-জাযীরা লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩০ হি. = ২০০৯ খ্রি.)

১০. আবুল লায়স আস-সমরকন্দী: আবুল লায়স, ইমামুল হুদা, নসর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম আস-সমরকন্দী (০০০-৩৮৩ হি. = ০০০-৯৮৩ খ্রি.):
—***তাম্বীহুল গাফিলীন বি-আহাদীসি সাইয়িদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন,*** দারু ইবনি কসীর, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)
—***বুস্তানুল আরিফীন,*** মুআস্‌সাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

১১. আলী আল-মুত্তাকী : আলাউদ্দীন, আলী ইবনে হুসামউদ্দীন ইবনে কাযী খান আল-কাদিরী আশ-শাযিলী আল-হিন্দী আল-বুরহানপুরী আল-মাদানী আল-মক্কী আল-মুত্তাকী (৮৮৮-৯৭৫ হি. = ১৪৮৩-১৫৬৭ খ্রি.), ***কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল,*** মুআস্‌সাসাতুর রিসালা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত-তাওযী', বয়রুত, লেবনান (পঞ্চম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

১২. আশরফ আলী থানভী : হাকীমুল উম্মত, মাওলানা, আশরফ আলী ইবনে আবদুল হক আত-থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি. = ১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রি.), ***আ'মালে কুরআনী,*** দারুল ইশাআত, করাচি, পাকিস্তান

১৩. আহমদ ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), ***আল-মুসনাদ,*** মুআস্‌সাসাতুর রিসালা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত-তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

১৪. আহসান বিহারী : মাওলানা, সাইয়েদ মুহাম্মদ আহসান বিহারী, ***আহসানুল বায়ান ফী খাওয়াসসিল কুরআন,*** মাকতাবায়ে ইসহাকিয়া, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৩৯৮ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

**॥ই॥**

১৫. আল-ইতলীদী : মুহাম্মদ দিয়াব আল-ইতলীদী (০০০-১১০০ হি. = ০০০-১৬৮৯ খ্রি.), ***নাওয়াদিরুল খুলাফা = ই'লামুন নাস বি-মা ওয়াকাআ লিল-বারামিকা মাআ বনীল আব্বাস,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

১৬. আল-ইরাকী : আবুল ফযল, যায়নুদ্দীন, আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে ইবরাহীম আল-কুরদী আর-রাযনানী আল-মিহরানী আল-মিসরী আশ-শাফিয়ী (৭২৫-৮০৬ হি. = ১৩২৫-১৪০৪ খ্রি.), ***আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফী তাখরীজি মা ফিল ইয়াহইয়া মিনাল আখবার,*** দারু ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

১৭. আল-ইয়াফিয়ী : আফীফুদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ ইবনে আলী আল-ইয়াফিয়ী (৬৯৮-৭৬৮ হি. = ১২৯৮-১৩৬৭ খ্রি.), ***আদ-দুররুন নাযীম ফি খাওয়াসসিল কুরআন,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

১৮. ইবনুল গাযায়িরী : আবুল হুসাইন, আহমদ ইবনুল হাসান আল-গাযায়িরী আল-ওয়াসিতী আল-বাগদাদী, ***রিজালু ইবনিল গাযায়িরী,*** দারুল হাদীস লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর, কুম, ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

১৯. ইবনুয যারীস : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আইয়ুব ইবনে ইয়াহইয়া ইনুস যারীস ইবনে ইয়াসার আয-যারীস আল-বাজালী আর-রাযী (২০০-২৯৪ হি. = ৮১৫-৯০৬ খ্রি.), ***ফাযায়িলুল কুরআন ওয়া মা আনযালা মিনাল কুরআনি বি-মাক্কাতা ওয়া বিল-মাদীনা,*** দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', দামেশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

২০. ইবনুল মিবরাদ : জামালুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে হাসান ইবনে আহমদ ইবনে হাসান ইবনে আবদুল হাদী আস-সালিহী (৮৪০-৯০৯ হি. = ১৪৩৬-১৫০৩ খ্রি.), ***আল-ইস্তিআনা বিল-ফাতিহা ফী নাজাহিল উমূর,*** মাকতাবাতুল আবীকান, রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

২১. ইবনুস সালাহ : তকী উদ্দীন, আবু আমর, উসমান ইবনে আবদুর রহমান আশ-শাহরাযুরী (৫৫৭-৬৪৩ হি. = ১১৬১-১২৪৫ খ্রি.), ***ফাতাওয়া ইবনিস সালাহ,*** মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদীনা মুনাওয়াওয়ারা, সৌদি আরব ও আলামুল কুতুব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

২২. ইবনুল হাজ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাজ আল-আবদরী (০০০-৭৩৭ হি. = ০০০-১৩৩৬ খ্রি.), ***আল-মাদখাল,*** দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান

২৩. ইবনে আকীলা : আবু আবদুল্লাহ, জামালুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে সাইদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মক্কী আল-হানাফী (০০০-১১৫০ হি. = ০০০-১৭৩৭ খ্রি.) ***আয-যিয়াদাতু ওয়াল ইহসান ফী উলূমিল কুরআন,*** মারকাযুল বুহূস ওয়াদ দিরাসাত: শারজা বিশ্ববিদ্যালয়, শারজা, সংযুক্ত আরব-আমিরাত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

২৪. ইবনে আবিদীন : মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয আবিদীন আদ-দিমাশকী আল-হানাফী (১১৯৮-১২৫২ হি. = ১৭৮৪-১৮৩৬ খ্রি.), ***রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার = হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন = ফতোয়ায়ে শামী,*** দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

২৫. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯-২৩৫ হি. = ৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), ***আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার,*** মাকতাবাতুর রাশাদ লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

২৬. ইবনে আবু হাতিম : আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনযির আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী (২৪০-৩২৭ হি. = ৮৫৪-৯৩৮ খ্রি.), ***তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,*** মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', মক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

২৭. ইবনে আসাকির : তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দিমাশকী (৪৯৯-৫৭১ হি. = ১১০৫-১১৮৬ খ্রি.), ***তারীখু মদীনাতি দিমাশক ওয়া যিকরু ফাযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হাল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতাযু বনূহায়হা মিন ওয়ারিদিয়্যহা ওয়া আহলিহা = তারীখু দিমাশক,*** দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

২৮. ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সা'দ আল-জাওযিয়া (৬৯১-৭৫১ হি. = ১২৯২-১৩৫০ খ্রি.), ***যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল ইবাদ,*** মুআসসিসাতুর রিসালা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত-তাওযী', বয়রুত, লেবনান



ও মাকতাবাতুল মানার আল-ইসলামিয়া, কুয়েত (সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

২৯. ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী: আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হি. = ৮২৮-৮৮৯ খ্রি.), ***তাওয়ীলু মুখতালি মুখতালিফিল হাদীস,*** আল-মাকতাবুল ইসলামী লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৩০. ইবনে তাউস : সাইয়েদ রযিউদ্দীন, আলী ইবনে মুসা ইবনে জাফর ইবনে তাউস আল-হুসাইনী (৫৮৯-৬৬৪ হি. = ১১৯৩-১২৬৬ খ্রি.), ***ইকবালুল আ'মাল আল-হাসানা ফীমা ইউ'মালু মাররাতান ফিস সানাহ,*** দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, তেহরান, ইরান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৬৭ হি. শা. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৩১. ইবনে বাবাওয়াইহ : শায়খুস সুদূক, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে মুসা বাবাওয়াইহ আল-কুম্মী (৩০৬-৩৮১ হি. = ৯১৮-৯৯১ খ্রি.):

—***আল-আমালী,*** মুআস্‌সাসাতুল বা'সা, কুম, ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

—***ইলালুশ শারায়ি',*** আল-মাকতাবাতুল হায়দারিয়া, নজফ, ইরাক (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৩ হি. = ১৯৬৩ খ্রি.)

—***মান লা ইয়াহযুরুহুল ফকীহ,*** মুআস্‌সাসাতুন নাশর আল-ইসলামী, কুম, ইরান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

—***সাওয়াবুল আ'মাল ওয়া ইকাবুল আ'মাল,*** মানশূরাতুশ শরীফ আর-রিযা, কুম, ইরান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৩৬৪ হি. শা. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৩২. ইবনে বিসতাম : আবু আত্তাব আবদুল্লাহ ইবনে সাবূর আয-যাইয়াত ইবনে বিসতাম ও হুসাইন ইবনে সাবূর আয-যাইয়াত ইবনে বিসতাম আল-ওয়াসিতী আন-নায়সাপুরী, ***তিব্বুল আয়িম্মা আলায়হিমুস সালাম,*** আল-মাকতাবাতুল হায়দারিয়া, নজফ, ইরাক (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৫ হি. = ১৯৬৬ খ্রি.)

৩৩. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), ***আস-সুনান,*** দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭১ হি. = ১৯৫২ খ্রি.)

৩৪. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বাগদাদী (১৬৮-২৩০ হি. = ৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.), ***আত-তাবাকাতুল কুবরা,*** মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৩৫. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.):

—***আল-মাতালিবুল আলিয়া বি-যাওয়ায়িদিল মাসানীদ আস-সামানিয়া,*** দারুল আসিমা ও দারুল গায়স, রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

—***যাহরুল ফিরদাউস = আল-গারায়িবুল মুলতাফা মিন মুসনাদিল ফিরদাউস,*** জমিয়াতু দারিল বিরর, দুবাই, সংযুক্ত আরব-আমিরাত (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৯ হি. = ২০১৮ খ্রি.)

—***লিসানুল মিযান,*** মুআস্‌সাসাতুল আ'লামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯০ হি. = ১৯৭১ খ্রি.)

৩৬. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০-৩৫৪ হি. = ০০০-৯৬৫ খ্রি.), ***আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান,*** মুআস্‌সাসাতুর রিসালা লিত-তাবাআ

ওয়ান নাশর ওয়াত-তাওযী', বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৩৭. ইসমাইল আল-আসবাহানী: আবুল কাসিম, কিওয়ামুস সুন্নাহ, ইসমাইল ইমনে মুহাম্মদ ইবনুল ফাযাল ইবনে আলী আল-কুরাশী আত-তালীহী আত-তায়মী আল-আসবাহানী (৪৫৭-৫৩৫ হি. = ১০৬৫-১১৪১ খ্রি.), *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৩৮. ইয়াসীন আল-খতীব: ইয়াসীন ইবনে খায়রুল্লাহ ইবনে মাহমুদ ইবনে মুসা আল-খতীব আল-উমরী আল-মুসিলী (১১৫৭-১২৩২ হি. = ১৭৪৪-১৮১৭ খ্রি.), *আর-রাওযাতুল ফায়হা ফী তাওয়ারীখিন নিসা*, মুআসসাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ও॥

৩৯. ওমর আল-জা'দী : আবুল খাত্তাব, ওমর ইবনে আলী ইবনে সামুরা ইবনুল হুসাইন ইবনে সামুরা ইবনুল হায়সাম ইবনে আবুল আশীরা আল-জা'দী (৫৪৭-৫৮৬ হি. = ১১৫২-১১৯০ খ্রি.), *তাবাকাতু ফুকাহায়িল ইয়ামান*, মাতবাআতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৭ হি. = ১৯৫৭ খ্রি.)

৪০. ওয়ালিউল্লাহী : মাওলানা, যহীরুদ্দীন সাইয়েদ আহমদ ওয়ালিউল্লাহী, *কামালাতে আযীযী*, ইসলামী অ্যাকাডেমি, লাহোর, পাকিস্তান

॥ক॥

৪১. আল-কাফআমী : তকীউদ্দীন, ইবরাহীম ইবনে আলী ইবনুল হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালিহ আল-হারিসী আল-আমিলী আল-কাফআমী (৮৪০-৯০৫ হি. = ১৪৩৬-১৫০০ খ্রি.), *আল-মিসবাহ = জুন্নাতুল আমানিল ওয়াকিয়া ওয়া জুন্নাতুল ঈমানিল বাকিয়া*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, নজফ, ইরাক ও মুওয়াস্সাসায়ে মতবূআতে ইসমাইলিয়ান, তেহরান, ইরান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৮৯ হি. = ১৯৭০ খ্রি.)

৪২. আল-কাসতাল্লানী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাসতাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১-৯২৩ হি. = ১৪৪৮-১৫১৭ খ্রি.), *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, কায়রো, মিসর

৪৩. আল-কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী আল-কুরতুবী (৬০০-৬৭১ হি. = ১২০৪-১২৭৩ খ্রি.):
—*আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৪ হি. = ১৯৬৪ খ্রি.)
—*আত-তাযকার ফী আফযালির আযকার*, মাকতাবাতু দারিল বায়ান, দামেস্ক, সিরিয়া (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)
—*আত-তাযকিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরা*, মকতাবাতু দারিল মিনহাজ লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ ১৪২৫ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

৪৪. আল-কুলায়নী : আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কুলায়নী আর-রাযী (০০০-৩২৯ হি. = ০০০-৯৪১ খ্রি.), *আল-কাফী ফিল উসূল ওয়াল ফুরূ'*, দারুল হাদীস লিত-তাবাআতি ওয়ান নাশর, কুম, ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩০ হি. = ২০০৮ খ্রি.)



॥খ॥

৪৫. আল-খাযিন : আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উমর আশ-শায়হী আল-বাগদাদী আল-খাযিন (৬৭৮-৭৪১ হি. = ১২৮০-১৩৪১ খ্রি.), *লুবাবুত তাওয়ীল ফী মা'আনিত তানযীল*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৪৬. আল-খাল্লাল : আবু বকর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হারুন ইবনে ইয়াযীদ আল-খাল্লাল আল-বাগদাদী (০০০-৩১১ হি. = ০০০-৯২৩ খ্রি.), *আল-মাজালিসুল আশারা আল-আমালী*, দারুস সাহাবা লিত-তুরাস, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

॥গ॥

৪৭. আল-গাযালী : হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু হামিদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-ত,সী (৪৫০-৫০৫ হি. = ১০৫৮-১১১১ খ্রি):
—*আয-যাহরুল আবরায ফী আসরারি খাওয়াসসি কিতাবিল্লাহিল আযীয*, মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল-আযহারিয়া ও মাকতাবাতু ওয়া মাতবাআতুল ফাজর আল-জাদীদ, কায়রো, মিসর
—*ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, দারুল মারিফা, বয়রুত, লেবনান

॥জ॥

৪৮. আল-জামাল : সুলায়মান ইবনে উমর ইবনে মনসুর আল-আজীলী আল-আযহারী আল-জামাল (০০০-১২০৪ হি. = ০০০-১৭৯০ খ্রি.), *আল-ফুতুহাতুল ইলাহিয়া বি-তাওযীহি তাফসীরিল জালালাইন লিদ-দাকায়িকিল খফিয়া*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৪৯. জাহানাবাদী : শায়খুল মাশায়িখ, আরিফ বিল্লাহ, মাওলানা, শাহ কলীমুল্লাহ ইবনে হাজী নুরুল্লাহ ইবনে আহমদ সিদ্দীকী জাহানাবাদী (১০৬০-১১৪২ হি. = ১৬৫০-১৭২৯ খ্রি.), *মুরাক্কায়ে কলমী*, হামেদ অ্যান্ড কোম্পানি, লাহোর, পাকিস্তান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ত॥

৫০. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০-৩৬০ হি. = ৮৭৩-৯৭১ খ্রি.):
—*আদ-দুআ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)
—*আল-মু'জামুল আওসাত*, দারুল হারামইন লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)
—*আল-মু'জামুল কবীর*, মাকতাবাতু ইবনি তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)
—*মুসনদুশ শামিয়িয়ীন*, মুআস্সিসসাতুর রিসালা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত-তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৫১. আত-তাবারী : আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি. = ৮৩৯-৯২৩ খ্রি.), *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন*, দারু হিজর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী' ওয়াল ই'লান, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৫২. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), ***আস-সুনান = আল-জামিউস সহীহ্‌,*** মুস্তাফা আল-বাবী অ্যান্ড সন্স লাইব্রেরি অ্যান্ড প্রিন্টিং কোম্পানি, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥দ॥

৫৩. আদ-দারিমী : আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল ফযল ইবনে বাহরাম আদ-দারিমী আত-তামীমী আস-সামারকন্দী (১৮১-২৫৫ হি. = ৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), ***আল-মুসনাদ = আস-সুনান,*** দারুল মুগনী লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৫৪. আদ-দায়লামী : আবু শুজা', শীরাওয়ায়হি শাহারদার ইবনে শীরাওয়ায়হি ইবনে ফানাখসরূ আদ-দায়লামী আল-হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. = ১০৫৩-১১১৫ খ্রি.), ***আল-ফিরদাওসু বি-মাসূরিল খিতাব = মুসনদুল ফিরদাউস,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৫৫. আদ-দায়নাওরী : আবু বকর, কাযী, আহমদ ইবনে মারওয়ান আদ-দায়নাওরী আল-মালিকী (০০০-৩৩৩ হি. = ০০০-৯১৫ খ্রি.), ***আল-মাজালিস ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম,*** জামায়িয়াতুত তারবিয়া আল-ইসলামিয়া, উম্মুল হাসাম, বাহরাইন ও দারু ইবনি হাযম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৫৬. আদ-দায়রবী : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে ওমর আদ-দায়রবী (০০০-১১৫১ হি. = ০০০-১৭৩৮ খ্রি.), ***মুজাররাবাতুল দায়রবী আল-কবীর = ফাতহুল মালিকিল মাজীদ আল-মুওয়াল্লাফু লি-নাফয়িল আবীদ ওয়া কাময়ি কুল্লি জাব্বারিন আনীদ,*** আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩১৬ হি. = ১৮৯৮ খ্রি.)

॥ন॥

৫৭. আন-নাওয়াওয়ী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.):

—***আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন,*** দারু ইবনি হাযম লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

—***আল-আযকারুন নাওয়াবিয়া,*** দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (নতুন সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৫৮. আন-নাজ্জাশী : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ ইবনুল আব্বাস আন-নাজ্জাশী আল-আসাদী (৩৭২-৪৫০ হি. = ৯৮২-১০৫৮ খ্রি.), ***ফিহরাস্ত আসমায়ি মুসান্নিফাইয়িশ শীয়া = রিজালুন নাজ্জাশী,*** মুআস্‌সাসাতুন নাশর আল-ইসলামী, কুম, ইরান (পঞ্চম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

৫৯. আন-নাবাহানী : ইউসুফ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইউসুফ আন-নাবাহানী (১২৬৫-১৩৫০ হি. = ১৮৪৯-১৯৩২ খ্রি.):

—***জামিউ কারামাতিল আওলিয়া,*** আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ২০০৯ খ্রি.)

—***জামিউস সানা আলাল্লাহি তাআলা,*** মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী অ্যান্ড সন্স লাইব্রেরি অ্যান্ড প্রিন্টিং কোম্পানি, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭২ হি. = ১৯৫২ খ্রি.)



৬০. আন-নাযিলী : মুহাম্মদ হক্কী ইবনে আলী ইবনে ইবরাহীম আন-নাযিলী (০০০-১৩০১ হি. = ০০০-১৮৮৪ খ্রি.), ***খাযীনাতুল আসরার জালীলাতুল আযকার,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৬১. আন-নাসাফী : আবুল বারাকাত, হাফিযুদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আন-নাসাফী (০০০-৭১০ হি. = ০০০-১৩১০ খ্রি.), ***মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা'ওয়ীল,*** দারুল কালিম আত-তাইয়িব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৬২. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআয়ব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫-৩০৩ হি. = ৮৩০-৯১৫ খ্রি.):

—***আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা,*** মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

—***আয-যুআফা ওয়াল মাতরুকুন,*** দারুল ওয়া'য়ী আল-আরবী লিন নাশর ওয়াত তাওযী', হলব, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৬ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

—***আস-সুনানুল কুবরা,*** মুআসসিসাতুর রিসালা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত-তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৬৩. নি'মাতুল্লাহ আল-জাযায়িরী: সাইয়েদ নি'মাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল-মূসাভী আল-জাযায়িরী (১০৫০-১১১২ হি. = ১৬৪০-১৭০১ খ্রি.), ***আল-আনওয়ারুন নু'মানিয়া ফী বায়ানি নাশআতিল ইনসানিয়া,*** দারুল কারী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৯ হি. = ২০০৮ খ্রি.)

॥ফ॥

৬৪. আল-ফাকিহানী : আবু হাফস, তাজুদ্দীন, ওমর ইবনে আলী ইবনে সারিম ইবনে সাদাকা আল-লাখমী আল-ইসকান্দরী আল-ফিকাহানী আল-মালিকী (৬৫৪-৭৩৪ হি. = ১২৫৬-১৩৩৪ খ্রি.), ***আল-ফাজরুল মুনীফ ফিস সালাতি আলান বাশীর আন-নাযীর,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩২ হি. = ২০১১ খ্রি.)

৬৫. ফরিদুদ্দীন আত্তার : ফরীদুদ্দীন, আবু হামিদ, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আল-আত্তার আল-কদকিনী আন-নায়শাপুরী (০০০-৬৩৭ হি. = ০০০-১২৩৯ খ্রি.), ***ফন্দনামা,*** মাকতাবাতুল বুশরা লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪৩১ হি. = ২০১০ খ্রি.)

॥ব॥

৬৬. আল-বাগাভী : রুকুনুদ্দীন, মুহয়িউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ, আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল ফাররা আল-বাগাভী আশ-শাফিয়ী (৪৩৬-৫১০ হি. = ১০৪৪-১১১৭ খ্রি.), ***মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন,*** দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

৬৭. আল-বাযযার : আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আতাকী আল-বাযযার (০০০-২৯২ হি. = ০০০-৯০৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্‌খার,*** মাকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪-১৪২৯ হি. = ১৯৮৮-২০০৯ খ্রি.)

৬৮. আল-বারকী : আবু জাফর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালিদ আল-বারকী (০০০-২৭৪ হি. = ০০০-৮৮৭ খ্রি.), ***আল-মাহাসিন,*** দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, কুম, ইরান (দ্বিতীয় সংস্করণ)

৬৯. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.):
—*আল-জামি' লি-শুআবিল ঈমান*, মাকতাবাতুর রাশাদ লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
—*আদ-দা'ওয়াতুল কবীর*, গিরাস লিন-নাশর ওয়াত-তাওযী', কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)
—*দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)
—*মানাকিবুশ শাফিয়ী*, মাকতাবাতু দারিস তুরাস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯০ হি. = ১৯৭০ খ্রি.)

৭০. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.):
—*আত-তারীখুল কবীর*, আন-নাশিরুল মুতামাইয়িযু লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী' ও দারুন নাসীহা, রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৪০ হি. = ২০১৯)
—*আল-আদাবুল মুফরাদ*, মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)
—*আল-জামিউল মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ﷺ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ*, দারু তওকিন নাজাত লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৭১. আল-বুজায়রমী : সুলায়মান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওমর আল-বুজায়রমী আল-মিসরী আশ-শাফিয়ী (১১৩১-১২২১ হি. = ১৭১৯-১৮০৬ খ্রি.), *তুহফাতুল হাবীব আলা শারহিল খতীব = হাশিয়াতুল বুজায়রমী আলাল ইকনা' ফী হাল্লি আলফাযি আবু শুজা' লিল-খতীবিশ শিরবীনী*, দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৭২. আল-বূনী : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আল-বূনী (০০০-৬২২ হি. = ০০০-১২২৫ খ্রি.):
—*ফাযায়িলু খাওয়াসসি আয়াতিল কুরসী*, পাণ্ডুলিপি (স্ক্রিপ্ট সংস্করণ: ১২৬২ হি. = ১৮৪৫ খ্রি.)
—*শামসুল মাআরিফ আল-কুবরা*, মুওয়াসসাসাতুন নূর লিল-মাতবূআত, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৭৩. বখতিয়ার কাকী : শায়খুল ইসলাম, মালিকুল মাশায়েখ, কুতুবুল আকতাব, কুতুবুদ্দীন, সাইয়েদ খাজা বখতিয়ার ইবনে কামালুদ্দীন আহমদ ইবনে মুসা আল-কাকী আল-উশী আল-হুসাইনী (৫৬৮-৬৩৩ হি. = ১১৭৩-১২৩৫ খ্রি.), *দলীলুল আরিফীন = মলফূযাতে হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী*, মাতবায়ে হাফেয মাহমুদ হাসান লখনউ, ইউপি, ব্রিটিশ ভারত

৭৪. বাহাউদ্দীন আল-আমিলী: বাহাউদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে আবদুস সামাদ আল-হারিসী আল-আমিলী আল-হামযানী (৯৫৩-১০৩১ হি. = ১৫৪৭-১৬২২ খ্রি.), *আল-মুখাল্লাত*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

**॥ম॥**

৭৫. আল-মজলিসী : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ বাকির ইবনে মুহাম্মদ তকী ইবনে মকসুদ আলী আল-মজলিসী আল-আসবাহানী (১০৩৭-১১১১ হি. = ১৬২৭-১৭০০ খ্রি.):



—*বিহারুল আনওয়ার আল-জামিয়া লি-দুরারি আখবারি আয়িম্মাতিল আতহার আলায়হিমুস সালাম*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)
—*মিশকাতুল আনওয়ার দর ফাযায়িল ওয়া আদাবে কিরাআতে কুরআন*, ইনতিশারাতে মসজিদে মুকাদ্দাস জামকারান, কুম, ইরান (পঞ্চম সংস্করণ: ১৩৯০ হি. শা. = ২০১১ খ্রি.)
—*হিলয়াতুল মুত্তাকীন দর আদাব ওয়া সুনান ওয়া আখলাকে ইসলামী*, নশরে লোকমান, কুম, ইরান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৬৯ হি. শা. = ১৯৯০ খ্রি.)

৭৬. আল-মুসতা'সিমী : মুহাম্মদ ইবনে আয়দামুর আল-মুসতা'সিমী (৬৩৯-৭১০ হি. = ৬৯৪-১২৯৫ খ্রি.), *আদ-দুররুল ফারীদ ওয়া বায়তুল কাসীদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪৩৬ হি. = ২০১৫ খ্রি.)

৭৭. আল-মুনাভী : যায়নুদ্দীন, মুহাম্মদ আবদুর রাউফ ইবনে তাজুল আরিফীন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবিদীন আল-হাদ্দাদী আল-মুনাভী আল-কাহিরী (৯৫২-১০৩১ হি. = ১৫৪৫-১৬২২ খ্রি.):
—*তাবাকাতুস সুফিয়া: আত-তাবাকাতুল কুবরা = আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়া ফী তারাজিমিস সাদাদিত সুফিয়া*, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)
—*ফয়যুল কদীর শরহুল জামিয়িস সগীর*, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৫৬ হি. = ১৯৩৭ খ্রি.)

৭৮. মালিক ইবনে আনাস: ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিমায়ারী (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.), *আল-মুয়াত্তা*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৭৯. মুনশী জমিল আহমদ জমিল: মুনশী জমিল আহমদ জমিল, *দাস্তানে আজীব = মু'জাযায়ে মাসহাফে নাতিক হজরত ইমাম জাফর সাদিক রযিয়াল্লাহ তাআলা আনহু*, ইলেক্ট্রিক আবুল আলায়ী প্রেস আগ্রা, ইউপি, ভারত (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৮০. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ ﷺ = আস-সহীহ*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৪ হি. = ১৯৫৫ খ্রি.)

৮১. মুহাম্মদ আমীন আল-হিরভী: মুহাম্মদ আল-আমীন ইবনে আবদুল্লাহ আল-আরমী আল-আলাভী আল-হিরভী আশ-শাফিয়ী (১৩৪৮-১৪৪১ হি. = ১৯২৯-২০১৯ খ্রি.), *তাফসীরু হাদায়িকির রূহ ওয়ার রায়হান ফী রাওয়াবাই উলূমিল কুরআন*, দারু তওকিন নাজাত লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৮২. মুহাম্মদ আর-রিযভী: সাইয়েদ মুহাম্মদ রিযা আর-রিযভী, *আত-তুহফাতুর রাজাভিয়া ফী মুজাররাবাতিল ইমামিয়া*, মুআস্সাসাতু আহলিল বায়ত আলায়হিস সালাম, মাস্কাট, ওমান

৮৩. মুহাম্মদ আল-জাওয়াহিরী: মুহাম্মদ আল-জাওয়াহিরী, *আল-মুফীদ মিন মু'জামি রিজালিল হাদীস*, মাকতাবাতুল মাহাল্লাতী, কুম, ইরান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৮৪. মোল্লা আলী আল-কারী: নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০-১০১৪ হি. = ০০০-১৬০৬ খ্রি.), *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

**॥য॥**


৮৫. আয-যাব্বী : আবু আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়ল ইবনে গাযওয়ান ইবনে জরীর আয-যাব্বী (০০০-১৯৫ হি. = ০০০-৮১১ খ্রি.), ***আদ-দুআ,*** মাকতাবাতুর রাশাদ লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৮৬. আয-যাবীদী : আবুল ফয়য, মুরতুযা, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রায্যাক আল-হুসাইনী আয-যাবীদী (১১৪৫-১২০৫ হি. = ১৭৩২-১৭৯০ খ্রি.), ***ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন বি-শারহি ইয়াহইয়ায়ি উলূমিদ্দীন,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

৮৭. আয-যামাখশারী : আবুল কাসিম, মাহমূদ ইবনে আমর ইবনে আহমদ আয-যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি. = ১০৭৪-১১৪৩ খ্রি.), ***আল-কাশ্শাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল,*** দারুল কিতাব আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৮৮. আয-যারকাশী : বদরুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ বাহাদুর ইবনে আবদুল্লাহ আয-যারকাশী (৭৪৫-৭৯৪ হি. = ১৩৪৪-১৩৯২ খ্রি.), ***আল-বুরহান ফী উলূমিল হাদীস,*** দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৬ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

৮৯. যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী: যিয়াউদ্দীন আল-আ'লামী, ***খাওয়াসুল কুরআন ওয়া ফাওয়ায়িদুহু,*** মুওয়াস্সাসাতুল আ'লামী লিল-মাতবূআত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৯০. যিয়াউদ্দিন আল-মাকদিসী: যিয়াউদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (৫৬৯-৬৪৩ হি. = ১১৭৪-১২৪৫ খ্রি.), ***আল-ইদ্দা লিল-কারব ওয়াশ শিদ্দা,*** দারুল মিশকাত লিল-বাহস ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)


**॥শ॥**


৯১. আশ-শা'রানী : আবু মুহাম্মদ, আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল-হানাফী আশ-শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হি. = ১৪৯৩-১৫৬৫ খ্রি.), ***আল-মিনানুল কুবরা = লাতায়িফুল মিনান ওয়াল আখলাক ফী উজুবিত তাহাদ্দুস বি-নি'মাতিল্লাহি আলাল ইতলাক,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৪০ হি. = ২০১৯ খ্রি.)

৯২. আশ-শাফিয়ী : ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফি' ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদু মুনাফ আশ-শাফিয়ী আল-মুত্তালাবী আল-কুরাশী আল-মক্কী (১৫০-২০৪ হি. = ৭৬৭-৮২০ খ্রি.), ***তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম,*** দারুত তাদমুরিয়া লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৯৩. আশ-শারজী : যায়নুদ্দীন, আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল লতীফ আশ-শারজী আয-যাবীদী (৮১২-৮৯৩ হি. = ১৪১০-১৪৮৮ খ্রি.), ***আল-ফাওয়ায়িদ ফিস সালাত ওয়াল আওয়ায়িদ,*** আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়া, বুলাক, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩০৯ হি. = ১৮৯১ খ্রি.)

৯৪. শামসুদ্দীন আল-ওয়াসিতী: আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল-হুসাইনী আল-ওয়াসিতী (৭১৭-৭৭৬ হি. = ১৩১৭-১৩৭৪ খ্রি.), ***মাজাউল আহবাব ওয়া তাযকিরাতু উলিল আলবাব,*** দারুল মিনহাজ লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৮ হি. = ২০০৮ খ্রি.)





৯৫. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী: সিরাজুল হিন্দ, শাহ আবদুল আযীয ইবনে আহমদ ওয়ালিউল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম আল-উমরী আল-ফারূকী মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১৫৯-১২৩৯ হি. = ১৭৪৬-১৮২৪ খ্রি.), ***তাফসীরে ফাতহুল আযীয = তাফসীরে আযীযী,*** নশরে ইহসান, তেহরান, ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৯ হি. শা. = ২০২০ খ্রি.)

৯৬. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী: আবু আবদুল আযীয, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, আহমদ ইবনে আবদুর রহমান আল-উমরী আল-ফারূকী মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১০-১১৭৬ হি. = ১৬৯৯-১৭৬২ খ্রি.), ***আল-কাওলুল জমীল ফি বায়ানি সাওয়ায়িস সাবীল,*** আদ-দারুল জুদিয়া লিন-নাশর ওয়াত তাওযী', কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩০ হি. = ২০১০ খ্রি.)


**॥স॥**


৯৭. আস-সা'লবী : আবু ইসহাক, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আস-সা'লাবী (০০০-৪২৭ হি. = ০০০-১০৩৫ খ্রি.), ***আল-কাশফু ওয়াল বয়ান,*** দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৯৮. আস-সাখাওয়ী : শামসুদ্দীন, আবুল খায়র, আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান ইবনে মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (৮৩১-৯০২ হি. = ১৪২৭-১৪৯৭ খ্রি.):

—***আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী',*** দারুর রাইয়ান লিত-তাবাআতি ওয়ান নশর, বয়রুত, লেবনান ও দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সৌদি আরব

—***আল-মাকাসিদুল হাসানা ফী বয়ানি কসীরিম মিনাল আহাদীসিল মশহূরা আলাল আলসিনা,*** দারুল কিতাব আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৯৯. আস-সানূসী : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ওমর ইবনে শুআয়ব আস-সানূসী (৮৩২-৮৯৫ হি. = ১৪২৮-১৪৯০ খ্রি.), ***মুজাররাবাতুশ শায়খ আস-সানূসী ফিল ইলাজির রূহানী,*** মাতবায়ে মুহাম্মদী, বোম্বে, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৮ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

১০০. আস-সাফীরী : শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আহমদ আস-সাফীরী আশ-শাফিয়ী (৮৭৭-৯৫৬ হি. = ১৪৭২-১৫৪৯ খ্রি.), ***শারহুল বুখারী = আল-মাজালিসুল ওয়া'যিয়া ফী শারহি আহাদীসি খায়রিল বারিয়া,*** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

১০১. আস-সাফূরী : আবদুর রহমান ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে উসমান আস-সাফূরী আশ-শাফিয়ী (০০০-৮৯৪ হি. = ০০০-১৪৮৯ খ্রি.), ***নুযহাতুল মাজালিস ওয়া মুনতাখাবুন নাফায়িস,*** আল-মাতআবাতুল কাসতিলিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১২৮৩ হি. = ১৮৬৬ খ্রি.)

১০২. আস-সাবযাওয়ারী: মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাবযাওয়ারী, ***জামিউল আখবার = মা'আরিজুল ইয়াকীন ফী উসূলিদ্দীন,*** মুআস্সাসাতু আলিল বায়ত আলায়হিমুস সালাম লি-ইয়াহইয়ায়িত তুরাস, কুম, ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

১০৩. আস-সাভী : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাভী (১১৭৫-১২৪১ হি. = ১৭৬১-১৮২৫ খ্রি.):

—*আল-হাশিয়া আলা তাফসীরি জালালাইন,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)
—*হাশিয়াতুস সাওয়ী আলাশ শারহিস সাগীর = বুলগাতিস সালিক লি-আকরাবিল মাসালিক ইলা মাযহাবিল ইমাম মালিক,* দারুল মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান

১০৪. আস-সামআনী : আবু সা'দ, আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মনসুর আস-সামআনী আল-মারূযী (৫০৬-৫৬২ হি. = ১১১৩-১১৬৭ খ্রি.), *আদাবুল ইমলা ওয়াল ইসতিমলা,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

১০৫. আস-সুলামী : মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুসা ইবনে খালিদ ইবনে সালিম আস-সুলামী আল-আযদী আন-নায়সাপুরী (৩২৫-৪১২ হি. = ৯৩৬-১০২১ খ্রি.), *আদাবুস সুহবাহ,* দারুস সাহাবা লিত-তুরাস, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

১০৬. আস-সুহরাওয়ারদী: আবু হাফয, শিহাবুদ্দীন, উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমবিয়া আল-কুরাশী আত-তায়মী আল-বকরী আস-সুহরাওয়ারদী (৫৩৯-৬৩২ হি. = ১১৪৫-১২৩৪ খ্রি.), *আওয়ারিফুল মাআরিফ,* মাকতাবাতুস সাকাফা আদ-দীনিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

১০৭. আস-সুয়ূতী : জালালুদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.):
—*আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মা'সুর,* দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান
—*আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন,* আল-হাইয়াতুল মিসরিয়া আল-আম্মা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৪ হি. = ১৯৭৪ খ্রি.)
—*জামউল জাওয়ামি' = আল-জামিউল কবীর = জামিউল আহাদীস,* আল-আযহার আশ-শরীফ, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)
—*আল-জামিউস সগীর ফী হাদীসিল বশীর আন-নযীর,* দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
—*আল-হাওয়ী লিল-ফতওয়া,* দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)
—*আর-রহমা ফিত তিব্ব ওয়াল হিকমা,* মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী অ্যান্ড সন্স লাইব্রেরি অ্যান্ড প্রিন্টিং কোম্পানি, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৫৭ হি. = ১৯৩৮ খ্রি.)
—*নূরুল লুমআ ফী খাসায়িসিল জুমুআ,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

১০৮. সায়ীদ হাওওয়া : সায়ীদ ইবনে মুহাম্মদ দীব ইবনে মাহমুদ হাওওয়া আন-নায়ীমী (১৩৫৪-১৪০৯ হি. = ১৯৩৫-১৯৮৯ খ্রি.), *আল-আসাস ফিত তাফসীর,* দারুস সালাম, কায়রো, মিসর (ষষ্ঠ সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

১০৯. সিদ্দীক হাসান খান: আবুল তাইয়িব, খান বাহাদুর, নবাব, মুহাম্মদ সিদ্দীক ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে লুতফুল্লাহ আল-হুসায়নী আল-বুখারী আল-কিন্নূজী (১২৪৮-১৩০৭ হি. = ১৮৩২-১৮৯০ খ্রি.), *কিতাবুত তা'ওয়ীযাত = আদ-দা ওয়াদ দাওয়া,* মাতবায়ে শাহজাহানী, ভূপাল, ব্রিটিশ ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩০৫ হি. = ১৮৮৭ খ্রি.)

**॥হ॥**

১১০. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নুআয়ম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)



১১১. আল-হাকীম আত-তিরমিযী: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হাসান ইবনে বশর আল-হাকীম আত-তিরমিযী (০০০-অনু. ৩২০ হি. = ০০০-অনু. ৯৩২ খ্রি.), *নাওয়াদিরুল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম,* দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

১১২. হাশিম আল-বাহরানী: আবুল মাকারিম, সাইয়েদ হাশিম ইবনে সুলায়মান ইবনে ইসমাইল আল-হুসায়নী আল-কাতকানী আত-ত,বালী (০০০-১১০৭ হি. = ০০০-১৬৯৬ খ্রি.), *আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন,* মুওয়াস্সাসাতুল আ'লামী লিল-মাতবূআত, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

১১৩. হিফযুর রহমান কুমিল্লায়ী: মুহাম্মদ হিফযুর রহমান ইবনে মুহিব্বুর রহমান ইবনে সমীরুদ্দীন ইবনে সুলায়মান ইবনে আলী মাহমূদ ইবনে শায়খ ফিতান ইবনে মাহমূদ হুসাইন মিয়াজী কুমিল্লায়ী (জন্ম: ১৩৭৭ হি. = ১৯৫৮ খ্রি.), *আল-বুদূরুল মাযিয়া ফী তারাজিমিল হানাফিয়া,* দারুস সালিহ, কায়রো, মিসর ও মাকতাবাতু শায়খিল ইসলাম, ঢাকা বাংলাদেশ (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪৩৯ হি. = ২০১৮ খ্রি.)

১১৪. হুর আল-আমিলী : আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আলী আল-হুররুল আল-আমিলী (১০৩৩-১১০৪ হি. = ১৬২৩-১৬৯২ খ্রি.), *ওয়াসায়িলুশ শীয়া = তাফসীলু ওয়াসায়িলিশ শীয়া ইলা তাহসীলি মাসায়িলিশ শারীয়া,* মুআসসাসাতু আলিল বায়ত আলায়হিস সালাম লি-ইয়াহইয়ায়িত তুরাস, কুম, ইরান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)